নাসরুল বারী

দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা)

মূল

মাওলানা ওসমান গণী

শাইখুল হাদিস

মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ) সাহারানপুর, ভারত

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা মাকসুদ আহমাদ

মুহাদ্দিস, আল জামিয়াতুল মাদানিয়া

রাজফুলবাড়িয়া, সাভার-ঢাকা।

প্রকাশনায়

মাহমুদিয়া লাইব্রেরী

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০)

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৯৩৮০২২০৭৯, ০১৯১২৪৩৭৪৬৯

নাসরুল বারী দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা)

মূল ঃ মাওলানা ওসমান গণী
শাইখুল হাদিস, মাজাহিরুল উলূম (ওয়াকফ)
সাহারানপুর, ভারত।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মাকসুদ আহমাদ
মুহাদ্দিস, আল জামিয়াতুল মাদানিয়া
রাজফুলবাড়ীয়া, সাভার, ঢাকা।

প্রকাশক ঃ মাওলানা হাবীবুর রহমান
ইয়াসীন সামাদ
মাহমুদিয়া লাইব্রেরী
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন্ন ৭১৬২৬৫২

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি২০১১ খৃষ্টাব্দ

বর্ণ বিন্যাস ঃ তরজমা কম্পিউটার, হাজারীবাগ, ঢাকা।
মোবাইল ০১৯২৫ ৯৪০৭৫৬

মূল্য ঃ ৩৫০.০০ [তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র]

প্রকাশকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

বুখারী শরীফ হলো বিশুদ্ধতম হাদিস সংকলন। নবীজী (সা) এর পবিত্র মুখ হতে নি:সৃত বাণী তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন হচ্ছে হাদিস। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন আহ্বান ও দিক নির্দেশনার জন্য হাদিস হলো, দ্বিতীয় মূল উৎস। মূলত হাদীস-কুরআন উভয়ই ওহী হতে প্রাপ্ত। রাসূল (সা) এর বাণী যে কয়েকজন মহামনীষি সংকলন করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম বুখারী (রহ) অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি অসংখ্য হাদিস হতে সাত হাজার হাদিস বাঁচাই করে এটি সংকলন করেন।

বাংলাদেশের মাদরাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য হাদিসের পাঠ্য কিতাব। তাছাড়া জনসাধারণের অনেকেও এটি গুরুত্বসহকারে পাঠ করেন। তার এই কিতাবটি সংকলনের পর তার অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় বের হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বাংলাভাষায় এর নির্ভরযোগ্য তেমন কোন ব্যাখ্যাগ্রন্থ নেই। অথচ উর্দু ভাষায় তার অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম আল্লামা ওসমান গণী সাহেবের 'নাসরুল বারী' কিতাবটি সকল মহলে ব্যাপক সাড়া জাগালেও বাংলা ভাষি পাঠকরা ও ছাত্ররা এর দ্বারা বিশেষ ফায়েদা উঠাতে পারছে না। তাই ইত:মধ্যে এর তিনটি খণ্ড বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এবার আরেকটি খণ্ড বাংলাভাষায় প্রকাশ হলো। এই অনুবাদটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে চির কৃতজ্ঞ বিশিষ্ট আলেম স্বনামধন্য মুহাদ্দিস মাকসুদ আহমাদের নিকট।

পরিশেষে আমাদের আবেদন এই যে, আল্লাহর রহমতে ছাত্র-ছাত্রীরা এ কিতাবখানার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী। আমাদের অনিচ্ছাকৃত কোন ভুল-ত্রুটি যদি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে সচেতন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সবিনয় সহযোগিতা কামনা করছি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমিন।

ইয়াসীন সামাদ
প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

প্রতিটি সৃষ্টির জীবনই মহান স্রষ্টার রহমতে ভরপুর। প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত কোন সৃষ্টির জীবনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তেমনি মহান প্রভুর অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে আমিও এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি। জন্মলগ্ন থেকে প্রতিটি মুহূর্তে আর প্রতিটি কদমে মহান আল্লাহ আমার প্রতি করেছেন অনেক দয়া ও অনুগ্রহ। দিয়েছেন তার অপূরন্ত ভান্ডার থেকে অনেক নেয়ামত। তন্মধ্যে সর্বশেষ বড় নেয়ামত হল বুখারী শরীফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'নাসরুল বারী'র অনুবাদ করার তৌফিক দান। আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধতম কিতাব 'সহীহ বুখারী শরীফ'এর গুরুত্ব বা এর মর্যাদার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন একটি কিতাবের ব্যাখ্যার ভাষান্তর করাটাও সৌভাগ্যের ব্যাপার, অবশ্যই। আমার মত নালায়েক থেকে এমন একটা কাজ হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না- যদি না আল্লাহ তা'আলার বিশেষ মেহেরবানী হত। তাই হাজার শুকরিয়া আল্লাহর দরবারে - যদিও তার শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। মানুষের কর্মে সাধারনতঃ অপরের সহযোগিতা থেকেই থাকে। তেমনি আমার এ কাজেও অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন من لم يشكر الناس لم يشكر الله। তাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র এ বাণীর উপর আমল করেই আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ঐ সকল মহান ব্যক্তিদের যারা আমাকে এ কাজে উৎসাহী করেছেন, সাহস যুগিয়েছেন এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। তাই এ অনুবাদগ্রন্থে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তা যদি কারো নজরে পড়ার পর অবহিত করা হয় তা হলে পরবর্তীতে তা কৃতজ্ঞতার সাথে সংশোধনের আশা রাখি।

–অনুবাদক

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

অযু পর্ব

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

গোসল পর্ব

বিষয়	পৃষ্ঠা

হায়েয পর্ব

বিষয়	পৃষ্ঠা

কিতাবুত তায়াম্মুম

নামায পর্ব

বিষয়	পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْوُضُوءِ

অধ্যায় ৯৬ : অযু পর্ব

بَاب مَا جَاءَ فِي الْوُضُوءِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلَاثٍ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

এ অধ্যায় অযুর বর্ণনা এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী (যা সূরায়ে মায়েদায় বর্ণিত) اذا قمتم الى الصلوة الاية অর্থাৎ 'তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াও (অর্থাৎ নামায পড়ার ইচ্ছা কর) তখন তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত কনুই সহকারে ধৌত কর এবং মাথা মসেহ কর এবং তোমাদের উভয় পা টাখনু পর্যন্ত (ধৌত কর)' সম্পর্কে।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, অযুর মধ্যে একবার একবার (অযুর অঙ্গগুলো ধৌত করা) ফরয। তিনি অযুর মধ্যে দু'বার দু'বার করেও ধোয়েছেন, তিনবার তিনবার করেও ধোয়েছেন। তিনবারের বেশী ধৌত করেন নেই। অযুর মধ্যে প্রয়োজনের অধিক পানি ব্যয় করা এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজের সীমালংঘন করা উলামায়ে কিরামগণ মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।

পূর্বের সাথে সামঞ্জস্য : ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীর শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ كتاب الوحى উল্লেখ করেছেন। এরপর كتاب الايمان এবং كتاب الايمان-এর পর كتاب العلم উল্লেখ করেছেন। এ অধ্যায় তিনটির পরস্পারিক সামঞ্জস্য كتاب العلم-এর শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে- যা ইমাম বুখারী রহ.র সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং সুবিন্যাসের পরিচায়ক।

বাহ্যত : ইহাই সমীচীন মনে হয় যে, كتاب الايمان-এর পর كتاب الصلوة উল্লেখ করবেন। কারণ ঈমান আনার অর্থই হল বান্দা নিজের উপর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত এবং আনুগত্য আবশ্যকীয় করে নেয়া। আর ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নামায।

কাজেই كتاب الايمان-এর পর كتاب الصلوة উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। কারণ নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক ইবাদত। এর হুকুম ধনী-গরীব, স্বাধীন-পরাধীন, সুস্থ-অসুস্থ, মুকীম-মুসাফির সকলের উপর সমানভাবে বর্তায়। অধিকন্তু তার আদায়ের ক্ষেত্রও অন্যান্য ইবাদত (যেমন রোজা, হজ্জ ইত্যাদি) হতে অধিক। দৈনিক পাঁচবার পড়া ফরয।

কোরআন এবং হাদিসে ঈমানের পরপরই নামাযের হুকুম হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة

অর্থ : যারা গায়েব (তথা অদেখা বিষয়)-এর উপর ঈমান আনে এবং নামায কায়েম করে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, 'ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং নামায কায়েম করা এবং যাকাত আদায় করা।'

এ কারণে كتاب العلم-এর পর كتاب الصلوة উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। কিন্তু নামাযের জন্য ত্বাহারত (পবিত্রতা) শর্ত। কোন কিছুর শর্ত তার পূর্বেই হতে হয়। এ কারণে সকল ফকীহ এবং মুহাদ্দিসগণ كتاب الصلوة-এর পূর্বে كتاب الطهارات উল্লেখ করে থাকেন।

কোন কোন নুসখায় كتاب الوضوء-র স্থলে كتاب الطهارات উল্লেখ রয়েছে। এরপর باب ما جاء فى الوضوء অযু সম্পর্কিত অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে। আর ইহাই অধিকতর সঙ্গত। কারণ ইমাম বুখারী রহ. এ শিরোনামের অধীনে ত্বাহারাতের সকল প্রকারগুলো উল্লেখ করেছেন। আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশের নুসখাগুলোয় كتاب الوضوء শিরোনাম রয়েছে। সে ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে যে, অযুর গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করে এ শিরোনাম দেয়া হয়েছে। আর ইস্তিঞ্জা প্রভৃতি বিষয়গুলো 'অংশবিশেষ উল্লেখ করে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য নেয়া'র হিসেবে এর আওতায় এসে যাবে।

وضوء শব্দটি যদি واؤ-র মধ্যে পেশ দিয়ে পড়া হয় তবে তার অর্থ হল অযু করা। আর যদি যবর দিয়ে পড়া হয় তা হলে অর্থ হল ঐ পানি যা দিয়ে অযু করা হয়। এ ব্যাখ্যাটিই প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ ভাষাবিদের কথাও ইহাই। ইহা باب كرم-এর শব্দ। এর মাসদার হল وضوء এবং وضاءة। এর অর্থ পবিত্র এবং সুশ্রী হওয়া।

শরীয়তের পরিভাষায় তিন অঙ্গ (মুখমন্ডল, উভয় হাত এবং উভয় পা) ধোয়া এবং মাথা মসেহ করাকে অযু বলা হয়।

আয়াতে করীমা দ্বারা শুরু করা : ইমাম বুখারী রহ. তার নিয়ম অনুযায়ী كتاب الوضوء-ও কোরআনের আয়াত দ্বারা শুরু করেছেন। এর দ্বারা শুরুতে বরকত অর্জন ছাড়াও এ দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, এ আয়াতই এ অধ্যায়ের সমস্ত মাসয়ালা ইসতিম্বাতের (গবেষণার) মূল। আল্লামা কুস্তুল্লানী রহ. বলেন, 'লিখক বরকতের জন্য অথবা মাসয়ালা গবেষণার ক্ষেত্রে এ আয়াতটি মূল হওয়ার কারণে শুরুতে এ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন।'(কুস্তুল্লানী ১/৪০০)

كتاب الوضوء-র মধ্যে ৭৮টি বাব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অযু সম্পর্কিত যত আহকাম এবং মাসয়ালা বর্ণনা করা হবে তার সবগুলোই এ আয়াতের ব্যাখ্যা। যেমন, এ আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, অযুর আরকান (ফরয) চারটি; মুখমন্ডল ধোয়া, উভয় হাত কনুইসহ ধোয়া, উভয় পা টাখনুসহ ধোয়া এবং মাথা মসেহ করা। এ আয়াতটিকে অযুর আয়াত বলা হয়।

অযুর বিধিবদ্ধতা : এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, অযু কখন ফরয হয়েছে? কারো কারো মতে হিজরতে পর মদীনা মুনাওয়ারায় সূরায়ে মায়েদার অযুর আয়াতের মাধ্যমেই অযু ফরয করা হয়েছে। কারণ এ আয়াতটি মাদানী আয়াত বিষয়ে সবাই একমত। আর শরীয়তে দৃষ্টিতে ফরয বলা হয় যার আবশ্যকীয়তা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত, যা করা দ্বারা সওয়াব অর্জিত হয় এবং না-করা দ্বারা শাস্তির যোগ্য হয়।

মুহাক্কেকীনদের মতে হিজরতের পূর্বেই মক্কা মু'আয্যমায় নামাযের সাথে সাথেই অযু ফরয হয়েছে। আয়াত পরবর্তীতে নাযেল হয়েছে। ইহা অযৌক্তিক কোন কিছু নয়। কারণ অনেক কিছু এমন রয়েছে যেগুলো ফরয হওয়ার পর তৎসম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়েছে। অযুও সে বিষয়গুলোর অর্ন্তভূক্ত।

অযুর চার অঙ্গের বিশেষত্ব : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, অযুর মধ্যে এই অঙ্গ চারটির বিশেষত্ব কী? এর গুঢ় রহস্য কী? অথচ অযু দ্বারা বাহ্যিক এবং আত্মিক পবিত্রতা উদ্দেশ্য।

এর উত্তর হল যে, মানুষের কলবের পরিবর্তনের সাথে এ অঙ্গচারটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আর কলব বিনষ্ট হওয়ার কারণে গুনাহ (আত্মিক অপবিত্রতা) প্রকাশ পায়। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ অঙ্গচারটির সাথেই অধিকাংশ গুনাহের সম্পর্ক। দেখুন! মানুষের সামনে যখন কোন কিছু আসে তখন সে তার পসন্দ বা না-পসন্দ প্রকাশ করে। এতে বুঝা যায় যে, কোন বস্তুর প্রতি আগ্রহ ও অভিরুচীর ভিত্তি হল মুখোমুখী হওয়ার উপর। অত:পর যা পসন্দ করে তা অর্জন করার চেষ্টা করে। আর তা যদি এভাবে অর্জন সম্ভব না হয় তবে তা অর্জনের কৌশল নিয়ে মাথা ঘামায়। অত :পর তদানুসারে চলে-ফিরে চেষ্টা করে। এ কারণে যদি নিষিদ্ধ এবং হারাম বস্তুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় তা হলে তা কলবের জন্য ক্ষতিকর। আর যদি আদিষ্ট এবং শরীয়তপ্রিয় বস্তুর প্রতি আগ্রহ হয় এবং তা অর্জনের চেষ্টা করে তবে তার কলবের মধ্যে ঈমানের নূর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মোট কথা, যে পথে নাপাকী এবং পঙ্কিলতা কলবের মধ্যে প্রবেশ করে শরীয়ত সে পথগুলোকেই পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করেছে।

সার কথা, অযু দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতার সাথে সাথে আমল, আখলাক, কলব এবং রূহের পবিত্রতার রাস্তাও খুলে যায়। বাহ্যিকের প্রভাব অবশ্যই অন্তরের উপর পড়ে।

صحبت صالح ترا صالح کند * صحبت طالح ترا طالح کند

(অর্থাৎ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।)

হযরত যাইনুল আবেদীন রহ.র ঘটনা : হযরত যাইনুল আবেদীন বিন হযরত হুসাইন রাযি. অযু করতে বসলে তার চেহারা পাণ্ডুবর্ণ হয়ে যেত। কেহ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কী? যখন আপনি অযু করতে বসেন তখন আপনার এমন অবস্থা হয় কেন?' তিনি বললেন, 'আমার কল্পনা হয় যে, এখন সে আহকামুল হাকেমীনের দরবারে উপস্থিত হতে হবে যার বড়ত্ব এবং মর্যাদার সীমা নেই। তাঁর ভয় এবং আতঙ্কের কারণে আমার এ অবস্থা সৃষ্টি হয়।'

অযু ওয়াজিবের কারণ : অযু ওয়াজিবকারী অর্থাৎ অযুর কারণ কী? অযু কখন ওয়াজিব হয়? আয়াতে করীমা اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا الاية -র ব্যাপকতা দ্বারা ইহাই প্রকাশ পায় যে, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন অযু করবে - চাই অযু থাকুক বা না থাকুক। প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করবে। আহলে যাহেরের মতও এরূপ। তাদের মতে প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করা আবশ্যক। কিন্তু এমতটি شاذ তথা গ্রহণযোগ্য সকল উলামায়ে কিরামের মতের বিপরীত। ইমাম নববী রহ. বলেন, 'আমার মনে হয় না যে, ইহা কারো থেকে সঠিকভাবে বর্ণিত আছে।' কারণ একথার উপর সবাই একমত যে, এক অযু দ্বারা অনেক নামায আদায় করা যায়। এজন্য হাদিসের ব্যাখ্যাকারীগণ এখানে কোন শব্দ উহ্য ধরে নেন। তারা বলেন, আয়াতের অর্থ হল, اذا قمتم الى الصلوة و انتم محدثون 'যখন তোমরা নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হও এমতাবস্থায় যে, তোমরা অযুহীন থাক।' এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অযু ফরয হওয়ার কারণ হল অযুহীন থাকা অবস্থায় নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া।

অধিকন্তু অযুর হুকুম বর্ণনা করার পর তার উদ্দেশ্য এ বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান।' দ্বারাও তা বুঝা যায়। কারণ যে ব্যক্তি পূর্ব হতেই পবিত্র তাকে পূণরায় পবিত্রতা অর্জন করার নির্দেশ দেয়া তার অসুবিধা এবং কষ্টের কারণ যা অন্য এক আয়াত দ্বারা দূরীকরণ করা হয়েছে; 'আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা নয় তোমাদের উপর সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা। বরং তার ইচ্ছা হল তোমাদেরকে পবিত্র করা।' মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়াতে হযরত বুরাইদা রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে, 'মক্কা বিজয়ের দিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অযু দ্বারা সমস্ত নামায আদায় করেছেন। হযরত উমর রাযি. আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আজ আপনি এমন এক কাজ করেছেন যা ইতিপূর্বে কখনও করতেন না। তিনি ইরশাদ করলেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ করেছি।' এরদ্বারা জানা গেল যে, প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করা আবশ্যক নয়। সুতরাং একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, অযু ওয়াজিব হওয়ার কারণ দু'টি; ১.মুহদিস (অযুহীন হওয়া)। ২.নামায বা এমন আমল করার ইচ্ছা করা যা পবিত্রতা ব্যতীত জায়েয নয়। অবশ্য 'অযুর উপর অযু' অর্থাৎ প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন অযু করা নি:সন্দেহে মুস্তাহাব এবং সওয়াবের কাজ।

قال ابو عبد الله الخ : আবু আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিস শরীফে উল্লেখ করেছেন যে, অযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করা ফরয। এখানে ইমাম বুখারী রহ. প্রাসঙ্গিকভাবে অযুর আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন। পরবর্তীতে কিতাবের ২৭পৃষ্ঠায় আলাদাভাবে باب الوضوء مرة مرة, باب الوضوء مرتين مرتين এবং باب الوضوء ثلثا ثلثا শিরোনামে হাদিস উল্লেখ করবেন।

কোরআনে করীমে ধোয়া এবং মসেহ করার কথা 'আমর' তথা আদেশসূচক বাক্য দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'আমর' স্বীয় সত্ত্বাগতভাবে 'তাকরার' তথা বারবার করাটাকে আবশ্যকীয় করে না বা তার সম্ভাবনাও তার মধ্যে নেই। কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় আমল দ্বারা বর্ণনা করে গেছেন যে, অযুর অঙ্গগুলোকে একবার একবার ধোয়া ফরয এবং তিনবার করে ধোয়া দ্বারা পূর্ণাঙ্গ সুন্নত আদায় হবে।

وكره اهل العلم الاسراف فيه الخ : যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তিনবারের অধিক ধোয়ার প্রমাণ নেই তাই উলামায়ে কিরাম তিনবারের অধিক ধোয়াকে মাকরূহ (তানযিহী) মনে করেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে এরূপ রয়েছে, 'যে ব্যক্তি এর কম বা বেশী করল সে অন্যায় এবং মন্দ কাজ করল।'(আবু দাউদ পৃ : ১৮)। এর অর্থ হল বিনা প্রয়োজনে তিনবারের অধিক করলে তা খারাপ এবং অন্যায় হবে। আর কম করা দ্বারা বাহ্যত: যা বুঝে আসে তা হল তিনবারের কম করলে তা অন্যায় এবং খারাপ হবে। কিন্তু এ অর্থ নেওয়া খুবই জটিল। কারণ তিনবারের কম ধৌত করা সহীহ হাদিস দ্বারা বিশেষ করে বুখারী

শরীফের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তিনবারের অধিক বর্ণিত নেই। আর যে কাজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত তাকে কী করে অন্যায় এবং মন্দ বলা যেতে পারে?

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এর কয়েকটি উত্তর দেওয়া হয়। প্রথম উত্তর হল, এখানে শব্দ উহ্য মেনে নেওয়া হয়। মূলত : ছিল 'অথবা একবার থেকে কম করল'। (উদ্দেশ্য হল ফরযের পর্যায় যা একবার একবার ধোয়া কেউ যদি তার থেকেও কম করে - যেমন নখ পরিমাণ জায়গা ধৌত করা থেকে বাদ দিল - সে ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য।) এর সমর্থন নু'আইম বিন হাম্মাদ বর্ণিত মরফূ' হাদিস - যা তিনি মুত্তালিব বিন হানতাবের মাধ্যমে রেওয়ায়াত করেছেন - থেকে পাওয়া যায়। হাদিসটি হল, 'অযু একবার একবার, দু'বার দু'বার, তিনবার তিনবার। যদি একবার থেকে কম করা হয় কিংবা তিনবারের অধিক করা হয় তবে তা ভুল করা হল।' হাদিসটি মুরসাল। এর রাবীগণ ثقة তথা নির্ভরযোগ্য। হাদিসটি মুরসাল হওয়ার কারণ হল মুত্তালিব বিন হানতাব হলেন তাবে'য়ী। আর এর সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। এর দ্বারা আবু দাউদ শরীফের 'আমর বিন শুয়াইব বর্ণিত হাদিসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায় যে, একবারের কম করাও (পুরোপুরি ভালভাবে না ধোয়া) মন্দ এবং খারাপ। আর তিনবারের অধিক করাও অন্যায় এবং মন্দ।

দ্বিতীয়ত : এ হাদিসের সকল রাবী কম করার কথা উল্লেখ করেননি। বরং অধিকাংশ রাবীই শুধুমাত্র فمن زاد (যে এর অধিক করবে) উল্লেখ করেছেন। কম করার কথা উল্লেখ নেই।

তৃতীয়ত : ظلم শব্দটি ব্যাপক। হারাম হতে অনুত্তম সবই এর অর্ন্তভূক্ত। কাজেই এ অর্থ নেওয়া যেতে পারে যে, 'যে ব্যক্তি একবার কিংবা দু'বার ধৌত করল সে পূর্ণতা পরিহার করে নিজের উপর যুলুম করল।

আরো উত্তরের জন্য উমদাতুল কারী দেখা যেতে পারে।

بَاب لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ

অধ্যায় ৯৭ : অযু ব্যতীত নামায কবুল হয় না

শিরোনাম : এ শিরোনামটি হুবহু একটি হাদিসের শব্দ যা ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর কিতাবের শুরুতে উল্লেখ করেছেন। তদ্রূপ মুসলিম শরীফের প্রথম খন্ডের ১১৯নং পৃষ্ঠায় এ হাদিসটির উল্লেখ রয়েছে। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ শিরোনামটি একটি হাদিস হতে নেয়া হয়েছে যা ইমাম মুসলিম প্রমুখ ইবনে উমর রাযি. হতে এর উপর বৃদ্ধি সহকারে বর্ণনা করেছেন।(উমদাতুল কারী২/২৪৩)

হাফিয আসকালানী রহ. বলেন, এ শিরোনামটি একটি হাদিসের অংশ যা ইমাম মুসলিম প্রমুখ ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আবু দাউদ প্রমুখ আবুল মালীহ বিন উসামা হতে তার পিতার সনদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর কোনটিই ইমাম বুখারী রহ.র হাদিস গ্রহণের শর্তানুসারে পাওয়া যায়নি বিধায় তিনি এ হাদিসটি শিরোনামে উল্লেখ করেছেন এবং এর অধীনে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য হাদিস উল্লেখ করেছেন।(ফতহুল বারী)

উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ কথা জানানো যে, নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত। পবিত্রতা ব্যতীত কোন নামাযই শুদ্ধ হবে না - চাই তা ফরয হোক বা নফল হোক, কোন ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত হোক বা না হোক, মুকীমের নামায হোক বা মুসাফিরের নামায হোক। কারণ, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত। অধিকন্তু কেউ যদি নামায বা-অযু শুরু করে এবং নামাযের মধ্যেই তার হদস হয় (অযু ভেঙ্গে যায়।) তবে তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় অযু করে নামায পড়তে হবে। অবশ্য জানাযার নামায এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে কিছুটা মতভেদ আছে - যা যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

মোট কথা, চার ইমাম এবং সকল উম্মতের মতে নামায এবং সিজদায়ে তিলাওয়াতের জন্য পবিত্রতা শর্ত। ইমাম নবুবী রহ. বলেন, এ বিষয়ে সকল উম্মত একমত যে, পানি কিংবা মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত নামায পড়া হারাম। এতে ফরয, নফল, সাজদায়ে তিলাওয়াত, সাজদায়ে শোকর বা নামাযে জানাযার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। অবশ্য শা'বী, মুহাম্মদ বিন জারীর আত্তাবারী থেকে বর্ণিত আছে যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামায জায়েয । আর এ মতটি বাতিল। (শরহে নবুবী ১১৯)

١٣٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ *

১৩৫. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যার হদস হয়েছে (অযু ভেঙ্গে গেছে) তার নামায কবুল হবে না যতক্ষণ না সে অযু করে নেয়।' হাযরামউতের এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হদস কী? তিনি বললেন, নি :শব্দে বা সশব্দে পায়ু পথ দিয়ে বাতাস বের হওয়া।

শিরোনামের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্য : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

ব্যাখ্যা : لا تقبل - তা-এ পেশ দিয়ে অর্থ হল لا تصح (শুদ্ধ হবে না)। صلوة শব্দটি পেশ দিয়ে নায়েবে ফায়েল। من শব্দটি الذى-র অর্থে। অর্থাৎ صلوة الذى احدث। অর্থাৎ হদসকারী ব্যক্তির নামায। حتى يتوضأ اى الى ان يتوضأ অর্থাৎ অযু করে নেয়া পর্যন্ত - চাই পানি দ্বারা হোক বা পানি না পাওয়ার ক্ষেত্রে পানির স্থলাভিষিক্ত মাটি দ্বারা হোক। যেমন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের অযু (অর্থাৎ এর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে) - যদি দশ বছরও পানি না পায়। فساء- مبتدأ محذوف-এর خبر হিসেবে مرفوع। অর্থাৎ هو فساء। فساء বলা হয় পায়ুপথে নির্গত শব্দহীন বাতাসকে। আর ضراط হল পায়ুপথে নির্গত শব্দবিশিষ্ট বাতাসকে।

প্রশ্ন : হদস দুই প্রকার। ১.হদসে আকবর - যা দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়। যেমন, হায়েয, নিফাস জানাবত। ২. হদসে আসগার তথা অযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ যা দ্বারা ওযু ওয়াজিব হয়। এখন প্রশ্ন হল, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হদসকে পায়ুপথে নি :শব্দে এবং সশব্দে নির্গত বাতাস দ্বারা নির্দিষ্ট করলেন কেন?

উত্তর : ১.হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র উত্তর নামাযকালীণ হদস সম্পর্কে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, নামাযের মধ্যে বায়ু বের হওয়ার পরিস্থিতিই সৃষ্টি হয়। ২.হযরত আবু হুরায়রা রাযি. অযু ভঙ্গের দূর্বল এবং হালকা বিষয় উল্লেখ করেছেন। কারণ, ইহা অধিকতর হয়ে থাকে। এর দ্বারা শ্রোতা খুব ভালভাবেই বুঝে নিবে যে, এর চেয়ে কঠিন এবং গলীয - যেমন, পেশাব, পায়খানা - এর দ্বারা অযু আরো ভালভাবেই ওয়াজিব হবে। ৩. শায়খুল হাদিস আল্লামা যাকারিয়া রহ. বলেন, হযরহ আবু হুরায়রা রাযি. فساء এবং ضراط উল্লেখ করেছেন। এগুলো ব্যাপক এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই তিনি এগুলো উল্লেখ করেছেন। একারণে নয় যে, অযু ভঙ্গ এগুলোর মধ্যেই সীমিত। কাজেই পেশাব-পায়খানা দ্বারাও অযু ওয়াজিব হবে। কিন্তু যেহেতু এ দু'টিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে তাই এগুলোই তিনি উল্লেখ করেছেন। (তাকরীরে বুখারী ২য় খন্ড)

فاقد الطهرين-এর মাসয়ালা : যদি কোন ব্যক্তি এমন নাপাক স্থানে আবদ্ধ হয় যেখানে পানি নেই আর পাক মাটিও নেই। অর্থাৎ এ দু'টোর কোনটিই তার সামর্থের মধ্যে নেই। এমন ব্যক্তিকে فاقد الطهرين বলা হয়। এখন প্রশ্ন হল, এমন ব্যক্তি কী করবে? নামাযের সময় হলে কি সে নামায পড়বে? এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে।

১. হানাফী মযহাবের ফতওয়া হল এ কথার উপর যে, এমতাবস্থায় সে নামাযী ব্যক্তির মত আমল করবে, বাস্তবে নামায পড়বে না। অর্থাৎ নিয়ত এবং কিরাআত ব্যতীত নামাযের আবশ্যকীয় আমলগুলো (কিয়াম, রুকু, সাজদা ইত্যাদি) নামাযী ব্যক্তির মতই আদায় করবে। পববর্তীতে যখন পানির উপর সামর্থ হবে সে ক্ষেত্রে পানির উপর সামর্থ হওয়ার কারণে কাযা করতে হবে।

২. শাফে'য়ীদের এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম নবুবী রহ. বলেন, এ ব্যপারে ইমাম শাফে'য়ী রহ.র চারটি উক্তি রয়েছে। সবগুলোই উলামাদের মাযহাব। এ মতচারটির প্রত্যেকটি কেউ না কেউ গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে সঠিক মত হল, এ অবস্থায় সে নামায পড়ে নিবে। পরবর্তীতে পানির উপর সামর্থ হলে কাযাও করতে হবে। দ্বিতীয় মত হল, এ অবস্থায় নামায পড়া হারাম। পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব। তৃতীয় মত হল, এ সময়ে নামায পড়া মুস্তাহাব। পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব। চতুর্থ মত হল, এ সময়ে নামায পড়া ওয়াজিব। পরবর্তীতে কাযা করা ওয়াজিব নয়। ইমাম মুযনী রহ. এ মতই গ্রহণ করেছেন। দলীলের ভিত্তিতে ইমাম নবুবী রহ. এ মতটিকে শক্তিশালী সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম আহমদ রহ.র মতে আদায় করা ওয়াজিব। কাযা করা ওয়াজিব নয়।

মালেকী মাযহাবেও মতের ভিন্নতা রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য মত হল, তার থেকে নামায সাকেত হয়ে যাবে - নামায আদায়ও করতে হবে না, কাযাও করতে হবে না।

হানাফীদের দলীল : এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, فاقد الطهرين ব্যক্তি এ সময়ে নামাযীর সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে। নামাযের নিয়্যতও করবে না, কিরাআতও পড়বে না। তবে ত্বাহারাত অর্জনের পর অবশ্যই কাযা করতে হবে।

১. এ বিষয়ে হানাফীদের একটি দলীল হল, হায়েযা মহিলার উপর কিয়াস। হায়েযা মহিলা রমযানের মধ্যে দ্বি-প্রহরে কিংবা কিংবা দিনের কোন অংশে পবিত্র হলে রমযানের সম্মানার্থে দিনের অবশিষ্ট পানাহার না করে রোযাদারের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে। এ বিষয়ে সকল ফকীহগণ একমত। আর যেহেতু দিনের প্রথমাংশে হায়েযা ছিল, তাই সে দিনের না খাওয়া দ্বারা প্রকৃত রোযা হবে না। শুধুমাত্র রোযাদারের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে কাযা করে নিবে।

২. দ্বিতীয় দলীল হল, কারো যদি হজ্জ ফাসিদ হয়ে যায় তবে - সকল ফকীদদের মতানুসারে - সে অন্যান্য হাজীদের মতই হজ্জের সমস্ত আহকাম পালন করে যাবে এবং পরবর্তীতে কাযা করে নিবে। এ কাজগুলো আদায় করা দ্বারা মূলত : হজ্জের আমল আদায় হবে না - হাজীদের সাদৃশ্যতা হবে মাত্র। আর নামাযের সময়ের গুরুত্ব হজ্জ বা রোযার সময়ের গুরুত্ব থেকে নি:সন্দেহে কোনভাবেই কম নয়। এ কারণে হানাফীরা এ দু'টি ইজমায়ী মাসয়ালার উপর কিয়াস করে বলেন, لا تقبل صلوة بغير طهور (পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না।) এ কারণেই বস্তুত : এমন ব্যক্তির জন্য নামায আদায় করা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ওয়াক্তের হক হিসেবে সে নিদেনপক্ষে নামাযীর সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে।

بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ

অধ্যায় ৯৮ : অযুর ফযীলত এবং ঐ সকল লোকদের বর্ণনা যারা (কিয়ামতের দিন) অযুর চিহ্ন দ্বারা শুভ্র পেশানী শুভ্র হাত-পা বিশিষ্ট হবেন (অর্থাৎ অযুর অঙ্গগুলো উজ্জল এবং চমকদার হবে)

পূর্বের সাথে যোগসূত্র এবং শিরোনামের উদ্দেশ্য : পূর্বের অধ্যায়ে এ আলোচনা হয়েছে যে, অযু ব্যতীত নামায শুদ্ধ এবং গ্রহণযোগ্য হয় না। আর এ অধ্যায়ে ঐ অযুর বর্ণনা করা হবে যার দ্বারা গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হবে এবং অযুর বরকতে এ উম্মতের বিশেষ ফযীলত এবং নূর অর্জিত হবে।

١٣٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّأَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ *

১৩৬. নু'আইম মুজমির বর্ণনা করেন, আমি একবার হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র সাথে মসজিদে নবুবীর ছাদে উঠলাম। তিনি অযু করলেন এবং বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে আহ্বান করা হবে। অযুর স্মারক চিহ্ন হিসেবে তাদের ললাট এবং হস্ত-পদ শুভ্র থাকবে। কাজেই তোমাদের কেউ যদি তার শুভ্রতা বৃদ্ধি করতে চায় তবে করে নিক।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। শিরোনামের প্রথমাংশ فضل الوضوء-এর সাথে মিল এভাবে যে, অযুর ফযীলত বর্ণনা করার জন্যই এ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশের সাথে মিল এভাবে যে, হাদিস শরীফে স্পষ্টতই غر محجلين من آثار الوضوء বাক্যাংশটি উল্লেখ রয়েছে।

শব্দের বিশ্লেষণ : المجمر শব্দটি الاجمار-এর اسم فاعل। ইহাই প্রসিদ্ধ। কারো কারো মতে ইহা التجمير হতে নির্গত হয়েছে। নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ মাদানী তাবে'য়ী। তিনি এবং তার পিতা উভয়ই মসজিদে নববীতে সুগন্ধির ধুনি দিতেন। এ কারণে তাকে এবং তার পিতাকে مُجْمِر বা مُجَمِّر বলা হত। তিনি বর্ণনা করেন, আমি আবু হুরায়রা রাযি.র মজলিসে বিশ বছর বসেছি। তিনি প্রায় একশত বিশ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। غر - غ-এর মধ্যে ضمه এবং ر-এর মধ্যে تشديد। ইহা اغر-এর বহুবচন। এর অর্থ সাদা কপাল, সুশ্রী। এখানে উদ্দেশ্য হল নূর। হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, غرة-এর মূল অর্থ হল اصل الغرة لمعة بيضاء تكون فى جبهة الفرس الخ। অর্থাৎ এর মূল অর্থ হল ঘোড়ার কপালের সাদা চমক। পরবর্তীতে ইহা সুশ্রী, নেক, প্রসিদ্ধি প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। محجلِيْن ইহা التحجيل হতে নির্গত হয়েছে। ইহার অর্থ হল হাত ও পায়ের শুভ্রতা। এর দ্বারাও উদ্দেশ্য হল নূর। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের এ অবস্থা থাকা অবস্থায় তাদেরকে আহ্বান করা হবে। অর্থাৎ محجل শব্দটি (ج-এর মধ্যে যবর এবং তাশদীদ দিয়ে) تحجيل হতে নির্গত। এর অর্থ ঘোড়ার পায়ের শুভ্রতা। যেহেতু মুসলমানদের অযুর অঙ্গও অযুর বরকতে আলোকিত এবং চমকদার হবে এজন্য غر امحجلين বলে তাদের আহ্বান করা হবে। المسجد-এর لام الف হল عهدى। উদ্দেশ্য মসজিদে নববী। امتى - امت দ্বারা এখানে امت اجابت তথা মুসলমান উদ্দেশ্য।

ব্যাখ্যা : বুখারী শরীফের অধিকাংশ নুসখায় الغر المحجلون - رفع দিয়ে উল্লেখ হয়েছে।

غرہ তথা শুভ্রতা দীর্ঘ করা মুস্তাহাব : হানাফী এবং শাফে'য়ী মাযহাবের সকল আলেমের মতে অযুর মধ্যে অঙ্গগুলো অধিক পরিমাণ ধোয়া মুস্তাহাব। আল্লামা হছকাফী রহ. বলেন, ومن الاداب اطالة غرته و تحجيله (الدر المختار) অর্থাৎ অযুর মধ্যে অযুর অঙ্গগুলোর নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ধৌত করা মুস্তাহাব।

আল্লামা শামী রহ. বলেন-

وفى البحر واطالة الغرة تكون بالزيادة على الحد المحدود وفى الحلية و التحجيل يكون فى اليدين و الرجلين وهل له حد لم اقف فيه على شئ لاصحابنا

অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের কিতাবে আমি কোন নির্ধারিত সীমার বর্ণনা পাইনি।

কিন্তু আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন-

ثم فى الفقه ان اطالة التحجيل الى نصف الساق و نصف الساعد

অর্থাৎ হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে বাহুর অর্ধেক এবং পা ধোয়ার ক্ষেত্রে পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত ধৌত করা হল اطالة التحجيل।

ইমাম নববী রহ. বলেন-

واما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين و الكعبين وهذا مستحب بلا خلاف بين اصحابنا و اختلفوا فى قدر المستحب على اوجه احدها انه يستحب الزيادة فوق المرفقين و الكعبين من غير توقيت و الثانى يستحب الى نصف العضد و الساق و الثالث يستحب الى المنكبين و الركبتين

অর্থাৎ কনুই এবং টাখনুর অতিরিক্ত ধোয়া মুস্তাহাব হওয়ার বিষয়ে আমাদের (শাফে'য়ীদের) সবাই একমত। কিন্তু মুস্তাহাবের পরিমান নির্ধারণের ব্যাপারে কয়েকটি মত রয়েছে। একটি হল এর কোন সীমারেখা নেই। দ্বিতীয়টি হল, বাহু এবং পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত। আর তৃতীয়টি হল কাঁধ এবং হাঁটু পর্যন্ত। (মুসলিম১/১২৬)

মালেকী মাযহাবে এর স্বীকৃতি নেই। আর হাম্বলীদরে মাযহাব মালেকীদের মতই বুঝা যাচ্ছে।

اطالة الغرة-র সমর্থকদের দলীল : এ অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদিসটি এর দলীল। আর দ্বিতীয় দলীল হল মুসলিম শরীফের একটি মরফূ' হাদিস। হাদিসটিতে উল্লেখ রয়েছে–

ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع فى العضد ثم يده اليسرى حتى اشرع فى العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع فى الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع فى الساق ثم قال هطذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ

এ হাদিস দ্বারা জানা যায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে বাহু এবং পা ধোয়ার ক্ষেত্রে পায়ের গোছাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ইহাই اطاله تحجيل।

প্রশ্ন : অযু এ উম্মতের বিশেষত্ব নয়। বরং পূর্ববর্তী উম্মতেরও অযু ছিল। যেমন, বুখারী শরীফেই জুরাইজ রাহেব সম্পর্কে রয়েছে- فتوضأ و صلى। তা ছাড়াও হযরত সারা সম্পর্কে রয়েছে যে, তিনি অযু করে নামায আদায় করেছেন। তদ্রূপ তিরমিযী শরীফে রয়েছে- هذا وضوئى و وضوء الانبياء من قبلى।

উত্তর : বনী ইসরাইলের উপর দুই ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল। তাই তাদের অযুও দুইবার ছিল। আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয এবং পাঁচবার অযু রয়েছে। তাই আমাদের অযু অধিক হওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন অযুর এ বিশেষ ফল غره এবং تحجيل এ উম্মতেরই বৈশিষ্ট থাকবে। ذالك فضل الله يوتيه من يشاء।

بَاب مَنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ

অধ্যায় ৯৯ : অযু ভঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে পুনরায় অযু করবে না অর্থাৎ শুধু সন্দেহের কারণে অযু ভঙ্গ হয় না

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, উভয় হাদিসই অযুর আহকাম সম্পর্কিত। পূর্ববর্তী হাদিসে অযুর ফযীলত বর্ণিত হয়েছে– যা অযুর হুকুমগুলোর একটি। আর এ হাদিসে ঐ অযুর হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে যার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কাজেই অযুর হুকুম সম্পর্কিত হওয়ার ব্যাপারে উভয় হাদিসের মধ্যে মিল রয়েছে। (উমদাহ)

من الشك - এর মধ্যে من শব্দটি تعليليه। অর্থাৎ সন্দেহের কারণে।

١٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا *

১৩৭. হযরত আব্বাদ বিন তামীম রাযি. তার স্বীয় চাচার হাদিস বর্ণনা করেন, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অনুযোগ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তির নামাযের মধ্যে সে নামাযের মধ্যে কিছু একটা অনুভব করেছে। তিনি বললেন, সে নামায ছেড়ে দিবে না যে পর্যন্ত না সে কোন আওয়ায শুনতে পায় কিংবা গন্ধ পায়। (অর্থাৎ অযুভঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে নামায ভঙ্গ করবে না।)

শিরোনামের সাথে মিল : .. لا ينتقل الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে। কারণ, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহের কারণে অযু করবে না। حتى يسمع صوتا او يجد ريحا-এর অর্থ ইহাই।

ব্যাখ্যা : او لا ينصرف-এর او রাবীর সন্দেহের জন্য। او يجد ريحا অর্থাৎ পায়ুপথ থেকে। এখানে او শব্দটি প্রকার বুঝানোর জন্য।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ হাদিস থেকে একটি কায়দা বুঝা যায়। তা হল প্রতিটি বিষয় তার মূলের উপর থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এর বিপরীতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়। অর্থাৎ সন্দেহের কারণে পূর্বের নিশ্চিত বিষয় শেষ হবে না।

بَاب التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ

অধ্যায় ১০০ : অযু সংক্ষেপ করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় অধ্যায়ের পরস্পারিক সামঞ্জস্য এ হিসেবে যে, উভয় বাবেই অযুর হুকুম বর্ণিত হয়েছে।

١٣٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ صَلَّى وَرُبَّمَا قَالَ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا يُخَفِّفُهُ عَمْرٌو وَيُقَلِّلُهُ وَقَامَ يُصَلِّي فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ عَنْ شِمَالِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ أَتَاهُ الْمُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ قُلْنَا لِعَمْرٍو إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ ثُمَّ قَرَأَ (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ) *

১৩৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমোলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। তারপর তিনি নামায পড়লেন। সুফয়ান কখনো কখনো বলেন, তিনি শায়িত হলেন। শোয়ার মধ্যে তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। এরপর তিনি দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন। (ইমাম বুখারী রহ.র শায়খ আলী বিন আব্দুল্লাহ বলেন,) সুফয়ান 'আমর বিন দীনারের মাধ্যমে কুরাইব হতে ইবনে আব্বাসের এ দীর্ঘ হাদিসটি বর্ণনা করেন- একবার আমি আমার খালা হযরত মায়মুনা রাযি.র নিকট রাত্রি যাপন করেছি। (তো আমি দেখতে পেলাম যে,) রাতের একটি অংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে ঝুলন্ত একটি মশক থেকে হালকা অযু করলেন। 'আমর এ অযুট হালকা এবং সাধারণ হওয়ার বর্ণনা করলেন। অত :পর তিনি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে লাগলেন। আমিও তদ্রূপ অযু করে তারপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। কখনো কখনো সুফয়ান يساره এর স্থলে شماله বলতেন। (উভয়টির অর্থ এক।) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার ডান পাশে ফিরিয়ে নিলেন। অত :পর তিনি আল্লাহর যা ইচ্ছা (সে পরিমাণ) নামায পড়লেন। তারপর তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে তিনি নাক ডাকতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তার নিকট মুয়ায্যিন এসে নামাযের কথা অবহিত করলেন। তিনি তার সাথে গিয়ে নামায আদায় করলেন। কিন্তু তিনি অযু করেননি। সুফয়ান বলেন, আমরা 'আমরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ কেউ বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চক্ষু ঘুমাত কিন্তু অন্তর সচেতন থাকত। 'আমর বললেন, আমি উবাইদ বিন উমায়েরকে বলতে শুনেছি, নবীদের স্বপ্ন ওহী। অত :পর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন–

انی اری فی المنام انی اذبحك

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের وضوء خفيفا অংশের মিল রয়েছে।

ব্যাখ্যা : একটি রেওয়ায়াতকেই ইমাম বুখারী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহ.র শায়খ আলী বিন আব্দুল্লাহ মদীনী বলেন, সুফয়ান একবার সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। আবার বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় শুধু এটুকুই উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমিয়ে গিয়ে নাক ডাকতে লাগলেন। অত:পর (নতুন অযু করা ব্যতীত) নামায আদায় করলেন।

এ সংক্ষিপ্ত রেওয়ায়াতে অযুর কোন আলোচনাই নেই। কাজেই এর সাথে শিরোনামের কোন মিল নেই। দ্বিতীয় অংশের সম্পর্ক রয়েছে। তা হলে এর উল্লেখের কী প্রয়োজন ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর এভাবে দেয়া হয় যে, যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. তার শায়খ আলী বিন আব্দুল্লাহ থেকে একই মজলিসে এ ভাবে শুনেছেন যে, তিনি প্রথমে হাদিসের এ অংশটি উল্লেখ করেছেন এবং পরবর্তীতে পূরো ঘটনা উল্লেখ করেছেন তাই ইমাম বুখারী রহ. নিজের পক্ষ থেকে কোন পরিবর্তন না করে পূরো হাদিসটিই বর্ণনা করেছেন নচেৎ তিনি তার উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাদিসের অংশবিশেষ উল্লেখ করে বাকী অংশ বাদ দিয়ে রাখতে পারতেন।

ثم حدثنا به - (এখান থেকে বিস্তারিত বর্ণনা শুরু।) অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র শায়খ আলী বিন আব্দুল্লাহ মদীনী মুত্তাসিল সনদে ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণনা করেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন .... অর্থ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

من شن معلق দ্বারা উদ্দেশ্য, একটি পুরাতন মশক ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যেন বাতাস লেগে পানি ঠান্ডা থাকে।

يخففه عمرو و يقلله -হালকা করাটা অবস্থাগত। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অল্প পরিমান পানি ঢেলেছেন। অযুর অঙ্গগুলো খুব ভালভাবে মলেননি। সাধারণভাবে পানি খরচ করেছেন। আর কম করাটা হল পরিমানগত। অর্থাৎ অযুর অঙ্গগুলো তিনবার তিনবার ধৌত করেননি। এ অর্থও হতে পারে যে, তিনি শুধু মাত্র অযুর ফরযগুলো আদায় করেছেন।

فحولني - হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.কে বাম দিক হতে ডান দিকে কীভাবে ফিরিয়ে নিলেন? বুখারী শরীফের ৩০তম পৃষ্ঠায় এর বিবরণ আসবে।

ثم اضطجع- এ শয়ন তাহাজ্জুদের পরও হতে পারে। আবার ফজরের সুন্নতের পরও হতে পারে।

رؤيا الانبياء : নবীদের স্বপ্ন ওহী হয় - যেমন আমর বিন দীনার আয়াত দ্বারা এর দলীল দিয়েছেন। নবীদের স্বপ্ন যদি ওহী না হত তা হলে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামের জন্য হযরত ইসমাঈল আলাইহিস্‌সালামকে জবাই করতে যাওয়াটা বৈধ হত না। কারণ এতে রেহেমী সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মানব হত্যা দু'টোই রয়েছে। এ জন্যই নবীদের নিদ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হয় না। কারণ তাদের কলব (অন্তর) জাগ্রত থাকে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অন্তর সচেতন থাকলে বাতাস বের হওয়ার অনুভুতি অবশ্যই হবে - যার সম্ভাবনার কারণে ঘুমকে অযু ভঙ্গের কারণ হিসেবে ধরা হয়।

اسباغ الوضوء و قد قال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء

অধ্যায় ১০১ : পূর্ণরূপে অযু করা ইবনে উমর রাযি. বলেন, অযু পূর্ণরূপে করার অর্থ হল (অঙ্গগুলো) পরিস্কার করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : পূর্বের অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত অযুর বর্ণনা করা হয়েছে আর এ অধ্যায়ে পূর্ণরূপে অযুর বর্ণনা করা হবে।

١٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰه بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِك عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللّٰه فَقَالَ الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا *

১৩৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.র গোলাম কুরাইব হতে বর্ণিত, তিনি হযরত উসামা বিন যায়েদকে বলতে শুনেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফা হতে চলতে লাগলেন। তিনি উপত্যকায় পৌছে সওয়ার হতে নেমে প্রস্রাব করলেন। তারপর অযু করলেন। কিন্তু পূর্ণভাবে করলেন না। (যেমন অযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করলেন।) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামায কি পড়বেন? তিনি বললেন, নামায তোমার সামনে। (অর্থাৎ মুযদালিফায় গিয়ে পড়ব।) অত:পর তিনি আরোহণ করলেন। মুযদালিফায় পৌঁছে তিনি অবতরণ করে অযু করলেন। অযু তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে করলেন। তারপর নামাযের ইকামত বলা হল। তিনি মাগরিবের নামায আদায় করলেন। অত :পর প্রত্যেকেই নিজ নিজ উট স্বীয় মনযিলে (যেখানে অবতরণ করতে চাইলেন) বসালেন। তারপর ইশার নামাযের ইকামত বলা হল। তিনি ইশারা নামায আদায় করলেন। এ দু'নামাযের মাঝে তিনি অন্য কোন নামায পড়েননি।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : শিরোনামের সাথে হাদিসের فتوضأ فاسبغ الوضوء -এ অংশের মিল রয়েছে।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ কথা বর্ণনা করা যে, অযুর দু'টি স্তর রয়েছে। একটি হল নিম্নস্তর যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অযু হালকাভাবে করার সূরতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি উচ্চ এবং পূর্ণস্তর যা এ অধ্যায়ে অর্থাৎ 'অযু পূর্ণরূপে করা' অধ্যায়ে আলোচিত হচ্ছে। এতে নিম্নস্তর এবং উচ্চস্তর, অপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ উভয় স্তর জানা যাবে।

ইমাম বুখারী রহ. এ কিতাবে এ নিয়ম অবলম্বন করেছেন যে, তিনি তার উদ্দেশ্য কোরআনের আয়াত বা হাদিস শরীফ কিংবা কোন 'আসর' তথা সাহাবী বা তাবে'য়ীর উক্তি দ্বারা স্পষ্ট করে দেন। এ হিসাবেই এখানকার শিরোনামের اسباغ শব্দটির অর্থ ইবনে উমর রাযি.র বাণী দ্বারা নির্ধারিত করে দিয়েছেন যে, এখানে اسباغ দ্বারা উদ্দেশ্য হল পরিষ্কার করা। অর্থাৎ অযুর অঙ্গগুলোকে খুব ভালভাবে মলে তিনবার তিনবার করে ধোয়া। এ অর্থ নয় যে, শরীয়তের সীমা (তিনবার)-এর অধিক পানি ঢালবে। কারণ তিনবারের অধিক ধোয়া নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে উলামাদের ঐক্য রয়েছে।

দুই নামায একত্রীকরণ এবং ইকামতের মাসয়ালা : এ মাসয়ালাটি বিস্তারিতভাবে كتاب المناسك-এ আলোচিত হবে। এখানে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যেতে পারে যে, হজ্জের সময় দুইবার দুইনামায একত্রিকরণ শরীয়ত সম্মত। একবার আরাফার ময়দানে। সেখানে যুহর এবং আসর (جمع تقديم) এবং দ্বিতীয়বার মুযদালিফায়। সেখানে মাগরিব এবং ইশা। (جمع تاخير)। এ হাদিসে মুযদালিফায় মাগরিব এবং ইশা একত্রিকরণের উল্লেখ রয়েছে। এ বিষয়ে আহনাফদের মত হল - উভয় নামাযের জন্য এক আযান এবং এক ইকামত হবে। কিন্তু এখানে দু'টি ইকামত হয়েছে। উত্তর এভাবে দেয়া হয়েছে যে, উভয় নামাযের মাঝে উট বসানো এবং হাওদা প্রভৃতি খোলার কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে উভয় নামাযের মাঝে ছেদ পড়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে হানাফীদের মতেও দু'টি ইকামত হবে। আর এর বিস্তারিত আলোচনা হজ্জের বর্ণনায় আসবে - ইনশা-আল্লাহ।

بَاب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ *

অধ্যায় ১০২ : এক অঞ্জলী পানি নিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমন্ডল ধৌতকরণ

١٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ يَعْنِي سُلَيْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ *

১৪০. 'আতা বিন ইয়াসার হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণনা করেন, তিনি (ইবনে আব্বাস রাযি.) অযু করলেন। তিনি স্বীয় মুখমন্ডল ধৌত করলেন (এভাবে যে) এক অঞ্জলী পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। আবার এক অঞ্জলী পানি নিয়ে এরূপ করলেন। অর্থাৎ নিজের অপর হাতটি একত্রিত করলেন। অত :পর তা দ্বারা (অর্থাৎ উভয় হাত দ্বারা) স্বীয় মুখমন্ডল ধোয়ে নিলেন। পুনরায় এক অঞ্জলী পানি নিয়ে ডান হাত ধৌত করলেন। আবার এক অঞ্জলী পানি নিয়ে বাম হাত ধৌত করলেন। তারপর মাথা মসেহ করলেন। আবার এক অঞ্জলী পানি নিয়ে ডান পায়ে ছিটিয়ে দিলেন এবং তা ধোয়ে নিলেন। পুনরায় এক অঞ্জলী পানি নিয়ে বাম পা ধোয়ে নিলেন। অত :পর বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ অযু করতে দেখেছি।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর যে, অধ্যায় দু'টি কীভাবে সম্বন্ধযুক্ত? আমি বলব, উল্লেখিত অধ্যায় দু'টি এবং কিতাবুল অযুর অধিকাংশ অধ্যায়ের পরস্পারিক সম্বন্ধ অস্পষ্ট।

উদ্দেশ্য হল, এ পর্যন্ত ইমাম বুখারী রহ. বর্ণিত অধ্যায়গুলোর ধারাবাহিকতা স্পষ্ট ছিল। পরবর্তী অধ্যায় থেকে এমন নুতনত্ব এবং সূক্ষ্মদর্শিতা দ্বারা অধ্যায়গুলো (বাবগুলো) উল্লেখ করবেন যেগুলোর মধ্যে বাহ্যত : কোন ধারাবাহিকতা বুঝা যায় না।

এখানে মুখমন্ডল ধোয়ার অধ্যায়ের পর তাসমিয়ার অধ্যায়ের উল্লেখ করেন। অথচ তাসমিয়া তো চেহারা ধোয়ার পূর্বেই উল্লেখ হওয়া উচিৎ ছিল - পরে নয়। আবার এর পরপরই পায়খানা করার আলোচনা শুরু করে প্রায় দেড় পৃষ্ঠা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে خلاء (পায়খানা করা)-এর অধ্যায় উল্লেখ করেছেন। এরপর باب الوضوء مرة مرة (একবার একবার অযু করার অধ্যায়) উল্লেখ করেন। এ কারণেই বুখারী শরীফের প্রাক্তন ব্যাখ্যাতা আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. 'কিতাবুল অযু'-এ ধারাবাহিকতার সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। তার মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে হাদিস নকল করা এবং শুদ্ধতার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। নি :সন্দেহে তা যথাস্থানে মূল উদ্দেশ্য। কিরমানী রহ.র এ উদ্ধৃতি নকল করার পর আল্লামা আইনী রহ. বলেন, অধ্যায়গুলোর পরস্পারিক সম্বন্ধ অস্বীকার করা ঠিক হবে না। অবশ্য কোথাও ক্ষুদ্র সম্বন্ধ এবং কোথাও সূক্ষ্ম সম্বন্ধ থাকার কারণে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করার প্রয়োজন হয়।

দেখুন! আল্লামা আইনী রহ. বলেন যে, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (অযুর) একটি পদ্ধতি উল্লেখ ছিল। এ অধ্যায়েও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযুর (আরেকটি) পদ্ধতি বর্ণনা করা হচ্ছে। কারণ ইবনে আব্বাস রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতিতে অযু করে বলেছেন - আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপে অযু করতে দেখেছি।

২. এভাবেও বলা যেতে পারে যে, পূর্বে পূর্ণরূপে অযু করার অধ্যায় উল্লেখ হয়েছে। এখানে باب غسل الوجه باليدين উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, পূর্ণরূপে অযু করতে উভয় হাতের প্রয়োজন হলে উভয় হাত ব্যবহার করবে। যেমন এক হাত দ্বারা চেহারা ধোয়া কষ্টসাধ্য। আর একহাতের তুলনায় উভয় হাত দ্বারা পূর্ণরূপে অযু করা সহজ এবং ভালভাবে ধোয়া যায়।

উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ. বলেন- ما المراد من هذه الخ।(উমদাহ) অর্থাৎ অযুর শুরু হতে শেষ পর্যন্ত উভয় হাত ব্যবহার শর্ত নয়। যেমন কুলি করায় নাকে পানি দেয়ায় এক হাতের ব্যবহারই যথেষ্ট - যা হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.র অযুর বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট। যেমন কেউ বদনা হতে পানি ডান হাতে নিল। এরপর উভয় হাত দ্বারা চেহারা ধৌত করল যেন পানিও সংরক্ষিত থাকে এবং অঙ্গগুলোও ভালভাবে ধোয়া হয়।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ- ثم اخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بها وجهه দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

ব্যাখ্যা : غرفة শব্দটি لقمة এর মত। ইহা اسم مصدر - مفعول এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অঞ্জলী। غ-এর মধ্যে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে একবার অঞ্জলী নেয়া।

بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

অধ্যায় ১০৩ : সর্বাবস্থায় بسم الله পড়া (মুস্তাহাব) এমনকি স্ত্রী-সঙ্গমের সময়েও

١٤١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّه قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَبْلُغُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ *

১৪১. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ হাদিসটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে বলেন যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কেহ যদি স্ত্রী সঙ্গম করতে চায় তবে বলবে-

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا

(আল্লাহর নামে শুরু করলাম। হে আল্লাহ! আমাদেরকে শয়তান হতে নিরাপদে রাখ। আমাদেরকে যে সন্তান দান করবে - শয়তানকে তার থেকে দূরে রাখ।) (এ দু'আ পড়ে সঙ্গম করা দ্বারা) স্বামী-স্ত্রীর যে সন্তান লাভ হবে শয়তান তার ক্ষতি করতে পারবে না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশটি ব্যাপক - অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। আর দ্বিতীয় অংশটি নির্দিষ্ট অর্থাৎ সঙ্গমের সময়। হাদিসের শব্দ- اذا اتى اهله দ্বারা শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে মিল রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য এবং পূর্বের সাথে মিল : কোন কোন ব্যাখ্যাকারী ধারণা করেছেন যে, باب غسل الوجه দ্বারা অযুর বর্ণনা শুরু হয়েছে। এ জন্য সম্বন্ধহীনতার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এটি সঠিক নয়। ইমাম বুখারী রহ. এখনও ابواب الوضوء শুরু করেননি। বরং সংক্ষিপ্তভাবে পূরো অযুর বর্ণনা দিয়ে ইসতিনযার উল্লেখ করেছেন। এ কারণে باب التسمية على كل حال উল্লেখ করেছেন।

এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল অযুর সময় بسم الله বলা চাই। কারণ সঙ্গমের সময় بسم الله বলার বিধান রয়েছে - যা (সঙ্গম) আল্লাহ তা'আলার যিকর হতে দূর এবং কামনা পূরণের স্থান। তা হলে অযুর সময় - যা এক ধরণের ইবাদত - بسم الله বলার বিধান হওয়া এবং মুস্তাহাব হওয়া চাই।

প্রশ্ন থেকে যায় যে, بسم الله সম্পর্কিত স্পষ্ট হাদিস তো ছিল যা ইমাম তিরমিযী রহ. উল্লেখ করেছেন সেটি উল্লেখ করা অধিকতর সমীচীন ছিল। হাদিসটি হল- لا وضو لمن لم يذكر اسم الله عليه (অর্থ : যে بسم الله বলা ব্যতীত অযু করল তার অযু হল না।)

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, যেহেতু ইমাম তিরমিযী রহ. হাদিসটিকে حسن বলেছেন। হাদিসটি صحيح এর পর্যায় না থাকার কারণে ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন - যা ইমাম তিরমিযী রহ. নকল করেছেন - لا اعلم في التسمية حديثا له اسناد جيد - অর্থাৎ আমার জানা মতে এ বিষয়ে এমন কোন হাদিস নেই যার সনদ উত্তম। (এ কারণে ইমাম বুখারী রহ. এটি উল্লেখ করেননি।)

ইমামগণের মতামত : ইমাম আহমদ রহ., ইসহাক বিন রাহওয়ে রহ. এবং হানাফীদের মধ্য হতে আল্লামা ইবনে হুমাম রহ.র মতে تسمية (বিসমিল্লাহ বলা) ওয়াজিব। কিন্তু অবশিষ্ট তিন ইমাম এবং সকল ফকীহগণের মতে অযুর সময়ে تسمية বলা মুস্তাহাব। ইমাম আহমদ রহ.র শক্তিশালী মত ইহাই।

اذا اتى اهله সকল আলেমদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল اذا اراد الجماع (অর্থাৎ যখন সঙ্গমের ইচ্ছা করে)।

بَاب مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ

অধ্যায় ১০৪ : পায়খানায় যাওয়ার সময় কী বলবে?

١٤٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ تَابَعَهُ ابْنُ عَرْعَرَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ وَقَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ إِذَا دَخَلَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ *

১৪২. আব্দুল আযীয বিন সুহাইব বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে বলতে শুনেছি, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের সময়ে বলতেন- اللهم انى اعوذ بك من الخبث الخبائث।

এ হাদিসটি মুহাম্মদ বিন আযীযও শো'বা থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। (অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. বলেন, মুহাম্মদ বিন 'আরআরা আদম বিন আবু আয়াসের মুতাবা'য়াত করেছেন। কিতাবের ৯৩৬ পৃষ্ঠায় সনদ দ্রষ্টব্য।) শো'বা হতে গুনদরের বর্ণনায় اذا دخل الخلاء শব্দ রয়েছে। আর আব্দুল আযীয বিন সুহাইব হতে সা'য়ীদ বিন

যায়েদের বর্ণনায় রয়েছে- اذا اراد ان يدخل (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে এ দু'আ পড়তেন।)

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : اذا دخل الخلاء দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র এবং শিরোনামের উদ্দেশ্য : পূর্বের অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে যে, সর্বাবস্থায় تسميه বলাটা কাঙ্খিত। এমনকি সঙ্গমের সময়েও। সঙ্গমের সময়ের تسميه দ্বারা অযুর সময়ের تسميه এর প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে। সঙ্গমের সময়ে تسميه উল্লেখ দ্বারা স্বভাবত :ই প্রশ্ন জাগে যে, পায়খানায় প্রবেশ করাও মানবীয় প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। সেখানকার تسميه কী?

এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য ইমাম বুখারী রহ. এ শিরোনামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, পায়খানায় প্রবেশের تسميه হল- اللهم انى اعوذ بك من الخبث و الخبائث।

তা ছাড়া এ শিরোনাম দ্বারা এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন এ সব ক্ষেত্রে (অর্থাৎ সঙ্গম এবং পায়খানার সময়) تسميه-এর বিধান রয়েছে এবং তা কাঙ্খিত তাহলে অযুর সময় তা ভালভাবেই কাঙ্খিত হবে।

اذا دخل الخلاء - اى اراد دخوله অর্থাৎ دخل الخلاء দ্বারা উদ্দেশ্য হল পায়খানায় প্রবেশের ইচ্ছা করা। যেমন-فاستعذ بالله اذا قرأت القرآن আয়াতে উদ্দেশ্য হল পাঠ করার ইচ্ছা করা। اى اذا اردت قراءة القرآن। আর اذا قمتم الى الصلوة দ্বারা উদ্দেশ্য হল দাঁড়ানোর ইচ্ছা করা। এ অর্থের সমর্থনেই ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল আযীয বিন সুহাইবের অপর শাগরেদ সাঈদ বিন যায়েদের রেওয়ায়াত اذا اراد الدخول স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য যদি বাড়ীতে বানানো পায়খানার ব্যবহার করে তবে প্রবেশের পূর্বে এ দু'আ পড়ে নিবে। আর যদি খোলা ময়দান বা জঙ্গলে পায়খানা করার প্রয়োজন হয় তবে বসার সময়ে কাপড় উঠানোর পূর্বে এ দু'আ পড়ে নিবে। আর যদি পায়খানায় প্রবেশের পূর্বে এ দু'আ পড়া না হয় তা হলে মুখে না পড়ে মনে মনে পড়ে নিবে। জমহুরের মত ইহাই। শুধুমাত্র ইবরাহীম নখ'য়ী এবং মালেকী মাযহাবের কারো কারো মতে ভিতরে প্রবেশের পরও পড়তে পারবে। কারণ নাপাক নিচের দিকে যাবে এবং দু'আ যাবে উপরের দিকে।

خلا : بفتح الخاء و بالمد موضع قضاء الحاجة سمي بذالك لخلائه فى غير اوقات قضاء الحاجة وهو الكنيف الحش و المرحاض ايضا و اصله المكان الخالى(عمده)

অর্থাৎ : خلاء এর শাব্দিক অর্থ হল খালী জায়গা, নিরব স্থান। যেহেতু কাযায়ে হাজতের সময় এমন স্থানই ব্যবহৃত হয় এ জন্য এ শব্দের অর্থ হল কাযায়ে হাজতের জায়গা।

من الخبث و الخبائث : خبث শব্দটিতে خ এবং ب উবয়টিতে পেশ। আবার বা এর মধ্যে সাকিন দিয়েও পড়া যায়। ইহা خبيث এর বহুবচন। আর خبائث শব্দটি خبيثة এর বহুবচন। উদ্দেশ্য পুরুষ শয়তান এবং মহিলা শয়তান। এগুলো হতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আশ্রয় চেয়েছেন দাসত্ব প্রকাশ করার জন্য এবং উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য। নচেৎ তিনি মানব শয়তান এবং জীন শয়তান থেকে নিরাপদ।

ابواب الوضوء-এর ধারাবাহিকতার উপর প্রশ্ন এবং উত্তর : হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. লিখেন যে, এ বাব এবং পূর্ববর্তী বাবগুলো যা باب الوضوء مرة مرة পর্যন্ত উল্লেখ হয়েছে এগুলোর মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে। কারণ ইমাম বুখারী রহ. অযুর অধ্যায়গুলো উল্লেখ করছিলেন। এখান হতে এমন কিছু বাব তিনি উল্লেখ করেছেন যেগুলো অযুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। এগুলোর শেষে আবার অযুর অধ্যায় শুরু করেছেন। মাঝে ইসতিনযা সম্পর্কিত আলোচনাই প্রশ্ন জাগার কারণ। আল্লামা কিরমানী রহ. এ ধরণের প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন যে, بسم الله মুখ ধোয়ার পূর্বে হয় পরে নয়। আবার অযুর অধ্যায়গুলোর মাঝে بيت الخلاء এবং ইসতিনযা সম্পর্কিত আলোচনা সমীচীন মনে হচ্ছে না। এ প্রশ্ন উত্থাপন করে আল্লামা কিরমানী রহ. নিজেই উত্তর দিচ্ছেন যে, ইমাম বুখারী রহ. অধ্যায়গুলো বিন্যাসের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। ইমাম বুখারী রহ.র সমস্ত মনোযোগ ছিল হাদিসের নকল এবং এর শুদ্ধতার প্রতি। হাফেয আসকালানী রহ. আল্লামা কিরমানী রহ.র এ কথার উপর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কারণ ইমাম বুখারী রহ.র حسن ترتيب (সুন্দর ধারাবাহিকতা) প্রবাদ হয়ে আছে। এর প্রতি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। অনেক আলেম এরূপও বলেছেন- فقه البخارى فى تراجمه। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র ফিকহী মর্যাদা তার تراجم الابواب (অধ্যায়ের শিরোনাম) দ্বারা বুঝা যায়।

যদিও কিছু অধ্যায়ে বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রশ্ন জাগে, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথমে ইমাম বুখারী রহ. অযুর ফরয বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, তা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত। এরপর তার ফযীলত বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, অযু ভঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চিত না হলে অযু আবশ্যক হয় না এবং অঙ্গগুলো পুরোপুরি ধোয়ার অতিরিক্ত (অর্থাৎ দুইবার বা তিনবার ধোয়া) ফরয নয়। এর অতিরিক্ত যা করা হয় তা اسباغ- এর অন্তর্ভুক্ত। আর অযু সম্পর্কিতই এমন একটি রূপ রয়েছে যে, কোন অঙ্গকে এক অঞ্জলী পানি দ্বারা ধোয়া যেতে পারে। এরপর বলেছেন যে, অযুর শুরুতে تسميه পড়া তদ্রূপ শরীয়তের বিধান যেরূপ بيت الخلاء-এ প্রবেশের সময় পড়া শরীয়তের বিধান। এখান থেকেই ইসতিনযার আদব এবং শর্তসমূহ, উহার মাসায়িল এবং আনুসাঙ্গিক আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। তো যেন এখানকার অধ্যায়গুলোর তরতীব الشئ بالشئ-এর ভিত্তিতে হয়েছে। এ জন্য অধ্যায়গুলোর মিল বুঝার জন্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন।

بَاب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ

অধ্যায় ১০৫ : পায়খানার নিকট পানি রাখা

١٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلَاءَ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا قَالَ مَنْ وَضَعَ هَذَا فَأُخْبِرَ فَقَالَ اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ *

১৪৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানায় প্রবেশ করলেন। আমি তার জন্য অযুর পানি রেখে দিলাম। তিনি (বের হয়ে) জিজ্ঞাসা করলেন, এ পানি কে রেখেছে? (হযরত মায়মুনা রাযি. তাকে বলে দিলেন।) তাকে বলা হলে তিনি (আমার জন্য) দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র এবং শিরোনামের উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হাদিস দু'টির সাথে যোগসূত্র স্পষ্ট। কারণ উভয় হাদিসে বর্ণিত বিষয়াদী এমন যেগুলো পায়খানা করার সাথে সম্পৃক্ত।

এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র এ উদ্দেশ্যও থাকতে পারে যে, নির্দেশ ব্যতীতই কোন বুযর্গের খিদমত করা যায়। অধিকন্তু কোন বুযুর্গ, উস্তাদ গোসলখানায় যাওয়ার সময় শাগরেদ এবং খাদেমের উচিৎ পানি রেখে দেয়া। আর সেবা গ্রহণকারী এবং উস্তাদের উচিৎ খাদেমের জন্য দু'আ করা।

২. তাদের মত খন্ডন করা উদ্দেশ্য যারা বলেন যে, পানি হল পানীয় বস্তু। তাই তদ্বারা ইসতিনযা মাকরূহ। ইমাম বুখারী রহ. এ শিরোনামের মাধ্যমে পানি দ্বারা ইসতিনযার বৈধতা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوء - বাক্যের মাধ্যমে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, হাদিসে বর্ণিত فوضعت له وضوء-এ وضوء শব্দটিতে واؤ-এর মধ্যে যবর। অর্থাৎ অযুর পানি। কারো কারো মতে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ইসতিনযার জন্য পানি রেখেছিলেন। হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন, এ কথাটি প্রশ্নবিদ্ধ অর্থাৎ সঠিক নয়।

কিন্তু ইমাম বুখারী রহ.র শিরোনাম وضع الماء عند الخلاء দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী রহ.র মতে এ পানি ইসতিনযার জন্য ছিল যেমনটা عند الخلاء শব্দ দ্বারা স্পষ্ট। যেমন শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. বলেন, وضعت له وضوء দ্বারা ধারণা হয় যে, ইহা অযুর পানি ছিল। এ ধারণা ভুল। বরং এর দ্বারা ইসতিনযার পানি উদ্দেশ্য। আল্লামা নববী রহ. বলেন- وفيه اجابة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم فكان من الفقه بالمحل الاعلى। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এ দু'আর বরকতে حبر الامة و راس المفسرين এবং উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ হয়েছেন। শাফে'য়ী মাযহাবের ভিত্তি তাঁর উপর যেমনিভাবে হানাফী মাযহাবের ভিত্তি হযরত ইবনে মসউদ রাযি.র উপর। এ হাদিসের অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য ৭৪ নং হাদিসের ব্যাখ্যা দেখুন।

بَاب لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ

অধ্যায় ১০৬ : পেশাব-পায়খানার সময় কিবলামুখী হবে না, কিন্তু যদি কোন ইমারত আড়াল হয় যেমন দেয়াল ইত্যাদি

١٤٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا *

১৪৪. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ পায়খানা করতে গেলে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিবে না। (বরং) পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের- اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل القبلة অংশ দ্বারা মিল স্পষ্ট।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র এবং শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য : পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পায়খানায় প্রবেশের বর্ণনা ছিল। এ অধ্যায়ে পায়খানার সময় বসার নিয়ম এবং আদব বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই যোগসূত্র স্পষ্ট।

রাবী পরিচিতি : হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. : তার নাম খালিদ বিন যায়েদ বুখারী খযরজী। আর কুনিয়াত আবু আইয়ুব। তিনি দ্বিতীয় বায়'আতে 'আকাবায় উপস্থিত হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়'আত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর আবাসস্থল ছিল মদীনা। তিনি সে সাহাবী যিনি হিজরতের শুরুতে একমাস পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানদারী করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। তার ওফাতের পরও তিনি জিহাদের 'আমল জারী রেখেছিলেন। মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধে তিনি হযরত আলী রাযি.র সাথে ছিলেন। তিনি হযরত মু'আবিয়া রাযি.র খেলাফতকালে (৫২ কিংবা ৫৫ হিজরীতে) কুসতুনতুনিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। সেখানেই কিল্লার নিম্নভূমিতে তাকে দাফন করা হয়। এখনও সেখানে তার মাযার রয়েছে। অনাবৃষ্টির সময়ে তার মাজারে উপস্থিত হয়ে দু'আ করলে বৃষ্টি বর্ষণ হয়।

তার থেকে ১৫০টি হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে ৭টি متفق عليه। আর এককভাবে একটি বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে।(উমদাহ, তাহযীবুত্তাহযীব৩/৯০)

ব্যাখ্যা : الغائط-এর শাব্দিক অর্থ হল নিম্নভুমি। আরববাসীরা যেহেতু কাযায়ে হাজতে তথা পায়খানা করার জন্য নিম্নভূমি ব্যবহার করত যার চর্তুপাশ উঁচু থাকত। এ জন্য এ শব্দটি بيت الخلاء (পায়খানা)-র অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। সাধারণত : হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের গ্রাম্যলোকেরা - যাদের বাড়ীতের পায়খানা নেই - পায়খানার প্রয়োজন হলে তারাও জঙ্গল কিংবা মাঠে নিচুঁভূমি তালাশ করে যা গর্ত হবে এবং তার আশ-পাশ উঁচু হবে যেন আড়াল হয়। আবার কখনো কখনো غائط শব্দটি পায়খানার অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

شرقوا او غربوا - অর্থাৎ পূর্বমুখী বা পশ্চিমমুখী হও। এ নির্দেষটি মদীনা শরীফের প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। কারণ মদীনা তাইয়্যেবা হতে কিবলা দক্ষিণ দিকে। এ জন্য যে সমস্ত স্থানের কিবলা উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকে - যেমন মদীনা তাইয়্যেবা, শাম, ইয়ামান প্রভৃতি দেশ - ঐ সকল স্থানে অবস্থানকারীদের জন্যই شرقوا او غربوا-এর হুকুম। কিন্তু যে সব স্থানের কিবলা পূর্ব কিংবা পশ্চিমে যেমন বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ - সে স্থানে جنبوا او شملوا হবে। কারণ মুল বিষয় হল কিবলার সমীহকরণ।

ফকীহগণের মতভেদ : কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিয়ে পেশাব-পায়খানা করার বিষয়ে ৮টি মাযহাব রয়েছে।

১. কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বাহ্য ফেরা সর্বাবস্থায় মাকরূহ তাহরীমী - চাই তা খোলাস্থানে হোক বা আবাদীভূমিতে হোক। ইহা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি., হযরত ইবনে মসউদ রাযি., হযরত আবু

হুরায়রা রাযি., মুজাহিদ, ইবরাহীম নখ'য়ী, ইমাম আবু হানিফা, সুফয়ান সওরী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (এক বর্ণনায়), ইবনে হযম যাহেরী, ইবনে আরাবী, ইবনে কাইয়্যেম রহ. অর্থাৎ জমহুরের মত। এ মতের উপরই হানাফীদের ফতওয়া।

২.استقبال (কিবলার দিকে মুখ করা) এবং استدبار (কিবলার দিকে পিঠ করা) উভয়টিই সর্বাবস্থায় জায়েয - চাই তা বসতভূমিতে হোক বা খোলাস্থানে হোক। ইহা উরওয়া বিন যুবায়েরের, ইমাম মালেক রহ.র শায়খ রবী'য়া এবং দাউদ যাহেরীর মত। তাদের মতে উল্লেখিত হাদিসটি মনসূখ হয়ে গেছে।

৩. কিবলামুখী হয়ে পায়খানা করা কোথাও জায়েয নয়। চাই খোলাস্থানে হোক বা আবাদীতে হোক। কিন্তু استدبار সবখানে জায়েয। ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে এক রেওয়ায়াত।

৪. استقبال এবং استدبار উভয়টি খোলা স্থানে নাজায়েয এবং বসতভূমিতে জায়েয। ইহা ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ., ইসহাক রহ. এবং এক রেওয়ায়াত অনুসারে ইমাম আহমদ রহ.র মত। এ মত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং ইবনে উমর রাযি. হতেও বর্ণিত আছে। তাদের দলীল হল হযরত ইবনে উমর রাযি. বর্ণিত হাদিস যা একটু পরেই উল্লেখ হচ্ছে।

এ চারটি মতই প্রসিদ্ধ। ইমাম নববী রহ. শরহে মুহায্যাব বা অন্যান্য কিতাবে এবং বুখারী শরীফের অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারী এর বাইরে উল্লেখ করেননি।

৫. استقبال সবখানেই নাজায়েয। আর استدبار বসতিতে জায়েয এবং খোলাস্থানে নাজায়েয। দলীল হল ইবনে উমর রাযি.র যাহেরে হাদিস। এ মতটি ইমাম আবু ইউসুফ রহ. হতেও বর্ণিত।

৬. কা'বার মতই বাইতুল মুকাদ্দাসের استقبال এবং استدبار সর্বস্থানে নাজায়েয। ইহা ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. এবং মুহাম্মদ বিন সীরীনের মত।

৭. استقبال এবং استدبار-এর নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র মদীনাবাসী এবং মদীনার দিকে অবস্থানকারীদের জন্য। এ মতটি হল আবু 'আওয়ানার যিনি ইমাম মুযনী রহ.র শাগরেদ ছিলেন।

৮. استقبال এবং استدبار সর্বাবস্থায় মাকরূহ তানযিহী। ইহা ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত তার একটি মত।

ইমাম বুখারী রহ.র মত : উল্লেখিত মতামতসমূহ হতে ইমাম বুখারী রহ. চতুর্থ মত তথা ائمه ثلاثه এর মত গ্রহণ করেছেন। শিরোনামের মধ্যে الا عند البناء جدار ونحوه শর্ত লাগিয়ে এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। অথচ হাদিসের মধ্যে শর্তহীনভাবেই নিষেধ করা হয়েছে - চাই উম্মুক্ত স্থান হোক বা আবদ্ধস্থান হোক।

কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. কোন মতের প্রাধান্যতা বর্ণনা করতে গেলে عام-কে خاص এবং مطلق-কে مقيد করে দেন - যেমনটা এখানে করেছেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. বর্ণিত হাদিসটি عام তথা مطلق ছিল। তিনি এখানে مقيد করে দিয়েছেন।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন জাগে যে, হাদিসের মধ্যে খোলা জায়গা বা বদ্ধ জায়গার মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি - সর্বাবস্থায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তা হলে مطلق হাদিস দ্বারা কীভাবে مقيد শিরোনাম প্রমাণ করা যেতে পারে?

উত্তর : হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর তিনভাবে দেয়া যেতে পারে। আমার মতে সবচেয়ে শক্তিশালী উত্তর হল- ইমাম বুখারী রহ. এখানে غائط শব্দের আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন। غائط এর আভিধানিক অর্থ হল নিচু প্রশস্ত স্থান। অর্থাৎ এমন প্রশস্ত স্থান যার কিনারাগুলো উঠানো থাকে। আর যখন غائط শব্দের মুল আভিধানিক অর্থ হল প্রশস্ত ময়দান। সুতরাং শব্দ থেকেই বুঝা গেল যে, এ হুকুম উন্মুক্ত স্থানের।

আল্লামা আইনী রহ.র প্রশ্ন : তিনি বলেন, এ দলীলটি সহীহ নয়। কারণ নিয়ম হচ্ছে কোন শব্দ যখন তার আভিধানিক অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে এবং তা মুল অর্থের উপর প্রাধান্য পেয়ে যায় তখন তাকে حقيقت عرفيه বলে। এর বিপরীতে حقيقت لغويه বাদ পড়ে যায়। আহলে আরব غائط শব্দটি মানব দেহ হতে নির্গত নাপাক অর্থে ব্যবহার করে থাকে। এখন ইহা حقيقت عرفيه। এর বিপরীতে যখন حقيقت لغويه বাদ পড়ে গেল তখন حقيقت عرفيه-ই উদ্দেশ্য হবে।

দ্বিতীয় উত্তর : কেউ কেউ বলেন, আবাদী তথা পায়খানায় পেশাব-পায়খানাকারীর সম্মুখে প্রাচীর ইত্যাদি আড়াল হয়ে থাকে। এ জন্য তার استقبال এবং استدبار প্রাচীর ইত্যাদির দিকে হবে- কা'বার দিকে নয়। আল্লামা

আইনী রহ. বলেন, যখনই কোন ব্যক্তি কিবলার দিকে মুখ করে তখন তাকে استقبال كعبه-ই বলা হয় চাই তা উন্মুক্ত স্থানে বা আবাদীতে হোক। আবদ্ধ স্থানে যদি প্রাচীর ইত্যাদি আড়াল হতে পারে তবে কি উন্মুক্ত স্থানে পাহাড় বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল হতে পারে না?

তৃতীয় উত্তর : কেহ কেহ বলেন, ইমাম বুখারী রহ. الا عند البناء جدار الخ এ استثناء-টি পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হযরত ইবনে উমর রাযি.র হাদিস হতে গ্রহণ করেছেন। এর তাফসীল পরবর্তীতে যথাস্থানে আলোচিত হবে। সার কথা হল, ইবনে উমর রাযি. বলেন, একদিন আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কামরার মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে পায়খানা করতে দেখেছি।

উত্তর : এর দ্বারা বক্তার বক্তব্যকে তার উদ্দেশ্যের বিপরীত ব্যাখ্যা করা হয়। কারণ ইমাম বুখারী রহ. যদি ইবনে উমর রাযি.র এ হাদিসের দৃষ্টিতে শিরোনামকে مقيد করতেন তাহলে তা ঐ অধ্যায়ের অধীনেই বর্ণনা করতেন।

ইবনে উমর রাযি.র পুরো হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, তার হাদিসটি কা'বার استقبال বা استدبار সম্পর্কিত নয়। বরং তার উদ্দেশ্য হল ঐ সমস্ত লোকদের মত প্রতিহত করা যারা বলে যে, বাইতুল্লাহর মতই বাইতুল মুকাদ্দাসের ফিরে ইসতিনযা করা নিষেধ - যেমনটা অতি সত্ত্বরই জানা যাবে।

হানাফীদের মতের প্রাধান্যের কারণ : এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহ হতে হানাফীরা বিভিন্ন কারণে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. বর্ণিত হাদিসকে প্রাধান্য দিয়ে সে মত গ্রহণ করেছেন।

১. মুহাদ্দেসীনদের মতে এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ হতে এ হাদিসটি সর্বাধিক সহীহ।

২. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.র হাদিসটি قولى এবং অপরাপর হাদিসগুলো فعلى। আর সর্বজনস্বীকৃত নীতি হচ্ছে قولى হাদিসকে فعلى হাদিসের উপর প্রাধান্য দেয়া।

৩. محرم প্রাধান্য পায় مبيح এর উপর।

৪. যদি কোন হাদিসে ব্যাপকভাবে উম্মতকে লক্ষ্য করে কোন নির্দেশ দেয়া হয় আর অন্য হাদিসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাস কোন আমল বর্ণিত হয় তা হলে প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপর প্রাধান্য পাবে। কারণ দ্বিতীয়টি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মুবারক বাইতুল্লাহ শরীফ হতে উত্তম ছিল। তাই তার জন্য استقبال এবং استدبار জায়েয ছিল। আর অন্যান্যের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

৫. যদি কোন হাদিসে কোন ব্যাপক নিয়ম বর্ণিত হয় এবং অপর হাদিসে কোন جزئى ঘটনা বর্ণিত হয় তা হলে দ্বিতীয়টির উপর প্রথমটিকে প্রাধান্য দেয়া হবে। কারণ جزئيات হতে كليات এর হিফাযত অগ্রগণ্য।

৬. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.র হাদিসে استقبال এবং استدبار-এর নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণিত হয়েছে - যা হল কিবলার দিকের তা'যীম এবং সম্মান।

৭. কিয়াস দ্বারা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি.র হাদিসের সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি কিবলার দিকে থুথু ফেলবে কিয়ামতের দিন সে তার উভয় চোখের মাঝে থুথু সহকারে উত্থিত হবে।'(উমদাহ)

তো কিবলার দিকে থুথু ফেলার নিষেধাজ্ঞা যখন রয়েছে - তাহলে কিবলার দিকে পায়খানা করার নিষেধাজ্ঞা ভালভাবেই থাকবে - চাই উন্মুক্ত স্থানে হোক বা আবদ্ধ স্থানে হোক।

بَاب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ

অধ্যায় ১০৭ : যে ব্যক্তি দু'টি কাঁচা ইটের উপর বসে পায়খানা করে

١٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى

حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي وَاللَّهِ قَالَ مَالِكٌ يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الْأَرْضِ يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالْأَرْضِ *

১৪৫. হযরত ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, কেউ কেউ বলে যে, পায়খানা করার সময় কিবলার দিকেও মুখ করবে না এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকেও মুখ করবে না। অত :পর আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. বলেন, একদিন আমি আমাদের ঘরের ছাদে উঠলাম। দেখতে পেলাম যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দু'টি কাঁচা ইটের উপর বসেছেন। অত :পর ইবনে উমর রাযি. (ওয়াসে'কে) বলেন, সম্ভবত : তুমি তাদের অর্ন্তভূক্ত যারা নিতম্বের উপর ভর করে নামায পড়ে। (ওয়াসে' বলেন) আমি বললাম, খোদার কসম! আমি জানি না (আপনার উদ্দেশ্য কী?)। ইমাম মালেক রহ. বলেন, (নিতম্বের উপর ভর করে নামায পড়া দ্বারা) ইবনে উমর রাযি.র উদ্দেশ্য হল সে ব্যক্তি, যে নামাযের মধ্যে যমীন হতে উঁচু থাকে না। সেজদার সময় যমীনের সাথে মিলে থাকে। (যেরূপে মহিলারা সেজদা করে। পুরুষের জন্য এরূপ করা সুন্নতের খেলাফ।)

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্য রয়েছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র এবং ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য : পূর্বের অধ্যায়ের সাথে যোগসূত্র সম্বন্ধে আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين ظاهر وهو ان حديث هذا الباب مخصص لحديث الباب الاول على رأى البخارى ومن ذهب الى مذهبه في ذالك

অর্থ : উভয় বাবের মিল স্পষ্ট। তা হল এ বাবের হাদিসটি পূর্বের বাবে বর্ণিত হাদিসের জন্য مخصص - যা ইমাম বুখারী রহ. এবং তার মতাবলম্বণকারীদের মত। এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বুঝানো যে, আবাসভূমিতে বানানো পায়খানার পাদানীতে পা রেখে পায়খানা করা জায়েয আছে। এতে সতর হওয়া ছাড়াও উঁচুস্থানে বসার কারণে নাপাকী থেকে রক্ষাও পাবে। যদি পাদানী না থাকে এবং সমতলভুমির সাথে মিলে বসা হয় তা হলে পেশাবের ছিঁটা এবং নাপাক থেকে শরীর এবং কাপড় হিফাযত করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে।

হাদিসের ব্যাখ্যা : হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. ঐ সমস্ত লোকদের মত প্রতিহত করেছেন যারা কিবলার মতই বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে পায়খানা করা নাজায়েয মনে করেন। হযরত ইবনে উমর রাযি.র উদ্দেশ্য ইহাই - বাইতুল মুকাদ্দাসের استقبال যারা নাজায়েয মনে করেন তাদের মত রদ করা। এ উদ্দেশ্য নয় যে, ঘরের ভিতর থেকে استدبار জায়েয। বরং শুধুমাত্র কিবলা এবং বাইতুল মুকাদ্দাসের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ

অধ্যায় ১০৮ : পায়খানা করার জন্য মহিলাদের বের হওয়া

١٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْجُبْ نِسَاءَكَ فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي

عِشَاءً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَنَادَاهَا عُمَرُ أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ

১৪৬. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিগণ পায়খানা করার জন্য রাতের বেলায় مناصع (পায়খানা করার স্থান) যেতেন। مناصع (মদীনার বাইরে) উম্মুক্ত স্থান ছিল। হযরত উমর রা(কিছু দিন থেকে) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করছিলেন যে, আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দার নির্দেশ দিন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিতেন না। একবার এমন হলো যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী সওদা বিনতে যাম'আ রাযি. রাতে ইশার সময় (কাযায়ে হাজতের জন্য) বের হলেন। ইনি লম্বাকৃতির ছিলেন। হযরত উমর রাযি. তাকে ডেকে বললেন, হে সওদা! আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। তার আশা ছিল আল্লাহ তা'আলা পর্দার নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ তা'আলা পর্দার হুকুম নাযিল করলেন।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : اذا تبرزن الى المناصع - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্য রয়েছে।

١٤٧حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ قَالَ هِشَامٌ يَعْنِي الْبَرَازَ *

১৪৭. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদেরকে কাযায়ে হাজতের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হিশাম বলেন, হাজত দ্বারা উদ্দেশ্য হল পায়খানা। (অর্থাৎ পায়খানার প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন।)

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল :

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لان الباب معقود فى جروجهن الى البراز و فى الحديث بيان ان الله تعالى قد اذن لهن بالخروج عن بيوتهن(عمده)

অর্থাৎ তরজমাতুল বাবের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্য স্পষ্ট। কারণ মহিলাদের কাযায়ে হাজতের সম্বন্ধেই বাবটি কায়েম করা হয়েছে। আর এ হাদিসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাদেরকে পায়খানা করার জন্য ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

হিজাব সম্পর্কিত রেওয়ায়াতে বাহ্যিক বৈপরিত্ব : এ বাবে ইমাম বুখারী রহ. দু'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। আর দু'টোর মধ্যেই বাহ্যিক تعارض বা বৈপরিত্ব রয়েছে। বাবের প্রথম হাদিসের ভাষ্য- حرصا على ان ينزل الحجاب فانزل الله الحجاب দ্বারা বুঝা যায় যে, উম্মুল মু'মেনীন হযরত সাওদা রাযি.র বের হওয়াটা হিজাবের (পর্দার) হুকুমের পূর্বে ছিল। অধিকন্তু এ হাদিস দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, হযরত উমর ফারুক রাযি.র উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে এবং ওহীয়ে এলাহী তার আনুকূল্য করেছে।

আর দ্বিতীয় হাদিস এবং কিতাবুত্তাফসীরের আরেকটি হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উম্মুল মু'মেনীন হযরত সাওদা রাযি.র ঘটনাটি হিজাবের হুকুম নাযিল হওয়ার পরের। কারণ হাদিসটিতে এরূপ রয়েছে-

عن عائشة قالت خرجت سودة بعد ماضرب الحجاب الخ

অধিকন্তু এ রেওয়ায়াত এবং কিতাবুত্তাফসীরের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত উমর রাযি.র উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

تطبيق বা সামঞ্জস্যতা : বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা হাফেয আসকালানী রহ. বলেন- (যার সারকথা হল-) হযরত উমর রাযি. সর্বপ্রথম উম্মুল মু'মেনীনদের চেহারার পর্দা চেয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার আকাঙ্খা মুতাবিক হুকুম নাযিল করলেন। তারপর আবার অবয়বের পর্দার আকাঙ্খা করলেন। কিন্তু প্রয়োজনের কারণে আল্লাহ তা'আলা সে আকাঙ্খা পূরণ করেননি। সার কথা হল, পর্দার দু'টি স্তর রয়েছে। একটি হল চেহারার পর্দা এবং অপরটি হল অবয়বের পর্দা।

চেহারার পর্দা দ্বারা উদ্দেশ্য হল মহিলা ঘরে থাকুক বা কোন প্রয়োজনে ঘর হতে বের হোক - কোন অবস্থায়ই বেগানা পুরুষের সামনে স্বীয় চেহারা অনাবৃত রাখবে না।

আর অবয়বের পর্দা দ্বারা উদ্দেশ্য হল- মহিলারা নিজের অবয়ব এবং আকৃতিকে গোপন রাখবে। অর্থাৎ পূরো দেহ এমনভাবে ঢেকে রাখবে যেন তাকে চেনা না যায়। এ দু'টি বিষয় আলাদা আলাদা।

আহকামে হিজাবের ব্যাখ্যা : হযরত উমর রাযি. প্রথমে চেহারার হিজাবের আকাঙ্খা করে বলেছিলেন-

يا رسول الله يدخل عليك البر و الفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله آية الحجاب

অর্থ : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিকট ভাল-মন্দ সব ধরণের লোক আসে। আপনি যদি উম্মাহাতুল মু'মেনীনদেরকে (স্বীয় স্ত্রীদেরকে) পর্দার হুকুম দিতেন! তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দার হুকুম নাযিল করলেন। (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর রাযি.র অনুকূলে পর্দার হুকুম নাযিল করলেন।)

আয়াতে হিজাব দ্বারা সূরায়ে আহযাবের এ আয়াত উদ্দেশ্য- يايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم الاية।

যেমন হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে–

قال انس انا اعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب لما اهديت زينب بنت جحش رض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و كانت معه فى البيت صنع طعاما و دعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبى صلى الله عليه و سلم يخرج ثم يرجع و هم قعود يتحدثون فانزل الله تعالى يايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناهالى قوله من وراء الحجاب فضرب الحجاب

অর্থ : হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, আমি হিজাবের আয়াত (এর শানে নুযূল) সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী অবগত। হযরত যয়নব রাযি.কে দুলহান বানিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করা হল। তিনি তার সাথে ঘরে অবস্থান করছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবার তৈরী করলেন এবং লোকদেরকে দাওয়াত করলেন। পরে (খাবার থেকে ফারেগ হওয়ার পর) লোকেরা বসে আলাপচারিতা করতে লাগল। হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ঘর থেকে বের হয়ে আবার ঘরে আসতে লাগলেন। (যেন লোকেরা উঠে চলে যায়।) কিন্তু তারা বসে কথা-বার্তায়ই লিপ্ত রইল। এতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযেল করলেন। 'হে লোকেরা! তোমরা নবীর ঘরে (বিনা অনুমতিতে) প্রবেশ করো না। কিন্তু যখন তোমাদেরকে খাবার খাওয়ার জন্য আসার অনুমিত দেওয়া হয় - এভাবে যে, তোমরা খাবারের প্রস্তুতের অপেক্ষায় থাকবে না। (অর্থাৎ দাওয়াত ব্যতীত তো যাবেই না। আর দাওয়াত করা হলেও সময়ের পূর্বে গিয়ে বসে থাকবে না।) কিন্তু যখন তোমাদেরকে আহ্বান করা হয় (যে এখন আস। খাবার প্রস্তুত হয়েছে।) তখন যাবে। আর খাবার পর্ব যখন শেষ হয়ে যাবে তখন উঠে চলে যাবে। আলাপচারিতায় মনযোগী হয়ে বসে থাকবে না। (কারণ) এতে নবী বিরক্তি বোধ করেন। তিনি তোমাদের সম্মান দেখান। (এবং মুখ দ্বারা বলেন না যে, উঠে চলে যাও।) আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলার ক্ষেত্রে কারো সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না। (তাই স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে।) আর (এখন হতে এ নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবিগণ তোমাদের থেকে পর্দা করতে থাকবেন। কাজেই এখন থেকে) যখন তোমরা তাদের নিকট কোন কিছু চাও তবে বাহির (দাঁড়িয়ে সেখান) হতে চাও। ঐ সময় পর্দা ঢেলে দেওয়া হল এবং লোকেরা উঠে গেল।'

আহকামে হিজাবের ধারাবাহিকতা : হিজাব সম্পর্কিত সর্বপ্রথম আয়াত لا تدخلوا بيوت النبى الخ কোন বৎসর নাযিল হয়েছে অর্থাৎ কখন পর্দার হুকুম হয়েছে - এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। তৃতীয় হিজরী, চতুর্থ হিজরী। কিন্তু সবচেয়ে অগ্রগণ্য মতহ হল হিজরীর পঞ্চমবর্ষে উম্মুল মু'মেনীন হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ রাযি.র ওলীমার দিন এ হুকুম নাযেল হয়েছে - উপরোল্লেখিত হযরত আনাস বিন মালেক রাযি.র হাদিসে যেমন উদ্ধৃত রয়েছে। আর সূরা আহযাবের এ আয়াতটি আয়াতে হিজাব হিসেবে প্রসিদ্ধ। এ আয়াতে হিজাব হযরত উমর রাযি.র আবেদনের পরই নাযিল হয়েছে এবং তা তার আকাঙ্খা এবং আবেদনানুসারেই হয়েছে।

এ আয়াতে ঘরের অবস্থার বিবরণ রয়েছে যে, অপরের ঘরে প্রবেশ করবে না। আর মহিলাদের থেকে কোন কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।

এ হিজাবের মূল বিষয় হল পুরুষদেরকে গায়রে মাহরাম মহিলাদের নিকট যাওয়া নিষিদ্ধ করা। মহিলাদের বের হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা নয়। এ আয়াতে হিজাব নাযিল হওয়ার পরও মহিলারা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পর্দা রক্ষা করে বাইরে বের হত। কিন্তু পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরও হযরত উমর রাযি. পর্দার হুকুম আরো

কঠিনভাবে কামনা করছিলেন। হযরত উমর রাযি.র কামনা ছিল, মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হোক।

ঐ সময়েই একবার এমন হল যে, উম্মুল মু'মেনীন হযরত সাওদা রাযি. কাযায়ে হাজতের জন্য রাতের বেলায় আবাদীর বাইরে যাচ্ছিলেন। হযরত সওদা রাযি. লম্বাকৃতির মহিলা ছিলেন। (যারা তাকে জানত তারা দূর থেকেই তাকে চিনে ফেলত। হযরত উমর রাযি. তাকে দেখে চিনে ফেললেন।) فناداها عمر الا قد عرفناك يا سودة حرصا على ان ينزل الحجاب তিনি তাকে ডেকে বললেন, সর্তক থেক! আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। তার আকাঙ্খা ছিল যে, পর্দার হুকুম নাযিল হবে।

এ অধ্যায়ের প্রথম হাদিস (১৪৬ নং হাদিস) এবং তরজমা দেখুন।

ঐ হাদিসের শেষে রয়েছে- فانزل الله الحجاب। ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য সেই আয়াতে হিজাবই। যেমন আবু আওয়ানা রহ. তার কিতাবে ইবনে শিহাব রহ.র এ ভাষ্য বৃদ্ধি করেছেন- فانزل الله الحجاب يايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى الاية

এ দ্বারা যেন এ কথাই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সওদা রাযি.র ঘটনায়ও সে আয়াতই নাযিল হল যে আয়াতে হিজাব হযরত যয়নাব রাযি.র ওলীমার দিন নাযিল হয়েছিল। (ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী২/২৮৪)

২. এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, فانزل الله الحجاب দ্বারা উদ্দেশ্য হল جلباب-এর আয়াত। অর্থাৎ

يايها النبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন যে, তারা যেন স্বীয় 'জালবাব' (লম্বা চাদর) ব্যবহার করে। (উমদা ২৮৪/২)

অর্থাৎ বিশেষ কোন প্রয়োজনে বের হতে হলে তাদের জন্য উড়না যথেষ্ট হবে না। বরং এ পরিমাণ লম্বা চাদর ব্যবহার করবে যে, মহিলাদের মাথা হতে পা পর্যন্ত ঢেকে যাবে। পথ দেখার জন্য শুধুমাত্র চক্ষু খোলা থাকবে। অথবা এমন বোরখা ব্যবহার করবে যার চেহারার অংশে জালি থাকবে যেন রাস্তা দেখা যায়।

সারকথা হল, হযরত সাওদা রাযি. হযরত উমর রাযি.র কথা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ স্বরূপ পেশ করেছিলেন। তখন ওহী নাযিল হল, যাতে আপন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ঢেকে বের হওয়ার অনুমতি রাখা হয়েছে। যেমন এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় হাদিসে (হাদিস নং ১৪৭) রয়েছে-

قد اذن لكن ان تخرجن فى حاجتكن

অর্থ : 'তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'

মোট কথা, হযরত উমর রাযি. যতটুকু কাঠিন্য চেয়েছিলেন যে, কোন অবস্থাতেই তারা বের হতে পারবে না - ততটুকু কঠিন করা হয়নি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার আশা পূরণ হয়েছে। বের হওয়ার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঢাকার হুকুম রয়েছে যে, লম্বা চাদর কিংবা বোরখা জড়িয়ে প্রয়োজনের সময়ে বের হওয়ার অনুমতি রাখা হয়েছে।

আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য মা'আরেফুল কোরআনের সূরা আহযাবের তফসীর দেখা যেতে পারে।

بَاب التَّبَرُّزِ فِي الْبُيُوت

অধ্যায় ১০৯ : ঘরের মধ্যে কাযায়ে হাজত করার বিবরণ

١٤٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ *

১৪৮. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. বর্ণনা করেন, আমি একদিন আমার বোন হযরত হাফসার ঘরের ছাদে নিজের কোনো প্রয়োজনে উঠেছিলাম। দেখতে পেলাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে শামের দিকে মুখ করে কাযায়ে হাজত পূরণ করছেন।

١٤٩ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ عَمَّهُ وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ قَالَ لَقَدْ ظَهَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ *

১৪৯. হযরত ইবনে উমর রাযি.র বর্ণনা, একদিন আমি ঘরের ছাদে আরোহণ করেছিলাম। দেখতে পেলাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কাঁচা ইটের উপর (কাযায়ে হাজতের জন্য) বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছেন।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : পূর্বের অধ্যায়ে মহিলাদের কাযায়ে হাজতের জন্য বের হওয়ার বিবরণ ছিল। মহিলাদের কাযায়ে হাজতের জন্য বের হওয়ার প্রয়োজন এ কারণে হত যে, তখনও বাড়ীর ভিতর 'বাইতুল খালা'র ব্যবস্থা ছিল না।

এ বাবটি এ কথা বলার জন্য উল্লেখ করেছেন যে, কাযায়ে হাজতের জন্য মহিলাদের বের হওয়া সব সময়ের জন্য ছিল না। বরং বাড়ীর মধ্যেই বাইতুল খালা তৈরী হয়েছে। কাজেই শরীয়ত অনুমোদিত প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ী থেকে বের হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিস দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল বাড়ীর মধ্যে বাইতুল খালা তৈরী করা বৈধ।

হাদিসের সাথে মিল : ১৪৮নং হাদিসের সাথে মিল হল يقضى حاجته দ্বারা। আর ১৪৯নং হাদিসের মিল হল قاعدا على لبنتين শব্দ দ্বারা।

ব্যাখ্যা : على ظهر بيت حفصة : হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. কখনো নিজের ঘরের ছাদ, কখনো হযরত হাফসা রাযি.র ঘরের ছাদ বলেছেন। এতে কোন বৈপরিত্ব নেই। কারণ ঘর মূলত : হযরত হাফসা রাযি.র ছিল। তিনি বোনের ঘরকে নিজের ঘর বলেছেন।

প্রশ্নোত্তর : প্রশ্ন জাগে, ময়লা এবং নাপাকীর প্রতি ফেরেশতাদের ঘৃণা এবং শয়তানের স্বভাবগত মিল রয়েছে। ঘরের মধ্যে বাইতুল খালা তৈরী করলে সেখানে শয়তানের সমাগম ঘটবে এবং ফেরেশতাদের ঘৃণা হবে। অধিকন্তু এক রেওয়ায়াতে রয়েছে, ঘরের ভিতর পেয়ালা ইত্যাদিতে পেশাব জমা করা যাবে না। কারণ এমন ঘরে ফেরেশতা আসে না।

উত্তর : এর উত্তরে ইমাম বুখারী রহ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র রেওয়ায়াত উল্লেখ করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঘরের এক পাশে বাইতুল খালা বানানোর মধ্যে কোন অসুবিধে নেই। স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল দ্বারা ইহা প্রমাণিত। আর শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই দু'আ শিখিয়ে দিয়েছেন- اللهم انى اعوذ بك من الخبث و الخبائث। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আমল দ্বারা জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাইতুল খালা মানবীয় প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কিত। ফেরেশতাদের স্বভাবগত ঘৃণার কারণে আমাদের প্রয়োজন পূরণ না করার জন্য আমরা আদিষ্ট নই। যেখানে দূর্গন্ধ সেখানে ফেরেশতা আসে না। তদ্রূপ উলঙ্গ থাকা অবস্থায়ও ফেরেশতা আসে না। কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে আমাদের স্বভাবগত প্রয়োজন পূরণ করতে নিষেধ করেনি।

আর ইসদিতবারে কিবলার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

بَاب الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ *

অধ্যায় ১১০ : পানি দ্বারা ইসতিঞ্জা করা

١٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَاسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ *

১৫০. আবু মু'আয - যার নাম 'আতা বিন আবু মায়মুন - বলেন, আমি আনাস বিন মালেক রাযি.কে বলতে শুনেছি, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযায়ে হাজতের জন্য বের হলে আমি এবং আমাদের সাথের এক বালক মিলে এক বদনা পানি নিয়ে আসতাম। তিনি তা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : يستنجى به শব্দ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

যোগসূত্র : পূর্বের অধ্যায়ের সাথে এ অধ্যায়ের মিল স্পষ্ট। কাযায়ে হাজতের পর সর্বপ্রথম ইস্তিঞ্জার প্রয়োজন হয়। এ অধ্যায়ে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জার উল্লেখ রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হাফেয আসকালানী রহ. বলেন-

اراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه و على من نفى وقوعه من النبى صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল তাদের মত খন্ডন করা যারা বলে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ। অথবা তাদের মত খন্ডন করা যারা বলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা প্রমাণিত নয়। (ফতহুল বারী১/২০১, উমদাতুল কারী২/২৮৭)

ইমাম বুখারী রহ. এ অধ্যায়ে হযরত আনাস রাযি.র হাদিস উল্লেখ করে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বৈধতা এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে ইহার প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

ইস্তিঞ্জার জন্য ঢিলা এবং পানি উভয়টির ব্যবহার উত্তম : ইস্তিঞ্জা শুধুমাত্র ঢিলা দ্বারা করাও জায়েয। আবার শুধু পানি দ্বারা করাও জায়েয । কিন্তু উভয়টির সমন্বয় ঘটানো সর্বসম্মতিক্রমে উত্তম। সমন্বয় করার ক্ষেত্রে প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করবে। এতে নাপাকী কমে যাবে। এরপর পানি ব্যবহার করবে। এতে পূরোপুরি পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতা অর্জিত হবে।

কিন্তু এ দু'টি হতে শুধুমাত্র একটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোনটি উত্তম? বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পানি উত্তম। কারণ পানি দ্বারা নাজাসতের অস্তিত্ব এবং প্রভাব উভয়টিই দূরীভূত হয়। আর ঢিলা দ্বারা শুধুমাত্র নাজাসত দূর হয়। **কিন্তু কিছুটা হলেও প্রভাব থেকে যায়।** এ জন্য একটির উপর নির্ভর করার ক্ষেত্রে পানির ব্যবহার উত্তম।

সন্দেহ নিরসন : হযরত হুযাইফা রাযি. হতে বর্ণিত, لا يزال فى يدى نتن অর্থাৎ পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে হাতের মধ্যে দূর্গন্ধ থেকে যায়। এর দ্বারা পানি ব্যবহারের অবৈধতা প্রমাণিত হয় না। তবে ইহা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে ঢিলা এবং পরে পানি ব্যবহার কর যেন দূর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। অথবা পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার পর মাটিতে ঘষে বা সাবান দিয়ে হাত ভালভাবে ধোয়ে নেয়া চাই। জনৈক বুযুর্গ থেকে বর্ণিত রয়েছে, পানি হল মানুষের খাবার। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে খাবারের বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করা প্রমাণিত এবং বর্ণিত রয়েছে। তাই মানুষের খাদ্যের বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করা চাই।

এর উত্তর হল, পানিকে আল্লাহ তা'আলা না-পাকী দূর করার এবং পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

انزلنا من السماء ماء طهورا

অর্থ : আমি আকাশ হতে পবিত্রকারী পানি বর্ষণ করেছি।

দ্বিতীয়ত : পানীয় এবং আহার্য বস্তুগুলোর সৃষ্টি এ উদ্দেশ্যে করা হয়নি। কাজেই সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন যথাযথ। **কিন্তু** পানিকে যদি তদ্রূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয় তা হলে কাপড় ইত্যাদির নাপাকী পানি দ্বারা দূর করা নিষিদ্ধ হওয়া চাই এবং শুধুমাত্র মাটি পাথর দ্বারা নাপাকী দূর করা যথেষ্ট হওয়া চাই। অথচ এমত কেউ পোষণ করেন না। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে-

عن عائشة قالت مرن ازواجكن ان يغسلوا اثر الغائط و البول بالماء فان النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله

অর্থ : হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমরা তোমাদের স্বামীদেরকে পানি দিয়ে পেশাব-পায়খানার চিহ্ন মুচে ফেলতে বল। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করেছেন।

এতে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করেছেন।

بَاب مَنْ حُمِلَ مَعَهُ الْمَاءُ لِطُهُورِهِ وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالْوِسَادِ

অধ্যায় ১১১ : যে ব্যক্তির সাথে তার পবিত্রতার জন্য পানি নেয়া হল। (অর্থাৎ পবিত্রতার অর্জনের জন্য পানি সঙ্গে করে নেয়া।) হযরত আবুদ্দারদা রাযি. ইরাকবাসীদেরকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি সে ব্যক্তি নেই যিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জুতা, অযুর পানি এবং বালিশ সংরক্ষণ করতেন।

قال ابو الدرداء : এ টুকরাটি ইমাম বুখারী রহ. مناقب عبد الله بن مسعود এ-موصولا তথা অবিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন।

সামঞ্জস্য : শিরোনামে لطهوره শব্দ দ্বারা ইস্তিঞ্জা হতে পবিত্রকারী (পানি) উদ্দেশ্য। রেওয়ায়াতের মধ্যেও و الطهور দ্বারা উদ্দেশ্য হল পবিত্রতার পানি।

১৫১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ *

১৫১. হযরত আনাস রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাযায়ে হাজতের জন্য বের হতেন (অর্থাৎ বনভূমির দিকে যেতেন) তখন আমি এবং আমাদের মধ্য হতে এক বালক এক বালতি পানি নিয়ে তার পশ্চাতে পশ্চাতে যেতাম।

শিরোনামের সাথে মিল : بتعته انا و غلام منا معنا اداة من ماء দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা প্রমাণ করা যে, ইস্তিঞ্জা এবং অযুর ক্ষেত্রে অপর থেকে খিদমত নেয়া জায়েয। যেমন পানি ইত্যাদির প্রয়োজন হলে খাদেম থেকে চাওয়ার মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতি নেই। বিশেষ করে যখন কেউ নিজেকে খিদমতের জন্য পেশ করে এবং খিদমত করাকে লজ্জাজনক মনে না করে সৌভাগ্য মনে করে।

শব্দের ব্যাখ্যা : لطهوره - ط-এর মধ্যে পেশ। অর্থ পবিত্রতা। আভিধানিক অর্থ হল পরিচ্ছন্নতা। الطهور - ط-এ যবর। অর্থ ঐ পানি যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। যেমন سحور - س-এ পেশ দিয়ে সাহরী খাওয়া এবং যবর দিয়ে সাহরীর খাবার।

صاحب النعلين و الطهور و النعال - উদ্দেশ্য হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.।

صاحب النعلين - উপাধি এ কারণে হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মজলিসে জুতা খুলে প্রবেশ করতেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. তৎক্ষণাৎ তার জুতা যুগল উঠিয়ে নিতেন। صاحب الطهور - উপাধির কারণ হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইস্তিঞ্জা ইত্যাদির জন্য যেতেন তখন আব্দুল্লাহ বিন মসউদ সাথে করে পানি নিয়ে নিতেন। صاحب الوسادة - উপাধি এ কারণে হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে গেলে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বালিশ তার সঙ্গে রাখতেন।

تبعته انا و غلام منا : অর্থাৎ আমি এবং আমাদের মধ্য হতে এক বালক এক বালতি পানি নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে পিছনে যেতাম। غلام অর্থ নওজোয়ান। অর্থাৎ জন্ম থেকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত। কোন কোন অভিধানবিদের মতে দাঁড়ি উঠা পর্যন্ত।

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বর্ণিত এ হাদিসে 'গোলাম' দ্বারা উদ্দেশ্য কে? উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ.র ঝোঁক এ দিকে যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.।

যেমন হাফেয আসকালানী রহ. বলেন-

وايراد المصنف لحديث انس مع هذا الطرف من حديث ابى الدرداء يشعر اشعارا قويا بان الغلام المذكور فى حديث انس هو ابن مسعود و قد قدمنا ان لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا

অর্থ : হযরত আবুদ্দারদা রাযি.র হাদিসের টুকরার সাথে মিলিয়ে হযরত আনাস রাযি.র হাদিস উল্লেখ করা দ্বারা এ দিক খুব ভালভাবেই ইঙ্গিত হচ্ছে যে, হযরত আনাস রাযি.র হাদিসের غلام হলেন হযরত ইবনে মসউদ রাযি.। আর আগেই বলা হয়েছে যে, غلام শব্দটি রূপক অর্থে ছোটদের ব্যতীত অন্যদের উপরও ব্যবহৃত হয়। (ফতহুল বারী ২০২/১) আল্লামা আইনী রহ.ও এরূপ বলেছেন। (২৯২/২)

প্রশ্ন থেকে যায়, হযরত আনাস রাযি. ছিলেন আনসারী। সেক্ষেত্রে غلام منا -এর উদ্দেশ্য কী? উত্তর হল اى من الصحابة এবং من خدم النبى صلى الله عليه وسلم। অর্থাৎ সাহাবাদের মধ্য হতে এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাদেমদের মধ্য হতে। কাজেই আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

بَاب حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الاسْتِنْجَاءِ

অধ্যায় ১১২ : ইস্তিঞ্জায় বের হওয়ার সময় পানির সাথে বর্শা নেওয়া।

عنزة - ঐ লাঠি যার নিচে লোহার ফল সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ বর্শা।

١٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ

১৫২. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযায়ে হাজতের জন্য গেলে আমি এবং আমার সাথে এক বালক এক বালতি পানি এবং একটি বর্শা নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন।

মুহাম্মদ বিন জা'ফরের সঙ্গে এ হাদিসটি শো'বা হতে নযর এবং শাহানও রেওয়ায়াত করেছেন।

عنزه-ঐ লাঠিকে বলে যার নিচের অংশে ফল লাগানো থাকে।

তাবাকাতে ইবনে সা'দে বর্ণিত রয়েছে, এ লাঠিটি নাজাশী (হাবশের বাদশা) হাদিয়াস্বরূপ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আল্লামা আইনী এও উল্লেখ করেন যে, নাজাশী তিনটি নেযা পাঠিয়েছিলেন। একটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রেখেছিলেন, একটি হযরত আলীকে এবং অপরটি হযরত উমরকে দিয়েছিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : وعنزة يستنجى بالماء শব্দ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বুঝানো যে, পানি এবং বর্শা উভয়টিই ইস্তিঞ্জার সাথে সম্পৃক্ত। পানির সম্পৃক্ততা তো স্পষ্ট। বর্শার সম্পৃক্ততা এভাবে হতে পারে যে, তা দ্বারা মাটি খুড়ে ঢিলা বের করা হয়। এ ব্যাখ্যানুসারে শিরোনাম দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, ইস্তিঞ্জায় ঢিলা এবং পানির সমন্বয় করা উত্তম।

ফায়দা : এ রেওয়ায়াত এবং পূর্বের দুই অধ্যায়ের দুই রেওয়ায়াত সম্পূর্ণ এক। পার্থক্য শুধু ইমাম বুখারী রহ.র উস্তাদের মধ্যে। কারণ সবগুলো রেওয়ায়াত শো'বা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। আর সবগুলোই হযরত আনাস রাযি.র বর্ণিত। কিন্তু পূর্বের রেওয়ায়াতগুলোয় বর্শার উল্লেখ নেই। কাজেই এ রেওয়ায়াতে এর বৃদ্ধির ফলে সন্দেহ জাগতে পারে। ইমাম বুখারী রহ. تابعه النضر و شاذان شعبة বলে সন্দেহ নিরসন করে দিয়েছেন যে, এ হাদিসটি শো'বা হতে আরো দু'জন রাবী রেওয়ায়াত করেছেন। কাজেই সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন যে, নযরের রেওয়ায়াতটি নাসাঈ শরীফ এবং শাযানের রেওয়ায়াতটি বুখারী শরীফের كتاب الصلوة- এ অবিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ রয়েছে।

بَاب النَّهْيِ عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

অধ্যায় ১১৩ : ডান হাতে ইস্তিঞ্জা (পবিত্রতা অর্জন) করার নিষেধাজ্ঞা

যোগসূত্র : পূর্বের অধ্যায়ের সাথে যোগসূত্র এবং মিল সম্পর্কে আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين بل بين هذه الابواب ظاهرة لان جميعها مقصود فى امور الاستنجاء

অর্থাৎ পূর্বের অধ্যায়ের সাথে এ অধ্যায়ের বরং এ অধ্যায়গুলোর পরস্পারিক সম্পর্ক স্পষ্ট। কারণ এর সবগুলোই ইস্তিঞ্জার সাথে সম্পৃক্ত।

١٥٣ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ *

১৫৩. আব্দুল্লাহ বিন কাতাদা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ পানি পানের সময়ে পেয়ালায় নি :শ্বাস ফেলবে না। আর পায়খানায় গেলে ডান হাতে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করবে না। আর ডান হাতে ইস্তিঞ্জাও করবে না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে ولا يتمسح بيمينه দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইস্তিঞ্জার জন্য যাওয়ার সময়ে লাঠি, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে নিবে। এখন ইস্তিঞ্জার আদাব সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষিদ্ধ এবং মাকরূহ। অবশ্য ইমাম বুখারী রহ. এ ফয়সালা দেননি যে, ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ তাহরীমী না মাকরূহ তানযিহী?

হাদিসের ব্যাখ্যা : এ হাদিসে তিনটি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

১. পানি পানের সময়ে পেয়ালায় নি :শ্বাস না ফেলা।

২. কাযায়ে হাজতের সময়ে পুরুষাঙ্গে ডান হাত না লাগানো।

৩. ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করা।

পানি পানের সময়ে পেয়ালায় নি :শ্বাস না ফেলা : এর মধ্যে কয়েকটি দর্শন রয়েছে।

১. নি :শ্বাসের মাধ্যমে বেরিয়ে আসা জীবানু পানিতে মিশ্রিত হয়ে ক্ষতির কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আদব শিক্ষা দিয়েছেন যে, তিন নি :শ্বাসে পানি পান করবে। আর নি :শ্বাস নেয়ার সময়ে পেয়ালা মুখ হতে দূরে সরিয়ে নিবে।

২. এক নি :শ্বাসে পানি পান করা দ্বারা পূর্ণ লালসা প্রকাশ পায় - যা চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব। পানিতে মুখ দেয়ার পর লালসার কারণে সেখান হতে মুখ না তুলে পানিও পান করতে থাকে এবং সেখানেই নি :শ্বাসও ফেলতে থাকে।

৩. এক নি :শ্বাসে পানি পান করা দ্বারা পাকস্থলীতে ধাক্কা লাগে এবং তা পাকস্থলীর উষ্ণতা বিলুপ্ত করে দেয়। অধিকন্তু তিনবারে পানি পান করলে প্রত্যেকবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। ইত্যাদি।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিষয় হলো ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা এবং ডান হাত দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা।

ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা মাকরূহ তানযিহী এবং ইসলামী শিষ্টাচারের পরিপন্থী। আহলে যাহেরদের মতে ইহা মাকরূহ তাহরীমী। আল্লাহ তা'আলা ডান হাতকে বাম হাতের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। কাজেই ডান হাতের মর্যাদার চাহিদা হল তাকে ইস্তিঞ্জা (এবং নাক সাফ করা, ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা) এবং অন্যান্য ঘৃণ্য কাজে ব্যবহার না করা। খাওয়ার সময় মানুষ ডান হাত ব্যবহার করে থাকে। খাওয়ার সময় কখনো ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করার কথা স্মরণ হলে নির্মল তবীয়ত কলুষিত হয়ে পড়বে।

ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করা সম্পর্কে পরবর্তীতে ভিন্ন ভাবে আলোচনা করা হবে।

بَاب لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ

অধ্যায় ১১৪ : পেশাবের সময়ে পুরুষাঙ্গ ডান হাতে আঁকড়ে ধরবে না

١٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ *

১৫৪. হযরত আবু কাতাদা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেহ প্রস্রাবের সময় তার পুরুষাঙ্গ ডান হাতে আঁকড়ে ধরবে না, ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করবে না এবং পেয়ালার মধ্যে নি :শ্বাস ফেলবে না।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : পূর্বের অধ্যায়ে ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে যে, ডান হাতের মর্যাদার চাহিদা হল, পেশাবের সময়ে তা দ্বারা গোপনাঙ্গও স্পর্শ না করা।

ইমাম বুখারী রহ. এখানে পূর্বের হাদিসটিই উল্লেখ করেছেন। শিরোনামের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। সনদে পার্থক্য রয়েছে। এ জন্য পুনরোল্লেখে ফায়দা রয়েছে। হাদিসের শব্দ اذا بال احدكم-এর কারণে শিরোনামের মধ্যে اذا بال احدكم বৃদ্ধি করেছেন।

হাদিসে পাকের ভাষ্য اذا بال احدكم এর শর্ত দ্বারা এও জানা যায় যে, পূর্বের অধ্যায়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ নিষিদ্ধের সম্পর্ক প্রস্রাবের অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত।

ای ان النهی المطلق محمول علی المقید بحالة البول فیکون ما عداه مباحا

অর্থাৎ শর্তহীন নিষেধাজ্ঞাকে শর্তযুক্ত নিষেধাজ্ঞার উপর আরোপ করা হবে। সে ক্ষেত্রে উহা ব্যতীত অপরাপর অবস্থায় তা মুবাহ হবে।

যেমন এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে مس ذکر সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, انما هو بضعة منك - তা তোমার দেহেরই একটি অঙ্গ।

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হালতে নাজাসত ব্যতীত অন্য সময়ে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করাকে দেহের অন্য অঙ্গের সমতূল্য করে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন।

بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

অধ্যায় ১১৫ : পাথরের ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার বিবরণ

١٥٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ *

১৫৫. হযররত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করলাম। তিনি কাযায়ে হাজতের জন্য যাচ্ছিলেন। (পথের) এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন না। আমি তার নিকট গেলাম। তিনি বললেন, আমার জন্য কিছু পাথর (ঢিলা) তালাশ কর। সেগুলো দ্বারা আমি ইস্তিঞ্জা করব। অথবা এ ধরণের কিছু বললেন। এও বললেন, হাড় বা গোবর আনবে না। আমি কিছু পাথর আঁচলে করে নিয়ে এলাম। সেগুলো তার পাশে রেখে আমি দূরে সরে এলাম। তিনি (কাযায়ে হাজত হতে) ফারেগ হয়ে সেগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ابغنی احجارا استنفض بها হাদিসাংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। কারণ এর অর্থ হচ্ছে استنجی بها।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : পূর্বের অধ্যায়গুলোর সাথে এ বাবের মিল স্পষ্ট। কারণ এগুলোতে ইস্তিঞ্জার আলোচনা চলছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হাফিয আসকালানী রহ. বলেন, এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল তাদের মত খন্ডন করা যারা বলে ইস্তিঞ্জা শুধু পানি দ্বারাই করা যাবে। পানি ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয নয়। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন

ابغنی احجارا استنفض بها ای استنجی بها

অর্থাৎ আমার জন্য কিছু পাথরের টুকরা নাও। সেগুলো দ্বারা আমি ইস্তিঞ্জা করব।

এ অধ্যায়ের হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি কাযায়ে হাজতের পর পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করেছেন।

استنفض-এর ধাতুমূল نفض। অর্থ ঝাড়া, ধুলিকণা দূর করার জন্য কাপড় ঝাড়া। استنفاض - পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। ইস্তিঞ্জা করা। روث - ঘোড়া ইত্যাদির মল। বহুবচন ارواث। হাফিয আসকালানী রহ. বলেন, روث শুধুমাত্র ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার মলকেই বলা হয়।

ব্যাখ্যা : হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন-

الاستنجاء بعد البول لا ينبغي ان يكون ... الخ

অর্থাৎ পেশাবের পর পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা সমীচীন নয়। কারণ পাথরের মধ্যে চোষণশক্তি নেই। অথচ পেশাবের পর সেটাই উদ্দেশ্য। তবে পায়খানার কাজে আসতে পারে। যদি মাটির ঢিলা পাওয়া না যায় তবে একে একে কয়েকটি ঢিলা ব্যবহার দ্বারা উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়।

কতক হাম্বলী এবং আহলে যাহের এ হাদিস দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছে যে, যেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাই পাথর ছাড়া অন্য কোন কিছু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা বৈধ নয়।

কিন্তু এ দলীল সঠিক নয়। কারণ হাদিসে পাথরের উল্লেখ এ কারণেই হয়েছে যে, পাথর সহজলভ্য। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, প্রত্যেক কঠিন পদার্থ যা সম্মানযোগ্য নয় পাথরের হুকুমে যদি তা নাপাকী দূর করতে পারে।

পাথরের নির্দিষ্টকরণটি ঘটনানুক্রমিক বিষয় ছিল। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এরূপ বিষয় দ্বারা অপরগুলোর নফী হয় না।

হাড় বা মল দ্বারা ইস্তিঞ্জার নিষিদ্ধতা : হাড় বা মল দ্বারা ইস্তিঞ্জা নিষিদ্ধের কারণও উল্লেখ করা হয়েছে যে, انهما لا يطهران (অর্থ- এ বস্তুদু'টির পাক করার শক্তি নেই।)

এ স্পষ্ট বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, ইহা হাড় বা গোবরের বৈশিষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক ঐ বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ যার মধ্যে পবিত্র করার শক্তি নেই। যেমন কাঁচ, তৈলাক্ত পাথর ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ত : এগুলো জীনের খাবার। যেমন বুখারী শরীফের ৫৪৪পৃষ্ঠায় রয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হাড় বা গোবরের বিষয় কী? (যার ফলে এগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ?) তিনি বললেন, এ বস্তু দু'টি জীনের খাবার। আমার নিকট নসীবীনের জীনেরা এসেছিল। সেগুলো ভাল জীন ছিল। তারা আমার নিকট খাদ্য চাইলে আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করলাম - যখন এরা কোন হাড় বা গোবরের নিকট দিয়ে যাবে তখন এর উপর তাদের খাবার মিলবে।

অর্থাৎ হাড় বা গোবরের নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তা'আলার কুদরতে হাড়ের তাদের খোরাক এবং গোবরের উপর তাদের পশুর খোরাক সৃষ্টি হয়ে যাবে।

এ হাদিসে রয়েছে জীনের প্রতিনিধিদল খিদমতে আকদাসে উপস্থিত হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার উম্মতকে হাড়, গোবর এবং কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে বারণ করুন। কারণ আল্লাহ তা'আলা এতে আমাদের রিযিক রেখেছেন। পরবর্তীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতদেরকে নিষেধ করে দিয়েছেন। (আবু দাউদ)

প্রশ্ন : সহীহাইনের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায়, জীনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করেছিলেন। তাই হাড় ইত্যাদি তাদের খাবার হয়েছে।

আর আবু দাউদের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জীনরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করেছিল যে, হাড়, গোবর,কয়লা আমাদের রিযিক। হুযুর! আপনি আপনার উম্মতদেরকে এগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করুন। এতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছিলেন।

উত্তর : আবেদন দু'টি দু'সময়ের। প্রথমে জীনের প্রতিনিধি পাথেয়র আবেদন করেছিল। এত হাড় প্রভৃতি তাদের খাবার হল। আবার পরবর্তীতে যখন ইসলাম বিকশিত হল এবং লোকেরা দলে দলে মুসলমান হল, তাদের অনেকে হাড় ইত্যাদি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত এতে দ্বিতীয় বার তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করল। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করে দিলেন।

প্রশ্ন ২ : গোবর নাপাক। আর নাপাক বস্তু খাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আর স্পষ্ট কথা, জীন জাতিও শরীয়তের মুকাল্লাফ। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য কীভাবে জায়েয হয়?

উত্তর : জীনেরা যখন গোবরের নিকট পৌঁছে তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আর বরকতে তা আর গোবর থাকে না। বরং তাদের হাতের স্পর্শের সাথে সাথে তা শস্য দানায় রূপান্তর হয়ে যায়। তার মূলের (ماهيت-এর) পরিবর্তন দ্বারা তার হুকুমেরও পরিবর্তন হয়ে গেছে।

উত্তর ২ : এরূপও হতে পারে যে, কোন কোন জুযী মাসয়ালায় মানুষ এবং জ্বীনের মধ্যে তফাৎ থেকে থাকবে - জীনের জন্য জায়েয এবং মানুষের জন্য নাজায়েয। যেমন রেশমী পোশাক এবং স্বর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং মহিলার তফাৎ রয়েছে।

بَاب لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْث

অধ্যায় ১১৬ : গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা যাবে না

١٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ هَذَا رِكْسٌ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ *

১৫৬. আবু ইসহাক বলেন, এ হাদিসটি আবু উবাইদা (আমার নিকট) রেওয়ায়াত করেননি। বরং আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ তার পিতা হতে রেওয়ায়াত করেন। তিনি আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.কে বলতে শুনেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযায়ে হাজতের জন্য গিয়েছিলেন। আমাকে তিনটি পাথর আনার নির্দেশ দিলেন। আমি দু'টি পাথর পেলাম। তৃতীয়টি অন্বেষণ করলাম। কিন্তু পেলাম না। আমি গোবরের (শুকনো) টুকরো উঠিয়ে নিলাম। তা নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলাম। তিনি পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর ফেলে দিলেন এবং বললেন, ইহা নাপাক।

এ হাদিসটি ইবরাহীম বিন ইউসুফ তার পিতা ইউসুফ বিন আবু ইসহাক হতে রেওয়ায়াত করেছেন। সেখানে রয়েছে حدثنى عبد الرحمن অর্থাৎ আব্দুর রহমান হাদিস বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : والقى الروثة و قال هذا ركس এ বাক্য দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : ইস্তিঞ্জার আলোচনা চলছে। কাজেই ইতিপূর্বের এবং পূর্বেকার সকল অধ্যায়ের সাথে যোগসূত্র বিদ্যমান।

عن ابى اسحاق قال ليس ابو عبيدة ذكره : ইসহাক বলেন, এ হাদিসটি আবু উবাইদা বর্ণনা করেননি। اى ذكره لى অর্থাৎ আমার নিকট বর্ণনা করেননি। (ফাতহুল বারী)

এই আবু উবায়দা হচ্ছেন আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.র সাহেবযাদা। তার নাম আমের। তার পিতা আব্দুল্লাহ বিন মস্উদ রাযি.র মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল সাত বছর।

ولكن عبد الرحمن بن الاسود اى هو الذى ذكره لى بدليل قوله فى الرواية الآتية المعلقة حدثنى عبد الرحمن

বরং আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন। আর আব্দুর রহমান তার পিতা আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ নখ'য়ী হতে রেওয়ায়াত করেন যে, তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.কে ...।

এ হাদিস নিয়ে ইমাম বুখারী রহ. এবং ইমাম তিরমিযী রহ.র মতবিরোধ : এ হাদিসে সনদের ভিত্তি হলেন আবু ইসহাক সবী'য়ী তাবে'য়ী। তার থেকে ছয়জন রাবী এ হাদিসটি রেওয়ায়াত করেন।

১. যুহাইর - আবু ইসহাক - আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ - তার পিতা - আব্দুল্লাহ বিন মসউদ।

২. ইসরাঈল - আবু ইসহাক - আবু উবাইদা - আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.।

৩. কায়েস বিন রবী' - আবু ইসহাক - আবু উবাইদা - আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.।

৪. মা'মার - আবু ইসহাক - আলকামা - আব্দুলাহ বিন মসউদ রাযি.।

৫. আম্মার বিন যুবাইর - আবু ইসহাক - আলকামা - আব্দুলাহ বিন মসউদ রাযি.।

৬. যাকারিয়া বিন আবু যায়েদা - আবু ইসহাক - আব্দুর রহমান বিন ইয়াযিদ - আব্দুলাহ বিন মসউদ রাযি.।

উল্লেখিত সনদগুলোর মধ্য হতে যুহাইর বিন মু'আবিয়া এবং ইসরাঈল বিন ইউনুসের সনদদু'টি সর্বোত্তম এবং শক্তিশালী। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী রহ. যুহাইরের সনদটিকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। আর ইমাম তিরমিযী রহ. ইসরাঈলের রেওয়ায়াতটিকে বেছে নিয়েছেন।

ইমাম বুখারী রহ. আবু ইসহাক রহ.র এ কথাটিও উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (আবু ইসহাক) এ রেওয়ায়াতটি আবু উবাইদা হতে নিচ্ছেন না। বরং আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ এবং তার পিতার মাধ্যমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. হতে রেওয়ায়াত করেছেন। এর উপর আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, আবু উবাইদার তার পিতা হতে শ্রবণ সন্দেহযুক্ত। তাই শ্রবণ যদি প্রমাণিত না হয় তা হলে তার রেওয়ায়াতটি হবে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি')। এ জন্য ইমাম বুখারী রহ. অপর সনদ অর্থাৎ যুবাইরের রেওয়ায়াত - যা অবিচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত - সেটিকে প্রাধান্য দিয়ে বুখারী শরীফে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ইমাম তিরমিযী রহ. ইমাম বুখারী রহ.র বিরোধিতা করে বলেন যে, আবু উবাইদার সনদটি অগ্রগণ্য। কারণ আবু ইসহাকের সকল শাগরেদের মধ্যে ইসরাঈলের অগ্রগণ্যতা রয়েছে।

মোট কথা, উভয় রেওয়ায়াতই মুহাদ্দেসীনের নিকট শুদ্ধ এবং প্রামাণ্য। হাদিস বিশারদগণের মধ্যে রেওয়ায়াত শুদ্ধিকরণের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কাজেই ইমাম বুখারী রহ. বা ইমাম তিরমিযী রহ.র কারো উপর কোনো প্রশ্ন বা আপত্তি নেই।

ইস্তিঞ্জার বস্তু নির্ণয়ের বিধি : যে সব বস্তু দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা জায়েয সেগুলো নির্ণয়ের জন্য ফকীহগণ এ নিয়ম লিখেছেন-

شئ جامد طاهر منق قلاع للاثر غير موذ ليس له شرف و لا حرمة و لا يتعلق به حق للغير

অর্থ : এমন বস্তু যা কঠিন, পবিত্র, পরিচ্ছন্নকারী, চিহ্ন দূরকারী, অক্ষতিকর, সম্মানহীন এবং অপরের অধিকারের সম্পৃক্ততা মুক্ত।

ইস্তিঞ্জায় তিন পাথরের ব্যবহারের হুকুম : ইমামগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, ইস্তিঞ্জার মধ্যে تثليث (ঢিলা তিনটি হওয়া) ওয়াজিব না মুস্তাহাব? তিন ঢিলার কমে যদি পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় তবে কি যথেষ্ট হবে না কি তিনটিই পূরণ করতে হবে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম মালেক রহ.র মতে শুধুমাত্র পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা ওয়াজিব। অর্থাৎ যদি দু'টি দ্বারাই নাপাকী দূর হয়ে যায় তবে তাই যথেষ্ট হবে। কারণ মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিস্কার করা। তবে পূরোপূরি তিনটা ব্যবহার সুন্নত।

ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ.র মতে পরিস্কারকরণ এবং তিনটি ব্যবহার করা উভয়টিই ওয়াজিব - যদিও তিনটির কমে পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়ে যায়।

এ বাবের হাদিসটি হানাফীদের পক্ষে দলীল। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি হতে একটি ফেলে দিয়েছেন। দু'টিই অবশিষ্ট ছিল। এ হাদিসে তিনটি ব্যবহারের উল্লেখ নেই। আর বাহ্যত : বুঝা যায় সেখানে তৃতীয় পাথর ছিল না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তো ছিলই না। কারণ তা হলে তিনি ইবনে মসউদ রাযি.কে পাথর তালাশের কষ্ট দিতেন না। আর আশে-পাশেও ছিল না। কারণ ইবনে মসউদ রাযি. বলেন- والتمست الثالث فلم اجد অর্থাৎ আমি তৃতীয়টি তালাশ করেছিলাম। কিন্তু পাইনি।

ইমাম তাহাবী রহ. এভাবে দলীল পেশ করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি দিয়েই ইস্তিঞ্জা সেরেছেন। তিনটি ব্যবহার যদি আবশ্যকীয় হত তবে তিনি পুনরায় তালাশ করতেন।

হাফেয আসকালানী রহ. এ দলীলের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন-

غفل رحمه الله عما اخرج احمد فی مسنده من طریق معمر عن ابی اسحاق عن علقمة عن ابن مسعود فی هذا الحدیث

অর্থাৎ ইমাম তাহাবী রহ. ঐ রেওয়ায়াত হতে অনবহিত থেকে গেছেন যা ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনাদে মা'মারের সনদে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

হাদিসটি ইহাই। তবে সেখানে এতটুকু অতিরিক্ত রয়েছে-

فالقی الروثة و قال انها رکس ایتنی بحجر

অর্থাৎ তিনি উহা ফেলে দিয়ে বললেন, ইহা নাপাক। আরেকটি পাথর নিয়ে আস।

এর উত্তরে আল্লামা আইনী রহ. عمدة القاری কিতাবে এবং আল্লামা যল'য়ী রহ. نصب الرایة কিতাবে লিখেন, এ অতিরিক্ত অংশ যে সনদে বর্ণিত হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ আলকামা হতে আবু ইসহাক শ্রবণ করেননি। তাই এ হাদিসটি বিচ্ছিন্ন হয়ে অপ্রামাণ্য।

২. হাফিয আসকালানী রহ. ফতহুল বারীর মুকাদ্দামা هدی الساری-তে এ কথা স্পষ্টত :ই উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদিসের দু'টি সনদ (যুহাইর এবং ইসরাঈল) বিশুদ্ধ। অন্য সনদগুলো সহীহ নয়। কিন্তু যখন মাসলাকের ব্যাপারটা সামনে এল তখন অশুদ্ধ হাদিসও দলীল হিসেবেউল্লেখ করে ইমাম তাহাবী রহ.র মত মুহাদ্দিসের প্রতি অনবহিততার দোষারোপ করেন। হাফেয আসকালানী রহ.র মত ব্যক্তিত্ব হতে এমনটি ঘটলে হতভম্ব হতে হয় বৈ কি। আচ্ছা তিনি কি ইমাম তিরমিযী রহ.র ক্ষেত্রেও কি অনবহিতির দোষারোপ করবেন? ইমাম তিরমিযী রহ.তো এ হাদিসের উপর باب فی الاستنجاء بالحجرین নামে একটি শিরোনামও কায়েম করেছেন।

তদ্রূপ ইমাম নাসাঈ রহ. الرخصة فی الاستطابة بحجرین নামক শিরোনামের অধীনে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন।

এরদ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় যে, ইমাম তিরমিযী রহ. এবং ইমাম নাসাঈ রহ. মুহদ্দিসসুলভ দৃষ্টিতে উল্লেখিত বর্ধিতাংশকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি। এখন প্রশ্ন হল, হাফেয আসাকালানী রহ. কি ইমাম তিরমিযী রহ. এবং ইমাম নাসাঈ রহ.র দিকেও অনবহিতিরর তীর নিক্ষেপ করবেন? নাকি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে যে, ইমাম তাহাবী রহ.র দিকে অনবহিতির তীর নিক্ষেপকারীই স্বয়ং অনবহিত?

আর যদি এ বর্ধিতাংশকে মেনেও নেয়া হয় তা হলে এতটুকুই প্রমাণ হয় যে, তৃতীয় ঢিলা সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ কথা তো কোন রেওয়ায়াতেই নেই যে, ইবনে মসউদ রাযি. তৃতীয় ঢিলা এনেছেনও এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ব্যবহারও করেছেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে ইহাই স্পষ্ট হয় যে, স্থানটি এমন ছিল যেখানে পাথর পাওয়া কঠিন ছিল। নচেৎ প্রথমেই নেয়া হত - গোবর নেয় হত না। এতে প্রবল ধারণা ইহাই হয় যে, তৃতীয় পাথর নেয়া হয়নি।

২. হানাফী এবং মালেকীদের দ্বিতীয় দলীল হল হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণিত হাদিস। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

من استجمر فلیوتر فمن فعل فقد احسن و من لا فلا حرج الخ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জা (অর্থাৎ ইস্তিঞ্জার মধ্যে ঢিলা ব্যবহার) করে সে যেন বেজোড় ব্যবহার করে। যে এরূপ করল সে খুবই উত্তম কাজ করল। আর যদি এরূপ না করা হয় তাতেও কোন ক্ষতি নেই। (আবু দাউদ১/৬)

এতে বুঝা গেল, মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নাপাকী দূর করা। আর সাধারণত : যেহেতু তিনটি ঢিলা দ্বারা পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয় তাই রেওয়ায়াতে তিনের সংখ্যার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংখ্যা মূল উদ্দেশ্য নয়। নচেৎ শাফে'য়ী মতাবলম্বীরাও বলেন যে, পাথর যদি এ পরিমাণ বড় হয় যে, তার তিনটি কোণ থাকে তবে একটি পাথরই যথেষ্ট। এতে বুঝা গেল, সংখ্যায় তিনটি হওয়া আবশ্যকীয় নয়। বরং পরিচ্ছন্ন করা আবশ্যকীয়।

بَاب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

অধ্যায় ১১৭ : অযুর মধ্যে একবার করে অঙ্গ ধৌত করা

١٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً *

১৫৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করলেন।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. ইস্তিঞ্জার আহকাম সম্পর্কিত ১৪টি অধ্যায় শেষ করে আবার আহকাম শুরু করেছেন। আর এতে সন্দেহ নেই যে, ইস্তিঞ্জার পরে অযু আসে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিঞ্জা থেকে ফারিগ হওয়ার পর অধিকাংশ সময়েই অযু করে নিতেন। অযুর বর্ণনার মাঝে ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত আহকাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আবার মূল উদ্দেশ্য অযুর আহকাম পুনরায় উল্লেখ করা হচ্ছে।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. এখানে অযু সম্পর্কিত পর পর তিনটি বাব কায়েম করেছেন। এগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল অযুর অঙ্গগুলো ধোয়ার সংখ্যা বর্ণনা করা।

ইমাম বুখারী রহ. كتاب الوضوء-র শুরুতে সনদ উল্লেখ করা ছাড়াই বলেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধৌত করাও প্রমাণিত - যা দ্বারা ফরয আদায় হয়ে যাবে - শর্ত হলো অযুর অঙ্গ পূর্ণভাবে ধৌত করতে হবে। তবে নামাযের অযুর ক্ষেত্রে নিয়ম ছিল তিনবার করে ধৌত করা। এজন্য অযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়া সুন্নত। অর্থাৎ তিনবার ধোয়া অযুর পূর্ণস্তর এবং একবার ধোয়া তার বৈধ স্তর।

بَاب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

অধ্যায় ১১৮ : অযুর অঙ্গ দু'বার করে ধোয়া

١٥٨ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ *

১৫৮. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযুর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধুয়েছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : ফরয আদায়ের নিম্নস্তর বর্ণনা করার পর অযুর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধোয়ার প্রমাণ দিচ্ছেন। এটি দ্বিতীয় স্তর। ইহাও সুন্নত এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। তবে নামাযের অযুর ক্ষেত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল ছিল তিনবার করে ধোয়া। এজন্য তিনবার করে ধোয়া সুন্নত যেমন সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

بَاب الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

অধ্যায় ১১৯ : অযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়া

١٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا قَالَ عُرْوَةُ الْآيَةَ (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ) *

১৫৯. হুমরান - যিনি উসমান রাযি.র মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) ছিলেন - বলেন, তিনি হযরত উসমান রাযি.কে দেখেছেন যে, তিনি একটি পাত্রে পানি চেয়ে নিলেন। অত :পর উভয় হাতের তালুতে তিনবার করে পানি ঢাললেন এবং সেগুলো ধোয়ে নিলেন। এরপর তার ডানহাত পাত্রে প্রবেশ করালেন। এরপর নাকে পানি দিলেন এবং কুলি করলেন। তারপর তিনবার তার মুখ মন্ডল উভয় হাত কুনইসহ তিনবার ধোয়ে নিলেন। এরপর মাথা মসেহ করলেন। তারপর টাখনুসহ উভয় পা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর তিনি বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার অযুর মত অযু করে, এরপর দুই রাকা'আত (তাহিয়্যাতুল অযু) নামায পড়ে যার মধ্যে সে নিজের সাথে কথা বলে না (অর্থাৎ মনের মধ্যে দুনিয়ার কোন জল্পনা-কল্পনা করবে নায়। বরং বিনয় এবং নম্রতার সাথে নামায পড়বে) তবে তার অতীতের সবগুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ এ হাদিসটি ইবরাহীম হতে রেওয়ায়াত করেন। তিনি সালেহ বিন কায়েস হতে, তিনি ইবনে শিহাব হতে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া এ হাদিসটি হুমরান হতে এরূপ বর্ণনা করতেন, যখন উসমান অযু শেষ করলেন, বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদের নিকট একটি হাদিস বলব। যদি (এ বিষয়ে) কোরআনের একটি আয়াত না হত তা হলে তোমাদেরকে বলতাম না। আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের থেকে যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অযু করে এবং (এরপর) নামায পড়ে (কোনো ফরয নামায) তা হলে এক নামায হতে অন্য নামায পর্যন্ত যত গুনাহ হয় ক্ষমা করে দেয়া হবে। উরওয়া বললেন, আয়াতটি হল :-

ان الذين يكتمون ما انزلنا الاية

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কারণ সেখানে ধোয়ার অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়ার কথা রয়েছে।

রাবী পরিচিতি : হুমরান : حمران مولى عثمان হা-র উপর পেশ এবং মীমের উপর সাকিন। ابان হামযা এবং বা-র উপর যবর। হুমরান হযরত উসমান রাযি.র আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি তাবে'য়ী ছিলেন। তিনি ৭৫ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন।

উসমান বিন আফ্ফান রা. : আমীরুল মু'মেনীন হযরত উসমান রাযি. ছিলেন তৃতীয় খলীফা এবং আশারায়ে মুবাশ্শারার একজন। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাতো বোন আরওয়ার সন্তান ছিলেন।

তিনি সাকেবীনে আওয়ালীনের তথা ইসমালের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন। তাঁর বৈশিষ্ট এবং ফযীলত সর্বজনবিদিত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এত বেশী মুহব্বত করতেন যে, পরপর তার দুই কন্যা হযরত রুকাইয়া এবং এরপর হযরত উম্মে কুলসুম রাযি.কে তার বিবাহে দিয়েছিলেন। এজন্য তার উপাধী ذوالنورين। তিনি ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের আঠারো তারিখে শুক্রবার তার ঘরে শাহাদত বরণ করেন। আসওয়াদ তুজাইবীর হাতে তিনি শহীদ হন। হাতীম বিন হিযাম তার জানাজার নামায পড়ান। হযরত উসমান রাযি. হতে ১৪৬টি হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্য হতে ১১টি হাদিস ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখ করেছেন। (উমদাতুল কারী)

ব্যাখ্যা : دعابانـاء - ২৮পৃষ্ঠায় باب المضمضمة فى الوضوء অধ্যায়ে بانـاء এর স্থলে بوضوء (ওয়াও-র উপর যবর দিয়ে) রয়েছে - অর্থাৎ অযুর পানি চাইলেন।

ইমাম বুখারী রহ. এখানে পর পর তিনটি বাব কায়েম করেছেন যেগুলো দ্বারা উদ্দেশ্য হল ধোয়ার অঙ্গগুলোর ধোয়ার সংখ্যা বর্ণনা করা। প্রথম বাবে একবার করে ধোয়ার উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয়টিতে দু'বার করে এবং তৃতীয়টিতে তিনবার করে। তিন প্রকারই সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয । তবে শর্ত হল পূর্ণরূপে ধোয়ে নেয়া চাই।

فافرغ على كفيه ثلاث مرار : এর দ্বারা বুঝা গেল সর্বাগ্রে উভয় হাতের তালু ধোয়ে নেয়া চাই।

فمضمض و استنثر : এর দ্বারা বুঝা গেল কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কাজ ডান হাত দিয়ে করবে। আর উভয়টিই পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, ডান হাতেই তিনবার করে কুলি করবে। এরপর নতুন পানি নিয়ে নাকে পানি দিবে। হানাফীরা এ মতই গ্রহণ করেছে। যেমন আবু হাইয়া হতে বর্ণিত-

رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى انقاهما ثم مضمض ثلاثا و استنشق ثلاثا- الحديث

অর্থাৎ আমি হযরত আলী রাযি.কে অযু করতে দেখেছি। তিনি তার উভয় হাতের হাতলী ধুয়ে পরিস্কার করে নিলেন। অত :পর তিনবার কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন।

من توضأ نحو وضوئى هذا : এখানে দু'টি আলোচনা রয়েছে।

এক. এ রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় মাগফিরাত দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত : অযু করার উপর। দ্বিতীয়ত : ঐ অযুর পরে দুই রাকা'আত (তাহিয়্যাতুল অযু) নামায পড়ার উপর।

পক্ষান্তরে সুনানের রেওয়ায়াতে রয়েছে, যে ব্যক্তি অযু করে, তো অযু করার সময় কুলি করে তার মুখের গুনাহ বের হয়ে যায়। আর নাকে পানি দিলে নাকের গুনাহ, হাত ধোয়ার সাথে সাথে হাতের গুনাহ এবং পা ধোয়ার সাথে সাথে পায়ের গুনাহ। মোট কথা, তার প্রত্যেক অঙ্গের গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

সুনানের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা গেল, মাগফিরাত শুধু অযু দ্বারা হয় কাজেই উভয় হাদিসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হল।

এর দু'টি উত্তর দেয়া হয়েছে। ১. নিয়ম হল যখন দু'টি রেওয়ায়াতের পরস্পর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যেমন এক রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় অল্প আমল দ্বারা সওয়াব পাওয়া যাবে আর অপর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় অধিক আমল দ্বারা। সে ক্ষেত্রে অধিক আমল সম্পর্কিত হাদিসকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

২. দ্বিতীয় উত্তর হল, এ সওয়াব দু'টি পৃথক আমল অর্থাৎ অযু করা এবং যথাযথভাবে দু'রাকাত নামায পড়ার উপর পাওয়া যাচ্ছে। আর ঘটনানুক্রমিক বিষয়কে এখানে অযু এবং নামায উভয়টির আলোচনা এসে গেছে। নচেৎ আগেই কেউ অযু করে রাখে এবং পরে হাদিসে বর্ণিত নিয়মে দু'রাকা'আত নামায পড়ে তবে সেও মাগফিরাতের হকদার হবে।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হল, অযু করা দ্বারাই মাগফিরাত অর্জিত হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে অযুর পরে দু'রাকাআত নামাযের ফায়দা কী?

উত্তর : ইহা দ্বারা সওয়াবের এবং ফযীলতের বৃদ্ধি হবে।

غفر له ما تقدم من ذنبه : কোন কোন বর্ণনায় وما تاخر-ও রয়েছে। যে সকল রেওয়ায়াতে গুনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে - সে গুনাহ দ্বারা কি সগীরা গুনাহ নাকি কবীরা গুনাহ - না উভয়টি?

অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মত হল, যদিও এমন ক্ষেত্রে - যেখানে রেওয়ায়াতে মাগফিরাত উল্লেখ আছে - শব্দ ব্যাপক, কিন্তু উদ্দেশ্য হল বিশেষ অর্থাৎ সগীরা গুনাহ। কারণ কবীরা গুনাহ ক্ষমার জন্য তওবা আবশ্যক।

عن ابراهيم عن صالح الخ : কেউ কেউ একে তা'লীক বলেছেন। কিন্তু হাফিয আসকালানী রহ.র তাহকীক হল ইহা তা'লীক নয়, অবিচ্ছিন্ন সনদেই (متصل السند) বর্ণিত হয়েছে। এর সংযুক্তি (عطف) বর্ণিত সনদের حدثنى ابراهيم بن سعد-এর সাথে। এ হাদিসটিও ইমাম বুখারী রহ.র শায়খের মাধ্যমে বর্ণিত।

قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث : এ ভাষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, ইবনে শিহাবের উস্তাদ দুইজন। একজন 'আতা বিন ইয়াযীদ - যার হাদিস উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরজন হলেন উরওয়া - যার রেওয়ায়াত ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা চাই, এ পার্থক্য এ ধরণের নয় যে, হাদিস একটিই কিন্তু রাবীদের বর্ণনায় শব্দগত পার্থক্য রয়েছে। বরং এ দু'টি আলাদা আলাদা হাদিস। এ দু'টি ভিন্ন হাদিসের একটি ইবনে শিহাব রহ. আতা হতে শ্রবণ করেছেন। আর অপরটি উরওয়া হতে - যা ইমাম বুখারী রহ. এখানে উল্লেখ করেছেন।

بَاب الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ ذَكَرَهُ عُثْمَانُ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهم عَنْهمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অধ্যায় ১২০ : অযুর মধ্যে নাক পরিষ্কার করা এটি হযরত উসমান রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন

١٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ *

১৬০. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি অযু করে সে যেন অযু করার সময় নাক পরিষ্কার করে নেয়। আর যে ব্যক্তি পাথর (কিংবা ঢিলা) দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিস ভাষ্য من توضأ فليستنثر দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন -

والمناسبة بين البابين من حيث ان المذكور فى هذا الباب بعض المذكور فى الباب الاول

অর্থাৎ পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের অংশবিশেষ এ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

استنثار এবং استنشاق এর অর্থ : সকল উলামাগণের মতে استنشاق-এর অর্থ হল ادخال الماء فى الانف অর্থাৎ নাকের মধ্যে পানি ঢালা, পানি উঠানো। আর استنثار এর বিপরীত। অর্থাৎ নাকের পানি ঝাড়া, নাক সাফ করা।। তাই استنشاق - استنثار এর আবশ্যকীয় বিষয়। যেমন আল্লামা আইনী রহ. فليستنثر শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

فليخرج الماء من الانف بعد الاستنشاق مع ما فى الانف من مخاط وغبار

অর্থাৎ নাকে পানি নেয়ার পর নাকের শ্লেষা এবং ধুলিকণাসহ নাকের পানির ফেলবে।(উমদা)

استنثار-ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব হওয়ার মতভেদ :

وقد اوجب بعض العلماء الاستنثار بظاهر الحديث و حمل اكثرعلى الندب الخ (عمده)

অর্থাৎ কতক উলামা যাহেরে হাদিস من توضأ فليستنثر এ সীগায়ে আমরের ভিত্তিতে استنثار অর্থাৎ নাক সাফ করাকে ওয়াজিব বলেছেন। যেমন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ., ইসহাক বিন রাহওয়ে রহ.। ইমাম বুখারী

রহ.র ঝোঁকও বাহ্যত : এ দিকে বুঝা যাচ্ছে। কারণ তিনি استنثار-কে مضمضه-র পূর্বে উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু استنثار সম্পর্কিত যে হাদিস তিনি উল্লেখ করেছেন তাতে আমরের সীগা নেয়া হয়েছে। এর এক বাব পরই باب المضمضة নেয়া হয়েছে। সেখানে আমরের সীগা নেই। অথচ مضمضه সম্পর্কে সহীহ হাদিসেই আমরের সীগা রয়েছে। যেমন, আবু দাউদ শরীফে রয়েছে- اذا توضأت فمضمض।

দু'টি বাবের মাঝে একটি অসংশ্লিষ্ট বাব باب غسل الرجل এনে সম্ভবত এ দিকেই ইশারা করা উদ্দেশ্য যে, যে রূপ দু'টি বিষয়কে পৃথক উল্লেখ করছি তদ্রূপ এ দু'টোর ওয়াজিব হওয়া এবং সুন্নত হওয়ার ব্যাপারেও পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কিরামের (হানাফী, মালেকী, শাফে'য়ী) মতে নাক সাফ করা মুস্তাহাব।

ওয়াজিবের প্রবক্তাদের দ্বিতীয় দলীল হল হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র রেওয়ায়াত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

اذا توضأ احدكم فليجعل فى انفه ماء ثم لينثر

'তোমাদের মধ্য হতে কেউ যখন অযু করবে তখন সে যেন নাকে পানি প্রবিষ্ট করায় তারপর ঝেড়ে ফেলে।'

সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলীল হল তিরমিযীর বর্ণিত হাদিস যাকে ইমাম তিরমিযী রহ. 'হাসান' বলেছেন-

فتوضأ به كما امرك

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যেভাবে অযু করার নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে অযু কর।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযুর পদ্ধতি কোরআনে করীমের অযুর আয়াতের উপর প্রয়োগ করেছেন। কোরআনে করীমে অযুর আয়াতে নাকে পানি দেয়া বা নাক ঝাড়ার নির্দেশ নেই। কোরআনে শুধুমাত্র মাথা মসেহ এবং তিন অঙ্গ ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। তাই বুঝা গেল استنثار তথা নাক ঝাড়া ওয়াজিব নয়।

মালেকী এবং শাফে'য়ীরা এ মাসয়ালায় হানাফীদের সাথে রয়েছেন এবং আমরের সীগাকে মুস্তাহাবের অর্থে নিয়েছেন।

من استجمر فليوتر - আর যে পাথর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করে। এ মাসয়ালাটি পৃথক একটি বাবে আলোচিত হবে।

بَاب الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا

অধ্যায় ১২১ : বেজোড় ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করা

١٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ *

১৬১. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ অযু করলে নাকে পানি ঢেলে ঝেড়ে ফেলবে। আর যে ব্যক্তি ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। আর তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হলে অযুর পানিতে হাত দেয়ার পূর্বেই যেন হাত ধুয়ে নেয়। কারণ তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে তা তার জানা নেই।

শিরোনামের সাথে মিল : ومن استجمر فليوتر - হাদিসাংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত বাব শেষ করে অযুর আলোচনা শুরু করেছিলেন। এখানে আবার ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত একটি বাব উল্লেখ করেছেন - যা ইমাম বুখারী রহ.র উপর প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে।

হাফিয আসকালানী রহ. বলেন, এখানে ইমাম বুখারী রহ.অযু এবং ইস্তিঞ্জা সম্পর্কিত বাবগুলো মিশ্রিত করে উল্লেখ করেছেন। পৃথক রাখার প্রতি খেয়াল রাখেননি। কারণ, ইমাম বুখারী রহ.র লক্ষ্য হল كتاب الوضوء-র

মধ্যে অযুর আহকামের সাথে সাথে অযুর মুকাদ্দামাত এবং শারায়েতও (ভূমিকা এবং শর্ত) উল্লেখ করা। এ জন্য উভয় বিষয়ের বাবগুলো মিশ্রিত রয়েছে।

২. হাফিয আসকালানী রহ. দ্বিতীয় উত্তরে বলেন-

ويحتمل ان يكون ذالك لمن دون المصنف الخ

অর্থাৎ এ সম্ভাবনাও আছে যে, এ বিন্যাস ইমাম বুখারীর রহ. নয়। বরং পরবর্তীতে কেউ এভাবে বিন্যাস করেছেন। (ফতহুল বারী)

আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

وجه المناسبة بين البابين الخ (عمده)

পূর্বাধ্যয়ের হাদিসে দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। ১.নাক ঝাড়া। ২.বেজোড় পাথর ব্যবহার করা। পূর্বের অধ্যায়ে প্রথম হুকুমের উপর ভিত্তি করে শিরোনাম কায়েম করা হয়েছে। এ জন্য দ্বিতীয় হুকুমের উপর ভিত্তি করে একটি আলাদা বাব কায়েম করা সমীচীন মনে করলেন।

মোট কথা, ইহা একটি আনুসাঙ্গিক বাব - যা 'বাব দর বাব' তথা অধ্যায়ের মধ্যে অধ্যায়'র পর্যায়ের। এজন্য আলোচনার মাঝখানে এসে যাওয়া অপ্রাসঙ্গিক বা প্রশ্নের কারণ হবে না।

এ ব্যাখ্যা দ্বারা পূর্বের বাবের সাথে এ বাবের যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, যখন استجمار-র ক্ষেত্রে বেজোড় করা নিয়ম, তা হলে استنثار-র মধ্যে ভালভাবেই বেজোড় করা হবে।

استجمار-এর অর্থ :

من استجمر فليوتر – قال الحافظ اى استعمل الجمار و هى الحجارة الصغار(فتح)

অর্থাৎ- استجمار শব্দটি جمار শব্দ হতে গঠিত হয়েছে। অর্থ- ছোট পাথর বা ঢিলা দ্বারা পেশাব-পায়খানার স্থান পরিষ্কার করা।

ব্যাখ্যা : ইস্তিঞ্জা সম্পর্কে তিনটি বিষয় সামনে আসছে। ১.বেজোড় ঢিলার ব্যবহার। ২.তিনটি ঢিলার ব্যবহার। ৩. নাপাকীর স্থান পরিষ্কার করা।

হানাফীদের মতে নাপাকীর স্থান পরিষ্কার করাই ওয়াজিব - চাই যতগুলোর ঢিলার প্রয়োজন হোক। ইস্তিঞ্জাকারীর হালত যেহেতু বিভিন্ন ধরণের হয় সেহেতু ঢিলার সংখ্যাও বিভিন্ন হতে পারে। উদ্দেশ্যপূরণ কখনও এক ঢিলা দ্বারাও হতে পারে - যেমন পেশাবের ক্ষেত্রে। আবার কখনো তিন বা তিনের অধিকও প্রয়োজন হতে পারে। যেমন, কারো পায়খানা ছাগলের বিষ্ঠার মত দানাদার হয়। আর কারোটা ঠিক এর বিপরীত - মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। এরূপ ব্যক্তির নি :সন্দেহে তিনের অধিক প্রয়োজন পড়বে। মোট কথা, উদ্দেশ্য হল নাপাকীর স্থান পরিষ্কার করা।

বাকী রইল, সংখ্যা তিনটি হওয়া। তো, তা একারণে বলা হয়েছে যে, সাধারণত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনটি দ্বারাই স্থান পরিষ্কার হয়ে যায়। হাদিসে ইরশাদ হচ্ছে-

اذا ذهب احدكم الغائط فليذهب معه ثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه(ابو داؤد ص-٦)

অর্থ : তোমাদের কেউ কাযায়ে হাজতের জন্য গেলে পবিত্রতা অর্জনের জন্য তিনটি পাথর সাথে করে নিয়ে নিবে। কারণ, এ তিনটি তার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। (অর্থাৎ তিনটি একারণে নিবে যে তা তার জন্য যথেষ্ট হতে পারে।)

এ হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, সংখ্যায় তিনটি হওয়া মূখ্য উদ্দেশ্য নয়। বরং তিনটির উল্লেখ এ কারণে করা হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনটি দ্বারা নাপাকী দূর হয়ে যায়।

অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-

من استجمر فليوتر فمن فعل فقد احسن و من لا فلا حرج

অর্থ : যে ইস্তিঞ্জায় ঢিলা ব্যবহার করবে সে যেন বেজোড়সংখ্যক ব্যবহার করে। যে এরূপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর কেউ যদি করল না তাতেও ক্ষতি নেই।

এ জন্য হানাফীদের মতে ঢিলা সংখ্যায় তিনটি হওয়া মুস্তাহাব। আর শাফে'য়ীদের মতে তিনটি ব্যবহার করা ওয়াজিব। আর তিনের অধিক ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

উল্লেখিত হাদিস সম্পূর্ণরূপেই হানাফীদের স্বপক্ষে দলীল।

بَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ

অধ্যায় ১২২ : উভয় পা ধোয়ার বিবরণ। এর বর্ণনা যে, কদম মসেহ করবে না

١٦٢ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّا فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا *

১৬২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পিছনে থেকে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি (অগ্রগামী হয়ে) আমাদের সাথে মিললেন। তখন আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে আসছিল। আমি অযু করতে লাগলাম। আমরা (জলদী করতে গিয়ে ভালভাবে পা না ধুয়ে) পায়ে মসেহ (হালকাভাবে ধোতে) করতে লাগলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (ইহা দেখে) উচ্চ :স্বরে বললেন, 'পায়ের গোড়ালীর জন্য দোযখের শাস্তির খারাবী আছে।' এ কথা দুইবার বা তিনবার বললেন।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : হাদিসের সামঞ্জস্য সম্পর্কে আল্লামা আইনী রহ. বলেন- تفهم من انكار النبى صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামের পায়ে মসেহ করা (হালকাভাবে ধোয়া) দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনকার তথা অপসন্দ করা (নিষেধাজ্ঞা) দ্বারা হাদিসের মিল বুঝা যায়। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পায়ের গোড়ালীতে শুকনো দেখে বলেছেন- ويل للاعقاب من النار - যা দ্বারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, অযুর মধ্যে পায়ের টাখনু পর্যন্ত পূরোটা ভালভাবে ধোয়া জরুরী - যেন কোন অংশ শুকনো না থেকে যায়।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : পূর্বের অধ্যায়ে ইহা জানা গেছে যে, باب الاستجمار وترا একটি আনুসাঙ্গিক বাব - যা 'বাব দর বাব' হিসেবে ছিল। তাই এ বাবটি মূলত : باب الاستنثار-এর পরে হল। আর এ দু'টির মাঝের যোগসূত্র এবং মিল স্পষ্ট। কারণ উভয়টিই অযুর আহকাম সম্বলিত বাব।

২. অথবা এভাবে যোগসূত্র দেখানো যেতে পারে যে, নাক দেহের একদিকে এবং পা অন্যদিকে। তাই নাকে করণীয় হুকুমের পর পায়ের করণীয় হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে।

এ বাব দু'টো দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল রাফেযীদের মত খন্ডন করা - যারা বলে পা ধোয়া ফরয নয়। বরং মসেহ করা জরুরী।

ইমাম বুখারী রহ.র রাফেযীদের মত খন্ডনের সার কথা হল - যদি পায়ের অযীফা (করণীয়) মসেহ হত তা হলে মসেহ কারো মতে পূরো অঙ্গ করা জরুরী না হওয়ার কারণে পায়ের গোড়ালী শুকনো থেকে যাওয়ার কারণে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করার কোন অর্থ হয় না। কারণ পায়ের অযীফা আদায় হয়ে গেছে। কিন্তু পায়ের অযীফা غسل তথা ধোয়ার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ধোয়া জরুরী। তাই এ ত্রুটির জন্য কঠিন শাস্তির ভীতির যোগ্য হল। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে গেল যে, অযুর মধ্যে খালি পাগুলো ধোয়া জরুরী। মসেহ করা দ্বারা অযু হবে না। ফলে নামায না হওয়ার ভিত্তিতে ঐ সকল পায়ের গোড়ালীর শাস্তি হবে। (অথবা পায়ের গোড়ালীর মালিকের শাস্তি হবে।)

শব্দের ব্যাখ্যা : فادركنا - কাফ যবর দিয়ে। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে এসে মিললেন। فارهقنا العصر - হা এবং ক্বাফে যবর। الارهاق হতে নির্গত। العصر - ফায়েল হওয়ার কারণে মরফূ'। আবু যরের রেওয়ায়াত এরূপ। আরেক রেওয়ায়াতে ক্বাফে সাকিন এবং العصر মফ'উলের ভিত্তিতে নছব দিয়ে। তবে উসাইলীর রেওয়ায়াতে রয়েছে و قد ارهقتنا العصر (তা-এ তানীস এবং الصلوة শব্দটিকে ফায়েলের ভিত্তিতে রফা' দিয়ে।) যা প্রথম রেওয়ায়াতটিকে শক্তিশালী করে। (উমদাহ)

ويل এবং ويح এর ব্যাখ্যা প্রথম খন্ডে বর্ণিত হয়েছে। ৫৮ নং হাদিসের অধীনে দেখা যেতে পারে। اعقاب শব্দটি عقب-এর বহুবচন। অর্থ পায়ের পিছনের অংশ - অর্থাৎ পায়ের গোড়ালী। আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

معناه ويل لاصحاب الاعقاب المقصرين فى غسلها

কেউ কেউ বলেন, এখানে উহ্য মানার প্রয়োজন নেই। হাদিসের উদ্দেশ্য হল, এ গুনাহর শাস্তি পায়ের গোড়ালীর হবে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আত এবং রাফেযীদের মতভেদ : পা ধোয়ার ব্যাপারে মতবিরোধের কারণ হল দু'টি মশহুর কেরাআত। সূরায়ে মায়েদার ষষ্ঠ আয়াতে রয়েছে-

فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم و ارجلكم الى الكعبين

অযুর আয়াতের ارجلكم -এর লামে দু'টি মশহুর কিরাআত রয়েছে। একটি লামে যবর দিয়ে। দ্বিতীয়টি যের দিয়ে। রাফেযীরা বলে, অযুর আয়াতে যেরের কিরাআতই প্রাধান্য পাবে। নিকটে হওয়ার কারণে برؤسكم-এর উপর عطف হবে। এ সূরতে উভয় পা মসেহ করা ওয়াজিব হবে - অথচ উভয় কিরাআতই মশহুর। তাই হাদিসের মাধ্যমে কোন একটিকে প্রাধান্য দিতে হবে। মুতাওয়াতার হাদিসে হুযুর াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযু এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি খোলা পায়ের উপর মসেহ কখনও করেননি। সব সময়ে ধোয়েছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা বর্ণনাকারী।

আবার আমর বিন আম্বাসা রাযি.র একটি দীর্ঘ হাদিসে - যা ইবনে খুযাইমা এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসীন অযুর ফযীলত সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন - রয়েছে- ثم يغسل رجليه كما امره الله। অর্থাৎ অত :পর তিনি তার উভয় পা ধৌত করতেন - যেরূপ আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

জমহুর আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের মতে ارجلكم শব্দটির عطف হয়েছে ايديكم শব্দের উপর। এবং ইহা اغسلوا এর আওতায় রয়েছে। ارجلكم - শব্দে কাসরাবিশিষ্ট (যের) কিরাআতের ক্ষেত্রে বলা হবে এটি جر جوار। অর্থাৎ ارجلكم-কে যবর দিয়ে পড়া হোক বা যের দিয়ে - উভয় সূরতেই عطف হবে ايديكم-এর উপর। কারণ যেমনিভাবে ايديكم-এর সীমা বর্ণনা করা হয়েছে الى المرافق, তেমনিভাবে পায়ের সীমাও বর্ণিত হয়েছে الى الكعبين। তাই উভয় সূরতেই ধোয়া উদ্দেশ্য।

আর রাফেযীদের কথানুসারে رؤسكم-এর উপর عطف মেনে নেয়া হয় তা হলে পায়ের মসেহর সীমা الى الكعبين - না হওয়া চাই - যেমন মাথা মসেহর কোন সীমা বর্ণনা করা হয়নি।

দ্বিতীয় উত্তর : যদি দু'টি মা'মুল এমন হয় যে, উভয়টির আমেল সমার্থক। তা হলে একটি আমেলকে হযফ করে তার মা'মুলকে উল্লেখিত আমেলের অনুগত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ تضمين মেনে নেয়া হবে যার অর্থ হল উল্লেখিত আমেলের মা'মুলের উপর অনুল্লেখিত আমেলের মা'মুলকে عطف করা। আরবী ভাষায় ইহা বহুল প্রচলিত। যেমন প্রসিদ্ধ شعر -

يا ليت شيخك قد غدا – متقلدا سيفا و رمحا

এখানে رمحا শব্দের আমেল উহ্য রয়েছে। মূলত : ছিল এরূপ - متقلدا سيفا و حاملا رمحا। তদ্রূপ علفته تبنا و ماء باردا। এখানে ماء باردا প্রথম আমেলের মা'মুল নয়। বরং তার আমেল উহ্য। অর্থাৎ سقيته ماء باردا। যেহেতু উভয় আমেলের অর্থ কাছাকাছি তাই একটিকে হযফ করে তার মা'মুলকে উল্লেখিত আমেলের তাবে' বা অনুগত করে দেওয়া হয়েছে।

এর উদাহরণ কোরআনে করীমেও রয়েছে। যেমন, ইরশাদে ইলাহী فاجمعوا امركم و شركائكم (পারা ১১সূরায়ে ইউনুস)। এখানে মূলত : এরূপ ছিল اجمعوا امركم و شركائكم অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের বিষয় সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও এবং তোমাদের শরীকদের একত্রিত করে নাও।' কারণ اجماع-এর অর্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। তাকে شركاء-র আমেল সাব্যস্ত করা যায় না।

অযুর আয়াতেও ঠিক তদ্রূপ উহ্য রয়েছে। মূলত : ছিল- وامسحوا برؤسكم و اغسلوا ارجلكم। যেহেতু غسل এবং মসেহ উভয়টির অর্থ কাছাকাছি তাই غسل শব্দটিকে হযফ করে দেয়া হয়েছে।

শায়েখ ইবনে হুমাম রহ. 'ফতহুল কাদীর'এ এ প্রশ্ন করেছেন যে, تضمين এমন স্থানে জায়েয যেখানে উল্লেখিত এবং অনুল্লেখিত উভয় মা'মুলের اعراب এক হয়। অথচ অযুর আয়াতে رؤس শব্দটি مجرور এবং ارجل শব্দটি منصوب।

এ প্রশ্নের উত্তরে আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, برؤسكم শব্দটিও অবস্থানগতভাবে منصوب। কারণ ইহা ب এর মাধ্যমে امسحوا-র মফ'উল। কাজেই কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

৩. কোন কোন বুযুর্গ হতে বর্ণিত, দু'টি ভিন্ন কিরাআত দু'টি ভিন্ন نص-এর হুকুমে হয়। কাজেই এ কিরাআত দু'টিকে দু'টি ভিন্ন হুকুমের উপর প্রয়োগ করা হবে অর্থাৎ যের বিশিষ্ট কিরাআতকে মোজা পরিহিত অবস্থার উপর এবং যবর বিশিষ্ট কিরাআতকে স্বাভাবিক অবস্থার উপর প্রয়োগ করা হবে।

৪. جر-এর কিরাআতে ارجل-এর عطف - رؤسএর উপরই হবে। কিন্তু যখন مسح-এর নিসবত ارجل-এর দিকে হবে তখন তার অর্থ হবে غسل خفيف তথা হালকাভাবে ধোয়া। مسح শব্দটির এ অর্থে ব্যবহার সর্বজনবিদিত।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন হয় - আল্লাহ তা'আলা যখন ارجل-কে ধোয়ার অঙ্গেরই অর্ন্তভুক্ত করবেন তা হলে বর্ণনাভঙ্গি এমনটা করে এতসব ব্যাখ্যা এবং ভুল বুঝার সুযোগ কেন সৃষ্টি করলেন? ارجل-কে কেন স্পষ্টভাবে গোসলের আওতায় আনা হয়নি? যার ফলে এই প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন হত না?

উত্তর : এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দেয়া হয়েছে।

১. ارجل-কে رؤس-এর পর উল্লেখ করে সুন্নত তরতীবের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এর ব্যতিক্রম উল্লেখ করলে এ ফায়দা অর্জিত হত না।

২. এ কথা প্রকাশ করার জন্য যে, ارجل-এর করণীয়ও কোন কোন ক্ষেত্রে মসেহ করা। যেমন, মোজা পরিহিত অবস্থায়, অযু থাকা অবস্থায় অযু করার ক্ষেত্রে। যদি جر বিশিষ্ট এ কিরাআতটি না হত তা হলে আয়াত দ্বারা সর্বাবস্থায় ধোয়ার হুকুম সাব্যস্ত হত এবং মোজার উপর মসেহ করার রেওয়ায়াতগুলোর সাথে তার বৈপরিত্ব সৃষ্টি হত। এ কিরাআত দ্বারা সে বৈপরিত্ব নিরসন হয়েছে।

আল্লামা কুসতুল্লানী রহ. বলেন-

فقراءة الجر محمولة على مسح الخفين و قراءة النصب على غسل الرجلين

অর্থাৎ جر-এর কিরাআতটি মোজার উপর মসেহ করার উপর আরোপিত হবে এবং نصب-এর কিরাআতটি পা ধোয়ার উপর আরোপিত হবে।

৩. এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, মাথা মসেহ এবং পা ধোয়া কোন কোন বিষয়ে একই রকম। যেমন, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে উভয়টির হুকুম এক হয়ে যায় ইত্যাদি।

হাফেয আসকালানী রহ. বলেন-

وقد تواترت الاخبار عن النبى صلى الله عليه وسلم فى صفة وضوئه انه غسل رجليه و هو المبين لامر الله و قد قال فى حديث عمرو بن عنبسة الذى رواه ابن خزيمة و غيره مطولا فى فضل الوضوء ثم يغسل قدميه كما امره الله ولم يثبت عن احد من الصحابة خلاف ذالك الا عن على و ابن عباس و انس و قد ثبت عنهم الرجوع عن ذالك قال عبد الرحمن بن ابى ليلى اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين الخ

অর্থাৎ মুতাওয়াতির সনদে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযুর বর্ণনায় বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি তার উভয় পা ধোয়েছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার হুকুম বর্ণনাকারী। 'আমর বিন 'আম্বাসা বর্ণিত অযুর ফযীলত সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ হাদিসে রয়েছে - 'এরপর তিনি তার উভয় পা ধোতেন যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। কোন সাহাবী থেকে এর ব্যতিক্রম বর্ণিত হয়নি। হযরত আলী রাযি., হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত আনাস রাযি. হতে এর বিপরীত যা বর্ণিত রয়েছে। তবে তাদের মত পরিবর্তনও প্রমাণিত রয়েছে। আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা বলেন, সকল সাহাবায়ে কিরাম এতে একমত যে, উভয় পায়ের করণীয় হল ধোয়া।

আল্লামা নবুবী রহ. বলেন-

قوله صلى الله عليه وسلم ثم يغسل قدميه فيه دليل لمذهب العلماء كافة ان الواجب غسل الرجلين و قالت الشيعة الواجب مسحهما و قال ابن جرير هو المخيرو قال بعض الظاهرية يجب الغسل و المسح(شرح نووى ص-٢٧٦)

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি ثم يغسل قدميه-এর মধ্যে দলীল হল সকল উলামায়ে কিরামের যে, পা ধোয়া হল ওয়াজিব। আর শিয়ারা বলে যে, মসেহ করা ওয়াজিব। ইবনে জরীর বলেন, অযুকারীর ইচ্ছা। কোন কোন আহলে যাহের বলেন যে, ধোয়া এবং মসেহ করা উভয়টিই ওয়াজিব।

(শরহে নবুবী ২৭৬ মুসলিম)

بَاب الْمَضْمَضَةِ فِي الْوُضُوءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

অধ্যায় ১২৩ : অযুর মধ্যে কুলি করা। ইবনে আব্বাস রাযি. এবং আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি. ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামহতে বর্ণনা করেছেন

١٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ *

১৬৩. হযরত উসমান রাযি.র আযাদকৃত গোলাম হযরত হুমরান রহ. বলেন যে, তিনি হযরত উসমান রাযি.কে দেখেছেন যে, তিনি অযুর পানি চেয়ে নিলেন এবং পাত্র হতে উভয় হাতে পানি ঢেলে তিনবার ধোয়ে নিলেন।এরপর ডান হাত অযুর পানিতে প্রবেশ করালেন। অত :পর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন এবং নাক সাফ করলেন। এরপর তিনবার মুখ এবং উভয়হাতের কনুইসহ তিনবার ধোলেন এবং বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি আমার অযুর মত অযু করেছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার অযুর মত অযু করল, অত :পর (তাহিয়্যাতুল অযু) দুই রাকাআত নামায একাগ্রতার সাথে আদায় করল আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ثم مضمض - শব্দ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য :

المناسبة بين البابين من حيث ان كلا منهما مشتمل على حكم من احكام الوضوء(عمده)

অর্থাৎ উভয় বাবের মধ্যে মিল এ হিসেবে রয়েছে যে, উভয় বাবই অযুর আহকাম সম্বলিত।

ইমাম বুখারী রহ. استنشاق-এর পর مضمضه-র উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা ইহাই বুঝাতে চাচ্ছেন যে, অযুর মধ্যে যেমনিভাবে استنشاق-এর গুরুত্ব রয়েছে তেমনিভাবে مضمضه-ও কাম্য। ইমাম বুখারী রহ. যেহেতু مضمضه-এর আলোচনা استنشاق-এর পর এনেছেন তাই কেউ কেউ مضمضه হতে استنشاق-কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভেবেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র উল্লেখ করার তরতীব দ্বারা এ পার্থক্য এ কারণে ঠিক নয় যে, কোরআনে করীমে উল্লেখিত অযুর ফরযগুলোর মধ্যে এগুলোর উল্লেখ নেই। অবশ্য অযুর মধ্যে এ দু'টোই সুন্নত।

অবশিষ্ট ব্যাখ্যার জন্য باب الوضوء ثلاثا ثلاثا-এর আলোচনা দেখা যেতে পারে।

بَاب غَسْلِ الْأَعْقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ *

অধ্যায় ১২৪ : পায়ের গোড়ালী ধোয়া। মুহাম্মদ বিন সিরীন রহ. অযু করার সময় আংটির স্থানও ধোয়ে নিতেন

١٦٤ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ *

১৬৪. মুহাম্মদ বিন যিয়াদ বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু হুরায়রা রাযি.কে বলতে শুনেছি - তিনি আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন - আর লোকেরা বদনা দিয়ে অযু করছিলেন - তখন বললেন, তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে অযু কর। কারণ আবুল কাসেম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (শুষ্ক) পায়ের গোড়ালীর জন্য আগুনের শাস্তি রয়েছে।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল সৃষ্টিকারী বাক্য হল ويل للاعقاب من النار।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : বাব দু'টির মাঝে মিল স্পষ্ট। তা হলো উভয়টিই অযুর হুকুম সংক্রান্ত।

ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বুঝানো, যে অঙ্গগুলো ধোয়া ফরয তার পূরোটাই ধোয়া ফরয। যদি সামান্যতম অংশও শুষ্ক থেকে যায় তা হলে ফরয আদায় হবে না। ইতিপূর্বে ১২২তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, পা ধুতে হবে। মসেহ করা দ্বারা ফরয আদায় হবে না। পায়ে মসেহ করা দ্বারা ফরয আদায় হয়ে গেলে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখানো হত না।

بَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ

অধ্যায় ১২৫ : জুতা পরিহিত অবস্থায় পা ধোয়া এবং (এ বর্ণনা যে,) জুতার উপর মসেহ করবে না

١٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَّيْنِ وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ *

১৬৫. উবাইদ বিন জুরাইজ বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.কে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! (ইহা আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র উপনাম।) আমি আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখেছি যা আপনার সঙ্গীদের কাউকে করতে দেখিনি। তিনি বললেন, হে ইবনে জুরাইজ! সেগুলো কী? ইবনে জুরাইজ বললেন, আমি (তাওয়াফের সময়) আপনাকে দেখেছি, রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কোন রুকন স্পর্শ করেননি। আমি আপনাকে সিবতী (পশমমুক্ত) জুতা পরিধান করতে দেখেছি। আর আমি আপনাকে হলুদ রং-এ (কাপড় বা চুল) রঙ্গীন করতে দেখেছি। আর আমি দেখেছি যে, মক্কায় অবস্থান কালে (জিল হজ্জের) চাঁদ দেখেই লোকেরা ইহরাম বেঁধে ফেলে। কিন্তু আপনি আট তারিখ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধেন না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. বললেন, রুকনের বিষয়টি হল, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (তাওয়াফের সময়ে) ইয়ামানী রুকন (হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী) ব্যতীত অন্য কোন রুকনে হাত লাগাতে দেখিনি। আর সিবতী জুতা এ জন্য পরিধান করছি যে, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন জুতা পরিধান করতে দেখেছি যার মধ্যে পশম নেই। আর সে জুতা পরিহিত অবস্থায়ই অযু করতে দেখেছি। এ জন্য আমিও তা পরিধান করতে পসন্দ

করি। আর হলুদ রংয়ের বিষয়টি হল, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হলুদ রং ব্যবহার করতে দেখেছি। তাই আমিও এ রং-এ রঙ্গীন হতে পসন্দ করি। আর ইহরামের বিষয়টি হল, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ সময় পর্যন্ত ইহরাম বাঁধতে (তালবিয়া পড়তে) দেখিনি যতক্ষণ পর্যন্ত তার উট তাকে নিয়ে উঠেনি।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল হাদিসের অংশ فيتوضأ فيها দ্বারা। কারণ এর দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তেন। কারণ হাদিসের শব্দ فيها অর্থাৎ يتوضأ - فى النعال শব্দের যরফ।(উমদাহ)

যোগসূত্র এবং উদ্দেশ্য : পূর্বের অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করেছিলেন যে, অযুর অঙ্গগুলো পুরোপুরি ধোয়া আবশ্যক। এখানে ইহা বর্ণনা করছেন যে, পা ধোয়ার অঙ্গগুলোর অর্ন্তভুক্ত - চাই জুতা পরিহিত অবস্থায় থাকুক বা না থাকুক। যদি মোজা না থাকে তা হলে ধোয়া ফরয। এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, পা ধৌত করার হুকুম প্রমাণিত করা। ইমাম বুখারী রহ.র নিয়ম হল যখন কোন মাসয়ালা প্রমাণ করতে চান তবে তা বিভিন্ন দিক থেকে প্রমাণ করে প্রশ্নের নিরসন করেন এবং প্রতিপক্ষের মতের পুরোপুরি খন্ডন করেন। যেমন এ মাসয়ালায় দু'টি সুরত স্পষ্ট হয়েছে যে, خفين তথা মোজা পরিহিত অবস্থায় তো পা মসেহ করা যাবে। আর যদি পায়ে মোজা না থাকে বরং পা খালি থাকে তবে ধৌত করা জরুরী। কিন্তু এখন তৃতীয় সূরত হল, যদি পায়ে জুতা কিংবা সেন্ডেল থাকে সে অবস্থায় করণীয় কী?

ইমাম বুখারী রহ. এ বাব কায়েম করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ অবস্থায় অযুকারীর এখতিয়ার রয়েছে। ইচ্ছা করলে পরিহিত জুতোর মধ্যেই পানি পৌঁছিয়ে অযু করতে পারবে। আবার জুতা-সেন্ডেল খুলেও পা ধোতে পারবে। কিন্তু জুতা-সেন্ডেলের উপর মসেহ করার সুযোগ তার নেই।

হাদিসের ব্যাখ্যা : উবাইদ বিন জুরাইজ তাবে'য়ী মাদানী বনু তামীমের আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.কে বলেছিলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনাকে এমন চারটি কাজ করতে দেখেছি যা আপনার সাথীদেরকে করতে দেখিনি। ইবনে উমর রাযি. জিজ্ঞাসা করলেন, সে চারটি বিষয় কী? ইবনে জুরাইজ বললেন, একটি তো হল এই যে, আপনি কা'বার চার আরকান থেকে শুধুমাত্র ইয়ামেনী দুই রুকনের ইসতিলাম করেন। উদ্দেশ্য হল কা'বা ঘরের আরকান (কোণা) চারটি। শামী, ইরাকী, ইয়ামানী এবং আসওয়াদ। আপনি যখন খানায়ে কা'বা তওয়াফ করেন তখন শামী এবং ইরাকী ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র ইয়ামানিয়াইনের ইস্তিলাম করেন। (এখানে ইয়ামানিয়াইন শব্দ দ্বারা হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীকে বুঝানো হয়েছে।)

ইবনে উমর রাযি. বললেন, আমার এ আমলটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে হচ্ছে।

عن عبد الله بن عمر رض قال لم ار النبى صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين

অর্থাৎ ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়ামানী দুই রুকন ব্যতীত ইস্তিলাম করতে দেখিনি। (বুখারী পৃ :২১৮, মুসলিম পৃ : ৪১২)

এখানে আল্লামা আইনী রহ. এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন যার সারাংশ হল এই- কাযী ইয়ায রহ. বলেন, প্রথম যুগে সাহাবী এবং তাবে'য়ীদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল যে, রুকনে শামী এবং রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম করা যাবে কি না। কিন্তু পরবর্তীতে সে মতভেদ আর থাকেনি। এবং ইস্তিলামের জন্য হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কারণ এ দু'টি রুকন বেনায়ে ইবরাহীমীর (ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম নির্মিত বায়তুল্লাহ) মধ্যে ছিল। রুকনে শামী এবং রুকনে ইরাকী ছিল না। এর মূল ঘটনা এই, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়্যতের পূর্বে কুরাইশরা সম্মিলিত চাঁদা দ্বারা বাইতুল্লাহর নির্মাণ করে। কিন্তু পুঁজি কম থাকার কারণে তারা তা ছোট করেছিল। এর ফলে কা'বার কিছু অংশ নির্মাণের আওতায় আসেনি। একে হাতীমে কা'বা বলে।

পরবর্তীতে যখন হযতর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযি. তার খেলাফতকালে কা'বার নবনির্মাণ করেন, তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আকাঙ্খানুসারে বেনায়ে ইবরাহীমীর উপর নির্মাণ করেন। এ জন্য আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর প্রমুখ এ উভয় রুকনও (ইরাকী এবং শামী) ইস্তিলাম করতেন।

কিন্তু খলীফা আব্দুল মালেকের নির্দেশে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বায়তুল্লাহর নির্মাণকালে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযি.র বর্ধিতাংশ বাদ দিয়ে কুরাইশদের ভিত্তির উপর নির্মাণ করেন। ফলে আবারও হাতীম বাইরে থেকে গেল। পরবর্তীতে যারা এ সম্পর্কে অবগত ছিল তারা শুধুমাত্র দুই রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম করতেন। আর রুকনে শামী এবং রুকনে ইরাকীতে হাত লাগাতেন না।

আর যেহেতু এখন পর্যন্ত সে বেনা বহাল আছে তাই উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে শুধুমাত্র হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর ইস্তিলাম রয়েছে অন্যগুলোর নয়। অবশ্য কেউ কেউ চার রুকনেই হাত লাগায় যেমনটা হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাযি.র নির্মাণের পর প্রচলন হয়েছিল। এ মতবিরোধের কারণেই ইবনে জুরাইজ হযরত ইবনে উমর রাযি.কে প্রশ্ন করেছিলেন। এখনও যদি কোন সময় বেনায়ে ইবরাহীমীর উপর হয়ে যায় তা হলে চার আরকানেরই ইস্তিলাম মুস্তাহাব হবে।

হজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর হুকুমের মধ্যে এ পার্থক্য রয়েছে যে, যদি হজরে আসওয়াদে চুমো দেয়ার বা ইস্তিলামের সুযোগ না হয় তা হলে দূর হতে ইশারা দিয়ে হাতে চুমু নেয়া সুন্নত। কিন্তু রুকনে ইয়ামানীর ক্ষেত্রে যদি হাত দ্বারা ইস্তিলামের সুযোগ হয় তবে তো উত্তম। আর তা না হলে দূর হতে ইশারা করা মসনূন নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর : হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র নিকট দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়েছিল- تلبس النعال السبتية (অর্থাৎ আপনি সিবতী জুতা পরিধান করেন।) سبتية শব্দটি سبت (সীনে যের দিয়ে)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। সিবতী বলা হয় এমন পরিশোধিত চামড়াকে যার পশম পরিষ্কার করে নেয়া হয়েছে। জাহেলিয়্যতের সে কালে পরিশোধিত চামড়ার জুতা শুধুমাত্র ধনী এবং আমীররাই ব্যবহার করত। বর্তমানে তো এর ব্যবহার সবাই করে এবং তা নি :সন্দেহে জায়েয।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. উত্তরে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ (সিবতী) জুতা পরিধান করতে দেখেছি। ويتوضأ فيها অর্থাৎ শুধু পরিধানই নয়, বরং ঐ জুতোর মধ্যে তিনি অযুও করতেন। আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়াতে রয়েছে-

فاخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم الاخرى مثل ذالك

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি পানি নিয়ে তার পায়ে ঢাললেন। তখন তার পায়ে জুতা ছিল। তা দিয়ে তার পা ধুলেন। অত :পর দ্বিতীয় পা-ও তদ্রূপ ধুলেন।(আবু দাউদ১/১৬)

অর্থাৎ আমি এগুলো অহংকার বা দর্পের জন্য পরিধান করি না। বরং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণেই পরিধান করি।

এতে ইহাও বুঝা গেল, প্রত্যেক যুগের উত্তম এবং উন্নত বস্তু ব্যবহার করা জায়েয , বরং উত্তম। তবে শর্ত হল, তা শরীয়ত পরিপন্থী এবং অমুসলমানদের ধর্মীয় রীতি-নীতির সাদৃশ্য হতে পারবে না।

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর : হযরত ইবনে উমর রাযি. তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি হলুদ রং ব্যবহার করেছেন।

উলামায়ে কিরাম লিখেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ পোশাক হলুদ রংয়ের ছিল না। বরং কখনো পরিধান করে থাকবেন এবং ইবনে উমর রাযি. তা দেখে আমল করে নিলেন। কারণ তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিক অনুকরণপ্রিয় ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলুদ রং দ্বারা তার কাপড় রঙ্গীন করতেন না। কিন্তু যেহেতু তিনি মেহেদী ব্যবহার করতেন। উহার রং কাপড়ে লেগে যেত, হযরত ইবনে উমর রাযি. তা দেখেছেন। নচেৎ হাদিসে পুরুষের জন্য হলুদ রং এবং যা'ফরানী রং ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এজন্য হানাফীরা পুরুষের জন্য এ উভয় রং মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন। তবে মেয়েদের জন্য তা নির্দ্বিধায় জায়েয আছে। كتاب اللباس-এ এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে- ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর : ইবনে জুরাইজের চতুর্থ প্রশ্ন ছিল তালবিয়া তথা ইহরাম সম্পর্কে। হযরত ইবনে উমর রাযি. এর উত্তরে বললেন, আমার এ আমলও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে। এর বিস্তারিত আলোচনা كتاب الحج -এ হবে - ইনশাআল্লাহ।

তবে সংক্ষেপে আরয হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে রেওয়ায়াত বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে ইমামদের মতও বিভিন্ন রকম হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, তালবিয়া শুরুর স্থান হল ইহরামের নামায শেষ করেই এবং দাঁড়ানো পূর্বেই। এ তালবিয়া ওয়াজিব। পরবর্তীতে উটের উপর সওয়ার হয়ে সামনে চলার সময় বা কোনো উঁচু স্থানে উঠার সময় বা অন্য সময়ে তালবিয়া পড়া মুস্তাহাব।

পক্ষান্তরে ইমামত্রয়ের মত হল, প্রথম ওয়াজিব তালবিয়া তখন পড়বে যখন সওয়ারী চলতে থাকে। তাদের দলীল হল ইবনে উমর রাযি. বর্ণিত এ হাদিসটি।

হানাফীদের দলীল হল হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর বর্ণিত হাদিস যা ইমাম আবু দাউদ রহ. উল্লেখ করেছেন। 'সায়ীদ বিন জুবাইর রহ. বর্ণনা করেন,আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.কে বললাম, আমি আশ্চর্যবোধ করছি যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তালবিয়া বলার সময় নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বললেন, এ বিষয়ে আমি সবচেয়ে ভাল জানি। ঘটনা হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাত্র একবার হজ্জ করেছেন। (হিজরতের পরে যাকে হজ্জাতুল বিদা' বলা হয়।) এ কারণেই তাদের মধ্যে এ মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের নিয়্যতে (মদীনা) হতে বের হলেন। মসজিদে যুল হুলাইফায় যখন ইহরামের দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন সেখানেই তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন। কিছু সংখ্যক লোক তা শুনতে পেয়েছে। আমি তা স্মরণ রেখেছি। (কিন্তু যেহেতু লোকজন অনেক ছিল এবং দূর পর্যন্ত ছিল তাই অনেকেই শুনতে পায়নি।) পরবর্তীতে যখন তিনি (মসজিদ হতে বের হয়ে) সওয়ারীর উপর বসলেন এবং উটনী তাকে নিয়ে চলতে লাগল তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন। ইহা কিছু সংখ্যক লোক শুনতে পেয়েছে। (এরা ভাবল যে, ইহাই প্রথম তালবিয়া।) কারণ লোকেরা দলে দলে এসে মিলিত হতে ছিল। এরা এ সময়ে শুনতে পেয়েছে এবং ভেবেছে যে, এ সময়ই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তালবিয়া পাঠ করেছেন। পরবর্তীতে সওয়ারী তাকে নিয়ে চলতে লাগল। তিনি যখন 'শরফুল বায়দা'য় আরোহণ করলেন তখন তিনি তালবিয়া পাঠ করলেন। যারা শুধু এ তালবিয়া শ্রবণ করেছে তারা ভেবেছে, ইহাই প্রথম তালবিয়া। (ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,) খোদার কসম! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াজিব তালবিয়া উহাই যা তিনি নামাযের স্থানে পাঠ করেছেন - যখন তিনি ইহরামের দুই রাকাআত নামায আদায় করেছিলেন। (আবু দাউদ১/২৪৬)

بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ

অধ্যায় ১২৬ : অযু-গোসল ডান দিক হতে শুরু করা

١٦٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا *

১৬৬. হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কন্যা (হযরত যয়নব রাযি.) সম্পর্কে মহিলাদেরকে বলেছেন, ডান দিক থেকে এবং অযুর স্থান হতে শুরু কর।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : ابدأن بميامنها হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে। কারণ শব্দের ব্যাপকতা দ্বারা ডানদিক থেকে শুরু করার হুকুমের আওতায় অযু এবং গোসলও অর্ন্তভুক্ত হয়। (উমদাহ)

١٦٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ *

১৬৭. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা পরিধানে, চিরুনী ব্যবহারে, পবিত্রতা অর্জনে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডান দিক হতে শুরু করা পসন্দ করতেন।

শিরোনামের সাথে সঙ্গতি : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে يعجبه التيمن দ্বারা।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : পূর্বোক্ত বাবগুলো অযুর আহকাম সম্পর্কিত ছিল। এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, অযু ডান দিক হতে শুরু করা চাই। অর্থাৎ ডানদিক থেকে শুরু করাটাও অযুর আহকামের অর্ন্তভূক্ত।

ব্যাখ্যা : تيمن-এর অর্থ হল ডান দিক হতে শুরু করা। ابدأن بميامنها - ইহা যদিও মৃতকে গোসল দেয়ার সাথে সম্পৃক্ত, কিন্তু যখন মৃতের গোসলের অযু ডান দিক হতে শুরু করা প্রমাণিত তা হলে নামাযের অযুর ডান দিক হতে শুরু করা ভালভাবেই উত্তম এবং মুস্তাহাব হবে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ যে, গোসলের কাজ ডান দিক হতে এবং অযুর অঙ্গ হতে শুরু করবে। হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. বর্ণিত এ হাদিসের আলোকে হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত হাদিসের এ অর্থ হয় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করতেন এবং ডান দিক হতে মাথায় চিরুনী করতেন, পবিত্রতা অর্জন এবং প্রত্যেক (সম্মানজনক) কাজে ডান হতে শুরু করা পসন্দ করতেন। এ হাদিস দ্বারা মসজিদের ডান দিকে নামায পড়া এবং জামাতে ইমামের ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম প্রমাণিত হয়।

بَاب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتُمِسَ الْمَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ

অধ্যায় ১২৭ : নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে পানি অন্বেষণ করা। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, (এক সফরে) ফজরের নামাযের জন্য পানি তালাশ করা হয়েছিল। পানি পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়

ব্যাখ্যা : قالت عائشة - ইহা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হওয়া সম্পর্কিত হাদিসের একটি অংশ। সূরায়ে মায়েদার তফসীরে ইহা আলোচিত হবে।

হাফিয আসকালানী রহ. এ স্থানে ইমাম বুখারী রহ.র দলীল উপস্থাপনের ধরণ ইবনে মুনীর রহ. হতে নকল করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এ ঘটনা দ্বারা এ কথার দলীল দিয়েছেন যে, নামাযের সময়ের পূর্বেই অযুর পানি তালাশের প্রয়োজন নেই। নামাযের সময় হওয়ার পরেই সাহাবায়ে কিরাম অযুর পানি তালাশ করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ বিলম্ব অপসন্দ করেননি।

অযুর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا

বুঝা গেল, ওয়াক্ত আসার পূর্বে অযু ফরয হয় না। ওয়াক্ত না হলে নামাযই ফরয হয় না। সে ক্ষেত্রে অযুর জন্য পানি অন্বেষণ করা কী করে ওয়াজিব বলা যেতে পারে?

ইবনে বাত্তাল রহ. বলেন, মুকাল্লাফ বলা যাবে না। তবে সময়ের পূর্বে অযু করে নেয়াটা যে উত্তম তা সর্বজনস্বীকৃত।

١٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّه بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ *

১৬৮. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি - তখন আসরের সময় হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা পানি তালাশ করল। কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। পরিশেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট (একটি পাত্রে সামান্য) অযুর পানি নেয়া হল। তিনি তার হাত ঐ পাত্রে রাখলেন এবং লোকদেরকে সে পাত্রে অযু করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙ্গুলের নীচ থেকে পানি বের হচ্ছে। এমনকি এ পানি থেকে তাদের শেষ ব্যক্তিও অযু করেছে। (অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার জন্য এ পানি যথেষ্ট হল।)

শিরোনামের সাথে মিল : فالتمس الناس الوضوء - বাক্য দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : পূর্বের বাবে এ আলোচনা ছিল যে, অযু-গোসলে ডান দিক হতে হওয়া কাম্য। এ বাবে ইমাম বুখারী রহ. ইহা বর্ণনা করছেন যে, অযুর জন্য পানি কাম্য। সার কথা হল, অযুর কাম্য হওয়া হিসেবে উভয় বাবের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে - যদিও এ সামঞ্জস্য সূক্ষ্ম।

ব্যাখ্যা : التماس الوضوء-এ واؤ-এর মধ্যে যবর। وضوء শব্দে واؤ-এ যবর দিয়ে অর্থ হল অযু করার পানি। পেশ দিয়ে অর্থ হল অযু করা (ক্রিয়া) এবং যের দিয়ে অর্থ হল অযুর ভাণ্ড (পাত্র)। একটি ছন্দে এ শব্দ তিনটিকে একত্রিত করা হয়েছে-

وضوا در وضوء داشته وضوء كن

হাদিসের ব্যাখ্যা : হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যখন আসরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছে সাহাবায়ে কিরাম অযুর জন্য পানি তালাশ করলেন। তারা পানি পেলেন না। ইবনুল মুবারক রহ.র বর্ণনায় রয়েছে- فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير অর্থাৎ তাদের থেকে এক ব্যক্তি একটি পাত্র নিয়ে এল যার মধ্যে সামান্য পানি ছিল।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত মুবারক সে পাত্রে রাখলেন এবং লোকদেরকে সে পাত্র হতে অযু করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি দেখতে পেলাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের আঙ্গুল হতে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হতে লাগল। সাহাবায়ে কিরাম পরিতৃপ্তি সহকারে পান করলেন, পশুদের পান করালেন এবং সবাই অযু করলেন।

হযরত আনাস রাযি.র এ হাদিসটি মু'জিযা সম্পর্কিত। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. তায়াম্মুমের অনুমতির জন্য পানি না পাওয়ার সূরতগুলো এ হাদিস দ্বারা নির্দিষ্ট করতে চাচ্ছেন। আর তা হল, পানি পাওয়ার সমস্ত সূরত যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয়ে যাবে, সমস্ত নিয়মিত-অনিয়মিত এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নিয়ম থেকে নিরাশ না হয়ে যাবে ততক্ষন পর্যন্ত তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

অবশ্য কোথাও যদি এ ধারণা প্রবল হয় যে, এক মাইলের মধ্যে পানি নেই তা হলে হানাফীদের মতে পানি তালাশ করা জরুরী নয়।

গবেষণালব্ধ মাসয়ালা : এর থেকে উলামায়ে কিরাম এ মাসয়ালা বের করেছেন যে, যমযমের পানি দ্বারা অযু করা জায়েয । যমযম সম্পর্কে এ ধারণা হতে পারে যে, ইহা তো বরকতময় বস্তু। ইহা দ্বারা কী করে অযু করা যেতে পারে? কিন্তু যমযমের পানি ঐ পানি হতে অধিক বরকতময় নয় যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আঙ্গুল মুবারক হতে বের হয়েছে। নি :সন্দেহে তা সকল পানি হতে উত্তম এবং পবিত্র। তো যখন এ বরকতময় পানি দ্বারা অযু করা জায়েয হল তা হলে যমযমের পানি দ্বারা নি :সন্দেহে জায়েয হবে।

অধ্যায় ১২৮

بَاب الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) وَهَذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ *

মানুষের চুল ধোয়া পানির হুকুম (তা পাক না নাপাক?) 'আতা বিন আবু রাবাহ মানুষের চুল দ্বারা দাগা, রশি বানানোর মধ্যে কোন খারাপ কিছু মনে করতেন না। কুকুরের ঝুটা এবং তা মসজিদ দিয়ে অতিক্রম করার বর্ণনা। যুহরী রহ. বলেন, কুকুর যদি কোন পানির পেয়ালায় মুখ দেয় এবং আশে পাশে কোন পানি পাওয়া না যায় তবে ঐ পানি দ্বারাই অযু করবে। সুফয়ান রহ. বলেন, ইহা হুবহু আল্লাহ তা'আলার বাণী। فلم تجدوا ماء فتيمموا দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন পানি না পাও তখন তায়াম্মুম করে নাও। আর ইহা (কুকুরের ঝুটা) পানি-ই। কিন্তু অন্তরে সন্দেহ জাগে (যে, সম্ভবত ইহা নাপাক।) তাই এ পানি দ্বারা অযু করে নিবে এবং (সতর্কতামূলক) তায়াম্মুমও করে নিবে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : পূর্বের বাবে ইমাম বুখারী রহ. ইহা বর্ণনা করেছেন যে, নামাযের সময় হলে পানি তালাশ করবে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অযুর জন্যই পানি তালাশ করবে। এখন এ বাবে ইহা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, মানুষের চুল এবং পশম যেহেতু পাক তাই যে পানি দ্বারা তা ধোয়া হবে তাও পাক। তো যেন এ উভয় বাব পাক পানির বর্ণনা সম্পর্কিত। (উমদাহ)

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, মানুষের পশম পাক। দেহ থেকে পৃথক হলেও তা পাক থাকে। এ মাসয়ালা বর্ণনা করার জন্য ইমাম বুখারী রহ. 'আতা বিন আবু রাবাহ-র উক্তি পেশ করেছেন। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এ মাসয়ালায় ইমাম বুখারী রহ. হানাফীদের অনুকূলে। আর যখন ইহা প্রমাণ হল যে, মানুষের পশম পাক। কাজেই তা যদি কোন পানিতে পতিত হয় তা হলে তা নাপাক হয়ে যাবে না।

'আতা বিন আবু রাবাহ-র উক্তির এতটুকু পর্যন্ত হানাফীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে মানুষের পশম পাক। তার মধ্যে জীবনশক্তি নেই। তা দ্বারা বানানো সুতলী বা রশি নাপাক নয়। কিন্তু যেহেতু ইমাম আবু হানিফা রহ.র মতে মানব-অঙ্গ দ্বারা উপকৃত হওয়া মানুষের সম্মান এবং মর্যাদার পরিপন্থী। যেমন মানুষের পশমের রশি দ্বারা কোন পশু বাঁধা হলে তা মানুষের জন্য অপমানজনক। আল্লাহ তা'আলা যে মানুষকে মর্যাদাপূর্ণরূপে সৃষ্টি করেছেন তার কোন কিছুরই অসম্মান করা জায়েয নেই। ফকীহগণ লিখেছেন, হিজামতের পর চুল, নখ ইত্যাদি কোন অপমানকর স্থানে নিক্ষেপ করবে না। বরং দাফন করে দিবে।

وسور الكلب و ممرها فى المسجد - ইহা যের দিয়ে عطف হয়েছে الماء শব্দের উপর। উহ্য عبارت এরূপ باب سؤر الكلاب الخ। ইহা দ্বিতীয় শিরোনাম যে, কুকুরের ঝুটা পাক না নাপাক। এবং মসজিদ দিয়ে কুকুর যাওয়ার হুকুম।

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র এ বাবটি তিনটি অংশে বিভক্ত। ১.মানুষের চুল বা পশম যদি পানিতে পড়ে যায়। ২.কুকুর পানিতে মুখ দিল। এ উভয় প্রকার পানি কি পাক নাকি নাপাক? যারা একে পাক বলে তাদের মতে এ পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করা যাবে না। যাদের মতে নাপাক তাদের মতে এ পানি দ্বারা অযু করা যাবে না। তায়াম্মুম করাই ঠিক হবে।

এ বক্তব্য দ্বারা অযুর সাথে এর সামঞ্জস্য স্পষ্ট হয়ে গেছে।

وقال الزهرى الخ - ইমাম যুহরী রহ. বলেন, কুকুর যদি কোন পানির পাত্রে মুখ দিয়ে দিল এবং এ পানি ছাড়া অন্য কোন পানি পাওয়া না যায় তাহলে এ পানি দ্বারা অযু করবে। এর দ্বারা বুঝা গেল, ইমাম যুহরী রহ.র মতে কুকুরের লালা এবং ঝুটা নাপাক নয়। তবে তা প্রয়োজনের সময়। কারণ ইহা ছাড়া অন্য পানি পাওয়া গেলে এ পানি দ্বারা অযু করবে না।

وقال سفيان - ইমাম সুফয়ান সওরী রহ. বলেন- هذاالفقه بعينه الخ অর্থাৎ ইমাম যুহরী যা বলেছেন তা ফিকহর কথা। কারণ তায়াম্মুম করার অনুমতি পানি না পাওয়ার অবস্থায়। আয়াতে কারীমা- فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا-য় ماء শব্দটি نكره। এবং তা নফীর অধীনে রয়েছে। তাই ব্যাপকতকা বুঝাবে। আর যেহেতু কুকুরের ঝুটা পানি-ই। তাই পানির উপস্থিতিতে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। এরপর হযরত সুফয়ান সওরী রহ. বলেন, وفى النفس منه شئ আর অন্তরে এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব আছে (যে, হয়ত তা পাক নয়)। তাই সর্তকতামূলক অযু এবং তায়াম্মুম দু'টোই করে নিবে।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সুফয়ান সওরী রহ.র মতে কুকুরের ঝুটা مشكوك (সন্দেহযুক্ত)।

কুকুরের ঝুটার ব্যাপারে ফকীহগণের তফসীল পরবর্তী অধ্যায়ে আসছে।

١٦٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْتُ لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ فَقَالَ لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا *

১৬৯. ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন, আমি উবায়দাকে বললাম, আমার নিকট হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু চুল আছে যা আমি হযরত আনাস রাযি. হতে অথবা (রাবীর সন্দেহ) আনাস রাযি.র ঘরবাসীদের থেকে সংগ্রহ করেছি। এ কথায় উবায়দা বললেন, সে চুলগুলোর একটিও যদি আমার নিকট থাকে তা হলে তা আমার জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক প্রিয় হবে।

শিরোনামের সাথে এ আসরের মিল : لان تكون عندى شعرة منه احب الى من الدنيا وما فيها দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে।

١٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِه *

১৭০. হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন (বিদায় হজ্জের সময়) তার মাথা মুন্ডন করলেন, তখন হযরত আবু তালহা সর্বপ্রথম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল নিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : كان ابو طلحة اول من اخذ من شعره দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

চুল মুবারক দ্বারা বরকত নেয়া : বিদায় হজ্জের সময় যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাথর নিক্ষেপ এবং কোরবানী হতে অবসর হলেন তখন চুলকর্তনকারীকে (মা'মার বিন আব্দুল্লাহ) ডেকে তার মাথা হলক করালেন। একদিকের চুল (ডান দিকের) হযরত আবু তালহার মাধ্যমে বন্টন করে দিলেন। আর অপর দিকের চুল মুবারক আবু তালহা রাযি.কে দান করলেন। আবু তালহা রাযি. তার স্ত্রী (আনাস রাযি. জননী) উম্মে সুলাইম রাযি.কে দান করলেন। (মুসলিম শরীফ ১/৪২১) মুহাম্মদ বিন সীরীনের পিতা সীরীন হযরত আনাস রাযি.র আযাদকৃত গোলাম ছিলেন। হযরত আনাস রাযি. তার মাতা উম্মে সুলাইম রাযি.র মাধ্যমে হযরত আবু তালহা রাযি.র প্রতিপালিত ছিলেন। এভাবে হযরত আনাস রাযি. পবিত্র চুলগুলো পেয়েছিলেন। তার থেকে হযরত মুহাম্মদ বিন সীরীন পেয়েছেন।

ইবনে সীরীন রহ. যখন উবায়দার নিকট ইহা বর্ণনা করলেন তখন উবায়দা এ আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন যে, আমার নিকট সে চুলগুলোর একটিও যদি থাকত তবে তা আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছু থেকে প্রিয় হত। তাই বুঝা গেল, মানুষের চুল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও পাক।

আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল বরকতস্বরূপ সাহাবায়ে কিরাম রেখেছেন তাই বুঝা গেল মানুষের চুল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও পাক।

ইমাম বুখারী রহ. এর দ্বারা দলীল দিচ্ছেন যে, মানুষের সকল প্রকার চুল পাক। কারণ নাপাক বস্তু দ্বারা বরকত অর্জন করা যায় না।

বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. কিছু সংখ্যক চুল তার টুপির মধ্যে রাখতেন। এর বরকতেই তিনি সাহায্য (এবং বিজয়) অর্জন করতেন। ইয়ামামর যুদ্ধে তার টুপিটি পড়ে গিয়েছিল। এতে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করলেন, একটি টুপির জন্য আপনি এত ব্যথিত হচ্ছেন? তিনি বললেন, আমার দৃষ্টি টুপির মূল্যের দিকে নয়। বরং এ চিন্তা হচ্ছে যে, সে টুপি কাফেরদের হাতে পড়ে না যায়। তার মধ্যে আল্লাহর বন্ধু দু'জাহানের সর্দার নিদর্শন এবং তাবাররুক পবিত্র চুল রয়েছে।(উমদাহ৩/৩৭)

ইবনে সীরীন রহ.র উদ্দেশ্য হল, সনদ বর্ণনা করা। ইহা নয় যে, তার উপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ঢেলে দেওয়া হল। এর দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, নেককারদের নির্দশন দ্বারা বরকত নেয়া সাহাবায়ে কিরাম এবং বড় বড় তাবে'য়ীদের সুন্নত। তবে শর্ত হল জাল এবং নকল না হতে হবে। অধিকন্তু সীমা লংঘন করে শিরক এবং বিদআতের পর্যায়ে না হতে হবে।

اذا ولغ الكلب فى الاناء

অধ্যায় ১২৯ : কুকুর যখন কোন পাত্রে পান করে

١٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا *

১৭১. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুকুর যদি তোমাদের কারো পাত্রে পান করে তা হলে তা যেন সাতবার ধোয়ে নেয়।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনাম হাদিসেরই একটি অংশ। অধিকাংশ নুসখায় এখানে আলাদা বাব নেই। আর না হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। কারণ, পূর্বের বাবেই কুকুরের ঝুটার আলোচনা হয়েছে। তাই পৃথক বাবের প্রয়োজন নেই। তবে এ যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে,পূর্বের বাবে কুকুরের লালা এবং তার ঝুটা পানির আলোচনা ছিল। আর এ বাবে ঐ সকল পাত্রের আলোচনা হচ্ছে যেগুলো হতে কুকুর পানি পান করেছে। এ ব্যাখ্যানুসারে ইহা 'বাব দর বাব' হিসেবে গন্য হবে।

ব্যাখ্যা : اذا شرب الكلب الخ যখন কুকুর পানি পান করে। মুসলিম শরীফসহ প্রভৃতি কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা হতেই اذا شرب এর স্থলে اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم রয়েছে।(মুসলিম ১/১৩৭)

ইহাই হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র অধিকাংশ শাগরেদ হতে বর্ণিত। যেমন, আবু দাউদ ১/১০ باب الوضوء بسور الكلب এবং তিরমিযী শরীফ ১/১৪ باب ما جاء فى سور الكلب।

হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, ولغ শব্দটি باب فتح হতে। এর অর্থ জিহ্বার কিনারা দিয়ে পান করা। অর্থাৎ পানি বা অন্য কোন তরল পদার্থে জিহ্বা দিয়ে নাড়াচাড়া করা। আর যদি তরল না হয় তা হলে তা لعق। আর যদি খালি পাত্র হয় তা হলে তা لحس।

কুকুরের ঝুটার বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ : এখানে দু'টি মাসয়ালা রয়েছে। ১.কুকুরের ঝুটা পাক না নাপাক? ২.কুকুরের ঝুটার পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি কী?

প্রথম মাসয়ালা : এ বিষয়ে ইমামগণ এবং ফিকহবিদদের দু'টি মত রয়েছে। ১.ইমামত্রয় অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ., ইমাম আহমদ রহ. এবং সাহেবাইনের মতে কুকুরের ঝুটা নাপাক। ২.ইমাম মালেক রহ.র প্রসিদ্ধ উক্তি অনুসারে কুকুরের ঝুটা পাক। বাহ্যত : ইমাম বুখারী রহ.র ঝোঁক এ দিকেই বুঝা যাচ্ছে। হাফিয আসকালানী রহ. বলেন- والظاهر من تصرف المصنف انه يقول بطهارته(فتح البارى ٢١٨/١) অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র কার্যপদ্ধতি দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি ইহাকে পাক মনে করেন। আল্লামা কুসতুল্লানী রহ.ও ইহাই বলেন যে, লিখকের কার্যকলাপ দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি ইহাকে পাক বলেন।(কুস্তুল্লানী ১/৪৫৪) যদিও আল্লামা আইনী রহ.র ধারণা যে, এ মাসয়ালায় ইমাম বুখারী রহ. হানাফী এবং জমহুরের অনুকুলে রয়েছেন। কমপক্ষে দ্বিধান্বিত তো বটেই।

এ মাসয়ালায় জমহুরের দলীল একেবারেই স্পষ্ট। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত হাদিস-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল সাতবার ধোয়া। তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দিয়ে ধোতে হবে।(মুসলিম ১/১৩৭)

طهور শব্দটি نجاست এর বিপরীত। আর পাত্র ধোয়ার হুকুম পবিত্রতার জন্য। তাই বুঝা গেল কুকুরের ঝুটা নাপাক। পাত্র ধোয়ার হুকুম امر تعبدى নয়।

মুসলিম শরীফের ঐ পৃষ্ঠায়ই আরেকটি হাদিসে রয়েছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات

কুকুর যদি কোন পাত্রে মুখ দেয় তা হলে পাত্রে যা আছে তা ঢেলে দাও। তারপর পাত্র সাতবার ধোয়ে নাও।

যদি কুকুরের ঝুটা পাক হত তা হলে পাত্রের বস্তু ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হত না। কারণ মুসলমানের মাল বিনষ্ট করা জায়েয নেই।

তা ছাড়া সঠিক অনুভূতিশীল নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তির নিকট এ হাদিস উল্লেখ করলে সে ইহাই বুঝবে যে, নাপাকীর কারণেই পাত্র ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মাসয়ালা : এ বাবে ইহা মূল মাসয়ালা যে, কুকুরের ঝুটা পাত্র পাক করার পদ্ধতি কী? তিনবার ধোয়া না সাতবার ধোয়া।

সকল হানাফীদের মতে কুকুরের ঝুটা পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি তা-ই যা অন্যান্য নাজাসত হতে পবিত্র করার পদ্ধতি। অর্থাৎ ذی جرم (দেহবিশিষ্ট) নাপাকী হতে পাক করার পদ্ধতি হল তা দূরীভূত করা দ্বারা এবং غیر ذی جرم (দেহহীন) নাপাকী হতে পবিত্র করার পদ্ধতি হল তিনবার ধোয়ে নেয়া। অর্থাৎ হানাফীদের মতে تثلیث (তিনবার ধোয়া) ওয়াজিব। আর تسبیع (সাতবার ধোয়া) মুস্তাহাব। আর ইমাম মালেক রহ.র এক রেওয়ায়াতানুসারে পাত্র ধোয়ার হুকুম استحبابی।

দ্বিতীয় উক্তি হল ইমামত্রয়ের (ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র)। তাদের মত হল সাতবার ধোয়া আবশ্যক। সাতবার ধোয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে তিন ইমাম একমত। কিন্তু পার্থক্য এতটুকু যে, ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আহম বিন হাম্বল রহ.র মতে কুকুরের ঝুটা নাপাক। এ জন্য সাতবার ধোয়া ওয়াজিব।

ইমাম মালেক রহ. কুকুরের ঝুটাকে পাক বলেন। সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল, কুকুরের ঝুটা পাক হলে পাত্রও পাক। তা হলে পাত্র সাতবার ধোয়া ওয়াজিব কেন?

উত্তর হল, এ বিষয়ে ইমাম মালেক রহ.র প্রসিদ্ধ মাযহাব হল যে, امر تعبدی হিসেবে ধোয়া ওয়াজিব, নাপাকীর কারণে নয়। امر تعبدی-এর অর্থ হল, তার কারণ আমাদের জানা নেই। যেমন, ইমাম মালেক রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন- قد جاء هذا الحديث وما ادرى حقيقته অর্থাৎ সাতবার ধোয়ার নির্দেশ হাদিস শরীফে এসেছে। কিন্তু এর রহস্য আমার জানা নেই।

হানাফীদের দলীল : হানাফীদের দলীল হল হাফেয ইবনে আদী রহ.র الكامل কিতাবে উদ্ধৃত হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণিত হাদিস-

عن الحسين بن على الكرابسى قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا عبد الملك عن عماء عن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب فى اناء احدكم فليهرقه و ليغسله ثلاث مرات

অর্থাৎ যদি তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয় তা হলে পাত্রস্থ বস্তু ফেলে দিয়ে পাত্রটি তিনবার ধোয়ে নিবে। (উমদাতুল কারী ৩/৪১)

প্রকাশ থাকে যে, এই হুসাইন বিন আলী আলকারাবেসী কিবারে মুহাদ্দেসীনের অর্ন্তভুক্ত। তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র সমসাময়িক ছিলেন এবং ইমাম বুখারী রহ. এবং দাউদ যাহেরীর উস্তাদ ছিলেন।

২. হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র قولی হাদিসের সাথে সাথে فعلی হাদিস দ্বারাও ইহা প্রমাণিত যে, পবিত্রতার জন্য তিনবার ধোয়াই যথেষ্ট। যেমন হযরত 'আতা বিন আবু রাবাহ রহ. হযতর আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, কুকুরে পাত্রে মুখ দিলে তিনি পানি ফেলে দিয়ে তিনবার ধোয়ে নিতেন। দারকুতনী হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এবং হাদিসটির সনদ সহীহ। (আসারুস্‌সুনান)

৩. কিয়াস দ্বারাও তিনবারই ধোয়ার সমর্থন মিলে। কারণ, নাজাসতে গলীযা যেমন পেশাব-পায়খানা যা সবচেয়ে গলীয নাজাসত হিসেবেগণ্য, এমনকি স্বয়ং কুকুরের পেশাব-পায়খানাও তিনবার ধোয়া দ্বারা পাক হয়ে যায়। তাই কুকুরের ঝুটা যা তা থেকে হালকা - তা ভালভাবেই পাক হয়ে যাবে। কাজেই সাতবার ধোয়ার হুকুম امر استحبابی।

শাফে'য়ী এবং হাম্বলীদের দলীল : শাফে'য়ী এবং হাম্বলীদের দলীল হল বাবে উল্লেখিত হাদিস। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা চাই যে, এ হাদিসের متن-এ শক্ত اضطراب রয়েছে। কারণ, কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে اولاهن بالتراب, কোনটি اخراهن আবার কোন কোনটিতে احداهن। তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে রয়েছে و السابعة بالتراب। আবার অন্য এক রেওয়ায়াতে রয়েছে والثامنة عفروه بالتراب।

মোট কথা হানফীদের মাযহাবই অগ্রগণ্য। তিনবার ধোয়া ওয়াজিব। আর সাতবার, আটবার, মাটি দ্বারা ধোয়া মুস্তাহাব। এ হিসেবে হানাফীদের সকল হাদিসের উপর আমল হয়ে যায়।

١٧٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ *

১৭২. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি একটি কুকুরকে দেখতে পেল যে, কুকুরটি পিপাসার্ত হয়ে ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি নিজের মোজা নিল এবং (তার মধ্যে পানি ভরে) সে কুকুরটিকে পান করাল। কুকুরটির পিপাসা মিটল। আল্লাহ তা'আলা তার এ কাজের বদলা দিলেন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

আমার নিকট আহমদ বিন শাবীব (লিখকের উস্তাদ) বর্ণনা করেন, আমার নিকট আমার পিতা, তিনি ইউনুস হতে তিনি ইবনে শিহাব হতে তিনি বলেন, আমার নিকট হামযা বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় মসজিদে নববীতে কুকুর আসা যাওয়া করত। কিন্তু লোকেরা (সাহাবায়ে কিরাম রাযি.) এর ফলে পানির ছিটা দিতেন না।

শিরোনামের সাথে মিল : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ হাদিসটি সে হাদিসগুলোর অর্ন্তভূক্ত যেগুলো দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. কুকুরের ঝুটা পাক হওয়ার উপর দলীল দিয়েছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فاخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به - এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. কুকুরের ঝুটা পাক হওয়ার ব্যাপারে দলীল পেশ করছেন যে, মোজার দ্বারা পানি পান করানোর কারণে কুকুরের লালা মোজার মধ্যে লেগেছে। কিন্তু এ ঘটনার কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই যে, ঐ ব্যক্তি কুকুরকে পানি পান করানোর পর মোজা ধোয়েছেন। এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কুকুরের লালা পাক।

উত্তর : এ দলীলটি সঠিক নয়। কারণ হতে পারে যে, এ ব্যক্তি মোজার পানি কোন গর্তে ফেলেছিলেন যা থেকে কুকুরটি পান করেছে। এমনও হতে পারে যে, কুকুরকে পানি পান করানোর পর তিনি মোজাটি ধুয়ে নিয়েছিলেন। আবার এমন হওয়াও সম্ভব যে, তিনি মোজাটি ব্যবহার করেননি। আর এ লোকটি ছিলেন বণী ইসরাইলের। তাদের নিকট কুকুরের লালা পাক আর আমাদের নিকট নাপাক। এতসব সম্ভাবনা থাকার কারণে এ ঘটনা দ্বারা দলীল দেওয়া যাবে না।

আর এ ঘটনার সম্পর্ক পাক-নাপাক সম্পর্কিত নয়। বরং আল্লাহর সৃষ্টির উপর দয়া করা সম্পর্কিত। এ ব্যক্তি যখন দেখতে পেলেন যে, কঠিন পিপাসার কারণে কুকুরের প্রাণ ওষ্ঠাগত, কুকুরটি হাঁপাচ্ছিল, সেই কষ্ট এবং মুসীবতে পড়ে তড়পাচ্ছে যে কষ্টে সে কিছুক্ষণ পূর্বে ছিল, তাই তার দয়ার উদ্রেক হল, সে মোজার পাক-নাপাকের চিন্তা না করে কুয়ার মধ্যে নেমে পানি নিল এবং কুকুরটিকে পান করালো।

হাদিসে কুদসীর মধ্যে রয়েছে, 'দয়াকারীদেরকে দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। তোমরা যমীনওয়ালাদের উপর দয়া কর। আসমান ওয়ালা তোমাদের উপর দয়া করবেন।

وقال احمد بن شبيب - ইনি ইমাম বুখারী রহ.র শায়খ। এ রেওয়ায়াত দ্বারাও ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল একথা প্রমাণ করা যে, কুকুরের লালা পাক। কারণ কুকুর মসজিদ দিয়ে আসা যাওয়া করত। আর কুকুর এমন একটি প্রাণী যার অধিকাংশ সময়েই লালা পড়তে থাকে। যদি কুকুরের লালা পাক হত তা হলে মসজিদ অবশ্যই ধোয়া হত।

উত্তর : এ দলীল উপস্থাপন সঠিক নয়। কারণ শুধুমাত্র আসা যাওয়ার কারণে ইহা আবশ্যকীয় নয় যে, কুকুরের লালা পড়বে। ইহা শুধু সম্ভাবনা মাত্র। আর মসজিদ মূলত : পবিত্র। সুতরাং সম্ভাবনার কারণে উহা নাপাক সাব্যস্ত হবে না। কায়দা হলো- اليقين لا يرفع بالشك অর্থাৎ সন্দেহ দ্বারা ইয়াকীন তথা নিশ্চিত বিষয় দূর হবে না।

২. কোন কোন নুসখায় যেমন فتح البارى এবং قسطلانى-তে تقبل و تدبر-এর পূর্বে تبول শব্দ রয়েছে। তা ছাড়াও আবু দাউদ শরীফের ৫৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে, كانت الكلاب تبول و تقبل و تدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا। অর্থাৎ কুকুর পেশাব করে মসজিদে আসা যাওয়া করত। কিন্তু তারা পানি ছড়িয়ে দিতেন না।

তো যারা এ হাদিসের কারণে কুকুরের লালাকে পাক বলেন, তারা কি কুকুরের পেশাবকে পাক বলবেন?

মূল বিষয় হল, মাটিতে কুকুরের লালা পড়ুক বা পেশাব পড়ুক, যদি তা শুকিয়ে যায় তা হতে মাটি পাক হয়ে যায়। তাই ইমাম আবু দাউদ রহ. উল্লেখিত হাদিসের জন্য শিরোনাম দিয়েছেন- فى طهور الارض اذا يبست।

١٧٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ *

১৭৩. হযরত আদী বিন হাতেম রাযি. বর্ণনা করেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (কুকুরের শিকার সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার كلب معلم-কে যখন (بسم الله বলে) ছেড়ে দিলে এবং সে শিকার হত্যা করে। তখন তুমি সে শিকার খাও। আর যদি সে সে শিকার হতে (কিছুটা) খেয়ে ফেলে তা হলে খেয়ো না। কারণ সে নিজের জন্য শিকার করেছে। আমি আরয করলাম, আমি কখনো কখনো আমার কুকুর ছেড়ে দেই। কিন্তু তারপর তার সাথে অপর কুকুর পাই। তিনি বললেন, তুমি সে শিকার খেয়ো না। কারণ তুমি তোমার কুকুরের উপর بسم الله বলেছ। অপর কুকুরের উপর বলনি।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : اذا اكلت كلبك المعلم فقتل فكل - হাদিসাংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হযরত আদী বিন হাতেম রাযি.র হাদিসে سألت-র পরে প্রশ্ন উল্লেখ নেই। উত্তর দ্বারাই বুঝা যায় প্রশ্ন কী ছিল।

হযরত আদী বিন হাতেম রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুকুরের শিকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বললেন, যখন তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুর ছেড়ে দাও এবং সে শিকার করে তখন তুমি তা খাও। কিন্তু সে যদি খেয়ানত করে এবং নিজে কিছুটা খেয়ে ফেলে তা হলে খেয়ো না। কারণ সে তোমার জন্য শিকার করেনি। নিজের জন্য ধরেছে। তাই তোমার জন্য হালাল নয়। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম যে, কখনও কখনও এমন হয় যে, আমি আমার কুকুর শিকারের জন্য ছেড়ে দেই। আর তার সাথে আরেকটি কুকুর পাই। তিনি বললেন, সে শিকার খেয়ো না। কারণ, এমন হতে পারে যে, দ্বিতীয় কুকুরটিই উহা শিকার করেছে। আর তুমি দ্বিতীয় কুকুরের উপর بسم الله বলনি। তাই সে শিকার হালাল নয়। আর উভয় কুকুরই শিকারের উপর হামলা করে থাকে তা হলে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, দ্বিতীয় কুকুরের যখম দ্বারা উহা মারা গিয়েছে।

শিকারের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের নিদর্শন : শিকারী কুকুর কিংবা বায পাখীর শিকারকৃত প্রাণী নিম্নোক্ত শর্তগুলো পাওয়া গেলে হালাল হবে।

১.শিকারী পশু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

২.শিকারের উপর তাকে ছাড়তে হবে।

৩.এমনভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে যেভাবে শরীয়ত অনুমোদন করেছে। অর্থাৎ কুকুরকে শিক্ষা দিবে যে, শিকার করে নিজে খাবে না। আর বায পাখীকে শিক্ষা দিবে যে, যখনই তাকে শিকারের পেছন হতে ফিরে আসার জন্য ডাকা হবে তখনই সে ফেরৎ আসবে। যদি কুকুর শিকার হতে কিছু খেয়ে ফেলে কিংবা বায পাখীকে ডাক দিলে ফেরৎ না আসে তা হলে বুঝা যাবে যে, তারা নিজেদের জন্য শিকার করেছে। ইহাকেই হযরত শাহ সাহেব রহ. (শাহ আব্দুল কাদের দেহলভী রহ.) বলেছেন যে, যখন উহা মানুষের স্বভাব আয়ত্ব করেছে তো যেন মানুষই জবাই করেছে।

৪. ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম তথা بسم الله বলে ছাড়বে।

এ শর্তচারটির উল্লেখ কোরআনের আয়াতে রয়েছে। পঞ্চম শর্ত যা ইমাম আবু হানিফা রহ.র নিকট গ্রহণযোগ্য তা হল শিকারী জানোয়ার শিকারকে যখমী করবে তথা রক্ত প্রবাহিত করবে। جوارح শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করছে। এ শর্তগুলোর একটিও যদি পাওয়া না যায় তা হলে শিকারী পশুর মারা হবে, শিকার হবে না। তবে যদি মারা না গিয়ে থাকে এবং তাকে জবাই করা সম্ভব হয় তা হলে তা ما اكل السبع الا ما ذكيتم -এর কায়দা হিসেবে হালাল হবে। (ফাওয়ায়েদে উসমানী)

ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য : এ হাদিস দ্বারাও ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে, কুকুরের লালা পাক। যদি কুকুরের লালা পাক না হত তা হলে শিকারীর সে অংশ যার মধ্যে কুকুরের লালা প্রবেশ করেছে কমপক্ষে তা ফেলে দেয়ার হুকুম করা হত। অথচ এখানে ধোয়ারও হুকুমও নেই।

উত্তর : এ হাদিসে যদি শিকারের যখমী অংশ ধোয়ার কিংবা ফেলে দেয়ার হুকুম নেই তা হলে রক্ত, নাড়িভূড়ি বা দেহের ঐ সকল অঙ্গেরও উল্লেখ নেই যেগুলো খাওয়া যায় না। তবে কি রক্ত ইত্যাদিকেও পাক বলা হবে।

মূল বিষয় হল, লালা ধোয়ার হুকুম এ কারণে দেয়া হয়নি যে, শিকারী ব্যক্তির এসব বিষয় জানা আছে। এখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রশ্নানুসারে শিকারের শর্তগুলো উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায় ১৩০

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ أَوْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ *

যে ব্যক্তি পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে অযু ভঙ্গকারী মনে করেন না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার বাণী- او جاء احدكم من الغائط। অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি কাযায়ে হাজত করে আসে। 'আতা রহ. বলেন, যদি পায়খানার রাস্তা দিয়ে পোকা বের হয় কিংবা পেশাবের রাস্তা দিয়ে (কোন প্রাণী) উকুনের মত কোন কিছু বের হয় তা হলে পুনরায় অযু করবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাবের রাযি. বলেন, কোন ব্যক্তি নামাযে হাসলে পূণরায় নামায পড়বে, অযু করতে হবে না। হাসান (বসরী) রহ. বলেন, যে ব্যক্তি (অযু করার পর) মাথা মুন্ডায় কিংবা নখ কাটে বা মোজা খুলে ফেলে তা হলে তার উপর (দ্বিতীয়বার) অযু করা (ফরয) নয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, হদস ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা অযু ফরয হয় না। হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'যাতুর রিকা'র যুদ্ধে ছিলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে (নামাযের সময়ে) তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তার (দেহ) থেকে অনেক রক্ত প্রবাহিত হল। কিন্তু সে রুকু-সিজদা করতে ছিল। নামায জারী রাখল। হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, মুসলমানগণ সবসময় যখম সহকারেই নামায পড়তে থাকত। তাউস, মুহাম্মদ বিন আলী (অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ বাকের), আতা এবং হিজাযবাসীগণ বলেন যে, রক্ত (বের

হওয়া) দ্বারা অযু ভঙ্গ হয় না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. একটি ফোঁড়া গাললেন। সেখান থেকে রক্ত বের হল। কিন্তু তিনি অযু করেননি। হযরত ইবনে আবু আওফা রাযি. রক্তের থুথু ফেললেন। কিন্তু তিনি নামায জারী রাখলেন। ইবনে উমর রাযি. এবং হাসান বসরী রহ. শিংগাগ্রহণকারীর সম্বন্ধে বলেন, শুধু শিংগার স্থান ধোয়ে নিবে। (দ্বিতীয়বার অযু করার প্রয়োজন নেই।)

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : পূর্বের অধ্যায়ে কুকুরের ঝুটা নাপাক না হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আর এ অধ্যায়ে পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা অযু ভঙ্গ না হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল অযুভঙ্গকারী বিষয়গুলো বর্ণনা করা। ইমাম বুখারী রহ. তার উদ্দেশ্য প্রমাণ করার জন্য শিরোনামটি দীর্ঘ করেছেন যার সারকথা হল দু'টি দাবী।

একটি হল ইতিবাচক তথা পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু অযু ভঙ্গকারী।

দ্বিতীয়টি হল নেতিবাচক তথা পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য কোথাও হতে র্গত বস্তু দ্বারা অযু ভঙ্গ হয় না। যেমন রক্ত ইত্যাদি।

নাকেযে অযুর ভিত্তি তথা মূল বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ : পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু সর্বসম্মতিক্রমে অযু ভঙ্গকারী। এতে কারো কোন দ্বিমত নেই। কারণ এগুলো شارع-র পক্ষ হতে উদ্ধৃত রয়েছে। কিন্তু এগুলোর কারণ কী? অর্থাৎ অযুর আয়াতে অযু ভঙ্গের মূল কারণ কী? এতে মতভেদ রয়েছে।

১. হানাফী এবং হাম্বলীদের মতে মূল কারণ হল নাজাসত বের হওয়া - তা যেখান থেকেই বের হোক যদি তা নির্গত হওয়ার স্থান হতে অতিক্রম করে। যেমন যদি যখমের স্থান হতে রক্ত বের হল এবং যখমের মাথার উপর এসে রইল তা হলেও অযু বহাল রয়েছে। তবে যদি সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে যায় তা হলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যেহেতু নাপাক বের হওয়া হল অযু ভঙ্গের কারণ তাই মুখ ভরে বুমি করলে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম তিরমিযী শাফে'য়ী রহ. পৃথক শিরোনাম কায়েম করেছেন- باب الوضوء من القئ و الرعاف এবং হযরত আবুদ্দারদা রাযি.র মরফূ' হাদিস নকল করেছেন - ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء و فتوضأ। এ হাদিসের শেষে তিনি বলেন, ইহাই কিছু সংখ্যক সাহাবী এবং তাবে'য়ীর মত। ইহাই সূফয়ান সওরী রহ., ইবনুল মুবারক রহ., আহমদ রহ. এবং ইসহাক রহ.র মত।(তিরমিযী ১/১৩)

২. শাফে'য়ীদের মতে পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়াই হল অযু ভঙ্গের কারণ। তা ছাড়া দেহের অন্যত্র থেকে যা কিছুই বের হোক তা দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না। কাজেই বুমি, নাক থেকে রক্ত ঝরা এবং রক্ত প্রবাহিত হওয়া দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না।

৩. মালেকীদের মতে অযু ভঙ্গের কারণ হল- خروج معتاد من مخرج معتاد على وجه معتاد। অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে বের হওয়ার স্থান তথা পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে নিয়মিতভাবে বের হওয়া বস্তু তথা পেশাব-পায়খানা নিয়মিতভাবে বের হওয়া শর্ত। কাজেই سلس البول তথা পেশাব ঝরতে থাকা দ্বারা বা পোকা বের হওয়া দ্বারা , ইসতিহাযা দ্বারা বা কংকর ইত্যাদি বের হওয়া দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না।

ইমাম বুখারী রহ.র নিজস্ব মত হল, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে। কাজেই পায়খানার রাস্তা দিয়ে পোকা বের হওয়া দ্বারা এবং পেশাবের রাস্তা দিয়ে উকুনের মত পোকা বের হওয়া দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে। কিন্তু বুমি, নাক দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়া, রক্ত প্রবাহিত হওয়া, স্ত্রী-স্পর্শ করা, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা এবং নামাযের মধ্যে অট্টহাসি দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ স্ত্রী-স্পর্শ এবং পুরুষাঙ্গ স্পর্শের ব্যাপারে তিনি হানাফীদের অনুকুলে। তাই তিনি এ দু'টি বিষয়ের উপর কোন শিরোনাম কায়েম করেননি। তবে রক্ত বুমি ইত্যাদির ক্ষেত্রে শাফে'য়ীদের সাথে একমত।

এখন আমরা ইমাম বুখারী রহ.র উপস্থাপিত দলীলগুলো যাচাই করব।

ইমাম বুখারী রহ.র উত্থাপিত দলীলসমূহ এবং সেগুলোর উত্তর : সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী রহ. কোরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন- او جاء احد منكم من الغائط। প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াত দ্বারা سبيلين থেকে নির্গত বস্তু দ্বারা যে অযু ভঙ্গ হয় তাতে কারো মতভেদ নেই। আবার একথাও স্মরণ রাখা চাই যে, অযু ভঙ্গের কারণ কারো মতেই এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যেমন, কাত হয়ে বা হেলান দিয়ে ঘুমানো, বে-হুশ হওয়া, পাগল হওয়া ইত্যাদি সবার মতেই অযু ভঙ্গের কারণ। আবার ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতে স্ত্রী স্পর্শ এবং পুরুষাঙ্গ স্পর্শ দ্বারাও অযু ভঙ্গ হয়।

قال عطاء الخ - 'আতা বিন আবু রাবাহ রহ.র বলেন, যার পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন পোকা বের হয় কিংবা পেশাবের রাস্তা দিয়ে উকুনের মত কোন কিছু বের হয় তার জন্য পুনরায় নামায পড়া ওয়াজিব। আমাদের মতেও মাসয়ালা তদ্রূপ। যেমন হিদায়া কিতাবে রয়েছে- والدابة تخرج من الدبر ناقضة অর্থাৎ পায়ুপথ থেকে নির্গত জীব দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে।

وقال جابر بن عبد الله - হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, কেউ যদি নামাযের মধ্যে হাসে (ضحك) তা হলে পূণরায় নামায পড়তে হবে। কিন্তু দ্বিতীয়বার অযু করতে হবে না।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হযরত জাবের রাযি.র এ উক্তি হানাফীদের অনুকুলে। কারণ, হাসি তিন প্রকার।

১. تبسم তথা নি :শব্দ মুচকি হাসি। এরদ্বারা নামাযও ভঙ্গ হয় না। অযুও ভঙ্গ হয় না।

২. ضحك তথা এমন যার আওয়ায হাস্যকারীর কানে আসবে কিন্তু অন্যেরা শুনতে পাবে না। এরদ্বারা হানাফীদের মতেও নামায ভঙ্গ হবে। কিন্তু অযু ভঙ্গ হবে না।

৩. قهقهه তথা অট্টহাসি। অর্থাৎ এমন হাসি যার আওয়ায অন্যেরাও শুনতে পাবে। এরদ্বারা হানাফীদের মতে নামায এবং অযু দু'টোই ভঙ্গ হবে। হযরত ইবনে উমর রাযি. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحك فى الصلوة قهقهة فليعد الوضوء و الصلوة

অর্থাৎ যে ব্যাক্তি নামাযের অট্টহাসি হাসে সে যেন নামায এবং অযু দু'টোই পুনরায় করে নেয়। (উমদা৩/৪৮)

সতর্কীকরণ : قهقهه এ কারণে অযু ভঙ্গের কারণ যে, সে ব্যক্তি নামাযে হেসে একটি কঠিন অপরাধ করেছে। তাই শাস্তি হিসেবে এবং সতর্কীকরণ হিসেবে তাকে দ্বিতীয়বার অযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, অযু দ্বারা গুনাহের কাফ্ফারাও হয়ে যায়।

وقال الحسن الخ - হাসান বসরী রহ. বলেন, যদি অযুর পর মাথা কামিয়ে ফেলল বা নখ কাটাল অথবা মোজার উপর মসেহ করার পর মোজা খুলে ফেলল তাহলে দ্বিতীয়বার অযু করার প্রয়োজন নেই।

জমহুর হানাফী এবং শাফে'য়ীদের মাযহাবও ইহাই। মোজার উপর মসেহ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা আলাদা বাবে আলোচিত হবে- ইনশাআল্লাহ।

وقال ابو هريرة رض الخ - হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হদস ব্যতীত অন্য কোন কিছু দ্বারা অযু ওয়াজিব হয় না। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে হদসের ব্যাখ্যা এরূপ করা হয়েছে- ما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضراط - যা خارج من السبيلين হতেও অধিকতর খাছ। এখন যদি হদসের এ ব্যাখ্যাই উদ্দেশ্য নেয়া হয় তা হলে তা হলে স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ.রও মাযহাবের পরিপন্থী হয়ে পড়বে। তাই সঠিক হল এই যে, এখানে হদস দ্বারা উদ্দেশ্য হল عام তথা ব্যাপক। অর্থাৎ প্রত্যেকটি অযু ভঙ্গকারী বিষয়। কারণ, বেহুশ হওয়া, পাগল হওয়া এবং ঘুম সবার মতেই হদস এবং অযু ভঙ্গকারী। তাই এখানে উদ্দেশ্য হবে- لا وضوء الا من حدث - যা কারো মতের পরিপন্থী নয়। সবাই এতে একমত। কাজেই এ দলীলটি ইমাম বুখারী রহ.র দাবীর সমর্থনে সহায়ক হয়নি।

ويذكر عن جابر الخ - হযরত জাবের রাযি. হতে যাতুররিকা'র যুদ্ধের একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে যা দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. এবং শাফে'য়ীরা রক্ত বের হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ না হওয়ার উপর দলীল দিয়েছেন। এ যুদ্ধটি সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে। (নসরুল বারী ৮/১৭৮ দেখুন।)

আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, এ যুদ্ধে এক মুসলমানের হাতে জনৈক কাফেরের স্ত্রী মারা গিয়েছিল। সে কাফের প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এ বদলা হিসেবে সে একজন মুসলমানকে হত্যা করবেই। তাই সে মুসলমানদের পিছু নিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরত আসার সময় একস্থানে অবতরণ করলেন। পাহারার জন্য একজন আনসারী সাহাবী আব্বাদ বিন বিশর রাযি. এবং একজন মুহাজির সাহাবী হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাযি.কে নির্ধারণ করলেন। উভয়েই পাহাড়ের চূড়ায় উঠলেন। তারা পরস্পরে আলোচনা ঠিক করলেন যে, পালাক্রমে উভয়ই আধারাত করে ঘুমাবেন। প্রথমে হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাযি. ঘুমিয়ে পড়লেন এবং হযরত আব্বাদ বিন বিশর রাযি. নামাযের নিয়্যত বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ দিকে ঐ কাফের তাকে দাঁড়ানো দেখে সুযোগ পেয়ে তাকে তীর নিক্ষেপ করল। তিনি তীর খুলে ফেলে দিলেন এবং নামায পড়তে থাকলেন।

এভাবে সে কাফের তিনটি তীর নিক্ষেপ করল। কিন্তু তিনি নামায ভঙ্গ করেননি। নামায শেষ করে তিনি তার সঙ্গী হযরত আম্মার রাযি.কে জাগালেন। কাফের তাকে দেখে ভেগে গেল। হযরত আম্মার রাযি. ইহা দেখে বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাকে প্রথম তীরের সময়েই কেন জাগালেন না? তিনি বললেন, আমি একটি সূরা পড়তে ছিলাম। ইহা আমার নিকট পসন্দনীয় ছিল না যে, আমি তা শেষ করব না।

ইমাম বুখারী রহ. এবং শাফে'য়ীরা এর দ্বারা দলীল দিচ্ছেন যে, যদি রক্ত বের হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ হত তা হলে তিনি কী করে নামায জারী রাখলেন? বাহ্যত : ইহা হানাফীদের পরিপন্থী।

উত্তর : ১. রক্ত বের হওয়া অযু ভঙ্গের কারণ কি না? এতে যদিও মতভেদ থেকে থাকে কিন্তু শরীর এবং কাপড় পবিত্র হওয়া সবার মতেই নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। আর রক্ত নাপাক যা নি :সন্দেহে দেহ এবং কাপড়ে লেগেছে। এ অবস্থায় নামায জারী রাখা এ কারণে হয়েছিল যে, এ মাসয়ালাটি [illegible] র জানা ছিল না। অথবা গভীরভাবে মনোনিবেশ হওয়ার কারণে নামাযের শুদ্ধ এবং অশুদ্ধের প্রতি তার মনোযোগ ছিল না। যে নামাযের স্বাদের কারণে তীরের পর তীর সহ্য করে গেলেন, তার এতটুকুও সহ্য হল না যে, তিনি তার সাথীকে জাগ্রত করবেন। নামাযের প্রতি এ গভীর মনোযোগের কারণে এদিকে তার কোন ভ্রুক্ষেপই ছিল না যে, রক্ত বের হওয়া বা রক্ত দ্বারা কাপড় এবং দেহ রক্তাক্ত নামায সহীহ হবে কি না। এরপর কী হবে? রেওয়ায়াতে উল্লেখ নেই।

কবি কতই না সুন্দর বলেছেন-

خون شهيدان از آب اولى تر است * اين خطا از صد صواب اولى تر است

নামাযে এরূপ নিমগ্ন অবস্থা দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা মোটেই ঠিক হবে না।

و قال الحسن رح - আর হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, মুসলমানরা সবসময় যখম নিয়েই নামায পড়ে আসছে। ইমাম বুখারী রহ. মুসলমানদের تعامل (আমল) উপস্থাপন করছেন। আমরাও বলি যে, যখমের কারণে নামায বাদ দেয়া মোটেই জায়েয নয়। প্রকাশ থাকে যে, যখমের উপর পট্টি বেঁধে অযু করে নামায আদায় করে থাকে। এর দ্বারা রক্ত বের হওয়া দ্বারা অযু ভঙ্গ না হওয়ার উপর দলীল দেয়া আশ্চর্যেরই বিষয়। যদি سيلان الدم থেকে থাকে তা হলে সে ব্যক্তি মা'যূর। আর মা'যূরের নামায দুরস্ত। استحاضه এবং سلسل البول এর মত سيلان الدمও অযু ভঙ্গ হবে না।

وقال طاؤس و محمد بن على و عطاء واهل الحجاز ليس فى الدم وضوء -

উত্তর : ১. রক্ত দ্বারা যদি অপ্রবাহিত রক্ত উদ্দেশ্য হয় তা হলে আমরাও বলি যে- ليس فى الدم وضوء।

২. এদের সবাই তাবে'য়ী। আর ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলতেন- التابعون رجال و نحن رجال।(উমদা)

عصر ابن عمر الخ- হযরত ইবনে উমর রাযি. একটি ফোঁড়া গালিয়ে দিলেন। তার থেকে কিছুটা রক্ত বের হল। কিন্তু তিনি অযু করেননি।

এ আসরটি হানাফীদের মোটেই পরিপন্থী নয়। কারণ এখানে রক্ত বের করা হয়েছে। রক্ত নিজে নিজে বের হয়নি। আর হানাফীদের মাযহাবও ইহাই যে, রক্ত যদি চিপে বের করা হয় তা হলে অযু ভঙ্গ হয় না। তবে রক্ত যদি নিজে নিজে বের হয়ে যদি এমন স্থানে গড়িয়ে পড়ে যা ধোয়া ফরয তা হলে অযু ভঙ্গ হবে। অর্থাৎ دم مسفوح অযু ভঙ্গের কারণ।

وبزق ابن ابى اوفى رض الخ - হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা রা. রক্তের থু থু নিক্ষেপ করেছেন কিন্তু তিনি নামায পড়ে যেতে লাগলেন। আল্লামা আইনী রহ. এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, মুখ থেকে নির্গত রক্ত যদি পেট থেকে এসে থাকে তা হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা অযু ভঙ্গের কারণ নয়। আর যদি দাঁত হতে বের হয়ে থাকে তা হলে সে ক্ষেত্রে রক্ত এবং থুথু থেকে যা প্রবল তারই হিসাব ধরা হবে। রক্ত যদি লালা হতে বেশী হয় তা হলে অযু ভঙ্গ হবে। আর যদি কম হয় তা হলে অযু ভঙ্গ হবে না। বরাবর হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক অযু করে নিবে। রাবী এ আসরে লালা হতে রক্ত বেশী হওয়ার উল্লেখ করেননি। তাই তা হানাফীদের বিপরীত শক্ত দলীল নয়।

وقال ابن عمر و الحسن الخ - হযরত ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, শিংগা লাগানোর পর শিংগার স্থান ধোয়ে নেয়াই যথেষ্ট।

ইমাম বুখারী রহ. তার উদ্দেশ্য প্রমাণের জন্য এভাবে দলীল পেশ করছেন যে, শুধুমাত্র শিংগার স্থান ধোয়ে নেয়ার অর্থ হল তার অযু ভঙ্গ হয়নি।

উত্তর হল, রেওয়ায়াতের কোথাও উল্লেখ নেই যে, অযুর প্রয়োজন হয়েছে আর অযু করেননি।

২. এরদ্বারা এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, এর কারণে গোসল ওয়াজিব নয়। সুতরাং ইবনে উমর রাযি. এবং হাসান বসরী রহ. উক্তির সম্পর্ক অযু ভঙ্গ হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কিত নয়। বরং রক্তের সাথে সম্পৃক্ত যে, শিংগা লাগানোর পর রক্ত তাৎক্ষণিকভাবে ধোয়ে নেয়া চাই। গোসল করা ফরয নয়।

فاذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال

محاجم- শব্দটি محجمةএর বহুবচন। এর অর্থ শিংগা লাগানোর স্থান।(উমদা)

١٧٤ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْطَةَ *

১৭৪. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা নামাযের মধ্যে থাকে (অর্থাৎ নামাযের সওয়াব পেতে থাকে) যতক্ষণ পর্যন্ত সে মসজিদে নামাযের অপেক্ষায় থাকে - যে পর্যন্ত তার হদস না হয়। এক অনারব ব্যাক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! হদস কী? তিনি বললেন, অওয়ায। অর্থাৎ পায়ুপথে সশব্দে নির্গত বায়ু।

শিরোনামের সাথে মিল : قال الصوت يعني الضرطة দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ.র মতে سبيلين থেকে নির্গত বস্তু দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়। এ হাদিসের সম্পর্ক ما خرج من الدبر- এর সাথে।

١٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا *

১৭৫. আব্বাদ বিন তামীম তার চাচার মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (নামাযী ব্যক্তি নামায হতে) ফিরবে না যে পর্যন্ত সে আওয়ায শুনতে পায় কিংবা গন্ধ পায়।

শিরোনামের সাথে মিল : حتى يسمع صوتا او يجد ريحا - দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। এ হাদিসের সম্পর্কও ما خرج من الدبر-এর সাথে।

١٧٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ *

১৭৬. হযরত আলী রাযি. বলেন, আমার মযী খুব বেশী বের হত। এ মাসয়ালাটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করতে আমার লজ্জা হল। আমি মিকদাদ বিন আসওয়াদকে বললে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, এর ফলে (শুধু) অযু করতে হবে। জরীরের মতই শো'বাও এ হাদিসটি আ'মাশ হতে বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : كنت رجلا مذاء হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে। ইহার সম্পর্ক سبيلين-এর মধ্য হতে قبل-এর সাথে।

١٧٧ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِي اللَّهم عَنْهم قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ *

১৭৭. হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহানী রাযি. বর্ণনা করেন যে তিনি (অর্থাৎ আমি) হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রী-সঙ্গম করে এবং তার বীর্য বের না হয় তা হলে সে কী করবে? (অর্থাৎ তার উপর গোসল ওয়াজিব কি না)। হযরত উসমান রাযি. বললেন, সে ব্যক্তি অযু করবে যেমনিভাবে নামাযের জন্য অযু করে। আর পুরুষাঙ্গ ধোয়ে নিবে। হযরত উসমান রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি। (হযরত যায়েদ বিন খালেদ জুহানী রাযি. বলেন,) এ বিষয়ে হযরত আলী রাযি., হযরত যুবায়ের রাযি., হযরত তালহা রাযি. এবং উবাই রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলাম। তারাও এরূপ বললেন।

শিরোনামের সাথে মিল : يتوضا كما يتوضا للصلوة দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, ইমাম বুখারী রহ.র এ শিরোনামে দু'টি অংশ রয়েছে। এখানে প্রথামাংশের সাথে মিল রয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে, قبل হতে নির্গত বস্তু দ্বারা অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সঙ্গমের সময় বীর্য বের হোক বা না হোক, সাধারণত মযী বের হয়ে থাকেই। আর মযী বের হলে সবার মতেই অযু ভঙ্গ হবে। তাই মযী বের হওয়া দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়া প্রমাণিত হল।

আর সঙ্গমের পর মনী বের না হলে গোসল করতে হবে কি না, এ সম্পর্কিত আলোচনা বোখারী শরীফের ৪৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হবে।

এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখাই যথেষ্ট যে, সঙ্গমস্থানে حشفه (পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ) অদৃশ্য হওয়া দ্বারাই চার ইমামের মতে গোসল ফরয হয়ে যায় - চাই বীর্য বের হোক বা না হোক। ইমাম বুখারী রহ.র এ মনসূখ হাদিসটি উল্লেখ করা অর্থহীন।

١٧٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ تَابَعَهُ وَهْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ الْوُضُوءُ *

১৭৮. হযরত আবু সায়ীদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী সাহাবীকে ডেকে পাঠালেন। সে ব্যক্তি আসল। তখন তার মাথা হতে পানি টপকে পড়ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সম্ভবত : আমি তোমাকে তাড়াহুড়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছি। সে বলল, হ্যাঁ। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন তুমি তাড়াহুড়োর মধ্যে পড়ে যাও কিংবা তোমার বীর্য থেমে যায় (বীর্য বের না হয়) তবে অযু করে নাও। (গোসল করার প্রয়োজন নেই।) নযরের সাথে ওহ্‌বও এ হাদিসটি শো'বা হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, গুনদর এবং ইয়াহইয়া এ হাদিসে শো'বা হতে বর্ণনার ক্ষেত্রে অযুর উল্লেখ করেননি।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ اذا اعجلت او قحطت فعليك الوضوء দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে। অর্থাৎ সঙ্গমের সময়ে যদি বীর্য বের নাও হয় কিন্তু মযী অবশ্যই বের হয়ে থাকে যা দ্বারা অযু ফরয হয়। কাজেই ما خرج من السبيلين অযু ভঙ্গের কারণ প্রমাণিত হল। এ মাসয়ালার তাহকীক বুখারী শরীফের ৪৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হবে - ইনশা'আল্লাহ।

بَاب الرَّجُل يُوَضِّئُ صَاحِبَهُ

অধ্যায় ১৩১: যে ব্যক্তি তার সাথীকে অযু করায় (অর্থাৎ তার হুকুম কী?)

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মধ্যে এ হিসেবে সম্বন্ধ রয়েছে যে, উভয়টি অযুর হুকুম সম্বলিত।

১৭৯ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي فَقَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ *

১৭৯. হযরত উসামা বিন যায়েদ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফা হতে ফিরে আসার সময় গিরিপথের দিকে ফিরে গেলেন। সেখানে তার কাযায়ে হাজত হতে ফারেগ হলেন। হযরত উসামা রাযি. বলেন, তারপর আমি (তার পবিত্র অঙ্গগুলোয়) পানি ঢালতে লাগলাম। আর তিনি অযু করতে লাগলেন। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন, নামাযের জায়গা তোমার সামনে (মুযদালিফায়)।

শিরোনামের সাথে মিল : فجعلت اصب عليه ويتوضأ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

১৮০ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ *

১৮০. হযরত মুগীরা বিন শু'বা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি (মুগীরা বিন শু'বা রাযি.) এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি কাযায়ে হাযতের জন্য গেলেন। (তিনি ফেরত আসলে) মুগীরা রাযি. তার উপর পানি ঢালতে লাগলেন। তিনি অযু করতে লাগলেন। তিনি তার চেহারা মুবারক এবং উভয় হাত ধৌত করলেন। তার মাথা মসেহ করলেন এবং উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে ان المغيرة جعل يصب الماء عليه و يتوضأ দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল অযুর মধ্যে অপরের সহযোগীতা নেয়ার মাসয়ালা বর্ণনা।

ব্যাখ্যা : অযুর মধ্যে সাহায্য নেয়ার তিনটি স্তর হতে পারে। ১.কারো মাধ্যমে অযুর পানি - বদনা ইত্যাদি চেয়ে নিল। কিন্তু অযু নিজেই করল। ইহা নি :সন্দেহে কোন প্রকার কারাহাত ছাড়াই বৈধ। ২.অযুর অঙ্গের উপর পানিও অপরে ঢালল। নিজের হাতে শুধুমাত্র অঙ্গগুলো মর্দন করে নিবে। এ সুরতও জায়েয । তবে অনুত্তম। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অনুত্তমও হবে না। কারণ জায়েয দিকগুলো দেখিয়ে দেওয়াও নবীর দায়িত্ব। যদিও উম্মতের জন্য অনুত্তম হয়। বাবের উভয় হাদিসে দ্বিতীয় সুরতটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন হাদিসের শব্দ হলো جعلت اصب عليه و يتوضأ। হযরত উসামা রাযি. বলেন, আমি পানি ঢালতে লাগলাম। আর তিনি অযু করতে লাগলেন। ৩.অঙ্গ মর্দন এবং হাত সঞ্চালনও অপরে করবে। এ সুরতটি মাকরূহ। তবে তখন মাকরূহ হবে যখন কোন উযর থাকবে না। যদি যুক্তিসঙ্গত কোন উযরের কারণে অপরের সাহায্য নেয়া হয় তবে কোন সুরতই মাকরূহ ও হবে না। অনুত্তমও হবে না।

অধ্যায় ১৩২

بَاب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ لَا بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ *

হদসের (অযু ভঙ্গের) পর কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি (যেমন কোরআন লিখা)। মনসূর ইবরাহীম হতে নকল করেন যে, হাম্মামে (গোসল খানায়) কোরআন তেলাওয়াত করার মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতি নেই। তদ্রূপ বিনা অযুতে চিঠি লিখার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। হাম্মাদ ইবরাহীম হতে নকল করেন যে, হাম্মামে অবস্থানকারীদের পরিধানে যদি বস্ত্র থাকে তা হলে তাদেরকে সালাম কর। অন্যথায় নয়।

যোগসূত্র : পূর্বের বাব এবং এ বাবের মধ্যে মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ উভয় বাবই অযুর আহকাম সম্বলিত।

باب قراءة القرآن بعد الحدث و غيره - অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থে (উমদাতুল কারী, ফতহুল বারী, ইরশাদুস্‌সারী) باب শব্দটি তানবীন ছাড়া। পরবর্তী শব্দের দিকে মুযাফ। আর غيره শব্দটি মজরুর পড়া হয়েছে। এ সুরতে غيره-র যমীরে কয়েকটি সম্ভাবনা রয়েছে। ১.যমীরের মারজে' قراءة শব্দ। এর অর্থ হবে হদসের পর কোরআন মজীদ তিলাওয়াত এবং তিলাওয়াত ছাড়া অন্যান্য বিষয়। যেমন কোরআন মজীদ স্পর্শ করা, লিখাও জায়েয । তদ্রূপ অন্যান্য যিকির, তাসবীহ, তাহলীল, দুরুদ শরীফও হদস অবস্থায় জায়েয । ২.যমীরের মারজে' القرآن। মূল ইবারত হবে باب قراءة القرآن و غير القرآن بعد الحدث। অর্থাৎ হদসের পর (বিনা অযুতে) কোরআন মজীদ পড়া এবং কোরআন ব্যতীত তাসবীহ, তাহলীল, দরূদ শরীফ সবই জায়েয । কিন্তু এ ব্যাখ্যানুসারে কোরআন মজীদ লিখা এবং স্পর্শ করা এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে না। ৩.যমীরের মারজে' الحدث সাব্যস্ত করলে উহ্য ইবারতসহ মূল ইবারত হবে باب قراءة القرآن بعد الحدث وغير الحدث। অর্থাৎ হদসের পর এবং গায়রে হদসের পর কোরআন মজীদ তিলাওয়াতের হুকুম । এই তৃতীয় সম্ভাবনায় দু'টি সুরত হবে। (১)হদস দ্বারা হদসে আসগার এবং হদসে আকবার উভয়টি উদ্দেশ্য। আর غير الحدث দ্বারা হদসের বিপরীত তথা পবিত্রতা উদ্দেশ্য। তখন অর্থ হবে হদসে আসগার, হদসে আকবার এবং পবিত্রতা অবস্থায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায় কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েয । পবিত্রাবস্থায় তো জায়েয আছেই। নি :সন্দেহে অযু সহকারে কোরআন তিলাওয়াত সওয়াবেরও কারণ। কিন্তু শুধু মাত্র জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে তিন সুরতই বরাবর। যেমন হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের ব্যাপারে বলা হয়েছে, يكلم الناس فى المهد و كهلا অর্থাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম লোকদের সাথে দোলনার মধ্যে থেকেও কথা বলবেন এবং বার্ধক্যবস্থায়ও কথা বলবেন। প্রত্যেকেই তো বার্ধ্যকাবস্থায় কথা বলে। কিন্তু হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালামের বিশেষত্ব যে, তিনি বার্ধক্যবস্থার মত দোলনার মধ্যে থেকেও কথা বলবেন।

সার কথা দাঁড়াল, কোরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা উভয়টিই বরাবর। (২) হদস দ্বারা উদ্দেশ্য হদসে আসগার এবং গায়রে হদস দ্বারা উদ্দেশ্য হদসে আকবার তথা জানাবত। তখন অর্থ দাঁড়াবে, কোরআন তিলাওয়াত যেমনিভাবে বিনা অযুতে জায়েয আছে তেমনিভাবে জানাবতাবস্থায়ও জায়েয আছে।

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র মতে জানাবত অবস্থায়ও কোরআন তিলাওয়াত জায়েয আছে।

মাযহাবের বিবরণ : হানাফীদের মতে বিনা অযুতে কোরআন মজীদ স্পর্শ করা জায়েয নেই। কারণ কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, لا يمسه الا المطهرون অর্থাৎ কোরআন শুধু পবিত্র ব্যক্তিরাই স্পর্শ করতে পারবে।(সূরায়ে ওয়াকে'য়া)

আর হায়েয-নিফাস বিশিষ্ট মহিলাদের জন্য কোরআন ধরাও জায়েয নেই, পড়াও জায়েয নেই। ইহা ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ.রও মাযহাব। ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম বুখারী রহ.র মাযহাব হল, বিনা অযুতে কোরআন স্পর্শ করা জায়েয আছে।

قال منصور عن ابراهيم الخ - মনসূর বিন মু'তামের হযরত ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. হতে বর্ণনা করেন, হাম্মামে কোরআন তিলাওয়াত করার মধ্যে কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

শিরোনামের সাথে মিল হল, হাম্মামে গমনকারীদের অধিকাংশই হদসবিশিষ্ট হয়ে থাকে। অথচ সবাই হদসবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক নয়। কিন্তু 'উমুমে আহওয়াল' তথা ব্যাপক অবস্থা দ্বারা দলীল উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, হাম্মামে কোরআন তিলাওয়াত করার ক্ষেত্রে কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু যেহেতু হাম্মামখানা না-পাক ময়লা ইত্যাদি দূর করার ক্ষেত্র তাই ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, ইহা মাকরূহ হবে। যেমন, উমাদাতুল কারী কিতাবে রয়েছে, واختلفوا فى قراءة القرآن فى الحمام فعن ابى حنيفة رح انه يكره وعن محمد بن الحسن انه لا يكره و به قال مالك رح অর্থাৎ হাম্মামে তিলাওয়াতে কোরআন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রহ.র মতে মাকরূহ। আর মুহাম্মাদ বিন হাসান রহ.র মতে মাকরূহ নয়। ইমাম মালেক রহ.র মতও ইহা।

ويكتب الرسالة على غير الوضوء -আর বিনা অযুতে চিঠি লিখার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। মুসলমানদের চিঠিতে আর কিছু না থাকলেও 'বিসমিল্লাহ' থাকে। আর বিসমিল্লাহ কোরআন মজীদের একটি আয়াত। ইমাম বুখারী রহ. এভাবে দলীল উপস্থাপন করছেন যে, বিনা অযুতে লিখা যখন জায়েয , তখন পড়াও জায়েয হবে।

আমাদের মত হল, কোনআনের আয়াত চিঠির প্রারম্ভে শুরুর নিয়তে বিনা অযুতে লিখা যেতে পারে। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, আমাদের মতে হায়েযা এবং জুনুবী মহিলার জন্য এমন চিঠি লিখা মাকরূহ যার মধ্যে কোরআনের আয়াত রয়েছে। কারণ লিখতে গেলে স্পর্শ করতে হয় তাই লিখা না-জায়েয ।

و قال حماد عن ابراهيم الخ - হযরত হাম্মাদ রহ. (ইমাম 'আযম রহ.র শায়খ) হযরত ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যদি হাম্মাম (গোসলখানা)ওয়ালা ইযার পরিহিত হয় (উলঙ্গ না হয়) তা হলে সালাম করো। অন্যথায় নয়।

ইমাম বুখারী রহ.র দলীল এভাবে যে, সালাম করলে সে জওয়াব দিবে যা আল্লাহর যিকির। আর হাম্মামে অবস্থানকারীরা সাধারণত : মুহদিস হয়ে থাকে। তার উপর ভিত্তি করে ইমাম বুখারী রহ. বলেন, বিনা অযুতে যিকির করা জায়েয । আর কোরআনও যিকির। তার বৈধতাও এর থেকে প্রমাণিত হয়।

গভীর ভাবে যদি চিন্তা করা হয় তা হলে দেখা যাবে ইমাম বুখারী রহ.র জন্য এ দলীলটি ফলপ্রদ নয়। কারণ এখানে সতর ঢাকা আর না-ঢাকার ব্যাপার। কোরআন মজীদ বিনা অযুতে তিলাওয়াত সবার মতে জায়েয । মতপার্থক্য শুধু কোরআন স্পর্শ করার ব্যাপারে - যা হানাফী, শাফে'য়ী এবং হাম্বলী সবার মতে না-জায়েয ।

١٨١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ *

১৮১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, তিনি এক রাত তার খালা উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মুনা রাযি.র অবস্থান করলেন। তিনি বলেন, আমি বিছানার পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সহধর্মিনী (নিয়ম মুতাবিক) লম্বালম্বি শুয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে পড়লেন। রাত যখন অর্ধেক হল কিংবা তার কিছু আগে -পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রত হলেন। তিনি বসে তার চেহারা মুবারক হতে ঘুমে প্রভাব দূর করতে লাগলেন। তারপর তিনি সূরা আল -ইমারানের শেষ দশ আয়াত পড়লেন। তারপর তিনি একটি পুরাতন মশকের দিকে মনোযোগী হলেন - যা (ছাদের সাথে) ঝুলানো ছিল। তার থেকে (পানি নিয়ে) ভালভাবে অযু করলেন। তারপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে শুরু করলেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমিও উঠলাম। তিনি যেরূপ করছেন আমিও তদ্রূপ করলাম। তারপর তার পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন তিনি তার ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন। আমার ডান কান মুছড়াতে লাগলেন। তারপর তিনি (তাহাজ্জুদের) দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর আবার দু'রাকাত পড়লেন। তারপর বিতরের নামায আদায় করলেন এবং শুয়ে পড়লেন। পরবর্তীতে মুআযযিন যখন তার নিকট আসল তিনি দাঁড়িয়ে হালকা দু'রাকাত (ফজরের সুন্নত) নামায পড়লেন। তারপর বের হলেন এবং ফজরের নামায পড়লেন। (অর্থাৎ তিনি সাহাবাদের নামায পড়ালেন।)

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের ভাষ্য فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الايات الخواتم من سورة آل عمران - অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম হতে জাগ্রত হলেন এবং অযুর পূর্বেই সূরায়ে আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত তিলাওয়াত করলেন। সুতরাং এর দ্বারা হদসের পর অযু ছাড়া কোরআন তিলাওয়াত প্রমাণ হয়ে গেল।

নি:সন্দেহে বিনা অযুতে কোরআন তিলাওয়াত জায়েয । কিন্তু বাবের হাদিস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুর অযুভঙ্গকারী ছিল না। তিনি ইরশাদ করছেন, تنام عيني ولا ينام قلبي। বাস্তব সত্য হল, বাবের হাদিস দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল পাওয়া খুবই জটিল ব্যাপার। কিন্তু শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলবী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. বাবের হাদিস দ্বারা মুহদিস ব্যক্তির জন্য বিনা অযুতে কোরআন তিলাওয়াতের বৈধতা প্রমাণ করছেন। তা এভাবে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ-লম্বা ঘুমের পর জাগ্রত হয়েছেন। এ পরিমান দীর্ঘ সময়ে সাধারনত : অযু ভঙ্গের কোন কারণ বাতাস বের হওয়া ইত্যাদি হয়েই থাকে। তাই এ হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক। ইমাম বুখারী রহ.র দলীল এ হিসেবে নয় যে, ঘুমের কারণে অযু ভেঙ্গে যায় -যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করছেন।

بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا مِنَ الْغَشْيِ الْمُثْقِلِ

অধ্যায় ১৩৩ : যখন গভীরভাবে অচেতন হয়ে পড়বে (সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে) তখন অযু ভঙ্গ হবে

পূর্বের সাথে যোগসূত্র :

المناسبة بين البابين من حيث ان فى الباب السابق عدم لزوم الوضوءعند القراة و ههنا عدم لزومه عند الغشى الغير المثقل (عمده)

'বাব দু'টি মাঝে মিল হল এ ভাবে যে, পূর্বের বাবে বর্ণিত হয়েছে, কোরআন পাঠের সময় অযুর প্রয়োজন নেই। এ বাবে এ কথা বর্ণিত হচ্ছে যে, গভীরভাবে অচেতন না হলে তথা সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন না হলে অযু করার প্রয়োজন নেই।'

শব্দের তাহকীক : الغشي-গাইনে যবর এবং শীনে সাকিন। المثقل- মীম পেশ এবং ছা সাকিন এবং ক্বাফ যের। ইহা তরকীবে غشي-এর সিফাত।

উদ্দেশ্য : হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. غشي-এর সাথে مثقل সিফাত দ্বারা শর্তারোপ করে ঐ সমস্ত লোকদের মত খন্ডন করছেন যারা বলেন যে, সকল প্রকার অচেতনতা দ্বারাই অযু ভঙ্গ হবে। ইমাম বুখারী রহ. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি.র হাদিস উল্লেখ করে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, সামান্য অচেতনতা দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না।

١٨٢حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا حَتَّى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ لَهُ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ *

১৮২. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশার নিকট এমন সময় আগমন করলাম যখন সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। দেখতে পেলাম লোকেরা দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে। হযরত আয়েশাও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন। (ইহা দেখে) আমি বললাম, (শাস্তির) কোন নিদর্শন। হযরত আয়েশা হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। (দাঁড়িতে থাকতে থাকতে) এমন হল যে, আমাকে অচেতনতায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমি আমার মাথায় পানি ঢালতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায হতে ফারেগ হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে বললেন, যে সকল বিষয় আমি আগে দেখিনি, আমার এ জায়গায় দাঁড়িয়ে (আজ) আমি তা দেখলাম। এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখলাম। (অর্থাৎ আমি এ জায়গায় নতুন নতুন জিনিস দেখেছি যা এ দুনিয়ায় আগে দেখিনি। এমনকি জান্নাত এবং জাহান্নামও দেখতে পেয়েছি।) আমার নিকট এ ওহী এসেছে যে, কবরে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে দাজ্জালের ফেৎনার মত বা তার কাছাকাছি। ফাতেমা বলেন, আমার জানা নেই আসমা কোন শব্দ বলেছেন। তোমাদের প্রত্যেকের নিকট ফেরেশতা আসবে। (জিজ্ঞেস করবে) এ লোক সম্বন্ধে তুমি কী বিশ্বাস রাখ? মু'মিন অথবা মুকীন - আমার জানা নেই (অর্থাৎ স্মরণ নেই) আসমা কোন শব্দ বলেছেন - বলবে ইনি মুহাম্মদ। (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। ইনি আল্লাহর রসূল। ইনি আমাদের নিকট নিদর্শন এবং হেদায়েতের বাণী নিয়ে এসেছেন। আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়ে ঈমান এনেছি এবং তার অনুসরণ করেছি। তারপর তাকে বলা হবে, তুমি আরামে ঘুমাও। আমরা জানতাম তুমি মু'মিন। আর মুনাফিক অথবা মুরতাব (সন্দেহকারী) - আমার স্মরণ নেই আসমা কোন শব্দ বলেছেন - বলবে, আমি কিছু জানি না। (দুনিয়াতে আমি চিন্তা-ফিকির করিনি)। লোকদেরকে যা বলতে শুনেছি আমিও তাই বলেছি।

শিরোনামের সাথে মিল : حتى تجلاني الغشي দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

অধ্যায় ১৩৪

بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا وَسُئِلَ مَالِكٌ أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ

পূরো মাথা মসেহ করা। কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী وامسحوا برؤسكم। ইবনে মুসাইয়্যেব রহ. বলেছেন, মহিলারা পুরুষের মতই (পূরো) মাথা মসেহ করবে। ইমাম মালেক রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মাথার কিছু অংশ মসেহ করা কি জায়েয হবে? তিনি আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের হাদিস দ্বারা দলীল দিয়েছিলেন।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : পূর্বের বাবে বলা হয়েছিল যে, সম্পূর্ণরূপে অচেতন না হয়ে যদি কিছুটা জ্ঞান বাকী থাকে তা হলে অযু ভঙ্গ হবে না। আর এ বাবে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, পূরো মাথা মসেহ করতে হবে যা অযুরই একটি অংশ। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, অযুর মধ্যে পূরো মাথা মসেহ করা ফরয।

١٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ *

১৮৩. ইয়াহইয়া বিন উমারা হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি (আমর বিন আবু হাসান) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর সে ব্যক্তি ছিল আমর বিন ইয়াহইয়ার দাদা - আপনি কি আমাকে দেখাতে পারবেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী ভাবে অযু করতেন? আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বললেন, হ্যাঁ। (দেখাতে পারব।) তিনি পানি আনতে বললেন। তারপর তিনি তার হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং হাত দু'বার ধৌত করলেন। তারপর তিনি তিনবার কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিলেন। অত :পর তার চেহারা তিনবার ধৌত করলেন। তারপর উভয় হাতের কনূই পর্যন্ত দু'বার দু'বার ধৌত করলেন। অত :পর তার উভয় হাত দ্বারা মাথা মসেহ করলেন। তিনি ইকবাল এবং ইদবার করলেন তথা মাথার সামনে থেকে মসেহ শুরু করে গর্দান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপর সেখান হতে হাত যেখান হতে মসেহ শুরু করেছেন সেখানে নিয়ে এলেন। অত :পর উভয় পা ধৌত করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ ثم مسح رأسه بيديه দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمروبن يحيى বুখারী শরীফের রেওয়ায়াত সম্পূর্ণ স্পষ্ট। هو যমীরের মারজে' رجلا অর্থাৎ এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলেন। আর সে 'ব্যক্তি' আমর বিন ইয়াহইয়ার দাদা। পরিভাষায় যেহেতু পিতার চাচা এবং দাদার ভাইকেও দাদা বলা হয়। তাই এখানে 'দাদা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে সে 'ব্যক্তি' আমর বিন ইয়াহইয়ার স্বীয় দাদা ছিলেন না। বরং তার স্বীয় দাদা ছিলেন উমারা বিন আবু হাসান। তার বংশ পরম্পরা এরূপ আমর বিন ইয়াহইয়া বিন উমারা বিন আবু হাসান। আর সে 'ব্যক্তি' হলেন আমর বিন আবু হাসান যিনি উমারা বিন আবু হাসানের ভাই।

মোট কথা, বুখারী শরীফের রেওয়ায়াতে কোন প্রকার প্রশ্ন নেই। কিন্তু আবু দাউদ শরীফ এবং মুয়াত্তা ইমাম মালেকের রেওয়ায়াতে কোন এক রাবী হতে ইখতেছার (বাদ পড়া) হয়ে গেছে। তিনি ان رجلا শব্দটি বাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদ শরীফের ১৬ পৃষ্ঠায় ইবারত এরূপ রয়েছে, عن ابيه انه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى। এ সুরতে যমীরের মারজে' হল আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আমর বিন ইয়াহইয়ার দাদা নন।

মাযহাবের বিবরণ : হানাফীদের মতে মাথার চার ভাগের এক ভাগ মসেহ করা ফরয। আর পুরো মাথা মসেহ করা সুন্নত। মালেকী এবং হাম্বলীদের মতে পুরো মাথা মসেহ করা ফরয। ইমাম বুখারী রহ.র মাযহাবও ইহাই। ইমাম বুখারী রহ. এ মাসয়ালায় ইমাম মালেক রহ.র আনুকূল্য করেছেন। আর মেয়েদের ব্যাপারে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, মেয়েদের মাথার সম্মুখের অংশ মসেহ করলেই চলবে।

শাফে'য়ীদের মতে মসেহর ফরয আদায়ের জন্য বিশেষ কোন পরিমাণ নেই। বরং তিন চুল পরিমাণ মসেহ করলেই মসেহর ফরয আদায় হয়ে যাবে। তথা যতটুকু মসেহ করলে 'মসেহ করেছে' এরূপ বলা সহীহ হবে ততটুকুই মসেহ করা ফরয। আর তা হল কমপক্ষে তিনটি চুল।

'ইকবাল' এবং 'ইদবার'-এর অর্থ : ইকবালের অর্থ হল হাতকে পিছন দিক হতে সামনের দিকে আনা। আর ইদবারের অর্থ হল হাতকে সামনের দিক হতে পিছন দিকে নেয়া। এর দ্বারা বুঝা যায় মাথা মসেহ শুরু হবে পিছনের দিক হতে। কিন্তু পরবর্তী বাক্য অর্থাৎ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه - দ্বারা বুঝা যায় যে, মসেহ শুরু হবে সম্মুখ দিক হতে। কাজেই বাক্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যাচ্ছে।

উত্তর হল, فاقبل بهما و ادبر-এর মধ্যে 'ওয়াও' শব্দটি দ্বারা তরতীব বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র جمع বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে। এর প্রমাণ হল ৩৩ পৃষ্ঠায় باب الوضوء من التور - রয়েছে فادبر يديه و اقبل। এখানে ইদবারকে ইকবালের আগে আনা হয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় যে, মাথার সামনের দিক হতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাথা শুরু হত। ইহাই সর্বোত্তম। ইহা মূল উত্তর। জমহুর মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের মতও ইহাই যে, মাথা মসেহ সামনের দিক হতে শুরু করা সুন্নত। শুধুমাত্র হযরত ওকী' ইবনুল জাররাহ রহ.র মতে পিছনের দিক হতে মসেহ শুরু করা সুন্নত।

ব্যাখ্যা : মাযহাবের বিবরণের মধ্যে জানা গেছে যে, ইমাম বুখারী রহ. এ মাসয়ালায় ইমাম মালেক রহ.র অনুকূলে রয়েছেন যে, মাথার পুরোটাই মসেহ করা ফরয।

ইমাম বুখারী রহ.র দলীল এবং এর উত্তর : আয়াতে কারীমা وامسحوا برؤسكم - এ باء শব্দটি যায়েদা। আর এ কথা স্পষ্ট যে, راس পুরো মাথাকে বলে। কাজেই বুঝা গেল আয়াতের মধ্যে পুরো মাথা মসেহ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

উত্তর : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, راس পুরো মাথাকে বলে। কিন্তু আয়াতের মধ্যে وامسحوا برؤسكم-এ ابقاء مسح على الراس এর যে হুকুম রয়েছে তা মাথার কিছু অংশ মসেহ করা দ্বারা আদায় হবে কি-না। এ কথা স্পষ্ট যে, কোন ক্রিয়া বাস্তবায়িত মফউলের সর্বাংশে ক্রিয়া পতিত হওয়া জরুরী নয়। বরং কিয়দাংশে পতিত হওয়াই যথেষ্ট। যেমন ضربت زيدا বাক্যটি তখনও বলা যাবে যখন যায়েদের কোন অংশে তার ক্রিয়া পতিত হয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপই হয় যে, মফউলের পুরোটার উপর ক্রিয়া খুবই কম পতিত হয়। এখানেও তদ্রূপ হবে। মাথা মসেহর যে হুকুম রয়েছে তা মাথার একাংশ মসেহ করা দ্বারাই আদায় হয়ে যাবে। এখন সে অংশটি কতটুকু তা কোরআনে করীমে উল্লেখ নেই। বরং পরিমাণের বিষয়ে আয়াতটি মুজামাল। যেমন يدين-এর সাথে الى المرافق এবং رجلين এর সাথে الى الكعبين এর কয়েদ উল্লেখ আছে, তাই সেগুলোর মধ্যে কোন 'ইজমাল' নেই। কিন্তু মসেহর ব্যাপারে আয়াতে কোন সীমা উল্লেখ নেই। তাই আয়াতের মধ্যে যেহেতু ইজমাল রয়েছে তাই তার বয়ান এবং তাফসীরের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের প্রতি লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, তিনি কখনো পুরো মাথা মসেহ করেছেন আবার কখনো মাথার চতুর্থাংশ মসেহ করেছেন - যেমন মুসলিম শরীফ এবং নাসাঈ শরীফে হযরত মুগীরা বিন শু'বা রাযি. এবং হযরত আনাস বিন মালেক রাযি.র হাদিসে 'নাছিয়া' পরিমান উল্লেখ রয়েছে।

মোট কথা হানাফীদের মাযহাবে সকল হাদিস অনুসারে আমল হয়ে যায়। এ বাবের হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি.র হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পুরো মাথা মসেহ করা চাই। হানাফীরা বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! এর উপর আমাদের পুরো আমল আছে। হানাফীরা সুন্নত হিসেবে পুরো মাথা মসেহ করে থাকে। তবে ফরয আদায়ের ক্ষেত্রে 'নাছিয়া' পরিমান তথা চার ভাগের একভাগ মসেহ করাই যথেষ্ট।

بَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

অধ্যায় ১৩৫ : উভয় পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধোয়া

١٨٤ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ

فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ *

১৮৪. হযরত আমর বিন আবু হাসান হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি.কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি এক পেয়ালা পানি চেয়ে নিলেন এবং প্রশ্নকারীকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত অযু করে দেখালেন। তিনি প্রথমে পেয়ালা হতে নিজ হাতে পানি তিনবার করে ধোয়ে নিলেন। তারপর পেয়ালা মধ্যে নিজ হাত প্রবেশ করালেন। অত :পর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক সাফ করলেন তিন অঞ্জলি দ্বারা। তারপর নিজ হাত প্রবেশ করালেন এবং স্বীয় চেহারা ধৌত করলেন। তারপর হাত প্রবেশ করিয়ে নিজ হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুয়ে নিলেন। তারপর আবার হাত প্রবেশ করিয়ে হাত আগ-পিছ করে মাথা একবার মসেহ করলেন। তারপর উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধৌত করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ثم غسل رجليه الى الكعبين দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, والمناسبة بين البابين ظاهرة অর্থাৎ পূর্বের বাবের সাথে এ বাবের সামঞ্জস্য স্পষ্ট। উভয় বাব অযুর আহকাম সম্পর্কিত।

এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, পা ধোয়ার সীমা বর্ণনা করা যে, উভয় টাখনু হল এর সীমা। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য করে ইমাম বুখারী রহ. 'পা ধোয়া'র সাথে 'উভয় টাখনু'র শর্ত জুড়ে দিয়ে অপরাপর বাব হতে একে আলাদা করেছেন। কারণ সে বাবগুলোতে 'টাখনু'র কয়েদ (অর্থাৎ টাখনু পর্যন্ত সীমা) বর্ণনা করেননি। সূরা মায়েদার ষষ্ঠ আয়াতে رجلين - এর সাথে كعبين -এর কয়েদ রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. এ শিরোনামে এ কয়েদটি বৃদ্ধি করে সতর্ক করেছেন যে, ارجلكم শব্দটি جر পড়া হোক বা نصب পড়া হোক, সর্বাবস্থায় পা ধোয়াটাই অনিবার্য। কারণ الى الكعبين শব্দটি পা ধোয়ার সীমা বর্ণনা করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ تحديد এবং استيعاب-এর সম্পর্ক ধোয়ার সাথে সম্পৃক্ত। মসেহর মধ্যে 'ইস্তিয়াব'ও নেই। আর কেউ এর সীমার প্রবক্তাও নয়।

শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এ বাব দ্বারাও استيعاب راس তথা পুরো মাথা মসেহ করা প্রমাণ করছেন যে, পা যেহেতু ধোয়ার অঙ্গ এবং তা পুরোটা ধোতে হয় তা হলে মসেহও পুরো মাথার হবে।

আর দ্বিতীয়ত : সুনানের রেওয়ায়াতে এসেছে যে, الاذنان من الرأس। অর্থাৎ 'কান দু'টি মাথার অর্ন্তভূক্ত।' ইমাম বুখারী রহ.র শর্ত মুতাবিক না হওয়ার কারণে তিনি তা উল্লেখ করেননি। তবে এ বাবে তার প্রতি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করেছেন যে, যেমনিভাবে দু'পা দু'টাখনু পর্যন্ত ধোয়া হয় তেমনিভাবে দু'কান মাথার জন্য টাখনুর ন্যায়। (তাকরীরে বুখারী) তাই মাথা দু'কান পর্যন্ত মসেহ করা চাই যা 'ইস্তিয়াব'-এর কাম্য।

বিভিন্ন সুরতে অঙ্গ ধোয়ার বৈধতা : غسل مرتين الخ হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ হতে যতগুলো রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে সবগুলোতেই উভয় হাত দু'বার ধোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। অন্যান্য সাহাবী থেকে তিনবার করে ধোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

হতে পারে যে, পানি কম থাকার কারণে তিনি এ রূপ করেছেন। এর দ্বারা পূর্ণতার নিম্নস্তরের প্রতি ইঙ্গিতও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অথবা এর দ্বারা বৈধতা বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে। অথবা ইহা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে বরাবর করা জরুরী নয়। একই অযুতে কোন অঙ্গ একবার ধোয়া, কোন অঙ্গ দু'বার ধোয়া এবং কোন অঙ্গ তিনবার ধোয়া জায়েয। অর্থাৎ সবগুলোই সমানসংখ্যকবার ধোয়া জরুরী নয়।

অধ্যায় ১৩৬

بَاب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضَّئُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ

অযুর অবশিষ্ট পানির ব্যবহার। হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাযি. তার পরিবারের লোকদেরকে মেসওয়াকের অবশিষ্ট পানি দ্বারা অযু করার নির্দেশ দিলেন। (অর্থাৎ যে পানিতে মেসওয়াক ভেজানো থাকত তা দ্বারা অযু করার নির্দেশ দিতেন)

١٨٥ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَقَالَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا *

১৮৫. হযরত আবু জুহাইফা রাযি. বলেন, একদিন দ্বিপ্রহরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনলেন। তার নিকট অযুর পানি আনা হলে তিনি অযু করলেন। লোকেরা অযুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে তাদের দেহে মুছতে লাগল। তারপর তিনি যুহর এবং আসরের নামায দু'রাকাত করে পড়লেন। (কারণ তিনি মুসাফির ছিলেন।) তার সামনে একটি নেযা ছিল। (যা সুতরাস্বরূপ রাখা ছিল।) হযরত আবু মুসা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পেয়ালা পানি চেয়ে নিলেন। তা দ্বারা তিনি হাত-মুখ ধুয়ে নিলেন এবং তার মধ্যে কুলি করলেন। তারপর তাদের উভয়কে (হযরত বেলাল রাযি. এবং হযরত আবু মুসা রাযি.কে) বললেন, এ থেকে তোমরা উভয় পান কর আর চেহারা এবং সীনার উপর ঢেলে নাও।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিলের অংশ হল فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه ।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা 'আইনী রহ. লিখেন, والمناسبة بين البابين من حيث ان الباب السابق فى صفة الوضوء و هذا الباب فى بيان الماء الذى يفضل من الوضوء। অর্থাৎ উভয় বাবের মধ্যে যোগসূত্র হল, পূর্বের বাবে অযুর সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ বাবে অযুর অবশিষ্ট পানির বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, ماء مستعمل তথা ব্যবহৃত পানিকে যারা নাপাক বলেন তাদের মত খন্ডন করা। ইমাম বুখারী রহ. ইমাম মালেক রহ.র সমর্থন করে বলছেন যে, ব্যবহৃত পানি طاهر এবং مطهر। অর্থাৎ ব্যবহৃত পানি স্বয়ং পবিত্র এবং তা দ্বারা অপবিত্র বস্তু পবিত্র করা যায়।

ماء مستعمل এবং উহার হুকুম : ماء مستعمل ঐ অল্প পানিকে বলে যা দ্বারা সওয়াবের উদ্দেশ্যে 'হদস' দূর করা হয়েছে এবং তা দেহ হতে বিছিন্ন হয়েছে। অর্থাৎ দেহ হতে বিছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই তা ماء مستعمل হয়ে যাবে। যেমন হেদায়ায় রয়েছে و الصحيح انه كما زايل العضو صار مستعملا। ইমাম মালেক রহ.র প্রসিদ্ধ মত হল, 'ব্যবহৃত পানি' পবিত্র এবং পবিত্রকারী। ইমাম বুখারী রহ.র মতও ইহা।

২। শাফে'য়ী মতাবলম্বী এবং হাম্বলীদের মতে তা স্বয়ং পবিত্র কিন্তু পবিত্রকারী নয়।

৩। ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম যুফার রহ.র বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফা রহ.র মতও ইহাই। হানাফী উলামায়ে কিরামের নিকট ইহাই পসন্দনীয় এবং এরই উপর ফতওয়া। তবে ইমাম আবু হানিফা হতে আরও দু'টি মত বর্ণিত আছে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র বর্ণনামতে নাজাসাতে খফীফা এবং ইমাম হাসান রহ.র বর্ণনামতে নাজাসাতে গলিজা।

ইমাম আবু হানিফা রহ. নূরে বসীরতের কারণে ব্যবহৃত পানিকে অপবিত্র বলেছেন : ইমাম আবু হানিফা রহ. যে ব্যবহৃত পানিকে অপবিত্র বলেছেন, আল্লামা শা'রানী রহ. 'মীযান' নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে লিখেন যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. উহাকে নাপাক বলার ক্ষেত্রে অপারগ ছিলেন। কারণ তার কাশফ এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, ব্যবহৃত পানির সাথে যে গুনাহ ঝরে পড়ত - যেমনটি হাদিসে রয়েছে - সে পাপসমূহের আলাদা আলাদা রং এবং দাগ তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ত। এ সম্পর্কে তিনি কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এক দিন ইমাম আবু হানিফা রহ. কূফার জামে' মসজিদের হাউজে গেলেন। তিনি সেখানে এক যুবককে অযু করতে দেখলেন। তার অযুর পানির ফোঁটা দেখে তিনি তাকে বললেন, ' বৎস! পিতা-মাতার অবাধ্যতা হতে তওবা কর।' সে বলল, 'আমি তা থেকে তওবা করছি।'

এ সব বিষয় ধরা পড়ার কারণে তার নিকট এগুলো অনুভূত বিষয়ের মত ছিল। এরপর আল্লামা শা'রানী রহ. বলেন, ثم بلغنا انه سال الله تعالى ان يحجبه عن هذا الكشف لما فيه من الاطلاع على سوآت الناس فاجابه الى ذلك। অর্থাৎ এরপর আমরা জানতে পেরেছি যে, ইমাম আবু হানিফা রহ. আল্লাহর নিকট তার এ অবস্থা দূর করার জন্য দো'আ করেছিলেন। কারণ এতে মানুষের দোষ প্রকাশ পায়। তার দু'আ কবুল হয়েছিল।

এমনিভাবে আরেক ব্যক্তির ব্যবহৃত পানি দেখে তিনি বললেন, হে ভাই! তুমি যিনা হতে তওবা কর। সে বলল, আমি তওবা করছি।

আরেক ব্যক্তির ব্যবহৃত পানির সাথে গুনাহ ঝরতে দেখে তাকে বললেন, ভাই! তুমি শরাব পান এবং বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শোনা থেকে তওবা কর। সে বলল, আমি উভয়টি হতে তওবা করছি।

এতে বুঝা গেল, ইমাম আবু হানিফা রহ. কাশফের অনুগত হয়ে ব্যবহৃত পানির উপর এ হুকুম দিয়েছেন। ঐ ব্যবহৃত পানিতে কবীরা গুনাহ, সগীরা গুনাহ এবং মাকরূহ ছাড়াও অনুত্তম কাজের গুনাহও থাকত - যা তিনি প্রত্যক্ষ করতেন।

তো যে পানিতে এ ঘৃণ্যবস্তু অনুভূত এবং প্রত্যক্ষ হয় সে পানিকে পাক বলার দু :সাহস কার আছে? যেমন আপনি যদি কোন বদনায় পেশাবের ফোঁটা পড়তে দেখেন আর কেউ না দেখে, তবে যে দেখেনি সে বদনার পানিকে পাক বলতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষকারী তাকে কী করে পবিত্র বলবে?

সুবহানাল্লাহ! ইমাম আযম আবু হানিফা রহ.র কেমন পরিপূর্ণ কাশফ, নূরে বসীরত আর সূক্ষ্মানুভূতি ছিল যে, পাপ - যা অদৃশ্য বিষয় - তা তিনি ব্যবহৃত পানিতে অনুভব করে নিতেন এবং স্পষ্ট দেখতে পেতেন। শুধু দেখাই নয়, বরং ইহাও অনুভব করে নিতেন যে, ইহা কোন ধরণের পাপ। তাই তো তিনি কাউকে বলেছেন, মাতা-পিতাকে কষ্ট দেওয়া হতে বেঁচে থাক। কাউকে বলেছেন, যেনা হতে বেঁচে থাক আর কাউকে শরাব পান হতে।

যদি মুতাআখখেরীনদের মতানুসারে প্রশ্ন করা হয় যে, অযু দ্বারা সগীরা গুনাহ ঝরে পড়ে কাবীরা গুনাহ নয়। আর উল্লেখিত গুনাহগুলো সবই কবীরা।

উত্তর : সগীরা গুনাহ ঝরে পড়ে। আর সগীরা গুনাহ সাধারনত : কোন না কোন কবীরা গুনাহর প্রকার থেকে হয়ে থাকে। অর্থাৎ অমুক সগীরা গুনাহটি কোন কবীরা গুনাহের ভূমিকাস্বরূপ বা তার ফল তাও তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যেত।

এ আলোচনা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য তার এ মতটিকে প্রাধান্য দেয়া নয়। কারণ আমাদের মতে নির্ভরযোগ্য মত ইহাই যে, ব্যবহৃত পানি পবিত্র। বরং আমার উদ্দেশ্য হল তার মর্যাদা, মহত্ত্ব এবং আত্মিক পূর্ণতার উচ্চাসনের পরিচিতি দেওয়া যে, এ ক্ষেত্রেও তিনি কত উর্দ্ধের। আর এগুলোর বর্ণনাকারী কোন হানাফী আলেম নন যে, তিনি সুধারণা হিসেবে এ গুলো বলেছেন।

قال ابو موسى الخ - অর্থাৎ হযরত আবু মূসা আশ'য়ারী রাযি. এ হাদিসটি কিতাবুল মাগাযীর দীর্ঘ হাদিসের একটি টুকরা। ব্যাখ্যার জন্য নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীতে ৩৯৬ পৃষ্ঠায় ৩৩৩নং হাদিস দেখা যেতে পারে।

ياخذون من فضل وضوئه الخ - এখানে فضل وضو দ্বারা উদ্দেশ্য হল সে পানি যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মুবারকে লেগে ঝরে পড়ছিল। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত পানি সাহাবায়ে কিরাম স্বীয় চেহারায় মুছে নিচ্ছিলেন। এতে নি :সন্দেহে ব্যবহৃত পানি পবিত্র হওয়া প্রমাণিত হয় যা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এর দ্বারা তা পবিত্রকারী প্রমাণিত হয় না।

١٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلَامٌ مِنْ بِئْرِهِمْ وَقَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَغَيْرِهِ يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ *

১৮৬. ইবনে শিহাব রহ. বলেন, আমার নিকট মাহমূদ বিন রবী' বর্ণনা করেছেন, - মাহমূদ বিন রবী হলেন তিনি, যিনি ছোট থাকা কালে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কুয়া হতে পানি নিয়ে তার চেহারায় কুলি করেছিলেন। আর উরওয়া বিন যুবায়ের মেসওয়ার প্রমূখ হতে বর্ণনা করেন। প্রত্যেকে অপরের সত্যায়ন করেন যে, (উরওয়া বিন মসউদ মক্কার মুশরিকদেরকে বলেন,) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অযু করতেন তার অযুর অবশিষ্ট পানির জন্য তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : وكادوا يقتتلون على وضوئه দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা : আল্লামা কাশ্মিরী রহ. বলেন, ব্যবহৃত পানির পবিত্রতার মাসয়ালা স্বস্থানে সঠিক এবং স্বীকৃত। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. যে সকল দলীল দ্বারা উহার পবিত্রতা প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছেন তা প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ এ রেওয়ায়াতগুলোতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযুর অবশিষ্ট পানির বা অযুর ব্যবহৃত পানির আলোচনা রয়েছে - যেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশাব-পায়খানা পবিত্র হওয়ার বিষয়ে উলামাদের মত রয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ. বাব কায়েম করেছেন, استعمال فضل وضوء الناس الخ তথা লোকদের অযুর অবশিষ্ট পানির ব্যবহার সম্পর্কে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযু-গোসলের অবশিষ্ট পানির উপর সাধারণ লোকদের অযুর অবশিষ্ট বা ব্যবহৃত পানির কিয়াস করা সঠিক নয়।

অধ্যায় ১৩৭

بَاب ١٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ *

১৮৭. হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রাযি. বলেন, আমার খালা আমাকে নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাতিজা অসুস্থ। (পায়ে ব্যথা।) তিনি আমার মাথার উপর হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দু'আ করলেন। তারপর তিনি অযু করলেন। আমি তার অযুর অবশিষ্ট পানি পান করেছি। অত :পর আমি তাঁর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালাম। তো আমি তার দুই স্কন্ধের মধ্যখানে মোহরে নবুওয়াত দেখতে পেলাম যা ছিল চকোর পাখীর ডিমের ন্যায়।

শিরোনামের সাথে মিল : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, যদি شربت من وضوئه দ্বারা তার দেহ থেকে ঝরে পড়া পানি উদ্দেশ্য হয় তা হলে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। আর শিরোনামহীন বাব পূর্বের বাবের অনুচ্ছেদ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু আলোচনা হচ্ছে সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত নিয়ে - হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যবহৃত পানি নিয়ে নয়। উহা সর্বাবস্থায় পবিত্র এবং পবিত্রকারী তো বটেই, বরং সম্মানী এবং বরকতময়ও।

শব্দার্থ : عن الجعد - জীমে যবর এবং 'আইনে সাকিন। অধিকাংশের মতে শব্দটি جعيد এবং ইহাই প্রসিদ্ধ। (কুস্তুল্লানী) وقع - واؤ-এ যবর এবং قاف-এ যের। অর্থাৎ পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হল। আর কাশমিহনী এবং আবু যরের রেওয়ায়াতে রয়েছে وقع- কাফে যবর দিয়ে ফে'লে মাযীর সীগা। আর কারীমার রেওয়ায়াতে রয়েছে وجع ওয়াও-র মধ্যে যবর এবং জীমের মধ্যে যের দিয়ে। ইহাই অধিকাংশের মত।

زر - زاء এ যের এবং راء এ তাশদীদ। الحجلة - حاء-এবং جيم এ যবর। এর একবচন হল الحجال।

زر - এর অর্থ হল বুতাম। আর حجله হল নবুবধূর জন্য সজ্জিত বাসর ঘরের খাট বা শোফা যা আবরিত করা হয়েছে। তাতে বড় বুতাম লাগানো হয়। সে বুতামের সাথে মুহরে নবুওয়াতকে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। এ তাশবীহ সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও হতে পারে। আবার উন্নত (উঁচু) হয়ে থাকার ক্ষেত্রেও হতে পারে। এ ব্যাখ্যা তখন যখন زاء -কে راء - এর আগে পড়া হবে। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে এ বিপরীত রয়েছে। অর্থাৎ راء আগে এবং زاء পরে। সে ক্ষেত্রে حجله অর্থ হবে চকোর পাখী। এ পাখী বড়ই গৌরবের সাথে উড়ে বেড়ায়। তখন আর হাদিসের মর্ম হবে চকোর পাখীর ডিমের ন্যায়। কোন কোন বর্ণনায় بيضة الحمامة অর্থাৎ কবুতরের ডিম - ইত্যাদি।

মোহরে নবুওয়্যাত : ইহা খতমে নবুওয়াতের নির্দশন ছিল। হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ রাযি. বলেন, আমি তার মুহরে নবুওয়াত দেখেছি যা তার দু'স্কন্ধের মাঝে বাসর ঘরের খাটের বুতামের ন্যায় অথবা চকোর পাখীর ডিমের ন্যায় ছিল। তবে একেবারে মধ্যখানে ছিল না। বরং একটু বাম দিকে ছিল। সূফীগণ বলেন, ইহা শয়তানের কুমন্ত্রণা ঢালার স্থান। যেমন কোন কোন ওলী কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, শয়তানের একটি শুড় আছে। কারো অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢালতে চাইলে শয়তান তার পশ্চাতে বসে ঐ শুড় দিয়ে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করায়। মুহরে নবুওয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা থেকে নিরাপদ রেখেছেন। তবে এতে মতভেদ রয়েছে যে, জন্ম থেকেই তা ছিল নাকি পরবর্তীতে দেখা দিয়েছে। আবু নুয়াঈম দালায়েলুন্নাবুওয়াত গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, জন্মের কিছু পর থেকে তা দেখা গেছে।

بَاب مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

অধ্যায় ১৩৮ : এক অঞ্জলি দ্বারা অযু করা এবং নাকে পানি দেয়া

١٨٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَفْرَغَ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ أَوْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

১৮৮. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি. হতে বর্ণিত যে, তিনি (অযু করার সময়) প্রথমে পেয়ালা হতে উভয় হাতে পানি ঢেলে তা এবং মুখমন্ডল ধুয়ে নিলেন।' অথবা (এরূপ বলেছেন যে,) এক অঞ্জলি দ্বারাই কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। তিনবার এরূপ করেছেন। এরপর উভয় হাত কনুইসহ দু'বার করে ধুলেন এবং মাথার আগে পিছে উভয় দিকে মসেহ করলেন। আর উভয় পা টাখনুসহ ধুলেন। অত :পর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযু এরূপ ছিল।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের উদ্ধৃতি مضمض واستنشق من كفة واحدة এর দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মধ্যে এ অর্থে মিল রয়েছে যে, উভয়টি অযু সম্পর্কিত। প্রথমটি وضوء - واو-এ যবর দিয়ে এবং দ্বিতীয়টি وضوء - واو - এ পেশ দিয়ে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য এরূপ অনুভূত হচ্ছে যে, যারা একই পানি দিয়ে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার মতাবলম্বী এ হাদিস তাদের দলীল। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ.র মতে উত্তম হল আলাদা পানি দিয়ে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া। এ জন্য বাবের শুরুতে من শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রহ. হানাফীদের অনুকূলে রয়েছেন।

ব্যাখ্যা : فصل দ্বারা উদ্দেশ্য হল, مضمضه অর্থাৎ তিনবার কুলি করা শেষে নাকে পানি দেয়া হবে। অর্থাৎ পৃথক ছয় অঞ্জলি পানি ব্যবহৃত হবে। ইহাই হানাফীদের মতে সর্বোত্তম। এ বর্ণনা মতে ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতও ইহা। ইমাম তিরমীযি রহ. বলেন,

وقال الشافعي رح ان جمعهما فى كف واحد فهو جائز وان فرقهما فهو احب الينا

অর্থাৎ ইমাম শাফে'য়ী রহ. বলেন, একই অঞ্জলি দ্বারা উভয়টি করলে জায়েয হবে। আর যদি উভয়টিকে আলাদাভাবে করা হয় তবে আমাদের মতে তা উত্তম।

আর وصل দ্বারা উদ্দেশ্য হল, একই অঞ্জলি দ্বারা উভয়টিকে (কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া) এক সাথে করা। এ কথা মনে রাখা চাই যে, এখানে উত্তম এবং অনুত্তম নিয়ে মতভেদ। জায়েয এবং নাজায়েয নিয়ে নয়।

ইমাম নবুবী রহ. বলেন, শাফে'য়ীদের নিকট রাজেহ মত হল তিন অঞ্জলি দ্বারা وصل করা। শাফে'য়ীদের মাযহাবে এরই উপর ফতওয়া।

কিন্তু উসূল এবং কাওয়ায়েদ হানাফীদের অনুকূলে। কারণ মুখ এবং নাক পৃথক অঙ্গ। কাজেই অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় প্রত্যেকটির জন্য আলাদা পানি নেয়া চাই।

হানাফীদের পক্ষ হতে এ হাদিসের তিনটি উত্তর দেয়া হয়।

১. প্রথম উত্তর হল, من كف واحد لا من كفين অর্থাৎ কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া এক হাত দ্বারাই করেছেন। মুখ ধোয়ার ন্যায় উভয় হাত ব্যবহার করেননি।

২. কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার কাজ একই হাত দ্বারা করেছেন। এমন হয়নি যে, কুলির সময় ডান হাত ব্যবহার করেছেন এবং নাকে পানি দেয়ার সময় বাম হাত ব্যবহার করেছেন। বরং উভয়টি একই হাত অর্থাৎ ডান হাত দ্বারা করেছেন।

৩. বৈধতা বুঝানোর জন্য এরূপ করেছেন।

মোট কথা, বাবের হাদিসটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ইহা সবসময়ের আমল নয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবসময়ের আমল ছিল - يفصل بين المضمضة و الاستنشاق অর্থাৎ তিনি কুলি এবং নাকে পানি দেয়ার মধ্যে فصل করতেন।

بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّةً

অধ্যায় ১৩৯ : মাথা একবার মসেহ করা

١٨٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ

১৮৯. 'আমর বিন ইয়াহইয়া তার পিতার মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 'আমর বিন ইয়াহইয়ার নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি.কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযু সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি. এক পেয়ালা পানি চেয়ে নিলেন। তারপর তাদের সম্মুখে অযু করলেন। তিনি সর্বপ্রথমে পেয়ালা হতে তার হাতে পানি ঢাললেন। তারপর সেগুলো তিনবার ধুয়ে নিলেন। তারপর তার হাত পেয়ালায় প্রবেশ করালেন। তারপর তিনি তিন অঞ্জলি দ্বারা কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, নাক সাফ করলেন। তারপর তার হাত পেয়ালায় প্রবেশ করালেন এবং (পানি নিয়ে) তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করলেন। তারপর পেয়ালায় হাত প্রবেশ করালেন এবং উভয় হাত কনুইসহ দু'বার করে ধুলেন। আবার পেয়ালায় হাত প্রবেশ করে মাথা আগে-পিছে উভয়দিক মসেহ করলেন। পুনরায় পেয়ালায় হাত প্রবেশ করিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন।

١٩٠ و حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً *

১৯০. আমাদের নিকট (এ হাদিসটি) মুসা বর্ণনা করেছেন, তিনি উহাইব হতে বর্ণনা করেছেন। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, মাথা একবার মসেহ করেছেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, মাথা মসেহর ক্ষেত্রে তাকরার তথা পুণ:করণ নেই। মাথা মসেহর মধ্যে اقبال এবং ادبار কাজ দু'টি দ্বারা দু'বার মসেহ বুঝা ভুল। তবে কাজ দু'বার হয়েছে। একবার হাত সম্মুখ হতে মাথার পিছনের দিকে নেয়া এবং আবার পিছন হতে সামনের কপালের দিকে আনা। তো পিছন দিক হতে সামনের দিকে হাত আনাকে আরেকটি মসেহ মনে করা ভুল। বরং এর দ্বারা মাথা মসেহ পূর্ণতা ফেল। কারণ একবার করা দ্বারা তথা সামনের দিক হতে পিছনের দিকে হাত নেয়া দ্বারা পূরো মাথা মসেহ হয় না। তাই দ্বিতীয়বার পিছন হতে সামনের দিকে হাত আনার প্রয়োজন ছিল।

ইমাম বুখারী রহ. باب مسح الراس مرة শিরোনাম দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মাথা মসেহর ক্ষেত্রে তাকরার নেই। বরং পূর্ণরূপে করা সুন্নত।

মাথা মসেহর বিষয়ে ইমামগণের মতামত : সকল ইমাম - ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র মত ইহাই যে, মাথা মসেহ তিনবার করবে না। কারণ সহীহ হাদিস দ্বারা ইহাই প্রতিভাত হয় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবারই মাথা মসেহ করতেন। যেমন বাবের হাদিসের মুতাবা'য়াতে ইহাই স্পষ্ট।

শুধুমাত্র ইমাম শাফে'য়ী রহ. মাথা মসের তিনবারকে মুস্তাহাব বলেন - যদিও ইমাম তিরমীযি রহ. ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মত জমহুরের সাথে উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম তিরমীযি রহ. বলেন,

وقد روى من غير وجه عن النبى صلى الله عليه وسلم انه مسح براسه مرة و العمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول جعفر بن محمد و سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعى و احمد و اسحاق (رحمهم الله تعالى) رأوا مسح الراس مرة واحدة

ইমাম আবু দাউদ রহ. বলেন,

احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الراس انه مرة فانهم ذكروا الوضوء ثلاثا و قالوا فيها مسح راسه و لم يذكروا عددا كما ذكروا فى غيره

২. কিয়াসের চাহিদাও ইহাই যে, মাথা একবার মসেহ করবে। কারণ মাথা মসেহর ক্ষেত্রে সহজ হওয়াটা কাম্য। তা ছাড়া মসেহর বিষয়কে মসেহর বিষয়ের সাথেই কিয়াস করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তো মোজার উপর মসেহ বা পট্টির উপর মসেহ একবারই করা হয়। তাই মাথাও একবার মসেহ করা যুক্তিযুক্ত।

بَاب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ

অধ্যায় ১৪০ : স্ত্রীর সাথে পুরুষের অযু করা এবং মহিলার অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অযু করা। হযরত উমর রাযি. গরম পানি দ্বারা অযু করেছেন এবং এক খৃস্টান মহিলার ঘর থেকে পানি নিয়ে অযু করেছেন

١٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا *

১৯১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় পুরুষ মহিলা সবাই (একই পেয়ালা হতে) অযু করত।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের দু'টি অংশ। প্রথমাংশের উদ্দেশ্য হল, পুরুষ মহিলা একসাথে বসেই অযু করা। আর দ্বিতীয়াংশের উদ্দেশ্য হল মহিলার অযুর অবশিষ্ট পানির হুকুম।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে যে, হাদিস শরীফে রয়েছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় পুরুষ মহিলা সবাই একই পেয়ালা হতে অযু করতেন। এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে। একটি হল, উভয় একসাথে বসে অযু করতেন। অর্থাৎ একই সময়। এ অর্থ নিলে শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

আর দ্বিতীয় অর্থ হল, একের পর এক অযু করতেন। যেমন, কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে من اناء واحد। এ অর্থ নিলে দ্বিতীয় শিরোনামের মিল হবে। তাই হাদিসের সাথে শিরোনামের অমিল থাকার দাবী ভুল।

ইমাম বুখারী রহ.র প্রথম শিরোনাম وضوء الرجل مع امرأته - এর উদ্দেশ্য হল হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা এবং এ কথার স্পষ্টকরণ যে, হাদিসের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বামী এবং স্ত্রী। কাজেই গায়েরে মাহরাম এবং পর্দার আগ-পরের কোন প্রশ্নোত্তরের আর প্রয়োজন নেই। আর যদি হাদিস শরীফের كان الرجال و النساء جميعا - এ ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয় যার মধ্যে সকল মহিলা অর্ন্তভূক্ত তা হলে ইহা পর্দার হুকুম নাযেল হওয়ার আগের ধরে নেয়া হবে অথবা শুধুমাত্র মাহরাম মহিলা উদ্দেশ্য হবে।

দ্বিতীয় শিরোনাম فضل وضوء المرأة দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল হাম্বলী এবং যাহেরীদের মতখন্ডন। কারণ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এবং দাউদ যাহেরী রহ. বলেন, কোন মহিলা যদি কোন পুরুষের অনুপস্থিতিতে এবং নিরালায় কোন পানি ব্যবহার করে তা হলে তার পরিশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য ব্যবহার করা না-জায়েয হবে। যেমন ইমাম নবুবী রহ. বলেন, وذهب احمد بن حنبل و داؤد الى انها اذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها

জমহুর ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতে পুরুষের জন্য মহিলার ব্যবহার শেষে অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা জায়েয। ইমাম বুখারী রহ. এ ক্ষেত্রে জমহুরের অনুকূলে রয়েছেন। এ বাবের হাদিসটি জমহুরের স্বপক্ষে দলীল।

হাম্বলীদের দলীল হল, হযরত হাকাম বিন 'আমর রাযি.র বর্ণিত হাদিস - ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের পবিত্রা অর্জনের বেঁচে যাওয়া পানি পুরুষদেরকে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

উত্তর : হাদিসের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মাকরূহ তানযিহী উদ্দেশ্য।

২. নিষেধাজ্ঞার রেওয়ায়াতগুলো জায়েযের রেওয়ায়াতের তুলনায় মরজুহ। হাকাম বিন 'আমর রাযি.র রেওয়ায়াতটিকে ইমাম বুখারী রহ., ইমাম বায়হাকী রহ. এবং ইবনুল আরাবী প্রমুখ দূর্বল সাব্যস্থ করেছেন।

৩. নিষেধাজ্ঞার রেওয়ায়াত মনসূখ।

توضأ عمربالحميم من بيت نصرانية : আল্লাম 'আইনী এবং কুসতুল্লানী বলেছেন যে, এ 'আসর' দু'টি শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু সামঞ্জস্য না-মানা সঠিক নয়। বরং এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. فضل طهارة المرأة সাব্যস্থ করতে প্রয়াস পাচ্ছেন। আর তা এ ভাবে যে, ঘরের মধ্যে সাধারণত : মহিলারাই পানি গরম করে থাকে। আর তা গরম হয়েছে কি না তা দেখার জন্য তার মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়ে দেয়। এতে সে পানি فضل المرأة সাব্যস্থ হল।

ومن بيت نصرانية : এ ক্ষেত্রে হযরত উমর রাযি. প্রশ্ন করেননি যে, সে এ পানি ব্যবহার করেছে কি না। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল গরম পানি দ্বারা অযু করা জায়েয - চাই মহিলা আহলে কিতাবই হোক না কেন।

بَاب صَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

অধ্যায় ১৪১ : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযুর অবশিষ্ট পানি বেঁহুশ ব্যক্তির উপর ছিটিয়ে দিলেন

১৯২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ *

১৯২. হযরত জাবের রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি এমন অসুস্থ ছিলাম যে, আমার হুঁশ ছিল না। তিনি অযু করে অযুর অবশিষ্ট পানি আমার দেহে ছিটিয়ে দিলেন। এতে আমার হুঁশ এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মিরাস কে পাবে? আমার ওয়ারেস তো 'কালালা' হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ফরায়েযের আয়াত নাযেল হল। (যা সূরা নিসার শেষে রয়েছে অর্থাৎ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة الخــ)

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল فصب على من وضوئه فعقلت হাদিসাংশ দ্বারা।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : উভয় বাবের মধ্যে এ হিসেবে মিল রয়েছে যে, উভয় বাবে এক প্রকার অযুর কথা বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, ব্যবহৃত পানির পবিত্রতা বর্ণনা করা। যদি তা না-পাক হত তা হলে হযরত জাবের রাযি.র উপর কী করে ছিটাতেন?

ব্যাখ্যা : صب على من وضوئه - এখানে উভয় সম্ভাবনা রয়েছে। অযুর অবশিষ্ট পানিও উদ্দেশ্য হতে পারে। আবার অযুর অঙ্গ হতে গড়িয়ে পানিও উদ্দেশ্য হতে পারে।

আর যেহেতু এখানে উদ্দেশ্য হল বরকত দেওয়া। তাই পবিত্র দেহ হতে গড়িয়ে পড়া পানি হওয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত - যদিও প্রথম প্রকার পানিতেও শিফা রয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত প্রত্যেক রোগের জন্য শিফা।

'কালালা' কী : 'কালালা' ঐ মৃত ব্যক্তিকে বলা হয় যার সন্তানাদি এবং পিতা-দাদা নেই।

২. এমন ব্যক্তির ওয়ারেস যে হবে তাকেও 'কালালা' বলা হয়। তদ্রূপ উত্তরাধীকারযোগ্য মালকেও 'কালালা' বলা হয়।

بَاب الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ فِي الْمِخْضَبِ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحِجَارَةِ

অধ্যায় ১৪২ : বারকোষ, পেয়ালা এবং কাঠ ও পাথরের পেয়ালায় অযু গোসল করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ বাব এবং পূর্বের বাবগুলোর মধ্যে মিল স্পষ্ট। কারণ এগুলোর প্রত্যেকটিই অযু সম্পর্কিত।

١٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ عَبْدَاللَّه بْنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِه وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْه وَسَلَّمَ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كَمْ كُنْتُمْ قَالَ ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً *

১৯৩. হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, (আসরের) নামাযের সময় হয়ে গেছে। যাদের ঘর নিকটে ছিল তারা (অযু করার জন্য) ঘরে চলে গেল। কিছু সংখ্যক লোক থেকে গেলো (যাদের ঘর দূরে এবং তাদের অযু নেই)। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি পাথরের বারকোষ আনা হল যাতে পানি ছিল। কিন্তু সে পাত্র এত ছোট ছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাতই সেখানে ছড়াতে পারেননি। কিন্তু সবাই সে পাত্র দ্বারা অযু করল। (হুমাইদ বলেন,) আমরা হযরত আনাস রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কতজন লোক ছিলেন? তিনি বলেন, আশি থেকে কিছুটা বেশী।

শিরোনামের সাথে মিল : بمخضب من حجارة الخــ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

١٩٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْه وَسَلَّمَ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ *

১৯৪. হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পেয়ালা চেয়ে নিলেন যার মধ্যে পানি ছিল। তারপর তিনি তাতে উভয় হাত এবং চেহারা ধোলেন এবং তাতে কুলি করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ فدعا بقدح فيه ماء الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

١٩٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ *

১৯৫. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আমাদের নিকট) আগমন করলেন। আমরা তাঁর জন্য পিতলের একটি পাত্রে করে পানি নিয়ে এলাম। তিনি অযু করলেন। তিনি তিনবার মুখমন্ডল ধৌত করলেন এবং উভয় হাত দু'বার করে ধুইলেন। মাথা মসেহ করলেন। সেখানে তিনি 'ইকবাল' এবং 'ইদবার' করলেন এবং উভয় পা ধুয়ে নিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فاخرجنا له ماء فى تور من صفر - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

١٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُاللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الْآخَرُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُم عَنْهُم وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُم عَنْهَا تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ وَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ *

১৯৬. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল তখন তিনি তার (অন্যান্য) বিবিদের নিকট এ অনুমতি চাইলেন যে তার শুশ্রুষা আমার ঘরে করা হোক। তারা এর অনুমতি দিলেন। তিনি (হযরত মায়মুনা রাযি.র ঘর হতে) দু'ব্যক্তির (হযরত আব্বাস রাযি. এবং অপর এক ব্যক্তির) উপর ভর করে বের হলেন। তাঁর উভয় পা (দুর্বলতার কারণে) মাটি হেঁচড়ে আসছিল। উবায়দুল্লাহ (হাদিস বর্ণনাকারী) বলেন, আমি এ হাদিস হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি.র নিকট বর্ণনা করলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান যে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি কে? আমি বললাম না। তিনি বললেন, তিনি হলেন হযরত আলী রাযি.। হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করতেন, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে (অর্থাৎ আমার হুজরায়) আসলেন এবং তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল তিনি বললেন, আমার উপর এমন সাত মশক পানি ঢাল যেগুলো মুখ খোলা হয়নি যেন আমি লোকদের অসিয়ত করতে পারি। তাকে তার স্ত্রী হযরত হাফসা রাযি.র একটি পাত্রে বসিয়ে দেয়া হল। তারপর আমরা তার উপর পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি ইশারা করলেন যে, বস! বস! তোমরা তোমাদের কাজ করেছ। তারপর তিনি বাইরে লোকদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ اجلس فى مخضب لحفصةالخ দ্বারা শিরোনামের হাদিসের মিল স্পষ্ট।

উদ্দেশ্য : এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ সব পাত্র ব্যবহারের বৈধতা বুঝানো। শর্ত শুধু এতটুকুই যে, পাত্র এবং পানি পাক হতে হবে। পাত্র মাটির, কাঠের বা পাথরের হোক, ছোট হোক বা বড় হোক এতে কোন ফরক পড়বে না। এগুলোতে অযু গোসল দু'টোই জায়েয । এ হাদিস দ্বারা তাদের মত খন্ডন করা হয়েছে যারা একে মাকরূহ মনে করেন।

ইমাম বুখারী রহ. এ বিষয়ে চারটি হাদিস উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে বিভিন্ন প্রকার পাত্র ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, প্রত্যেক প্রকার পাত্রে অযু করা বৈধ।

শব্দার্থ : مخضب - মীমে যের এবং খা সাকিণ এবং দোয়াদ-এ যবর। অর্থ তামার পাত্র, কাপড় ধোয়ার কিংবা কাপড়ে রং লাগানোর টপ, পেয়ালা। قدح - পানাহারের পাত্র। ব.ব. اقداح। خشب - خاء -এ যবর। অর্থ কাঠ। এখানে উদ্দেশ্য হল - কাঠের পাত্র।

ব্যাখ্যা : প্রথম হাদিস তথা ১৯৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন নসরুল বারী দ্বিতীয় খন্ড তথা এ খন্ডের ১৬৮নং হাদিসের ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় হাদিস তথা ১৯৪ নং হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন নসরুল বারী অষ্টম খন্ডের কিতাবুল মাগাযী পৃষ্ঠা ৩৯৬ - হাদিস ৩৩৩।

তৃতীয় হাদিস তথা ১৯৬ নং হাদিসে রয়েছে استأذن ازواجه الخ - এতে মতভেদ রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য স্ত্রীদের মধ্যে 'কাসাম' তথা তাদের বারী বা পালায় বরাবর করা জরুরী ছিল কি-না। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন যে, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর উপর স্ত্রীদের 'কাসাম'এর ক্ষেত্রে বরাবরী করা জরুরী ছিল। নচেৎ তাদের নিকট অনুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু নির্ভরযোগ্য মত হল, তার জন্য ইহা আবশ্যকীয় ছিল না। তাদেরকে বারী দেয়া না দেয়া তার ইচ্ছাধীন ছিল। তাকে পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছিল যাকে ইচ্ছা তার বারী আগ-পিছ করতে পারেন। কোরআনে ইরশাদ হয়েছে - ترجى من تشاء منهن وتؤى اليك من تشاء - ঐ সকল স্ত্রীদের যাকে ইচ্ছা করেন আপনার থেকে দূরে রাখেন আর যাকে ইচ্ছা করেন আপনার নিকটে রাখেন।

এর দ্বারা জানা গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য স্ত্রীদের অধিকারের ক্ষেত্রে সাম্যতা রক্ষা করা আবশ্যকীয় ছিল না। স্ত্রীদের বারী (পালা) দেয়া না- দেওয়া তার পূর্ণ ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু তিনি তার পুরো জীবনে এ ইচ্ছা প্রয়োগ করেননি। অনুগ্রহ হিসেবে তিনি সবার নিকটই পালা করে যেতেন। এমনকি অসুস্থাবস্থায়ও তা রক্ষা করতেন যেন তা উম্মতের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে। কিন্তু অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তখনও তিনি অনুমতি নিয়েই হযরত আয়েশা রাযি.র ঘরে তাশরীফ নেন।

بين عباس و رجل آخر : উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. 'অন্য এক ব্যক্তি' বলেছেন, হযরত আলী রাযি.র নাম উল্লেখ করেননি। আল্লামা আইনী এবং আল্লামা কুস্তুল্লানী রহ. বলেন, সম্ভবত : তিনি কোন মানবীয় না-গাওয়ারীর (অসহিষ্ণুতার) কারণে তার নাম উল্লেখ করেননি। ইফকের ঘটনায় হযরত আলী রাযি. উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি.র পবিত্রতা বর্ণনা করার সাথে সাথে এ কথাও বলেছিলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ছাড়াও অনেক মহিলা রয়েছে। হতে পাওে, এ কারণে হযরত সিদ্দীকা রাযি.র তার প্রতি স্বভাবগতভাবে কিছুটা অপ্রচ্ছন্ন ছিলেন। কিংবা জঙ্গে জামালের কারণে তার মন ব্যথিত ছিল।

দ্বিতীয় কারণ : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, কোন কোন রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, এক দিকে হযরত আব্বাস রাযি. ছিলেন, অপর দিকে কখনো হযরত আলী রাযি. কখনও হযরত ফযল বিন আব্বাস রাযি. আবার কখনও হযরত উসামা রাযি. ছিলেন। তিনজনই পালাক্রমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভর করে এনেছিলেন। এ জন্য হযরত আয়েশা রাযি. অপর দিকের কথা অস্পষ্ট রেখেছেন। কারণ এখানে নির্দিষ্ট কেউ ছিলেন না। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ উত্তরটি আগের উত্তর হতে উত্তম। অতিরিক্ত ব্যাখ্যার জন্য নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযী ৫৩৪ পৃষ্ঠা হতে ৫৩৫ পৃষ্ঠা অর্থাৎ ৪৩৯নং হাদিসের ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

بَاب الْوُضُوءِ مِنَ التَّوْرِ

অধ্যায় ১৪৩ : 'তশত' (বড় থালা বা রেকাব)-এ অযু করার বর্ণনা

١٩٧ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَمِّي يُكْثِرُ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبِرْنِيا كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاغْتَرَفَ بِهَا فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَدْبَرَ بِهِ وَأَقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ *

১৯৭. আমর বিন ইয়াহইয়া তার পিতা ইয়াহইয়া হতে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন, আমার পিতৃব্য অযুতে অনেক পানি ব্যবহার করতেন। তিনি একদিন আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ রাযি.কে বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কীভাবে অযু করতে দেখেছেন তা আমাকে বলুন। তো তিনি একটি পানির রেকাব চেয়ে নিলেন। (প্রথমে) তিনি উভয় হাতের উপর ঝুকিয়ে হাত ধুয়ে নিলেন। তারপর হাত রেকাবে ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) একই অঞ্জলি দ্বারা তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তারপর রেকাবে হাত দিয়ে অঞ্জলি ভরে পানি নিলেন এবং তিনবার মুখমন্ডল ধুলেন। তারপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুলেন। অত :পর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথা মসেহ করলেন। এ সময়ে তিনি উভয় হাত সামনের দিক হতে পিছনে নিলেন এবং পিছনের দিক হতে সামনে আনলেন। অত :পর উভয় পা (টাখনু পর্যন্ত) ধুলেন। তারপর বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ অযু করতে দেখেছি।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : فدعا بتور من ماء - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

١٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ قَالَ أَنَسٌ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ *

১৯৮. হযরত আনাস রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি প্রসস্ত পেয়ালা চেয়ে নিলেন যার মধ্যে সামান্য পানি ছিল। তিনি তাতে তার আঙ্গুলগুলো রেখে দিলেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি দেখতে পেলাম যে, পানি তার আঙ্গুলির মধ্য হতে ফুটে বের হচ্ছে। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি ধারণা করলাম সত্তর হতে আশি জন লোক অযু করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : دعا باناء من ماء فاتى بقدح راحراح الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

আর تور -এর অর্থ যদি ব্যাপক ধরা হয় তথা পেয়ালা চাই ছোট হোক বা বড়, পাথরের হোক বা অন্য কোন ধাতুর, সে ক্ষেত্রেও শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য থাকবে। যেমন আল্লামা আইনী রহ. বলেন, শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল অস্পষ্ট। তবে যদি تور শব্দটিকে قدح (পেয়ালা)-এর অর্থে নেয়া হয় তবে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হবে।

উদ্দেশ্য : এ বাবটি باب فى الباب তথা বাবের ভিতর বাব-এর পর্যায়ের। পূর্বের বাবে পেয়ালার ধাতু এবং প্রকারের ব্যপকতা বুঝানোর জন্য উদাহরণস্বরূপ قدح – مخضب সহ কয়েকটির বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে। যদি

সেখানেই تور -এর উল্লেখ হত তা হলে আলাদাভাবে এ বাবের উল্লেখের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ.র এ বাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল অযুর পদ্ধতি এবং আকৃতি বুঝানো যে, في التور এবং من التور অর্থাৎ রেকাব হতে এবং রেকাবের মধ্যে উভয়টিই জায়েয ।

এ বাবের হাদিসের বিস্তারিত আলোচনা আগে উল্লেখ হয়েছে।

بقدح رحراح - راء - এ যবর। অর্থ এমন পেয়ালা যার মুখ প্রশস্ত কিন্তু গভীরতা কম। আর গভীর কম হওয়ার কারণে পানি খুবই অল্প ছিল।

بَاب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

অধ্যায় ১৪৪ : এক মুদ্দ পরিমাণ পানি দ্বারা অযু করা

১৯৯ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ *

১৯৯. ইবনে যুবায়ের রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে বলতে শুনেছি যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় দেহ মুবারক ধুতেন অথবা (এরূপ বলেছেন) গোসল করতেন এক ছা' হতে পাঁচ মুদ্দ পরিমান পানি দ্বারা। আর এক মুদ্দ পরিমান পানি দ্বারা অযু করতেন। (অর্থাৎ অধিকাংশ সময়ে তিনি এক ছা' তথা চার মুদ্দ দ্বারা অযু করতেন এবং কখনো কখনো পাঁচ মুদ্দ দ্বারাও গোসল করতেন।)

শিরোনামের সাথে মিল : يتوضا بالمد - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : পূর্বের বাবে পানির পাত্রের প্রকার এবং ধাতুর ব্যাপকতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, অযুর জন্য কোন প্রকার বিশেষ পাত্রের প্রয়োজন নেই। পাত্র ছোট হোক বা বড়, বড় জলাধার বা ছোট পেয়ালা, মাটির হোক বা পাথরের, তামার হোক বা পিতলের, সর্বপ্রকার পাত্রেই অযু করা জায়েয । আর এ বাবে পরিমাণের উল্লেখ করা হচ্ছে যে অযু কতটুকু পানি দ্বারা করা চাই। এ বিষয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম কী ছিল?

ব্যাখ্যা : এ বাবের হাদিস দ্বারা জানা গেছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিল এ মুদ্দ দ্বারা অযু এবং এক ছা' হতে পাঁচ মুদ্দ দ্বারা গোসল করা।

ছা' এবং মুদ্দ : ছা' এবং মুদ্দ দু'টি পরিমাণ যার সাথে অনেক শর'য়ী মাসয়ালা সম্পৃক্ত। যেমন ছাদকায়ে ফিতর, ফিদিয়া, কাফ্ফারা। তা ছাড়া অযু-গোসলের পানির পরিমাণও। তাই উলামায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দেসীন ছা' এবং মুদ্দের সবিস্তার আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এক ছা'এর পরিমাণ হল চার মুদ্দ। কিন্তু মুদ্দ-এর পরিমাণে মতভেদ রয়েছে - যার ফলে ছা'এর মধ্যে মতভেধ সৃষ্টি হয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মুহাম্মদ রহ. এবং আহলে ইরাকগণ এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র এক বর্ণনায় তাদের মত হল এক মুদ্দ হল দুই রিতল পরিমাণ। এ হিসেবে তাদের মতে এক ছা' আট রিতল বরাবর হবে। একে ইরাকী ছা' বলা হয়। তা ছাড়া একে উমরী ছা' এবং হাজ্জাজ হাজ্জাজী ছা'ও বলা হয়।

ইমাম শাফে'য়ী রহ., ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র এক বর্ণনানুসারে এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র পরবর্তী মতানুসারে এক মুদ্দ হল এক রিতল এবং এক রিতলের তিন ভাগের একভাগের সমপরিমাণ। এ হিসেবে এক ছা' হল পাঁচ রিতল এবং এক রিতলের তিন ভাগের এক ভাগ। একে ছা'এ হিজাযী বলা হয়।

সর্বপ্রথম এ কথা মনে রাখতে হবে যে, অযু-গোসলের জন্য শরীয়তে কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। যে পরিমাণ পানি দ্বারা অযু-গোসল সেরে যায় ঐ পরিমাণ পানি ব্যবহার করা জায়েয । কারণ সকল মানুষ এক প্রকার নয়। কেউ লম্বা হয় আবার কেউ বেঁটে হয়। কেউ মোটা হয় আবার কেউ ছিপছিপে হয়। কারও মাথার চুল এবং দাঁড়ি ঘন হয় আবার কারো মাথায় চুল থাকে না এবং দাঁড়ি পাতলা হয়। তাই স্পষ্টত :ই সবার জন্য কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। তা ছাড়া শীত-গরমের কারণেও পানি ব্যবহারে অনেক পার্থক্য হয়।

যেমন ইমাম নববী রহ. বলেন, اجمع المسلمون على ان الماء الذى يجزى فى الوضوء الغسل غير مقدر بل يكفى فى القليل و الكثير اذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الاعضاء

তবে এ কথা অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইসরাফ (অপচয়) এবং তাকতীর (কার্পণ্যতা) করা যাবে না।

শাফে'য়ীদের দলীল : তারা বলেন, ফিদিয়া সম্পর্কে বুখারী শরীফে রেওয়ায়াত রয়েছে اطعم ستة مساكين لكل نصف صاع। অপর এক রেওয়ায়াতে রয়েছে فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة مساكين। প্রথম রেওয়ায়াতের অর্থ হল, ছয়জন মিসকিনকে আহার করাও প্রত্যেক মিসকিনকে আধা ছা' করে। (অর্থাৎ আধা ছা' করে শস্য দিয়ে দাও) তা হলে মোট তিন ছা' হবে।

দ্বিতীয় হাদিসের অর্থ হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত কা'ব রাযি.কে নির্দেশ দিয়েছেন যে এক 'ফারক' পরিমাণ (শস্য) ছয় মিসকিনকে দিয়ে দাও। এ উভয় হাদিসকে একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, এক 'ফারক' তিন ছা'এর সমপরিমাণ। যেমন মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে واطعم فرقا بين ستة مساكين و الفرق ثلثة آصع الخ। আর 'ফারক' ষোল রিতলের সমপরিমাণ। আর ষোলকে তিন ভাগ করলে প্রত্যেক ভাগে পাঁচ রিতল এবং এক রিতলের তিনভাগের একভাগ হয়। কাজেই প্রমাণ হল যে, এক ছা' হল পাঁচ রিতল এবং এক রিতলের তিনভাগের একভাগের সমপরিমাণ।

উত্তর : এক 'ফারক' যে ষোল রিতলের সমপরিমাণ তা কোন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই আমরা এ কথা মানি না যে, হাদিসের উল্লেখিত এক 'ফারক' উদ্দেশ্য ষোল রিতল। সর্বোচ্চ এ কথা বলা যেতে পারে যে, ইহা কোন অভিধান বিশেষজ্ঞের কথা - যা হানাফীদের বিপরীতে দলীল হতে পারে না। কারণ হানাফীরাও অভিধানের বিষয়ে অনুসরণীয়।

হানাফীদের দলীল : ১. ইমাম ত্বাহাবী রহ. তার কিতাবের 'কিতাবুয্যাকাত'এ 'باب وزن الصاع كم هى' এর মধ্যে হযরত মুজাহিদ রহ. বর্ণনা করেন, دخلنا على عائشة رضــ فاستسقى بعضنا فاتى بعس قالت عائشة رضــ كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فحزرته فيما احزر ثمانية ارطال تسعة ارطال عشرة ارطال। সন্দেহের ক্ষেত্রে ছোট সংখ্যা নির্ধারিত হয়। আর তা হল আট রিতল।

২.عن موسى الجهنى قال اتى مجاهد بقدح فحزرته ثمانية ارطال فقال حدثتنى عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا

৩. عن انس رض قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ باناء يسع رطلين و ويغسل بالصاع

অর্থাৎ হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরণের পাত্রে অযু করতেন যাতে দুই রিতল পরিমাণ পানির সংকুলান হত। আর এক ছা' পরিমাণ পানি দ্বারা গোসল করতেন। আর সহীহাইনের রেওয়ায়াতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুদ্দ দ্বারা অযু করা প্রমাণিত। তাই সে পাত্র মুদ্দই হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র রুজু : ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এ বিষয়ে তরফাইনের মতের অনুকূলেই ছিলেন। তারপর হজ্জ থেকে এসে তিনি তার মত পরিবর্তন করেন।

এ ঘটনাটি আল্লামা উসমানী রহ. মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফতহুল মুলহিম'-এ নকল করেন যে, (হজ্জের সফরে) যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছলাম তখন আমি ছা' এর পরিমাণ সম্বন্ধে মদীনাবাসীদের জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বলল, صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ আমাদের এখানে প্রচলিত ছা'ই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছা'। আমি তাদেরকের জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যাপারে তোমাদের দলীল কী? তারা বলল, আগামী কাল দলীল পেশ করব। দ্বিতীয় সকাল বেলায় মুহাজির এবং আনসারদের সন্তানদের প্রায় পঞ্চাশজন নিজ নিজ ছা' নিয়ে এল। এদের প্রত্যেকেই তাদের পিতা এবং ঘরের লোকদের থেকে বর্ণনা করেন যে, এ ছা' হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছা'। তো আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখলাম যে, সবগুলোই বরাবর। তো আমি সেগুলোকে মেপে দেখলাম যে, সেগুলো পাঁচ রিতল এবং এক রিতলের তিনভাগের এভাগ সমপরিমাণ। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, তো আমি একটি শক্তিশালী বিষয় দেখতে পেলাম। তাই আমি আবু হানিফা রহ.র মত ত্যাগ করে মদীনাবাসীর মত গ্রহণ করলাম। আর ইহাই প্রসিদ্ধ।

কিন্তু শাইখ ইবনে হুমাম রহ. 'ফতহুল কাদীর' গ্রন্থে এ ঘটনাটিকে বর্ণনা এবং যুক্তির দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য সাব্যস্ত করেছেন। তার মধ্যে একটি কারণ হল, এ ঘটনাটি মাজহুল রাবীদের মাধ্যমে বর্ণিত। মুহাদ্দিসীনদের নিয়মানুসারে এরূপ ঘটনা দ্বারা দলীল দেয়া সঠিক নয়।

দ্বিতীয় কারণ হল, এমন প্রসিদ্ধ ঘটনা যা - বিরাট একটি দলের সামনে ঘটবে আর ইমাম মুহাম্মদ রহ.র কোন কিতাবে উল্লেখ থাকবে না - তাও ইহার দূর্বলতার একটি প্রমাণ।

কেউ কেউ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এই মাদানী ছা'কে মদীনাবাসীর রিতল দ্বারা মেপেছেন। আর মদীনাবাসীর রিতল বাগদাদবাসীদের রিতলের তুলনায় কিছুটা বড় ছিল। তাদের রিতল ত্রিশ আসতারের সমপরিমাণ। আর বাগদাদের রিতল বিশ আসতারের হিসেবেতাদের আট রিতল মদীনার ত্রিশ আসতারের রিতল হিসেবেপাঁচ রিতল এবং এক রিতলের তিনভাগের একভাগের সমপরিমাণ। তাই বুঝা গেল, আবু ইউসুফ রহ. তরফাইনের থেকে পৃথক মতাবলম্বী নন। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র 'লফযী' তথা ব্যাখ্যাগত মতভেদ।

بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অধ্যায় ১৪৫ : মোজার উপর মসেহ করার বর্ণনা

যোগসূত্র : অযুর আহকাম সম্বলিত হওয়ার দিক দিয়ে উভয় বাবের মধ্যে সামঞ্জস্য স্পষ্ট।

٢٠٠ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا حَدَّثَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِاللَّهِ نَحْوَهُ *

২০০. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর হযরত সা'দ বিন আবু ওক্কাস রাযি. হতে বর্ণনা করেন, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি মোজার উপর মসেহ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হযরত উমর রাযি.কে এ বিষয়ে (অর্থাৎ মোজার উপর মসেহ করা সম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, (তিনি মসেহ করেছেন)। তোমাকে যখন সা'দ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদিস বর্ণনা করে তবে এ বিষয়ে অন্য কাউকে আর জিজ্ঞেস করো না। আর মুসা বিন উকবা (তার বর্ণনায় এরূপ) বলেছেন, আমার নিকট আবুন্ নযর বর্ণনা করেছেন যে, আবু সালামা বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ তার নিকট এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। তো হযরত উমর রাযি. (তার সাহেবযাদা) আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.কে এরূপই বলেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : مسح على الخفين - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

٢٠١ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ *

২০১. হযরত উরওয়া বিন মুগীরা তার পিতা হযরত মুগীরা বিন শো'বা রাযি. হতে এবং তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একবার হাজত সারতে গেলেন। হযরত মুগীরা রাযি. পানির একটি পেয়ালা নিয়ে তার পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজত পূরণ করে এলে হযরত মুগীরা রাযি. পানি ঢাললেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করলেন এবং মোজার উপর মসেহ করলেন।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : مسح على الخفين দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

٢٠٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَتَابَعَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى *

২০২. হযরত আমর বিন উমাইয়া দিমরী রাযি. বলেন যে তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছেন। এ হাদিসটি ইয়াহইয়া হতে হরব এবং আবানও বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : يمسح على الخفين দ্বারা বাবের শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

٢٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّه قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

২০৩. হযরত জা'ফর বিন আমর তার পিতা আমর বিন উমাইয়া রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার পাগড়ী এবং মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছি। এ হাদিস মা'মার রহ. ইয়াহইয়া রহ. হতে বর্ণনা করেন। তিনি আবু সালামা হতে এবং তিনি আমর বিন উমাইয়া রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি। (অর্থাৎ এ হাদিসে মা'মার রহ. আওযায়ী রহ.র মুতাবা'আত করেছেন।)

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল يمسح على عمامته و خفيه।

ব্যাখ্যা : আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সকল উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, خفين (চামড়ার মোজা)-এর উপর মসেহ করা জায়েয । ইমাম নবুবী রহ. লিখেন, ইজামায়ে যাদের কথা গ্রহণযোগ্য তাদের সবাই এতে এক মত যে, মোজার উপর উপর মসেহ করা নি :শর্তভাবে জায়েয - চাই তা সফরে হোক বা 'হযরে', কোন প্রয়োজনে বা নিস্প্রয়োজনে, এমনকি যে রমণী ঘর হতে বের হয় না তার জন্যও মোজার উপর মসেহ করা জায়েয । তবে শিয়া এবং খারেজীরা এর বৈধতা স্বীকার করছে না। কিন্তু তাদের মতভেদ গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, وقال صاحب البدائع المسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء و عامة الصحابة الا شيئا অর্থাৎ সকল ফকীহ এবং সাহাবাদের মত হল মোজার উপর মসেহ করা জায়েয । তবে নগন্য সংখ্যক এর ব্যতিক্রম।

পরবর্তী লাইনে তিনি লিখেন, হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণিত, আমি বদরী সাহাবীদের যাদেরকে পেয়েছি তাদের সবাই মোজার উপর মসেহ জায়েয হওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণেই ইমাম আবু হানিফা রহ. ইহাকে (মোজার উপর মসেহকে) আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলতেন, نحن نفضل الشيخين و نحب الختنين ونرى المسح على الخفين অর্থাৎ আমরা শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমর রাযি.কে সকল সাহাবীর উত্তম জানি, দুই জামাতা তথা হযরত উসমান রাযি. এবং হযরত আলী রাযি.কে ভালবাসি এবং মোজার উপর মসেহ করাকে জায়েয মনে করি। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, আমি দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট দলীল আসা পর্যন্ত মোজার উপর মসেহর কথা বলিনি।

আল্লামা কুস্তুল্লানী রহ. বলেন, আমি তার কাফের হওয়ার হওয়ার আশঙ্কা করছি যে মোজার উপর মসেহর বৈধতাকে স্বীকার করে না। তিনি আরও বলেন, হাফেযে হাদিসের একটি জামা'আত এ সম্পর্কিত হাদিস মুতাওয়াতির হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। কেহ কেহ এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণনাকারীদের নাম একত্রিত করেছেন। এদের সংখ্যা আশিকে ছড়িয়ে গেছে। এদের মধ্যে আশারায়ে মুবাশ্শারাও রয়েছেন।

তাই বুঝা গেল, মোজার উপর মসেহর রেওয়ায়াত এবং হাদিস মশহুর বরং মুতাওয়াতেরের পর্যায় পৌঁছে গেছে। তাই এর দ্বারা কিতাবুল্লার উপর যেয়াদতী (হুকুম বৃদ্ধি) করা যাবে।

প্রথম হাদিস : ان عبد الله بن عمر رضــــ এখানে রেওয়ায়াতটি সংক্ষেপে রয়েছে। এর সবিস্তার বিবরণ হল - যখন হযরত সা'দ বিন আবু ওক্কাস রাযি. কূফার গর্ভণর ছিলেন তখন একবার হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. কূফায় পৌঁছলেন। তিনি হযরত সা'দ রাযি.কে মোজার উপর মসেহ করতে দেখলেন। তখনি তিনি প্রতিবাদ করলেন। হযরত সা'দ রাযি. বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছি। আপনি মদিনায় গেলে আপনার পিতা হযরত উমর রাযি.কে জিজ্ঞেস করে নিবেন। পরবর্তীতে কোন এক সময় এদের তিনজনই একটি মজলিসে উপস্থিত হলেন। তখন হযরত সা'দ রাযি. হযরত ইবনে উমর রাযি.কে স্মরণ করে দিলেন। তখন তিনি তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত উমর রাযি. দু'টি কথা বললেন। প্রথম কথা ছিল, হযরত সা'দ রাযি. যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মোজার উপর মসেহ করার কথা বলেছেন তা ঠিক। দ্বিতীয় কথাটি একটি 'কায়দায়ে কুল্লিয়া' হিসেবে তিনি বলেছেন, যখন সা'দ রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কোন হাদিস বর্ণনা করে তবে এ বিষয়ে আর কাউকে জিজ্ঞেস করো না। অর্থাৎ তার উপর পূর্ণ আস্থা রেখ।

প্রশ্নোত্তর : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. অনেক আগেই ঈমান এনেছেন। আর হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র পর সাহাবাদের মধ্যে তার হাদিসই সর্বাধিক। সে ক্ষেত্রে মোজার উপর মসেহর ব্যাপারে সন্দেহের কারণ কী? হাফিয আসকালানী রহ. বলেন, يحتمل ان يكون ابن عمر انما انكر المسح في الحضر لا في السفر অর্থাৎ সম্ভাবনা রয়েছে যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. 'হযর'াবস্থায় মসেহ করাকে ইনকার করেছেন সফরাবস্থায় নয়।

অর্থাৎ হযরত ইবনে উমর রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সফরাবস্থায় মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছেন। এ জন্য সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি একে সফরের সাথেই নির্ধারিত ভেবেছেন। যেমন মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা এবং অন্যান্য কিতাবে হযরত ইবনে উমর রাযি.র বাণী রয়েছে যে, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সফরাবস্থায় মোজার উপর পানি দ্বারা মসেহ করতে দেখেছি। তাই যখন মুকীম থাকাবস্থায় হযরত সা'দ রাযি.কে মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছেন তাই প্রশ্ন করেছেন।

দ্বিতীয়ত : এ কারণেও হতে পারে যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. কোন কোন সাহাবীর ন্যায় মনে করতেন যে, সূরায়ে মায়েদার অযুর আয়াত দ্বারা মোজার উপর মসেহর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। যেমন হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ রাযি.র মোজার উপর মসেহর ব্যাপারে কোন কোন সাহাবীর প্রশ্ন জেগেছে। আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জারীর রাযি. পেশাব করে অযু করার সময় মোজার উপর মসেহ করলে কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন। তিনি উত্তর দিলেন যে, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছি। তাই আমি করব না কেন? প্রশ্নকারীরা বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ 'আমল সূরায়ে মায়েদা অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ছিল। এ উত্তরে তিনি বললেন, আমি সূরায়ে মায়েদা নাযিল হওয়ার পরই ঈমান এনেছি।

উদ্দেশ্য হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আমল (মোজার উপর মসেহ করা) সূরায়ে মায়েদা নাযিল হওয়ার পূর্বেও ছিল। এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি তাঁকে অযুর আয়াত নাযিল হওয়ার পরও মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছি।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত জারীর রাযি. দশম হিজরীর রমজান মাসে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন যার অনেক আগেই অযুর আয়াত নাযিল হয়েছিল।

দ্বিতীয় হাদিস : এ রেওয়ায়াতে হযরত মুগীরা রাযি. তাবুকের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। ইহা নবম হিজরীর রজব মাসে সংঘটিত হয়। এর সবিস্তার আলোচনার জন্য অধমের রচিত নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ৪৮৯ পৃষ্ঠা হতে ৫১৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন।

হযরত মুগীরা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযায়ে হাজতের জন্য যাওয়ার সময় হযরত মুগীরা রাযি.কে পানি আনার জন্য বললেন। তিনি পানি নিয়ে তার সাথে চললেন। কাযায়ে হাজত শেষে হযরত মুগীরা রাযি. তাকে অযু করালেন। তিনি পানি ঢালতে লাগলেন আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযু করতে লাগলেন। তো অযুর মধ্যে তিনি মোজার উপর মসেহ করলেন।

এর দ্বারা তাদের মত খন্ডন হয়ে যায় যারা মোজার উপর মসেহ করার হুকুম সূরায়ে মায়েদার অযুর আয়াত দ্বারা মনসূখ হয়ে গেছে বলে মনে করেন। কারণ অযুর আয়াত মুরাইসী'র যুদ্ধের সময়ে নাযিল হয়েছিল যা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। আর এ ঘটনা (মোজার উপর মসেহ করার) তাবুকের যুদ্ধের সময়ের যা নবম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। 'ফাতহুল বারী'তে বলা হচ্ছে :

و فيه الرد على من زعم ان المسح على الخفين منسوخ باية الوضوء التى فى المائدة لانها نزلت فى غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهى بعدها باتفاق

তবে মোজার উপর মসেহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, মোজা পরিধান করার সময় পায়ে হদস থাকতে পারবে না। উত্তম তো হল, নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ণ অযু শেষে মোজা পরিধান করবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পা ধোয়ার পর মোজা পরিধান করল এবং হদস হওয়ার পূর্বেই অযু সম্পন্ন করে নিল তবে হানাফীদের মতে এ অযু সহীহ হবে।

তৃতীয় হাদিস : আমর বিন উমাইয়া দিমরী রাযি. বলেন যে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোজার উপর মসেহ করতে দেখেছেন।

চতুর্থ হাদিস : এ হাদিসে দু'টি মাসয়ালা রয়েছে। একটি হল মোজার উপর মসেহ করা যার আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে। দ্বিতীয়টি হল, পাগড়ীর উপর মসেহ করা। এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমামগণের মত : ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ., ইমাম মালেক রহ., সুফিয়ান সওরী রহ., ইবনুল মুবারক রহ. প্রমুখ বলেন, পাগড়ীর উপর মসেহ করা দ্বারা মাথা মসেহর দায়িত্ব আদায় হবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. লিখেন,

وقال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم و التابعين لا يمسح على العمامة الا ان يمسح براسه مع العمامة وهو قول سفيان الثورى و مالك بن انس و ابن المبارك و الشافعى رحمهم الله

অর্থাৎ সাহাবী এবং তাবে'য়ীদের মধ্য হতে একাধিক আহলে ইলম বলেছেন যে, পাগড়ীর উপর মসেহ করা জায়েয নয়। তবে পাগড়ীর সাথে সাথে যদি মাথাও মসেহ করা হয় তা হলে জায়েয হবে। ইহা হযরত সুফিয়ান সওরী রহ. মালেক রহ., ইবনুর মুবারক রহ. এবং শাফে'য়ী রহ.এর মত।

আল্লামা আইনী রহ. লিখেন,

و قال عروة و النخعى و الشعبى و القاسم ومالك و الشافعى و اصحاب الراى لا يجوز المسح عليها

অর্থাৎ হযরত উরওয়া রহ., ইবরাহীম নখ'য়ী রহ., ইমাম মালেক রহ.,ইমাম শাফে'য়ী রহ., এবং 'আসহাবে রায়'-এর মতে পাগড়ীর উপর মসেহ করা জায়েয নয়।

ইমাম নবুবী রহ. বলেন,

ولو اقتصر على العمامة و لم يمسح شيئا من الراس لم يجزه ذالك عندنا بلا خلاف و هو مذهب مالك و ابى حنيفة و اكثر العلماء رحمهم الله تعالى

অর্থাৎ কেহ যদি পাগড়ীর উপরই মসেহ সীমিত রাখে এবং মাথার কোন অংশই মসেহ না করে তা হলে তা আমাদের নিকট জায়েয হবে না। আর ইহাই ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আবু হানিফা রহ.সহ অধিকাংশ উলামার মত।

২. ইমাম আহমদ রহ., ইমাম আওযায়ী রহ., ইসহাক রহ. এবং আবু সওর রহ. বলেন, মাথার পরিবর্তে পাগড়ীর উপর মসেহ সীমিত রাখা জায়েয অর্থাৎ শুধুমাত্র পাগড়ীর উপর মসেহ করা দ্বারা মসেহর ফরয আদায় হয়ে যাবে।

এদের দলীল বাবের এ হাদিসটি। তাদের আরেকটি দলীল হল তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত বিলাল রাযি.র হাদিস। আর তাদের তৃতীয় দলীল হল হযরত সাওবান রাযি.র হাদিস যা ইমাম আবু দাউদ রহ. তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

জমহুরের দলীল : ১. আল্লাহ তা'আলার বাণী وامسحوا برؤسكم-এ স্পষ্টভাবে মাথা মসেহর হুকুম দেয় হয়েছে যা নি :সন্দেহে ফরয। আর পাগড়ীকে মাথা বলা যায় না। এর দ্বারা বুঝা গেল হাতের আদ্রতা সরাসরি মাথায় পৌঁছতে হবে। নচেৎ মসেহর ফরয আদায় হবে না।

২. মাথা মসেহর হুকুম মুতাওয়াতার সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত। তার বিপরীতে পাগড়ীর উপর মসেহর বৈধত সম্বলিত হাদিসগুলো হল খবরে ওয়াহেদ - যা সন্দেহযুক্ত। তাই খবরে ওয়াহেদ দ্বারা অকাট্য হুকুম ছেড়ে দেয় যাবে না।

৩. পাগড়ীর উপর মসেহর হাদিসের অন্য অর্থের সম্ভাবনাও রয়েছে যা সামনেই জানা যাবে। তাই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বিষয়কে অন্য অর্থের সম্ভাবনার কারণে বাদ দেয়া যাবে না। বরং সম্ভাব্য অর্থকে নিশ্চিত অর্থের দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

পাগড়ীর উপর মসেহর হাদিসের ব্যাখ্যা এবং উত্তর : পাগড়ীর উপর মসেহ করার হুকুম সম্বলিত যতগুলো হাদিস রয়েছে তার সবগুলো হাদিসের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে আব্দুল বার্র রহ. বলেন,

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه مسح على عمامته من حديث عمرو بن امية و بلال و المغيرة و انس كلها معلولة و خرج البخارى حديث عمرو و قد بينا فساد اسناده فى كتاب الاجوبة عن المسائل المستغربة من البخارى

অর্থাৎ আমর বিন উমাইয়া রাযি., বিলাল রাযি., হযরত মুগীরা রাযি. এবং হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ীর উপর মসেহ করেছেন। এ হাদিসগুলো মা'লূল (দোষযুক্ত)। আর ইমাম বুখারী রহ. আমর রাযি.র যে হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তার ইসনাদ ফাসিদ হওয়ার বিষয়টি আমার الاجوبة عن المسائل المستغربة নামক কিতাবটিতে উল্লেখ করেছি।

২. ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. হযরত জাবির রাযি. হতে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, যখন তাকে পাগড়ীর উপর মসেহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন যে, চুলে পানি না পৌঁছা পর্যন্ত মসেহ হবে না।

এর দ্বারা জানা গেল যে, পাগড়ীর উপর মসেহ করা যথেষ্ট নয়। কারণ কোরআনে করীমে স্পষ্টভাবে মাথা মসেহ করার কথা বলা হয়েছে। আর হযরত জাবির রাযি.র এ ফতওয়া সম্পূর্ণ কোরআনের মুয়াফিক।

৩. পাগড়ীর দ্বারা উদ্দেশ্য হল পাগড়ীর নিচের অংশ। যেমন আবু দাউদ শরীফে হযরত আনাস রাযি. হতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, فادخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم راسه فلم ينقض العمامة অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগড়ীর নিচে হাত প্রবেশ করে মাথার সামনের অংশ মসেহ করলেন। তিনি পাগড়ী খুলেননি। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পাগড়ী না খুলে পাগড়ীর নিচে ফরয পরিমাণ মসেহ করে নিলে অযু হয়ে যাবে। আর নি :সন্দেহে এ অযু দ্বারা নামায পড়াও ঠিক হবে।

মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. যদিও হযরত আমর বিন দিমরী রাযি.হতে পাগড়ীর উপর মসেহর হাদিস উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাতে কোন শিরোনাম উল্লেখ করেননি। এতে বুঝা যায় যে, তার মতে এখানে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। কারণ ইমাম বুখারী রহ. নিয়ম হল, যদি কোন হাদিস শক্তিশালী হয় এবং তার মধ্যে কোন শব্দ সন্দেহযুক্ত হয় তবে তিনি সে হাদিসটি বুখারী শরীফে উল্লেখ করলেও সে সন্দেহযুক্ত বিষয়ের উপর কোন বাব কায়েম করেন না এবং তার থেকে কোন মাসয়ালা বের করেন না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, পাগড়ীর উপর মসেহ করার ক্ষেত্রে সন্দেহ রয়েছে।

তা ছাড়া ইমাম নবুবী রহ.ও মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় পাগড়ীর উপর মসেহ সম্পর্কিত কোন বাব কায়েম করেননি।

এখানে আরেকটি মাসয়ালা রয়েছে। তা হলো ফরয পরিমাণ মসেহ করার পর সুন্নত আদায়ের জন্য ইস্তিয়াব করার জন্য পাগড়ীর উপর মসেহ করলে তা আদায় হবে কি না।

শাফে'য়ীদের মতে আদায় হয়ে যাবে যেমনটা ইমাম নবুবী রহ. বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হানাফী এবং মালেকীদের মতে এর দ্বারা পূর্ণ মাথা মসেহ করার সুন্নত আদায় হবে না - যদিও কোন কোন বুযুর্গ তা আদায় হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য ইলাউসসুনান এবং মা'আরিফুস্সুনান দেখুন।

اذا ادخل رجليه وهما طاهرتان

অধ্যায় ১৪৬ : উভয় পা (হদস হতে) পবিত্র থাকা অবস্থায় মোজার মধ্যে প্রবেশ করালে

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ.বলেন, উভয় বাবের মধ্যে মিল স্পষ্ট। কারণ উভয়টিই মোজার উপর মসেহ করার হুকুম সম্পর্কিত।

٢٠٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا *

২০৪. হযরত মুগীরা রাযি. বর্ণনা করেন, এক সফরে (অর্থাৎ তবুকের যুদ্ধের সফরে) আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। (তিনি অযু করছিলেন) আমি তার কদম মুবারক হতে মোজা খোলার জন্য নত হলে তিনি বললেন, না। এগুলোকে থাকতে দাও। কারণ আমি পবিত্রাবস্থায় এগুলো প্রবেশ করিয়েছি। (অর্থাৎ মোজা পরিধান করার সময় আমার পা দু'টি পবিত্র ছিল।) তারপর তিনি সেগুলোর উপর মসেহ করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ادخلتهما طاهرتين হাদিসের এ বাণী দ্বারা শিরোনামের সামঞ্জস্যতা সৃষ্টি হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসটি ইতিপূর্বে অর্থাৎ পূর্বের বাব বাব নং ১৪৫-এ দ্বিতীয় হাদিসে উল্লেখ হয়েছে যে, ইহা তাবুকের যুদ্ধের ঘটনা। এ হাদিসের মুল মাসয়ালাও শিরোনাম সহকারে উল্লেখ হয়েছে।

এ বাবের হাদিস দ্বারা জানা গেল যে, যদি উভয় পা পবিত্র থাকা অবস্থায় চামড়ার মোজা পরিধান করা হয় তবে তার উপর মসেহ করা জায়েয। তবে শর্ত হল হদস হওয়ার পূর্বে অযু সম্পন্ন করতে হবে - যেমনটি আগে উল্লেখ হয়েছে। এ বিষয়ে চার ইমামই একমত যে, মসেহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য উভয় পা নাজাসতে হাকীকী এবং নাজাসতে হুকমী উভয় প্রকার নাজাসত হতে মুক্ত হতে হবে। শুধু মাত্র দাউদ যাহেরী বলেন, মসেহ জায়েয হওয়ার জন্য নাজাসতে হাকীকী হতে পবিত্র থাকা অবস্থায় মোজা পরিধান করাই যথেষ্ট। নাজাসতে হুকমী হতে পবিত্র হওয়া জরুরী নয়।

শাফে'য়ীগণের নিকট অযুর মধ্যে তরতীব শর্ত। তাই যদি কোন ব্যক্তি প্রথমে পা ধুয়ে মোজা পরিধান করে এবং তারপরে অযুর অবশিষ্ট কাজগুলো পূর্ণ করে তবে তরতীব রক্ষা না হওয়ার কারণে তা যথেষ্ট হবে না। বরং মসেহ জায়েয হওয়ার জন্য অযু সম্পন্ন করার পর মোজা পরিধান করবে।

হানাফীদের মতে অযুর মধ্যে তরতীব শর্ত নয়। তাই কেউ যদি শুধুমাত্র পা ধুয়ে মোজা পরিধান করে নেয় এবং হদস হওয়ার পূর্বেই অযু সম্পন্ন করে নেয় তবে তার জন্য মোজার উপর মসেহ করা জায়েয হবে। তবে উত্তম এবং পসন্দনীয় হল, আগে অযু সম্পন্ন করে নিবে এবং এরপর মোজা পরিধান করবে। আলহামদুলিল্লাহ! হানাফীদের আমলও এর উপর। অযু সম্পন্ন করে মোজা পরিধান করা এবং অযু সম্পন্ন করার পূর্বে মোজা পরিধান করার মধ্যে পার্থক্য হল শুধুমাত্র জায়েয এবং মুস্তাহাবের পার্থক্য। শিরোনামের প্রতি লক্ষ্য করলে ইমাম বুখারী রহ.র মতও হানাফীদের অনুকূলে বুঝা যায়।

بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِي اللَّهم عَنْهمْ فَلَمْ يَتَوَضَّئُوا

অধ্যায় ১৪৭ : বকরীর গোস্ত এবং ছাতু খেয়ে অযু না করা। হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি. এবং হযরত উসমান রাযি. গোস্ত খেয়েছেন (তারপর নামায পড়েছেন) এবং অযু করেননি

যোগসূত্র : উভয় বাবের যোগসূত্র স্পষ্ট। কারণ এ বাবগুলোর অধিকাংশই অযুর আহকাম সম্পর্কিত।

٢٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰه بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِاللّٰه بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

২০৫. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরীর শানার (কাঁধের) গোস্ত খেয়ে নামায পড়েছেন। কিন্তু অযু করেননি।

শিরোনামের সাথে মিল : اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ- দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

٢٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

২০৬. হযরত আমর বিন উমাইয়া রাযি. বর্ণনা করেন, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন যে তিনি বকরীর শানার গোস্ত কেটে কেটে খাচ্ছেন। তারপর নামাযের দিকে আহ্বান করা হলে তিনি ছুরি রেখে নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করেননি।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : হাদিসের অংশ يحتز من كتف شاة - দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল আগুনে পাক করা বস্তু খাবার থেকে অযুর হুকুম বর্ণনা করা। তার মতে এমন বস্তু খেলে অযু ওয়াজিব হয় না।

এ মাসয়ালাটি বর্ণনা করার জন্য ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন - গোস্ত এবং ছাতু। এ উভয়টির সম্পর্ক আগুনের সাথে। গোস্ত যে আগুনে পাকানো হয় তা স্পষ্ট। ছাতুও ভাজা গম বা ভাজা যব হতে তৈরী হয়। তাই উভয়টি مما مست النار-এর অর্ন্তভূক্ত। ইমাম বুখারী রহ. বলেন যে, গোস্ত খাওয়া দ্বারা অযু আবশ্যক হয় না। দলীল হিসেবে খোলাফায়ে রাশেদীনের 'আমল উপস্থাপন করেছেন। হযরত আবু বকর রাযি., হযরত উমর রাযি. এবং হযরত উসমান রাযি. গোস্ত খেয়েছেন কিন্তু অযু করেননি। আর যেহেতু গোস্ত খাওয়া দ্বারা অযু আবশ্যক হয়নি যার মধ্যে তৈলাক্ততা রয়েছে তবে তার থেকে নিম্ন পর্যায়ের বস্তু যেগুলোর মধ্যে তৈলাক্ততা নেই - যেমন ছাতু ইত্যাদি - সেগুলো খাওয়ার কারণে যে শর'য়ী অযু করতে হবে না তা বলাই বাহুল্য।

এ শিরোনাম কায়েম করার কারণ হল, কোন কোন হাদিসে হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত রেওয়ায়াত রয়েছে - যেমন মুসলিম শরীফে ১৫৬/১ আবু দাউদ শরীফ ২৫/১ এবং তিরমিযী শরীফ ১২/১ - হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الوضوء مما مست النار و لو من ثور اقط।

মোট কথা, الوضوء مما مست النار - এর বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের প্রথম যুগে মতভেদ ছিল। জমহুরের সিদ্ধান্ত হল যে, তা পরবর্তীতে মনসূখ হয়ে গিয়েছে। আল্লামা নববী রহ. বলেন, هذا الخلاف الذى حكيناه كان فى الصدر الاول ثم اجمع العلماء بعد ذالك على انه لا يجب الوضوء باكل ما مسته النار। অর্থাৎ আগুনে পাকানো খাবার খাওয়া দ্বারা অযু ভঙ্গ সম্পর্কিত মতভেদটি প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে সবাই এতে একমত হয়েছেন যে, এর কারণে অযু ওয়াজিব হবে না।

ইহাই জমহুর উলামা, ইমাম চতুষ্টয় এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের মাযহাব যে আগুনে পাকানো বস্তু খাওয়ার কারণে শর'য়ী অযু ওয়াজিব নয়।

জমহুরের পক্ষ হতে الوضوء مما مست النار - সম্পর্কিত হাদিসগুলোর তিনটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

১. الوضوء مما مست النار - এর হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে। এর প্রমাণ হল হযরত জাবির রাযি.র বর্ণিত হাদিস - كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء।

২. অযুর নির্দেশ ইস্তিহবাবের উপর হামল হবে। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে অযু করা যেমনিভাবে প্রমাণিত আছে তদ্রূপ অযু না করাও প্রমাণিত। আর মুস্তাহাব বিষয় এমনই হয়।

৩. অযু দ্বারা উদ্দেশ্য হল আভিধানিক অযু। অর্থাৎ মুখ ধোয়া, কুলি করা। এর দলীল হল, তিরমিযী শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের কিতাবুল আত'ইমা - এর باب ما جاء فى التسمية على الطعام - এ হযরত 'ইকরাশ বিন যুয়াইব রাযি.র বর্ণিত হাদিস। সেখানে এক মহিলার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

ثم اتينا ماء فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ومسح ببلل كفيه وجهه و ذراعيه و راسه و قال يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار।

তবে ইমাম আহমদ রহ. বলেন, উটের গোস্ত খাওয়া দ্বারা অযু ওয়াজিব হয়। বাহ্যত : ইমাম বুখারী রহ.র ঝোঁকও সেদিকে বুঝা যাচ্ছে। তার নিদর্শন হল من لم يتوضا مما مست النار -এর মত সংক্ষিপ্ত শিরোনামের পরিবর্তে তিনি من لم يتوضأ من لحم الشاة و السويق - এর মত দীর্ঘ শিরোনামে বাব কায়েম করেছেন।

بَاب مَنْ مَضْمَضَ مِنَ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

অধ্যায় ১৪৮ : যে ব্যক্তি ছাতু খাওয়ার পর কুলি করল, অযু করল না

٢٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

২০৭. হযরত সুয়াইদ বিন নু'মান রাযি. বর্ণনা করেন যে, খায়বর বিজয়ের বৎসর তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হয়েছিলেন। যখন 'ছাহবা'য় পৌঁছলেন - ইহা খায়বরের নিম্নভূমি - তো সেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের নামায পড়লেন। তারপর তিনি পাথেয় আনতে বললেন। সেখানে ছাতু ছাড়া আর কোন কিছুই ছিল না। তিনি নির্দেশ দিলে সেগুলো ভিজানো হল। তারপর সেখান থেকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও খেলেন এবং আমরা সবাইও খেলাম। তারপর তিনি মাগরিবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। তিনি কুলি করলেন। আমরাও সবাই কুলি করলাম। তারপর তিনি নামায পড়লেন। কিন্তু অযু করেননি।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট। কারণ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে فمضمض و مضمضنا।

٢٠٨ و حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

২০৮. উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মুনা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (বকরীর) শানা খেলেন। তারপর নামায আদায় করলেন। কিন্তু (পুনরায়) কোনো অযু করেননি।

শিরোনামের সাথে মিল : বাহ্যত: শিরোনামের সাথে এ হাদিসের মিল নেই। এ প্রশ্নের উত্তর আল্লামা আইনী রহ. এবং অন্যান্যরা এভাবে দিয়েছেন যে, হযরত মায়মুনা রাযি.র এ হাদিসটির স্থান হল পূর্ববর্তী বাব। কিন্তু অনুলিপিকারী ভুলবশত : এ বাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ আসল নসখাগুলোয় এ হাদিস পূর্বের বাবের আওতায়ই লিখা হয়েছে। দ্বিতীয় উত্তর দিয়েছেন হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.। তিনি বলেন এ বাবটি হল 'বাব দর বাব' এর পর্যায়ে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী বাবেরই একটি অংশ। পৃথক কোন বাব নয়। শুধুমাত্র একটি নতুন ফায়দার জন্য এটি কায়েম করা হয়েছে। অযুর পরিবর্তে কুলি করাও যেতে পারে। অর্থাৎ مما مست النار -এর থেকে যে অযুর কথা বলা হয়েছে তা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আভিধানিক অযু উদ্দেশ্য।

হযরত মায়মুনা রাযি.র হাদিস এখানে উল্লেখের দ্বিতীয় ফায়দা ইহাও হল যে, এখানে কুলির উল্লেখও নেই। অথচ ঘটনাও ইহাই যে, ছাতু গোস্ত বা অন্যান্য বস্তু খাওয়ার পর কুলি করা আবশ্যকীয় নয় - যদি মুখ পরিষ্কার থাকে। যেমন ছাতু খেয়ে এমন বিলম্ব করে নামায পড়ল যে, মুখের মধ্যে ছাতুর লেশ মাত্রও নেই। কিংবা গোস্ত খেয়ে নামায পড়তে এত বিলম্ব করল যে, তৈলাক্তভাব মুখে আর নেই। সেক্ষেত্রে কুলি না করেও নামায জায়েয আছে।

بَاب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

অধ্যায় ১৪৯ : দুধ পান করে কি কুলি করবে?

٢٠٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ *

২০৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করে কুলি করলেন। তারপর বললেন, দুধের মধ্যে তৈলাক্ততা থাকে। উকাইলের সাথে এ হাদিসটি ইউনুস এবং সালেহ বিন কায়সানও যুহরী হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের شرب لبنا فمضمض অংশ দ্বারা মিল স্পষ্ট।

ব্যাখ্যা : হাদিস শরীফে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুধ পান করে কুলি করেছেন। সে ক্ষেত্রে শিরোনামের মধ্যে هل শব্দটি বৃদ্ধির কী কারণ থাকতে পারে? উত্তর হল , আবু দাউদ শরীফে হযরত আনাস বিন মালেক রাযি.র বর্ণনায় রয়েছে যে, দুধ পান করেছেন। কিন্তু কুলি করেননি। ইমাম বুখারী রহ. هل শব্দটি বৃদ্ধি করে এ সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, উল্লেখিত হাদিসে কুলি করার কারণ উল্লেখ রয়েছে - ان له دسما। এর দ্বারা ইহা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুলি করার প্রয়োজন তখন যখন দুধের মধ্যে তৈলাক্ততা থাকবে। আর যদি দুধে তা না থাকে তা হলে কুলি করারও প্রয়োজন নেই। এ হাদিস দ্বারা এ মাসয়ালাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, مما مست النار (আগুনে পাকানো বস্তু) -এর ব্যবহারের অযু এরূপই হয়। অর্থাৎ কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা। শর'য়ী অযুর সম্পর্ক خروج (নির্গমন)-এর সাথে। دخول (প্রবেশ)-এর সাথে নয়।

بَاب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا

অধ্যায় ১৫০ : ঘুমের কারণে অযুর বর্ণনা। আর যারা দু'একবার তন্দ্রার কারণে কিংবা ঘুমের একবার ঝুঁকির কারণে অযু ওয়াজিব মনে করেন না

যোগসূত্র : পূর্বের বাবের সাথে এ হিসেবে সম্পর্ক রয়েছে যে উভয় বাব অযুর আহকাম সম্পর্কিত।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ কথা বর্ণনা করা যে, ঘুম নি :শর্তভাবে অযু ভঙ্গকারীও নয়। আবার অযু রক্ষাকারীও নয়। উদ্দেশ্য হল, ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের আনুকুল্য করছেন - যার সবিস্তার আলোচনা সামনে হবে।

٢١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ *

২১০. হযরত আয়েশা রাযি.র রেওয়ায়াত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কারো নামায পড়ার সময় তন্দ্রা এলে সে যেন ঘুমিয়ে নেয় যেন তার ঘুম (এর প্রভাব) শেষ হয়ে যায়। কারণ তন্দ্রারত অবস্থায় নামায পড়লে সে জানবে না (মুখ হতে কী বের হয়েছে।) হয়ত সে ইস্‌তিগফার করতে চাইবে অথচ (তন্দ্রার ফলে) সে নিজেকে বদদো'য়া করবে।

শিরোনামের সাথে মিল : এ হাদিসের শিরোনামের সাথে উদ্দেশ্য এবং অর্থের দিক দিয়ে মিল রয়েছে। শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে। ১. ঘুমের কারণে অযু করা। ২. তন্দ্রার কারণে অযু না করা। অর্থাৎ ঘুম অযু ভঙ্গকারী। আর তন্দ্রা অযু ভঙ্গকারী নয়। কারণ ইরশাদ হয়েছে, اذا صلى وهو ناعس। অর্থাৎ তন্দ্রারত অবস্থায় নামায পড়া হতে নিষেধ করা হচ্ছে। এর দ্বারা বুঝা যায় তন্দ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হয় না। তাই তো এ অবস্থায় নামায পড়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর এ নিষেধের কারণও বলা হয়েছে যে, তন্দ্রারত ব্যক্তি নিজের জন্য দো'আ করতে চাইবে। কিন্তু তন্দ্রার কারণে নিজের উপর বদ দো'আ করে বসবে। তন্দ্রা যদি অযু ভঙ্গের কারণ হত তা হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বলতেন, তোমাদের কেউ নামাযে তন্দ্রা গেলে তার অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

٢١١ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ *

২১১. হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কাহারো নামাযে তন্দ্রা এলে সে যেন এ পরিমান ঘুমিয়ে যে সে যা বলে তা বুঝতে পারে।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : শিরোনামের সাথে হাদিসের বাণী اذا نعس احدكم فى الصلوة فليتم الخ দ্বারা সামঞ্জস্যতা রয়েছে।

ব্যাখ্যা : ঘুম কি অযু ভঙ্গের কারণ? এ বিষয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা নববী রহ. এ ক্ষেত্রে আটটি মত উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আইনী রহ. লিখেছেন যে, এতে নয়টি মত রয়েছে। কিন্তু এ মতামতগুলোর ভিত্তি হল দেহের জোড়ার শিথীলতা (استرخاء المفاصل)। আর ইহাই জমহুর ইমামগণের মত। জমহুর এ বিষয়ে একমত যে, ঘুম মুলত : অযু ভঙ্গের কারণ নয়। বরং এ অবস্থায় বায়ু নির্গত হওয়ার সম্ভাবনার কারণে একে অযু ভঙ্গকারী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর যেহেতু সম্ভাবনা সামান্য ঘুমের কারণে সৃষ্টি হয় না তাই এ মত অবলম্বল করা হয়েছে যে, সামান্য তন্দ্রা দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না। তবে প্রবল ঘুম অর্থাৎ এমন ঘুম যার কারণে জোড়ার শিথীলতা সৃষ্টি হয় তা অযু ভঙ্গকারী। আর যেহেতু প্রবল ঘুমের অবস্থায় বায়ু নির্গমনের অনুভুতি হয় না তাই জোড়ার শিথীলতাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে বায়ু নির্গমনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন হাদিস শরীফে রয়েছে -

ان الوضوء لا يجب الا على من نام مضطجعا فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله

'অযু শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয় যে পার্শ্বের উপর ভর করে ঘুমায়। কারণ যখন পাঁজরের উপর ভর করে ঘুমায় তখন তার জোড়াগুলো শিথিল হয়ে যায়।'

এ হাদিস দ্বারাও জানা যায় যে, হুকুমের ভিত্তি হল জোড়ার শিথিলতার উপর। তাই জোড়ার শিথিলতা সত্ত্বেও যদি কারো এ বিষয়ে নিশ্চিত হয় যে, তার বায়ু নির্গমন হয়নি তবু তার অযু ভঙ্গ হবে। যেমন সফরকে مشقت এর স্থলাভিষিক্ত করে 'কসর'এর ভিত্তি তার উপর রাখা হয়েছে।

প্রবল নিদ্রা এবং জোড়ার শিথিলতার সীমারেখার বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফে'য়ী রহ. যমীন হতে নিতম্ব সরে যাওয়াকে 'ইস্‌তিরখায়ে মাফাসিল' তথা জোড়ার শিথিলতার নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই নিতম্ব সরে যাওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেক ঘুম অযু ভঙ্গের কারণ হবে।

হানাফীদের মত হল, ঘুম যদি নামাযের আকৃতিতে হয় (অর্থাৎ নামাযের সুন্নত পদ্ধতির উপর হয়) তবে ইস্‌তিরখায়ে মাফাসিল হবে না। কারণ নামাযের মধ্যে যদি এমন ঘুম হয় যার দ্বারা ইস্‌তিরখায়ে মাফাসিল হয়ে পড়ে তবে নামাযী ব্যক্তি নামাযের সুন্নত তরীকার উপর থাকতে পারে না। কাজেই এমন ঘুম নাকেযে অযু নয়। আর যদি ঘুম নামাযের অবস্থার বাইরে হয় এবং যমীনের উপর নিতম্ব স্থির থাকে তবে তাও নাকেযে অযু নয়।

আর যদি স্থির না থাকে তবে তা নাকেযে অযু হবে। যেমন কাত হয়ে কিংবা চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। তদ্রূপ কোন ব্যক্তি কোন কিছুতে হেলান দিয়ে বসল আর এ অবস্থায় তার ঘুম এসে গেল তবে ঘুম যদি এমন প্রবল হয় যে, হেলান দেয়া বস্তুটি সরিয়ে নিলে সে পড়ে যাবে তা নাকেযে অযু। কারণ এমতাবস্থায় তার স্থিরতা বহাল থাকেনি।

হযরত গঙ্গুহী রহ.র মত : হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, ঘুম অযুর ভঙ্গের কারণ হওয়ার মূল ভিত্তি হল ইস্‌তিরখায়ে মাফাসিল। এ জন্যই ফোকাহায়ে কিরাম স্বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন নিদর্শন চিহ্নিত করেছেন। আর যেহেতু ইস্‌তিরখায়ে মাফাসিল কাল এবং ব্যক্তির শক্তির ভিত্তিতে পরিবর্তন হতে থাকে তাই এ কালের হানাফীদের জন্য প্রাক্তন মতানুসারে ফতওয়া না দেয়া চাই যে - নামাযের অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লে অযু ভঙ্গ হবে না। কারণ এ কালে নামাযের অবস্থায়ও (যেমন বসার অবস্থা, সিজদার অবস্থা) ইস্‌তিরখায়ে মাফাসিল হয়ে থাকে। যেমন দেখা যায় যে, নামাযের অবস্থায় ঘুমিয়ে থাকলে অযু ভঙ্গ হয়ে যায় অথচ নিদ্রিত ব্যক্তির অনুভূতিও হয় না।

بَاب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

অধ্যায় ১৫১ : 'হদস' না হলেও অযু করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের সাথে মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ উভয়টি অযুর আহকাম সম্পর্কিত।

٢١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ *

২১২. হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করতেন। হযরত আমর বিন আমের রহ. বলেন আমি হযরত আনাস রাযি.র নিকট আরয করলাম, আপনারা কী করতেন? তিনি বললেন, আমাদের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত এক অযু যথেষ্ট হত যতক্ষণ না তার হদস হত।

٢١٣ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالْأَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ *

২১৩. হযরত সুয়াইদ বিন নু'মান রাযি. বলেন, খায়বর বিজয়ের বৎসর আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। যখন ছাহবা নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আসরের নামায পড়ালেন। নামায শেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবার চাইলেন। সেখানে ছাতু ব্যতীত আর কিছুই পেশ করা গেল না। আমরা সবাই তা খেলাম এবং পান করলাম। অত :পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরেবের নামাযের জন্য দাঁড়ালেন। তো তিনি কুলি করলেন এবং আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়ালেন এবং (নতুন করে) অযু করেননি।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল ثم صلى لنا الغرب و لم يتوضأ দ্বারা। এতে বুঝা গেল যে, হদস ছাড়া অযু ওয়াজিব নয়। যদি হদস ছাড়া অযু ওয়াজিব হত তা হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা অযুতে মাগরিবের নামায পড়াতেন না। অবশ্য এমন ক্ষেত্রে নতুন অযু করে নেয়া মুস্তাহাব।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র এখানে দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে। ১. আহলে যাহের এবং শিয়াদের কারো কারো মত যে, মুকীমের জন্য প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য অযু করা ফরয - যদিও হদস না হয়ে থাকে। তবে মুসাফিরের জন্য ফরয নয়। তারা দলীল হিসেবে হযরত বরীদা বিন খুছাইব রাযি.র হাদিস উল্লেখ করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করতেন। আর মক্কা বিজয়ের দিন একই অযু দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। (অর্থাৎ মুসাফির হওয়ার কারণে)। ২. হদস না হওয়া সত্ত্বেও অযু করা মুস্তাহাব হওয়া বর্ণনা করা।

মুস্তাহাব হওয়া তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। كان النبى صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلوة অর্থা'ৎ বাবের প্রথম হাদিসের প্রথম অংশ। আর রদ্দ হল সাহাবায়ে কিরামের আমল দ্বারা يجزى احدنا الوضوء ما لم يحدث। তা ছাড়াও বাবের দ্বিতীয় হাদিসে স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল দ্বারা আহলে যাহের এবং শিয়াদের পুরোপুরি মত খন্ডন হচ্ছে।

بَاب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِه

অধ্যায় ১৫২ : পেশাব হতে বেঁচে না থাকা কবীরা গুনাহ

যোগসূত্র : উভয় বাবে এ হিসেবে সম্পর্ক রয়েছে যে, পূর্বের বাবে হদস না হওয়া সত্ত্বেও অযু করার বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ অযুর উপর অযু। অযুকারীর এ মর্যাদা রয়েছে যে, সে স্বীয় দেহ এবং কাপড় পেশাব হতে পবিত্র রাখে। এ বাবে বলা হচ্ছে যে, সে যদি দেহ এবং কাপড় পেশাব হতে পবিত্র না রাখে তবে তার কী শাস্তি?

٢١٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا *

২১৪. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বা মদীনার কোন একটি বাগান দিয়ে যাচ্ছিলেন। (আরেক রেওয়ায়াতে সন্দেহ ছাড়াই মদীনার বাগানের কথা উল্লেখ আছে।) সেখানে তিনি এমন দু'ব্যক্তির আওয়ায শুনতে পেলেন যাদেরকে কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছিল। তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আর শাস্তি কঠিন কোন আমলের কারণে হচ্ছে না। তারপর তিনি বললেন, হ্যাঁ! (বড় গুনাহ।) এদের একজন পেশাব হতে সর্তক থাকত না। আর দ্বিতীয়জন চোগলখুরী করত। তারপর তিনি (খেজুরের একটি তাজা) ডাল চইলেন। তা দু'টুকরা করে উভয় কবরে রেখে (গেড়ে) দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এমন করলেন কেন? তিনি ইরশাদ করলেন, এগুলো শুকানো পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা হয়ত তাদের শাস্তি লাঘব করে দিবেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট لا يستنزه من بوله দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : পূর্ববর্তী বাবসমূহে নাকেযে অযু তথা অযু ভঙ্গের কারণসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, পেশাব নাকেযে অযু হওয়ার সাথে সাথে সেটি নাপাকও। এর দ্বারা এ মাসয়ালা জানা গেল যে, নাজাসত বের হওয়া নাকেযে অযু। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল পেশাব হতে বেঁচে থাকার তাকিদ করা।

নাহবী এবং সরফী তাহকীক : حيطان শব্দটি حائط শব্দের বহুবচন। এর আরেকটি বহুবচন হল حوائط। حاط – يحوط বাবে نصر হতে। অর্থ বেষ্টন করা, ঘিরে রাখা। এ কারণে حائط এমন বাগানকে বলা হয় যা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। من حيطان المدينة او مكة এখানে او শব্দটি সন্দেহ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। এখানে সন্দেহকারী হলেন জারীর বিন আব্দুল হামীদ। সহীহ কথা হল, ইহা মদীনা তাইয়্যেবার ঘটনা। ইমাম বুখারী রহ.র الادب المفرد নামক কিতাবে সন্দেহ ছাড়াই حيطان المدينة উল্লেখ রয়েছে। এর সমর্থন পাওয়া যায় দারে কুতনীর রেওয়ায়াত দ্বারা। সেখানে রয়েছে বাগানটি ছিল উম্মে মুবাশ্বির আনসারীর। আর ইহার অবস্থান হল মদীনা তাইয়্যেবায়।

এ কবর দু'টি মুসলমানের ছিল। কারণ কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে بقبرين جديدين। কোন কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, ইহা জান্নাতুল বাকী'র ঘটনা। আর জান্নাতুল বাকী'তে নতুন কবর শুধু মাত্র মুসলমানদেরই ছিল। কারণ ইহা মুসলমানদেরই কবরস্থান ছিল। فسمع صوت انسانين এখানে واحد এর ইযাফত تثنيه-এর দিকে করা হয়েছে। আল্লামা কুস্তুল্লানী রহ. বলেন, মুযাফ যদি মুযাফ ইলাইহির جزء হয় তা হলে واحد এর ইযাফত تثنيه এর দিকে করা জায়েয । যেমন, اكلت راس شاتين। তবে جمع নেয়াই উত্তম। যেমন, فقد صغت قلوبكما। আর যদি মুযাফ ইলাইহির جزء না হয় তা হলে অধিকতর ক্ষেত্রে تثنيه-ই লওয়া হয়। যেমন, سل الزيدان سيفيهما। আর যদি ইলতিবাস হওয়ার আশঙ্কা না হয় তা হলে جمع-এর সিগা নেওয়াও জায়েয - যেমন এ হাদিসে রয়েছে। جريدة - ডালা যার পাতা পরিস্কার করা হয়েছে। لعله যমীরে শান। يعذبان في - في قبورهما শব্দটি সববিয়া। যেমন কোরআন করীমে আছে - لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم। অর্থাৎ তোমরা যা কিছু (ফিদিয়া) নিয়েছ তার কারণে তোমাদের অনেক বড় শাস্তি হত। আর যেমন হাদিসে রয়েছে عذبت امرأة في هرة অর্থ : একটি বিড়ালের কারণে এক মহিলাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। لا يستتر এখানে বিভিন্ন শব্দ এসেছে। মুসলিম শরীফ পৃষ্ঠা ১৪১ এবং আবু দাউদ শরীফ পৃষ্ঠা ৪ এ রয়েছে لا يستنزه - নুন এবং 'যা' দিয়ে। আরেক রেওয়ায়াতে আছে لا يستبرئ। সবগুলোর অর্থ প্রায় একই। অর্থাৎ সে পেশাব হতে সতর্ক থাকত না। পেশাবের ফোঁটা হতে বেঁচে থাকত না। এখানে استتار এর মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কারণ লজ্জাস্থান অনাবৃত করা যদি কবর আযাবের কারণ হত তা হলে من بوله শব্দটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। তখন অর্থ হত যে, সে বেপর্দা করত। তবে এ অর্থ হতে পারে যে সে পেশাব করার সময় পর্দা করত না।

كبائر এর তাহকীক এবং ব্যাখ্যা : এ শব্দটি كبيرة-এর বহুবচন। আরবী ভাষায় কায়দা রয়েছে যে, ب, ك এবং ر দ্বারা যে শব্দ গঠিত হবে তার মধ্যে বড়ত্বের অর্থ পাওয়া যাবে। এ জন্য كبير বড়কে বলে। আর كبائر বড় বড় গুনাহকে বলে। যেমন কোরআনে করীমে রয়েছে ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الاية অর্থাৎ যদি তোমরা বড় বড় গুনাহ হতে বেঁচে থাক যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করা হচ্ছে।

গুনাহ দুই প্রকার - সগীরা ও কবীরা : আল্লামা সুয়ূতী রহ. গুনাহে কবীরার সংজ্ঞা এ ভাবে করেছেন যে, যে পাপের উপর কোন প্রকার ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। অর্থাৎ হদ্দে শর'য়ী যেমন কতল, যিনা, চুরি করা ইত্যাদি কিংবা জাহান্নামের ভীতি দেখানো হয়েছে বা লা'নত এসেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, ان الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا و الاخرة الخ অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং তার রসূলকে কষ্ট দেয় তাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে লা'নত দিয়েছেন।

উলামাগণ লিখেন, কেউ যদি সগীরা গুনাহের উপর জমে থাকে এবং তাকে ছোট মনে করে পরওয়া না করে এবং তা বার বার করতে থাকে তবে তাও কবীরায় পরিণত হয়ে যায়। আর যে কবীরা হতে সঠিক অর্থে লজ্জিত হয়ে তওবা করে নেয় এবং তা ছেড়ে দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নেয় তবে তা সগীরার মতই। তাই গুনাহের উপমা হল আগুনের মত। যদি তা নিষ্প্রভ করার উপকরণ তৈরী না হয় তবে ছোট একটি আগুনের স্ফুলিঙ্গও বড় বড় বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়। আর যদি তা নিভানোর উপকরণ থাকে তবে বড় বড় আগুনের স্ফুলিঙ্গও নিভিয়ে ঠান্ডা করা যায়। গুনাহের আগুন নিভানোর উপকরণ যদিও নেককাজ। কিন্তু সবচেয়ে বেশী কার্যকরী জিনিস হল তওবা এবং ইনাবত ইলাল্লাহ। অর্থাৎ লজ্জিত হওয়া এবং গুনাহ ত্যাগের উপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া তওবার অন্যতম রুকন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তার স্বীয় অনুগ্রহে সগীরা এবং কবীরা গুনাহ হতে বাঁচিয়ে রাখুন!

কবীরা গুনাহের সংখ্যা : সময় এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও তিনটি কখনও সাতটি আবার কখনও তারও অধিক বলেছেন। আল্লামা নববী রহ.বলেন,

قال العلماء و لا انحصارللكبائر فى عدد مذكور و قد جاء عن ابن عباس رض انه سئل عن الكبائر اسبع هى فقال هى الى سبعين

অর্থাৎ আলেমগণের মতে কবীরা গুনাহের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কবীরা গুনাহ কি সাতটি? তিনি বললেন, সেগুলো সত্তরের মত।

প্রশ্নোত্তর : হাদিসের শব্দের মধ্যে বাহ্যত: বৈপরিত্ব বুঝা যায়। وما يعذبان فى كبير এর দ্বারা উভয়টি কবীর না হওয়া বুঝা যায়। পরবর্তীতে ইরশাদ হচ্ছে ثم قال بلى (অর্থাৎ অত :পর বললেন, হ্যাঁ! বড় গুনাহ)। বাহ্যত : উভয়টির মধ্যে বৈপরিত্ব রয়েছে।

উত্তর হল - নফী এবং ইসবাত দু'টি দুই হিসেবে। নফী এ হিসেবে যে, এ গুনাহ দু'টি পরিহার করা বা এগুলো থেকে বেঁচে থাকা এমন কোট কঠিন কাজ ছিল না। এ হিসেবে কবীরা নয়। কিন্তু পাপ হিসেবে পেশাব থেকে বেঁচে না থাকা এবং চোগলখোরী করা কবীরা গুনাহ।

২. কেউ কেউ বলেন, যে গুনাহর নফী করা হচ্ছে তা হল আকবারুল কাবায়ের তথা সবচেয়ে বড় গুনাহ। আর যা সাব্যস্ত করা হচ্ছে তা হল মুতলাক কবীরা। উদ্দেশ্য হল, যে কাজের কারণে তাদের শাস্তি হচ্ছে তা খুব বড় গুনাহ হত্যা করা ইত্যাদির মত নয় - যদিও তা কবীরা হয়ে থাকে।

৩. গুনাহকারীর দৃষ্টিতে সেগুলো সাধারণ গুনাহ ছিল। তাই তা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করেনি। কিন্তু আল্লাহর নিকট সেগুলো অনেক বড় গুনাহ। যেমন কোরআনে করীমে আছে وتحسبونه هينا و هو عند الله عظيم 'তোমরা ইহাকে হালকা মনে কর অথচ আল্লাহ তা'আলার নিকট ইহা অনেক গুরুতর পাপ।' একটি কঠিন পাপকে সাধারণ মনে করা গুরুতর অপরাধ। এ আয়াতটি তখন নাযিল হয়েছিল যখন ইফকের ঘটনার সময় কিছু মুসলমানও জড়িয়ে পড়েছিলেন।

৪. মূলত : গুনাহ অনেক বড় ছিল না। কিন্তু সেগুলো সব সময় করতে থাকায় বড় হয়ে গিয়েছে। যেমন হাদিসের বাণী كان احدهم لا يستتر من بوله و كان الاخر يمشى بالنميمة দ্বারা বুঝা যায় যে, তারা এগুলো বার বার করতে থাকত। এ উত্তরগুলোর মধ্যে প্রথমটি সর্বোত্তম।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, পেশাবের ফোঁটা হতে সর্তক না থাকার সাথে কবরের আযাবের কী মিল?

এর হাকীকত আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। অবশ্য আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. বাহরুর রায়েক কিতাবে এর রহস্য এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, পেশাব হতে পবিত্র থাকা ইবাদত এবং আনুগত্যের প্রথম স্তর। পক্ষান্তরে কবর হল আলমে আখিরাতের প্রথম মনযিল। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। আর পবিত্রতা নামাযের আগের বিষয়। এর জন্য আখিরাতের মনযিলগুলোর প্রথম মনযিল অর্থাৎ কবরে পবিত্রতা লংঘনের শাস্তি দেয়া হবে। মু'জামে তবরানীর একটি রেওয়ায়াত দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়। তা হল اتقوا عن البول فانه اول ما يحاسب به العبد فى القبر।

কবর আযাবের দু'টি কারণ : এ বাবের হাদিসে কবর আযাবের দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হল পেশাব হতে বেঁচে না থাকা। দ্বিতীয়টি হল চোগলখোরী না করা।

পেশাব হতে বেঁচে না থাকার বিভিন্ন সূরত হতে পারে। ১. পেশাব হতে ইস্তিঞ্জা না করা। ২. দাঁড়িয়ে পেশাব করা কিংবা এমনভাবে বসে পেশাব করা যে, পেশাবের ফোঁটা গায়ে এসে পড়া। মোট কথা, নামাযের পূর্বে দেহ এবং কাপড়ের পবিত্রতা শর্ত।

প্রকাশ থাকে যে, সকল প্রকার নাজাসত থেকে বেঁচে না থাকার কারণে কবরে শাস্তি হবে। এতে পেশাবের কোন বিশেষত্ব নেই। পেশাবের কথা একারণেই করা হয়েছে যে, মানুষ এ ক্ষেত্রে অধিকতর বে-পরওয়া থাকে। অন্যান্য নাপাক হতে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে এত বেশী বে-পরওয়া হয় না। আজকাল প্রায় এ অবস্থাই দেখা যায়। দ্বিতীয় কারণ 'নমীমা' বা চোগলখোরী করা। 'নমীমা'র প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হল, একজনের কোন কথা ক্ষতির উদ্দেশ্যে

অন্যের নিকট পৌছানো। ইহা একটি নিকৃষ্ট অভ্যাস। ثم دعا بجريدة الخ তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আযাবের সমাধান এ ভাবে করেছেন যে, তিনি একটি তাজা ডালা চেয়ে নিয়ে দু'টুকরো করে উভয়ের কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন এবং বললেন, لعله ان يخفف عنهما ما لم تيبسا। এর দ্বারা কোন কোন বিদ'আতী এ কথার উপর দলীল পেশ করে যে, কবরের উপর ফুল ছড়িয়ে দেয়া জায়েয । কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হাদিসে ফুলের কোনই উল্লেখ নেই। অবশ্য এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের আলোচনা রয়েছে যে, এ হাদিস অনুযায়ী কবরের মধ্যে ডালা গেড়ে দেয়ার কী হুকুম?

উলামাদের এক জামাতের মত হল, ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট। অন্য কারো জন্য এরূপ করা জায়েয নয়। আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. এবং আল্লামা মাযরী রহ. এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে এদের কবর আযাব হচ্ছে। সাথে সাথে এও জানানো হয়েছে যে, ডালা গেড়ে দিলে তাদের শাস্তি লাঘব হতে পারে। কিন্তু অন্য কারো জন্য কবরবাসীর শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কিংবা শাস্তি লাঘব হওয়ার কথা জানার সূযোগ নেই। তাই অন্য কারো জন্য গাছের ডালা গেড়ে দেয়া জায়েয নয়। উলামাদের আরেক জামাতের মত হল, শাস্তি লাঘব হওয়ার নিয়্যতে এরূপ ডালা গেড়ে দেয়া জায়েয আছে। যেমন ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল জানায়িযে এর উপর আলাদা বাব কায়েম করেছেন। باب الجريد على القبر। সে বাবে কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়া সম্পর্কিত এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়াও সে বাবে হযরত বুরাইদা আসলামী রাযি.র একটি তা'লীক উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি তার কবরের উপর দু'টি ডাল গেড়ে দেয়ার জন্য মৃত্যুর সময় অসিয়্যত করেছিলেন।

আমাদের ফকীহদের মধ্য হতে আল্লামা শামী রহ.ও এর জায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আসকালানী এবং শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.ও এ বিষয়ে একমত। হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.র মতও এদিকে। কিন্তু এর উপর ফুল ছড়ানোর কিয়াস করাটা শরীয়তের সীমা লঙ্গন এবং বাতিল। কারণ বাবের হাদিসের সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। এাট বাতিল হওয়ার জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, ফাসিক-ফাজির যাদের শাস্তি লাঘব প্রয়োজন তাদের পরিবর্তে এরা নেককার-বুযর্গদের কবরে ফুল ছিটায়। বাবের হাদিসে শাস্তিপ্রাপ্তদের শাস্তি লাঘবের জন্য এ পন্থা অবলম্বন করা হয়। তো এ সব বিদ'আতীরা যে সকল কবরে ফুল ছড়ায় তাদেরকে যেন শাস্তিপ্রাপ্ত মনে করে।

بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْقَبْرِ كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِه وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ

অধ্যায় ১৫৩ : পেশাব ধোয়া সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে। হুযুর সা. কবরবাসী সম্পর্কে বলেছিলেন যে, সে পেশাব হতে সর্তক থাকত না। তিনি মানুষের পেশাব ব্যতীত অন্য কোন কিছুর পেশাব সম্পর্কে কিছু বলেননি

পূর্বের সাথে যোগসূত্র :

وجه المناسبة بين البابين من حيث ان المذكور فى الباب السابق البول الذى كان سببا لعذاب صاحبه فى قبره و هذا الباب فى بيان غسل ذالك البول

অর্থাৎ উভয় বাবের মধ্যে যোগসূত্র হল এভাবে যে, পূর্বের বাবে সে পেশাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যা আযাবের কারণ ছিল। আর এ বাবে তা ধোয়ার হুকুম বর্ণিত হচ্ছে।

٢١٥ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ *

২১৫. হযরত আনাস রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাযায়ে হাজতের জন্য বের হতেন। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়ে হাজির হতাম। তিনি তা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হল اذا تبرج لحاجته الخ দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তা হল মানুষের পেশাব নাপাক। কারণ بول শব্দটির ইযাফত মানুষের দিকে করা হয়েছে। তাই ইমাম বুখারী রহ. নিজের পক্ষ হতে এ মাসয়ালা বের করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীতে মানুষের পেশাব উদ্দেশ্য। অন্যান্য প্রাণীর উল্লেখ এখানে করা হয়নি। তাই তিনি শিরোনামে বলছেন, ولم يذكر سوى بول الناس। ইহা ইমাম বুখারী রহ.র মত। ইহা দ্বারা তিনি এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, কোন কোন রেওয়ায়াতে من بوله এর পরিবর্তে من البول উল্লেখ হয়েছে সেখানে আলিম লামটি আহদে খারেজী। তা দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মানুষের পেশাব উদ্দেশ্য। আর যেহেতু মানুষ غير ماكول اللحم প্রাণী। তাই এ হুকুম প্রত্যেক غير ماكول اللحم প্রাণীর জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ সকল غير ماكول اللحم প্রাণীর পেশাব নাপাক। আর যে সকল প্রাণীর গোস্ত খাওয়া জায়েয সেগুলোর পেশাব পাক হওয়ার প্রতিই ইমাম বুখারী রহ.র মত বুঝা যাচ্ছে।

পেশাব না-পাক চাই তা ماكول اللحم হোক কিংবা غير ماكول اللحم হোক : মানুষের পেশাব এবং غير ماكول اللحم প্রাণীর পেশাব সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। ইখতিলাফ শুধুমাত্র ماكول اللحمপ্রাণীর পেশাব নিয়ে। হানাফী এবং শাফে'য়ীদের মতে সমস্ত প্রাণীর পেশাব নাপাক চাই তা غير ماكول اللحم হোক কিংবা ماكول اللحم হোক। পেশাব নাজাসতে গলীযা বা খফীফা হওয়া ভিন্ন ব্যাপার। কিন্তু তা নাপাক। হাদিসে ইরশাদ হয়েছে استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه 'পেশাব হতে বেঁচে থাক। কারণ এর কারণেই অধিকাংশ কবরের শাস্তি হবে।'

এখানে 'পেশাব' ব্যাপক। غير ماكول اللحم এবংماكول اللحم উভয়টিকে শামেল করে। এ হাদিসের বলার প্রসংঙ্গও এর সমর্থন করে। কারণ জনৈক সাহাবীর দাফন হতে ফারিগ হয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অবসর হলেন তখন তার চেহারা মুবারকে চিন্তার ভাব দেখা গেল। মৃত সাহাবীকে শাস্তির মধ্যে দেখতে পেলেন। তিনি মৃত সাহাবীর ঘরে গেলেন। তার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তার পরিবার জানালেন যে তিনি বকরী চরাতেন। তবে বকরীর পেশাব হতে বেঁচে থাকতেন না। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, استنزهوا عن البول فان عامة عذاب القبر منه

এ ঘটনা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বকরীর পেশাবের কারণে কবরের আযাব হয়েছে যা কি না ماكول اللحم। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.র এক রেওয়ায়াতে রয়েছে اخذ حجرين و القى الروثة و قال هذا ركس। এর দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, লেদ ইত্যাদি নাপাক।

৩. সহীহ কিয়াস দ্বারাও ماكول اللحم প্রাণীর পেশাব না-পাক প্রমাণিত হয়। কারণ পাক-নাপাকের সম্পর্ক গোস্তের সাথে নয়। দেখুন! মানুষের গোস্ত পাক। কিন্তু আহার্য নয়।

মূলত : নাপাকীর ভিত্তি হল দূগর্ন্ধ, ঘৃণ্য এবং বদবু-র প্রতি রূপান্তর হওয়া। দেখুন! আমরা পাক-সাফ এবং মজাদার খাবার খাই। সেগুলো উদরে গিয়ে যখন পরিবর্তন এবং দূগর্ন্ধযুক্ত হয়ে যায় তখন তা নাপাক। পায়খানা খাবারেরই রূপান্তরিত অংশ যা দূগর্ন্ধের কারণে নাপাক। পক্ষান্তরে শরাব নাপাক এবং হারাম। কিন্তু যখনই তা পরিবর্তন হয়ে সিরকা হয়ে যায় তখন তা হালাল এবং পাক।

৪. ইমাম ত্বাহাবী রহ. বলেন, যেমনিভাবে মানুষের গোস্ত সর্বসম্মতিক্রমে পাক এবং তার রক্ত এবং পেশাব নাপাক তেমনিভাবে ماكول اللحم প্রাণীর গোস্তও পাক। তাই সেগুলোর রক্তের মত পেশাবও নাপাক হওয়া চাই।

মালেকী এবং হাম্বলীদের মতে ماكول اللحم প্রাণীর পেশাব পাক। ইহা ইমাম মুহাম্মদ রহ.রও মত।

অধ্যায় ১৫৪

٢١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي

كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ

২১৬. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, এদের উভয়ের আযাব হচ্ছে। কিন্তু কোন বড় কিছুর ব্যাপারে নয়। এদের একজন পেশাব হতে বেঁচে থাকত না। আর দ্বিতীয়জন চোগলখোরী করত। তারপর তিনি একটি তাজা খেজুরের ডালা নিয়ে মধ্যখান দিয়ে ফেঁড়ে দু'টুকরা করে কবর দু'টিতে গেড়ে দিলেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এমন কেন করেছেন? তিনি বললেন, এ দু'টো শুকানো পর্যন্ত হয়তবা তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে।

ইবনে মুসান্না রহ. বলেন, ওকী' বলেন যে, আমার নিকট আ'মাশ রহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি মুজাহিদ হতে শুনেছি - তারপর তিনি এ হাদিস বর্ণনা করলেন।

শিরোনামহীন বাব : আল্লামা আহনী রহ. বলেন, এ হাদিসটি মূলত ঐ হাদিস যা ইমাম বুখারী রহ. من الكبائر ان لا يستتر من بوله শিরোনামের বাবে উল্লেখ করেছেন। কারণ উভয়টির মাখরাজ এক। তবে সনদ এবং মতনে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। পূর্বের বাবে عن مجاهد عن ابن عباس ছিল। আর এখানে - শিরোনামহীন বাবে রয়েছে عن مجاهد عن طاؤس عن ابن عباس। ইমাম বুখারী রহ.র উভয় 'তাখরীজ'ই সহীহ। কারণ হতে পারে মুজাহিদ রহ. সরাসরি ইবনে আব্বাস রাযি. হতেও শুনেছেন আবার তাউসের মাধ্যমেও শুনেছেন।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, উভয় বাবের মাঝে আরো একটি বাব রয়েছে। এর উত্তর হল মধ্যবর্তী বাব باب ما جاء فى غسل البول - এ বলা হয়েছে যে, এ বাবটি পূর্বের বাবের অনুগত।

শিরোনামহীন বাবের উদ্দেশ্য : আল্লামা আসকালানী বলেন, এ বাবটি পূর্বের বাবের একটি অনুচ্ছেদ স্বরূপ।

২. শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, অধিকাংশ নুসখায় এখানে বাব নেই। তাই একে হযফ করে দেয়াই উত্তম।

৩. ইমাম বোখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি করা। পূর্বের বাবে ছিল যে, পেশাব হতে বেঁচে না থাকা কবীরা গুনাহ। এখন পূর্বের বাব দেখে এখানে এ শিরোনাম হতে পারে যে, পেশাব হতে সতর্ক না থাকা কবর আযাবের কারণ।

আল্লামা কিরমানী বলেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল পেশাব ধোয়া ওয়াজিব হওয়ার প্রতি সতর্ক করা।

بَاب تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায় ১৫৫ : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে মসজিদে পেশাব করে অবসর হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মধ্যে যোগসূত্র হল উভয় বাবেই পেশাবের এ হুকুম রয়েছে যে, পেশাবের হুকুম হল তা দূরীকরণ। পূর্বের বাবে ধোয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এ বাবে তার উপর পানি ঢালার কথা বলা হয়েছে। পানি ঢালা এবং ধোয়া একই হুকুমের।

٢١٧ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ دَعُوهُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

২১৭. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গ্রাম্য ব্যক্তিকে দেখলেন যে সে মসজিদে পেশাব করছে। (লোকেরা তাকে ধমক দিল।) তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। সে পেশাব হতে অবসর হলে তিনি পানি ছেয়ে আনলেন এবং পেশাবের জায়গায় প্রবাহিত করে দিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : يبول فى المسجد فقال دعوه الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল একটি জটিল প্রশ্নের নিরসন।

পূর্বের বাবগুলো দ্বারা জানা গেছে যে পেশাবের বিষয়টি খুবই কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ। এর নাপাকী হতে পবিত্র হতে ধোয়া ছাড়া ভিন্ন কোন উপায় নেই। তা ছাড়া পেশাব হতে অসতর্ক থাকলে কবর আযাবের আশঙ্কা আছে। এ গুরুত্ব এবং কঠোরতার চাহিদা ছিল পবিত্রস্থান মসজিদে পেশাবকারী গ্রাম্য ব্যক্তিকে কঠোরভাবে বাধা দেয়া। কিন্তু এখানে ঘটেছে উল্টোটা।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন যে, কখনো কখনো একটি খারাবী হতে বাঁচার জন্য আরেকটি খারাবী অবলম্বন করা হয়। তো যেন ইমাম বুখারী রহ. এ প্রশ্ন হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এ নিয়মের দিকে ইঙ্গিত করছেন - اذا ابتلى الانسان ببليتين فليختر اهونهما। অর্থাৎ যখন দু'টি মুসিবতে জড়িয়ে পড়বে তখন সহজটাই অবলম্বন করা চাই। কারণ ইহাই বিবেকের চাহিদা। আবদিয়্যতের চাহিদাও তাই। এখানে দু'টি মুসিবত। একটি হল মসজিদের নাপাক হওয়া। আর অপরটি হল গ্রাম্য ব্যক্তির জীবনের আশঙ্কা বা জটিল রোগের সম্ভাবনা। তো মসজিদ যেহেতু ইতিমধ্যে নাপাক হয়ে গেছে। কারণ গ্রাম্য ব্যক্তি পেশাব করা শুরু করে দিয়েছে। মসজিদের মাঝখানে নয়, এক কিনারে। যেমন পরবর্তী হাদিসে রয়েছে فبال فى طائفة المسجد। আবু দাউদ শরীফে স্পষ্ট রয়েছে لم يلبث ان بال فى ناحية المسجد। অর্থাৎ সে গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে এসেই মসজিদের কিনারে পেশাব করতে লাগল।

তো মসজিদের যতটুকু নাপাক হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তা সাফ করা এবং পবিত্র করাও কঠিন কোন কাজ নয়। কিন্তু যদি তাকে কঠোরভাবে বাধা দেয়া হত তা হলে দু'টি খারাবীর সম্ভাবনা ছিল। হয়ত সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। অথবা পেশাবের মাঝে পেশাব বন্ধ হয়ে যেত যা জটিল রোগের কারণ হত। এমনও হতে পারত যে সে পেশাব করতে করতে এদিক সেদিক যেতে থাকত যার ফলে তার দেহ এবং কাপড় তো নাপাক হতোই সারা মসজিদেও তা ছড়িয়ে পড়ত। এ জন্য হালকা মুসিবত মেনে নিয়ে বললেন, دعوه তাকে ছেড়ে দাও। সে যখন পেশাব করে ফারেগ হলো তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে মসজিদের নাপাক জায়গা পাক করার পদ্ধতি বলে দিলেন। আর সে গ্রাম্য ব্যক্তিকে ডেকে নরম সুরে বললেন, নামায, তিলাওয়াতে কোরআন এবং আল্লাহর যিকিরের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

মোট কথা, ইমাম বুখারী রহ. এদিকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কোন খারাবী হতে বাঁচার জন্য বড়ই সতর্কতার সহিত বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ নেয়া চাই।

اعرابى **-র অর্থ :** আল্লামা আইনী রহ. বলেন, اعرابى-শব্দটির নিসবত হল اعراب-এর দিকে। কারণ এর এক বচন নেই। গ্রাম্য লোকদেরকে বলা হয় - চাই আরবী হোক বা অনারব হোক। আর عربى শব্দের নিসবত عرب এর দিকে - যা শহরের বাসিন্দাদের বলা হয়। الاعرابى এবং المسجد শব্দের আলিফ লাম হল আহদে যেহনী। ঐ গ্রাম্য ব্যক্তির নাম নির্ধারণে বিভিন্ন মত রয়েছে। ১. আকরা' বিন হাবেস রাযি. ২.উয়াইনা বিন হাসান রাযি. ৩.যুল খুয়াইসিরা ইয়ামানী রাযি.। শেষ মতটি রাজেহ।

بَاب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায় ১৫৬ : মসজিদে পেশাবের উপর পানি প্রবাহিত করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মুনাসাবাত স্পষ্ট। এখানে বাব উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ ছাড়াও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যায়।

٢١٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ *

২১৮. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগল লোকেরা তাকে আটকাতে চাইল। অর্থাৎ যবান দ্বারা বাধা দিতে চাইল। যেমন কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে مه مه। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। আর (যেখানে সে পেশাব করেছে।) তার পেশাবের উপর একটি বড় বালতি পানি প্রবাহিত করে দাও। (রাবীর সন্দেহ যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম سجل শব্দ বলেছেন না কি ذنوب শব্দ বলেছেন।) তোমরা সহজের জন্য প্রেরিত হয়েছ কঠোরের জন্য নয়।

শিরোনামের সাথে মিল : هريقوا على بوله হাদিসের অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

٢١٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ يُهَرِيقُ الْمَاءَ عَلَى الْبَوْلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُ النَّاسُ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهِم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ *

২১৯. হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, এক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে মসজিদের কিনারায় পেশাব করতে শুরু করল। লোকেরা তাকে ধমক দিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে (তাকে ধমক দিতে) নিষেধ করলেন। সে ব্যক্তি যখন পেশাব করে সারল তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বালতি পানি আনার হুকুম দিলেন। তারপর তা ঐ পেশাবের উপর প্রবাহিত করে দেয়া হল।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ امر النبى صلى الله عليه وسلم দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসে রয়েছে فزجره الناس এর পূর্বের হাদিসে রয়েছে فتناوله الناس এবং মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে রয়েছে فصاح به الناس। এ সব শব্দের উদ্দেশ্য হল সাহাবা কিরাম তাকে যা কিছু বলেছেন যবান দিয়ে বলেছেন। কেউ হাত বাড়াননি। যেমন বাবের প্রথম হাদিস ২১৮ এর অনুবাদে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ সকল হাদিস দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, নাজাসত হতে বেঁচে থাকাটা সাহাবায়ে কিরামের অন্তরে পূর্ব হতেই বসা ছিল। এ জন্যই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীতই গ্রাম্য ব্যক্তিকে বাধা দিয়েছেন। সাথে সাথে এও বুঝা যায় যে, সৎকাজে আদেশ করার সাথে সাথে খারাপ কাজ হতে নিষেধ করাও ইসলামে কাম্য।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরদপূর্ণ নসীহত : হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার ধরণ এবং দরদপূর্ণ নসীহত দ্বারা এ মাসয়ালা জানা গেল যে, না-ওয়াকেফ ব্যক্তিকে নসীহত করার ক্ষেত্রে নম্রতা বজায় রাখা চাই। কঠোরতা এবং রাগপ্রদর্শন না করে তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেয়া চাই যেমনটা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নও মুসলিম গ্রাম্য ব্যক্তির সাথে করেছেন। কোরআনে করীমেও এ হুকুমই করা হয়েছে

ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة

যমীন পাক করার পদ্ধতি এবং ইমামগণের মত : হানাফীদের মতে যমীন পাক করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। ১.যমীনের যে অংশে নাপাক লেগেছে তা যদি নরম হয় তবে তার উপর পানি ঢেলে দিবে তা হলে নিচে দিকে নেমে যাবে। আর যমীনের উপরের অংশে যদি কোন নাপাকীর চিহ্ন না থাকে তা হলে যমীনের উপরের অংশ পাক হয়ে যাবে। প্রবাহিত পানি যমীনের নিচের দিকে চলে যাওয়া কাপড় নিংড়ানোর পর্যায়ের। যেমনি নাপাক কাপড় পাক করার সময় নিংড়ানো জরুরী তেমনিভাবে এখানে পানি নিচে চলে যাওয়া কাপড় নিংড়ানোর স্থলাভিষিক্ত। দ্বিতীয় সূরত হল, যমীন যদি শক্ত হয় তবে দু' অবস্থা থেকে খালি হবে না। হয়ত ঢালু হবে অথবা সমতল হবে। যমীন যদি ঢালু হয় তা হলে নিম্নদিকে একটি গর্ত খোদা হবে। আর ঐ নাপাকের উপর তিনবার পানি প্রবাহিত করা হবে। তারপর গর্তটিকে মাটি দিয়ে ভরে দেয়া হবে। (যেন সে স্থানও পাক হয়ে যায়।)

যদি যমীন সমতল হয় তা হলে পানি ঢালা দ্বারা যমীন পাক হবে না। সে নাপাক জায়গার মাটি খনন করে ফেলে দিতে হবে। আর নাপাকীর আর্দ্রতা মাটির যতটুকু নিচ পর্যন্ত গিয়েছে ততটুকু পরিমাণ খনন করতে হবে।

আইম্মায়ে ছালাছা (ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.)-র মতে প্রত্যেক প্রকার যমীন পানি প্রবাহিত করা দ্বারাই পবিত্র হয়ে যায়। তাদের মতে যমীন খনন করার প্রয়োজন নেই। আবার তাদের মতে মাটি শুকানো দ্বারা যমীন পাক হয় না। তারা এ বাবের হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করেন।

হানাফীদের দলীল : এ গ্রাম্য ব্যক্তির ঘটনার বর্ণনায় আবু দাউদ শরীফের এক রেওয়ায়াতে রয়েছে خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه। এখানে স্পষ্ট রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশাবের স্থানের মাটি খনন করে ফেলে দিতে এবং এদিকে সেদিকে পানি প্রবাহিত করে দিতে বলেছেন। তারপর ইমাম আবু দাউদ রহ. আলাদা বাব باب فى طهور الارض اذا يبست কায়েম করেছেন এবং তার মধ্যে হযরত ইবনে উমর রাযি. বর্ণিত উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে রয়েছে–

كانت الكلاب تبول و تقبل و تدبر فى المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا

ইমাম বায়হাকী রহ. এ হাদিসটি তাঁর কিতাব 'সুনানুল কুবরা'য় কিতাবুসসালাতের অধীনে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়াও মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় আবু জা'ফর মুহাম্মদ বিন আলী আলবাকেরের আসর বর্ণিত হয়েছে - قال زكوة الارض يبسها। এ ছাড়াও মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায়-ই মুহাম্মদ ইবনুল হানফিয়া এবং আবু কালাবার আসর রয়েছে اذا جفت الارض فقد زكت। আবু কালাবার আরেকটি আসর মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাকে রয়েছে جفوف الارض طهورها। এ ছাড়াও অন্যান্য সাহাবী এবং তাবে'য়ী থেকে এর সমার্থক বাণী বর্ণিত রয়েছে। এ আসরগুলো কিয়াসের খেলাফ হওয়ার কারণে মরফু' হাদিসের হুকুমে।

বাবের হাদিসের উত্তর হল, পবিত্রতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য হতে ইহা একটি পদ্ধতি যা হানাফীদের নিকটও স্বীকৃত। কাজেই বাবের হাদিস হানাফীদের পরিপন্থী নয়। আর হানাফীরা স্ব স্ব স্থানে সকল রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমল করে। পক্ষান্তরে শাফে'য়ীগণ এবং অন্যান্যরা যমীন পবিত্র করা পানি প্রবাহিত করে দেয়ার মধ্যে সীমিত করে দিয়েছেন। তো তারা যেন কতকের উপর 'আমল করলেন এবং কতক ছেড়ে দিলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এরপরও তাঁরা নিজেদেরকে আহলে হাদিস দাবী করেন এবং হানাফীদের আহলে রায় বলে আখ্যায়িত করেন - যা কি না সম্পূর্ণরূপে ইনসাফের পরিপন্থী।

بَاب بَوْلِ الصِّبْيَانِ

অধ্যায় ১৫৭ : বাচ্চাদের পেশাবের বর্ণনা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : মুনাসাবাত সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট। কারণ উভয় বাব পেশাবের হুকুম সম্পর্কিত।

٢٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ

২২০. উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি বাচ্চা আনা হল। সে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড়ে পেশাব করে দিল। তিনি কিছু পানি চেয়ে নিলেন। তারপর তা তার উপর ঢেলে দিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। হাদিসের অংশ فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه দ্বারা।

٢٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ *

২২১. হযরত উম্মে কায়স বিনতে মেহসান রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি নিজের ছোট একটি বাচ্চাকে - যে তখনও খাবার খায়নি (অর্থাৎ দুগ্ধপোষ ছিল) - নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার কোলে বসালেন। সে তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তিনি পানি চেয়ে নিলেন এবং তার উপর ঢেলে দিলেন। খুব ভালভাবে ধুলেন না।

শিরোনামের সাথে মিল : فبال على ثوبه فدعا بماء الخ হাদিসের এঅংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল দুগ্ধপোষ বাচ্চার পেশাবের হুকুম বর্ণনা করা যে, তা পাক ন নাপাক। যদি নাপাক হয় তবে তা পবিত্র করার পদ্ধতি কী?

ইমাম বুখারী রহ. এ মাসয়ালায় জমহুরের সাথে রয়েছেন। জমহুরের মত তার মতেও বাচ্চা এবং বাচ্চী উভয়ের পেশাব নাপাক। ইমাম বুখারী রহ. এ বাবে দু'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিস দু'টি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দুগ্ধপোষ বাচ্চাদের পেশাব নাপাক।

ফকীহগণের মত : চার ইমাম এবং জমহুর এ বিষয়ে একমত যে, পেশাব বাচ্চার হোক বা বাচ্চীর হোক, তা নাপাক। অবশ্য দাউদ যাহেরীর মতে বাচ্চার পেশাব পাক।

কেউ কেউ (যেমন কাযী ইয়ায রহ.) নকল করেছেন যে, ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতে বাচ্চার পেশাব পাক। তবে এ নকলটা ভুল।

তবে আইম্মায়ে আরবা'র মধ্যে বাচ্চার পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতিতে মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা নববী রহ. বলেন,

واعلم ان هذا الخلاف انما هو فى كيفية تطهير الشئ الذى بال عليه الصبى و لا خلاف فى نجاسته و قد نقل بعض اصحابنا اجماع العلماء على نجاسة بول الصبى وانه يخالف الا داؤد الظاهرى الخ

ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ.র মতে শিশুর পেশাব ধোয়া জরুরী নয়। পানির ছিটা মেরে দেয়াই যথেষ্ট। তবে এ পরিমাণ ছিটা মারতে হবে যে, তা নিংড়ালে যেন পানি ফোঁটায় ফোঁটায় বের হয়।

২. ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., সুফিয়ান সওরী এবং কুফার ফকীহদের মতে ধোয়া আবশ্যক চাই তা দুগ্ধপোষ বাচ্চার হোক বা বাচ্চীর হোক। তবে ধোয়ার পদ্ধতিতে পার্থক্য রয়েছে। বাচ্চাদের পেশাব ধোয়ার ক্ষেত্রে বাচ্চীদের পেশাবের মত অতিরঞ্জিত করতে হবে না। বরং হালকাভাবে ধুয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে।

শাফে'য়ী এবং হাম্বলী মতাবলম্বীদের দলীল হল বাবের দ্বিতীয় হাদিস অর্থাৎ ২২১ নং হাদিস এবং ঐ সকল হাদিস যেগুলোতে বাচ্চার পেশাব ক্ষেত্রে نضح বা رش শব্দ বর্ণিত হয়েছে যার অর্থ ছিটানো এবং ছড়ানো।

হানাফী এবং মালেকীদের দলীল হল বাবের প্রথম হাদিস (২২০নং হাদিস) যাতে রয়েছে فاتبعه اياه যার অর্থ হল, 'তার উপর পানি ঢেলে দিলেন।' যা ধোয়ার উপর স্পষ্টভাবে দালালত করে। দ্বিতীয় দলীল হল ঐ সমস্ত হাদিস যেগুলোর মধ্যে পেশাব হতে বেঁচে থাকার ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে এবং তাকে নাপাক বলা হয়েছে।

এ সকল কারণে শাফে'য়ীদের দলীলের উত্তরে হানাফী এবং মালেকীরা বলেন, যে সকল হাদিসে نضح কিংবা رش রয়েছে সেগুলোর এমন অর্থ নেয়া হবে যেন বাবের অন্যান্য হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তাই এর অর্থ নেয়া হবে হালকাভাবে ধোয়া। আর صب الماء শব্দটি نضح এবং رش তথা হালকাভাবে ধোয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। হাদিসের এ শব্দদ্বয় দ্বারা শাফে'য়ীগণ ধোয়ার অর্থ নিয়েছেন।

যেমন, মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ডের ১৪৩ পৃষ্ঠার শেষ হাদিস যা باب المذى এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন ঐ হাদিসের শেষ অংশে রয়েছে فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ و انضح فرجك

ইমাম নববী রহ. এর ব্যাখ্যায় লিখেন,

واما قوله صلى الله عليه وسلم و انضح فرجك فمعناه اغسله فان النضح يكون غسلا و يكون رشا الخ

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী انضح فرجك এর অর্থ তুমি তোমার লজ্জাস্থান ধুয়ে নাও। কারণ نضح শব্দটি ধোয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং পানি ছিটানোর অর্থেও ব্যবহার হয়। তদ্রূপ ইমাম নবুবী রহ. ১৪০ পৃষ্ঠায় باب نجاسة الدم-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, و معنى تنضحه تغسله অর্থাৎ نضح এর অর্থ হল ধোয়া।

২. ইমাম শাফে'য়ী রহ. নিজেই কোন কোন ক্ষেত্রে نضح শব্দটিকে হালকাভাবে ধোয়ার অর্থে ব্যবহার করেছেন। যেমন, তিরমিযী শরীফের باب فى المذى يصيب الثوب এর মধ্যে হযরত সাহল বিন হানীফ রাযি.র বর্ণিত হাদিসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মযী পাক করার পদ্ধতি প্রসংঙ্গে ইরশাদ করেন, يكفيك ان تاخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبه حيث ترى انه اصاب منه। এ রেওয়ায়াতের শেষে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, وقد اختلف اهل العلم فى المذى يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزى الا الغسل وهو قول الشافعى و اسحاق। অর্থাৎ কাপড়ে মযী লাগলে পবিত্র করার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে ধোয়া ব্যতীত পবিত্র হবে না। ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইসহাক রহ. তাদের মধ্যে। এক হাদিসে রয়েছে, انى لاعرف مدينة ينضح البحر بجانبها الخ। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ আমি এমন শহরের কথা জানি যার একদিক দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ এ রেওয়ায়াতে نضح শব্দটি صب তথা প্রবাহিত হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে رش শব্দটিও ধোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের ২৬ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে ثم اخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها الخ। যেমনিভাবে এ সকল স্থানে نضح এবং رش শব্দ ধোয়ার অর্থে ব্যবহার হয়েছে, তেমনিভাবে হানাফীরা এ বাবের হাদিসে نضح শব্দটি বিভিন্ন হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্য যদি ধোয়ার অর্থে নিয়ে থাকে তা হলে অসুবিধা কোথায়? বরং সকল রেওয়ায়াত অনুযায়ী আমল করার জন্য ইহাই আবশ্যক।

অবশ্য হাদিস দ্বারা এতটুকু বুঝে আসে যে, বালক এবং বালিকার পেশাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। আর তা হলো বালিকার পেশাব ভালভাবে ধুতে হবে আর বালকের পেশাব হালকাভাবে ধুয়ে নিলেই চলবে।

প্রশ্ন জাগে, বালক এবং বালিকার পেশাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ কী? যদিও তা হানাফীদের মতে মুবালাগা করা এবং না করার পার্থক্য।

এর বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়, যার মধ্যে সর্বোত্তম উত্তর হল, বালিকার পেশাব গাঢ় এবং দূর্গন্ধযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে বালকদের পেশাব এতটা গাঢ় হয় না।

আর দুধ খাওয়ার সময় পেরিয়ে গেলে খাদ্যের প্রভাবে বালকদের পেশাবেও গাঢ়ত্ব এসে যায় যার ফলে এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা হয় না।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোলে যে সকল বাচ্চারা পেশাব করেছে জনৈক কবি তাদের নাম একটি শে'রে একত্রিত করেছেন।

قد بال فى حجر النبى اطفال * حسن و حسين ابن الزبير بالوا
و كذا سليمان بن هشام * و ابن ام قيس جاء فى الختام

بَاب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

অধ্যায় ১৫৮ : দাঁড়িয়ে এবং বসে পেশাব করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মধ্যে যোগসূত্র স্পষ্ট। কারণ উভয় বাবে পেশাবের হুকুম বর্ণিত হয়েছে। তদ্রূপ পরবর্তী বাব এবং তার পরবর্তী বাবও। মোট কথা, এখানে নয়টি বাব রয়েছে যার সবগুলোই পেশাবের হুকুম সম্পর্কিত এবং সবগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্পষ্ট।

٢٢٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ *

২২২. হযরত হুযাইফা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গোত্রের আবর্জনার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানি চাইলেন। আমি পানি নিয়ে এলাম। তিনি অযু করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ فبال قائما দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পেশাব করার বৈধতা প্রমাণ করা - যদিও বসে পেশাব করাটাই সুন্নত এবং মুস্তাহাব। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব সময়ের নিয়ম ছিল বসে পেশাব করা। তিনি সব সময় বসে পেশাব করতেন। যেমন উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত,

عن عائشة رض قالت من حدثكم ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه و ما كان يبول الا قاعدا

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে বলে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন তার এ কথা তোমরা বিশ্বাস করো না। তিনি বসেই পেশাব করতেন।

ইমামগণের মাযহাব : হানাফী, শাফে'য়ী এবং জমহুর উলামার মতে বিনা উযরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ তানযিহী। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন,

وقالت عامة العلماء البول قائما مكروه الا لعذر وهى كراهية تنزيه لا تحريم

২. ইমাম মালেক রহ.বলেন, দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পেশাবকারীর দেহে যদি পেশাবের ছিটা না আসে তবে জায়েয আছে। নচেৎ মাকরূহ। যেমন, ইমাম নবুবী রহ. শরহে নবুবীতে লিখেন,

ان كان فى مكان يتطاير اليه من البول شئ فهو مكروه فان كان لا يتطاير فلا باس به هذا قول مالك

৩. ইমাম আহমদ রহ. এবং অন্যান্যের মতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা সর্বাবস্থায় জায়েয । বাহ্যত : ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আহমদ রহ. মত গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন : ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে পেশাব করার দু'টি সুরতের কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হল দাঁড়িয়ে পেশাব করা। আর দ্বিতীয়টি হল বসে পেশাব করা। কিন্তু রেওয়ায়াত শুধু দাঁড়িয়ে পেশাব সম্পর্কিত এনেছেন, বসে পেশাব করার আনেননি। এর কারণ কী?

উত্তর : মুহাদ্দিসীনগণ এর বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন।

১. ইবনে বাত্তাল রহ. এ উত্তর দিয়েছেন যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করা যখন বৈধ হল তখন বসে পেশাব করার বৈধতা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এ সম্পর্কিত হাদিস আনার প্রয়োজন মনে করেননি।

২. বসে পেশাব করা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়েমী আমল ছিল - যেমন হযরত আয়েশা রাযি.র উল্লেখিত হাদিস দ্বারা জানা গেছে। তাই তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

৩. ইমাম বুখারী রহ.র নিয়ম হল, যদি কোন সহীহ হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করা তার উদ্দেশ্য হয়, আর তা তার হাদিস গ্রহণের শর্ত মুতাবিক না হয় তা হলে তিনি তা শিরোনামের মধ্যে উল্লেখ করেন।

মাকরূহ হওয়া সম্পর্কিত জমহুরের দলীল : ১. হযরত উমর রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন, হে উমর! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। তারপর আমি কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

২. হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

ব্যাখ্যা : উপরে উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা জানা গেল যে, হযরত হুযাইফা রাযি. হাদিসটি উযরের উপর মাহমুল। হয়ত হাঁটুতে ব্যথা ছিল অথবা জায়গাটা এমন ছিল যে, বসে পেশাব করলে পেশাব হতে বেঁচে থাকা কঠিন ছিল। অথবা দাঁড়িয়ে পেশাব করার বৈধতা বর্ণনা করার জন্য দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

بَاب الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ

অধ্যায় ১৫৯ : সঙ্গীর নিকটে প্রাচীরের আড়ালে পেশাব করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের যোগসূত্র স্পষ্ট।

٢٢٣ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ *

২২৩. হযরত হুযাইফা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি দেখেছি (অর্থাৎ আমার স্মরণ আছে) আমি এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলছিলাম। তিনি একটি দেওয়ারের পশ্চাতে এক গোত্রের আবর্জনার স্থানে এলেন। তিনি এমনভাবে দাঁড়ালেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ দাঁড়ায়। তারপর তিনি পেশাব করলেন। আমি তার থেকে দূরে সরে গেলাম। তারপর তিনি আমাকে ইশারা করলেন। আমি তার নিকট এসে তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম। তিনি পেশাব হতে অবসর হলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : উভয় ক্ষেত্রে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। শিরোনামের মধ্যে দু'টি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। একটি হল সঙ্গীর নিকটে পেশাব করা। দ্বিতীয়টি হল, প্রাচীর দ্বারা আড়াল করা। হাদিস শরীফ দ্বারা উভয় বিষয়ই প্রমাণিত হয়। প্রথমটি হল হযরত হুযাইফা রাযি. বলেন, قمت عند عقبه حتى فرغ আর দ্বিতীয়টি হল, اتى خلف حائط فقام।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন,

الغرض من عقد الباب ان ما نقل عنه صلى الله عليه و سلم انه اذا تبرز بعد فى المذهب مخصوص بالغائط لانكشاف العورة من كلا الجانبين و اما عند البول فيجوز ان يبول مسسترا بالحائط و صاحبه خلفه

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, কাযায়ে হাজতের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূরে যাওয়ার সম্পর্ক পায়খানা করার সাথে, পেশাবের সাথে নয়। কারণ এতে উভয় দিকের সতর খোলা হয়। আর পেশাবে জায়েয আছে। কারণ এখানে একদিকে দেওয়ারের সতর থাকে। আর পিছনে তার সঙ্গী দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হল পেশাবের জন্য দূরে যাওয়া জরুরী নয়।

بَاب الْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

অধ্যায় ১৬০ : কোন গোত্রের আবর্জনায় পেশাব করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : যোগসূত্র স্পষ্ট। কারণ উভয় বাব পেশাবের আহকাম সম্পর্কিত।

٢٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا *

২২৪. আবু ওয়ায়েল রহ. হতে বর্ণিত, হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি. পেশাবের বিষয়ে কঠোরতা করতেন। বলতেন, বনী ইসরাইলের কারো কাপড়ে পেশাব লাগলে তা কেটে ফেলা হত। হযরত হুযাইফা রাযি. বলতেন, হায়! আবু মুসা যদি এ কঠোরতা হতে বিরত থাকতেন! (কারণ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সম্প্রদায়ের আবর্জনার নিকট আসলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ. তার রচিত শরহে তারাজেমে আবওয়াবে সহীহ বুখারীতে লিখেন,

قصد المؤلف اثبات ان البول على سباطة قوم غير محتاج الى الاستيذان منهم لان سباطة القوم غالبا يكون محلا للانجاس فلا ضرر لهم بذالك

ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা প্রমাণ করা যে, কোন গোত্রের নর্দমার স্থানে পেশাব করতে তাদের অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারণ এমন স্থানে তারা ময়লা ফেলে থাকে। তাই এতে তাদের কোন ক্ষতি নেই।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসটি পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য, একটি প্রশ্নের নিরসন করা।

প্রশ্ন হয়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপরের জায়গায় বিনা অনুমতিতে কীভাবে পেশাব করলেন? বিশেষ করে দেওয়ারের নিকটে।

এ প্রশ্নের নিরসনের জন্যই ইমাম বুখারী রহ. এ শিরোনাম কায়েম করেছেন যেমনটা শাহ সাহেব রহ.র উল্লেখিত উদ্ধৃতি দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে।

উল্লেখিত প্রশ্নের আরো উত্তর বর্ণিত রয়েছে। যেমন, سباطه এর ইযাফত قوم এর দিকে তাখসীসের জন্য হয়েছে। তামলীকের জন্য নয়। অর্থাৎ সাধারণত : ময়লা-আবর্জনা ফেলার জায়গা কারো মালিকানায় থাকে না। বরং তা অনুর্বর জমি হয়ে থাকে - যা জনকল্যানমূলক কাজের জন্য হয়ে থাকে।

২. আর যদি কারো মালিকানায়ও থেকে থাকে তা হলেও প্রচলিত অনুমতিই যথেষ্ট।

৩. হতে পারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে অনুমতি নিয়েছেন। কারণ উল্লেখ না হওয়া অস্তিত্বে না আসার দলীল নয়।

৪. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উম্মতের মাল ব্যবহার করার অনুমতি আছে। কারণ তার ব্যাপারে আল্লাহ পক্ষ হতে ইরশাদ হচ্ছে

النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم واموالهم

بَاب غَسْلِ الدَّمِ

অধ্যায় ১৬১ : রক্ত ধোয়া

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মধ্যে মুনাসাবাত স্পষ্ট। কারণ উভয় বাবই নাপাক দূর করা সম্পর্কিত। প্রথমটি পেশাব হতে। আর দ্বিতীয়টি রক্ত হতে। নাপাকীর ক্ষেত্রে উভয়টিই বরাবর।

٢٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ *

২২৫. হযরত আসমা রাযি. হতে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসল। (তিনি স্বয়ং আসমা রাযি. ছিলেন।) বলল, আমাদের কারো কারো কাপড়ের মধ্যে হায়েয আসে। (অর্থাৎ হায়েযের রক্ত কাপড়ে লেগে যায়।) তখন সে মহিলা কী করবে? তিনি বললেন, তা ঘষে তুলে ফেলবে। তারপর পানি ঢেলে মর্দন করবে এবং পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে। আর উহাতেই নামায পড়বে।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল تنضحه بالماء অর্থাৎ 'পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে' দ্বারা।

٢٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ *

২২৬. হযরত আয়েশা রাযি.হতে বর্ণিত, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এল। বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এমন মহিলা যার ইসতিহাযার রোগ আছে। এ জন্য আমি পবিত্র হতে পারি না। তো এমতাবস্থায় আমি কি নামায ত্যাগ করব? তিনি ইরশাদ করলেন, না। (নামায ছেড়ো না।) ইহা একটি রগের রক্ত। ইহা হায়েয নয়। যখন তোমার (নিয়মের) মাসিকের দিন আসবে তখন নামায ছেড়ে দিও। আর যখন এ দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে তখন রক্ত (তোমার দেহ এবং কাপড় হতে) ধুয়ে ফেল। তারপর নামায পড়। হিশাম বলেন, আমার পিতা (উরওয়া) বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এও বলেছেন যে, তোমার সে সময় (হায়েযের সময়) আসা পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করতে থাক।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. পেশাবের নাপাকী বর্ণনা করার পর রক্তের নাপাকী বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ উভয় নাপাকীর ক্ষেত্রে বরাবর। ইহা বর্ণনা উদ্দেশ্য যে, প্রত্যেক প্রকার রক্তই নাপাক - চাই তা হায়েযের রক্ত হোক বা ইসতিহাযার কিংবা অন্য কোন কিছুর। আর এ নাপাকীর স্থান ধোয়া ব্যতীত নাপাক দূর করার অন্য কোন পদ্ধতি নেই।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. এ বাবে দু'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিস দু'টি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রক্ত নাপাক। উভয় হাদিসেই রক্ত ধোয়ার উল্লেখ রয়েছে। প্রথম হাদিসে রয়েছে تنضحه অর্থাৎ তা ধুয়ে নিবে। এখানে نضح শব্দটি ধোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ে সবাই একমত। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, এর কতটুকু পরিমাণ মাফ যে তা না ধুলেও চলবে।

ইমামগণের মাযহাব : আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, কূফার উলামাদের মতে (অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহ. সুফিয়ান সওরী রহ. প্রমুখের মতে) রক্ত বা অন্য কোন নাপাক সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ এক দিরহাম হতে কম পরিমাণ মাফ।

ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতে কম-বেশীর কোন তফাৎ নেই। নাপাক ধুতেই হবে। নাপাক নিয়ে নামায পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না। ইমাম তিরমিযী রহ. লিখেন, وقال الشافعي رح يجب عليه الغسل وان كان اقل من قدر الدرهم و شدد في ذالك অর্থাৎ ইমাম শাফে'য়ী রহ. বলেন, তার উপর ধোয়া ফরয যদিও তা এক দিরহাম হতে কম হয়। এ ব্যাপারে তিনি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন।

ইমাম মালেক রহ. বলেন, রক্ত যদি কম হয় তা হলে ক্ষমার্হ। অন্যান্য নাপাক কম হলে মাফ নয়।

হানাফীদের দলীল : হায়েযের রক্ত কম পরিমাণ মাফ হওয়ার দলীল হল - ১.উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আমাদের নিকট (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায়) সাধারণত একটিই কাপড় থাকত। তাতে হায়েযও হত। তাতে যদি সামান্য রক্ত থাকত তা হলে থু থু দিয়ে নখ দ্বারা ঘষে তুলে ফেলতাম।

আল্লামা আইনী রহ. এ হাদিস নকল করে লিখেন, এ হাদিসটি স্পষ্টভাবে অল্প এবং অধিকের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে। এ জন্যই ইমাম বায়হাকী শাফে'য়ী রহ. এ হাদিস নকল করে স্বীকার করেছেন যে, এ অবস্থায় কাপড়ে সামান্য পরিমাণ রক্ত লেগে থাকবে যা ক্ষমার্হ। আর অধিক পরিমাণের বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযি. হতেই বর্ণিত তিনি তা ধুয়ে নিতেন। বুঝা গেল, এ বাবের হাদিস ২২৬ অধিক রক্ত সম্পর্কিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা রক্ত নাপাকীর ক্ষেত্রে 'মসফূহ' (সবেগে নির্গত) হওয়ার শর্ত লাগিয়েছেন যা অধিক রক্তের প্রতি ইঙ্গিত করে।

بَاب غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

অধ্যায় ১৬২ : মনি ধোওয়া এবং তা ঘর্ষণ করে ফেলা আর মেয়েদের লজ্জাস্থান হতে যে আর্দ্রতা (দেহে কিংবা কাপড়ে) লেগে যায়

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের যোগসূত্র স্পষ্ট। কারণ উভয় বাবেই নাপাকী দূর করার বর্ণনা রয়েছে। এভাবেও বলা যেতে পারে যে, ইমাম বুখারী রহ. রক্তের পর মনির উল্লেখ করেছেন। কারণ মনি রক্ত হতেই তৈরী হয় এবং তা রক্তেরই সারাংশ।

٢٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ الْجَزَرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ *

২২৭. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে জানাবত (অর্থাৎ মনির দাগ) ধুয়ে ফেলতাম। তারপর তিনি (সে কাপড় পরিধান করে) নামাযে যেতেন। আর পানির দাগ তার কাপড়ে থাকত।

শিরোনামের সাথে মিল : كنت اغسل الجنابة হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٢٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح و حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ *

২২৮. সুলাইমান বিন ইয়াসার রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.কে কাপড়ে লাগা মনি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে (মনি) ধুয়ে নিতাম। তারপর তিনি নামাযে যেতেন আর তার কাপড়ে পানির দাগ দেখা যেত।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্যপূর্ণ অংশ হল,

سالت عائشة عن المنى يصيب الثوب فقالت كنت اغسل

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এক. মনি ধোয়া। দুই. মনি ঘর্ষণ করে তুলে ফেলা। তিন. লজ্জাস্থানের আর্দ্রতা ধোয়া।

কিন্তু তার অধীনে যে হাদিস বর্ণনা করেছেন তা বাহ্যত : শুধুমাত্র প্রথমটির সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, আল্লামা আইনী রহ.বলেন, لم يطابق الحديث الترجمة الا فى غسل المنى فقط

কিন্তু হাদিস শরীফ দ্বারা তৃতীয় অংশের সাথেও সামঞ্জস্য হতে পারে। কারণ প্রথম হাদিসে (হাদিস নং ২২৭) রয়েছে كنت اغسل الجنابة। আর জানাবত ব্যাপক। পুরুষেরও হতে পারে। আবার মহিলারও হতে পারে। তাই হাদিসের অর্থ হল, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে মনি ধুয়ে নিতাম - চাই তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনি হোক বা আমার মনি হোক কিংবা উভয়ের মিশ্রিত হোক। এ হাদিসে জানাবাত দ্বারা উদ্দেশ্য মনি-ই। বরং যদি গভীরভাবে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে পুরুষের কাপড়ে কিংবা দেহে মহিলার মনিই লেগে থাকবে। কারণ পুরুষের মনি মহিলার রেহেমের দিকে যায়। তবে পুরুষ এবং মহিলার মিশ্রিত মনিও হতে পারে।

অবশ্য শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ তথা মনি ঘষে তুলে ফেলা তা এ হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা মুশকিল। তাই হাদিসের ব্যাখ্যাতাগণ এ বিষয়ে পেরেশান। এ বিষয়ে সবচেয়ে উত্তম হল হাফেয আসকালানী রহ.র কথা। তিনি

বলেন, ইমাম বুখারী রহ. মনি ঘর্ষণ করার কথা উল্লেখ করে ঐ সকল হাদিসের দিকে ইশারা করেছেন যেগুলো হযরত আয়েশা রাযি. হতে বুখারী শরীফ ব্যতীত অন্যান্য কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। এর জন্য আবু দাউদ শরীফ ৫৩১/১, ইবনে মাজাহ ৪১/১ এবং নাসাঈ শরীফ ইত্যাদি। তা হলে শিরোনামের বিষয় তিনটিই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

মাযহাব সমূহের সবিস্তার আলোচনা : আল্লামা নববী রহ. বলেন,

اختلف العلماء فى طهارة منى الادمى فذهب مالك و ابو حنيفة الى نجاسته الخ

অর্থাৎ মানুষের মনি পাক কি না-পাক এ বিষয়ে উলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ. প্রমুখ একে নাপাক বলেন। তবে ইমাম আ'যম রহ. বলেন, ইহা পাক করার জন্য শুকনো হলে ঘর্ষণ করাই যথেষ্ট। ইহাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. এক রেওয়ায়াত।

ইমাম মালেক রহ.বলেন, মনি ভিজা থাকুক শুকনো থাকুক, সর্বাবস্থায় ধোয়া আবশ্যক। অর্থাৎ ঘর্ষণ করা দ্বারা পাক হবে না।

ইমাম বুখারী রহ.রও মত ইহাই যে, মনি নাপাক। শিরোনামের غسل المنى দ্বারা স্পষ্ট। ইহাই ইমাম আওযায়ী রহ., সুফিয়ান সওরী রহ. প্রমুখসহ জমহুরের মত।

শাফে'য়ী এবং হাম্বলীদের প্রসিদ্ধ এবং অগ্রগণ্য মত হল, পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের মনি পাক। ইসহাক এবং দাউদে যাহেরীও এ মত পোষণ করেন। তাদের দ্বিতীয় উক্তি হল, ইহা নাপাক যেমনটা হানাফী এবং মালেকীরা বলে থাকে। তাদের তৃতীয় উক্তি হল, পুরুষের মনি পাক এবং মহিলার মনি নাপাক।

শাফে'য়ী এবং হাম্বলীদের দলীল : ১. আল্লাহ তা'আলার বাণী, هو الذى خلق من الماء بشرا অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা সে সত্ত্বা যিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।' এ আয়াতে মনিকে পানি বলা হয়েছে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে পানি পাক। তাই বুঝা গেল মনিও পাক।

২. তাদের দ্বিতীয় দলীল হল ঐ সমস্ত হাদিস যেগুলোতে মনি ঘর্ষণ করে তোলে ফেলার কথা বর্ণিত হয়েছে। কারণ, ঘর্ষণ দ্বারা মনি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় না। তো যেমনিভাবে পেশাব এবং রক্তের ক্ষেত্রে ঘর্ষণ যথেষ্ট নয় তেমনিভাবে মনির মধ্যেও ঘর্ষণ যথেষ্ট না হওয়াটাই সমীচীন ছিল। কিন্তু যেহেতু মনিতে ঘর্ষণ করাই যথেষ্ট। তাই বুঝা গেল তা পাক। আর ঘর্ষণ (পবিত্রতার জন্য নয়) পরিচ্ছন্নতার জন্য করা হয়েছে।

৩. তারা একটি যৌক্তিক দলীল উপস্থাপন করেন। তা হল, নবীদের সৃষ্টি হয়েছে মনি দ্বারা। আর তারা হলেন নিষ্পাপ। তো আমরা কী করে তাদের মুলকে নাপাক বলতে পারি?

হানাফী, মালেকী এবং অন্যান্যদের দলীল : ১. কোরআন মজীদে মনিকে ماء مهين তথা 'হীন পানি' বলা হয়েছে - যা তা নাপাক হওয়ার দলীল।

২. দ্বিতীয় দলীল হল এ বাবের হাদিস যাতে হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন, كنت اغسل الجنابة الخ। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি মনি নাপাক না হতো তা হলে ধোয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আবার ধোয়াও সবসময়ে।

৩. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত হাদিস,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى ثم يخرج الى الصلوة الخ

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনি ধুয়ে নিতেন। তারপর নামাযে যেতেন।

৪. হযরত মু'আবিয়া রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি তার বোন উম্মে হাবীবা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি সে কাপড়ে নামায পড়তেন যে কাপড়ে তিনি সঙ্গম করতেন? হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. বললেন, হ্যাঁ! (নামায পড়তেন।) যদি তাতে কোন নাপাকী (اذى) না দেখতেন।

উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে হাবীবা রাযি. এখানে اذى শব্দটি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ নাপাকী এবং ঘৃণ্য আবর্জনা।

৫. কিয়াসও হানাফী এবং মালেকীদের সমর্থনে। কারণ পেশাব, মযি এবং ওদি এ সবগুলো নাপাক। এগুলো নির্গত হওয়া দ্বারা শুধুমাত্র অযু ওয়াজিব হয়। সুতরাং মনি আরো ভালভাবেই নাপাক হওয়া চাই। কারণ তা নির্গত হওয়া দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়।

মনি পাক প্রবক্তাদের দলীলের উত্তর : ১. আয়াতে করীমা দ্বারা উত্থাপিত দলীলের উত্তর হল, যেমনিভাবে هو الذى خلق من الماء بشرا রয়েছে তেমনিভাবে এও ইরশাদ হয়েছে و الله خلق كل دابة من ماء অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক চতুষ্পদ জন্তুকে পানি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।' তো মনিকে পানি বলার কারণে যদি তা পাক হওয়া আবশ্যক হয় তা হলে প্রত্যেক প্রাণীর এমনকি শুকরের মনিকেও পাক বলতে হবে। অথচ তা সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক।

২. তাদের দ্বিতীয় দলীল হল 'আহাদিসে ফরক' তথা মনি ঘর্ষণ করে দুর করা সম্পর্কিত হাদিসসমূহ। উত্তর হল, যদি এ সকল হাদিসের কারণে মনিকে পাক বলতে হয় তা হলে মানুষের পেশাব পায়খানাকেও পাক বলতে হবে। কারণ পেশাব পায়খানার মধ্যে পাথর ব্যবহার করা যথেষ্ট যা দ্বারা নাপাকী সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। অথচ মানুষের পেশাব পায়খানা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। মূল বিষয় হল, শরীয়তের দৃষ্টিতে নাপাকী দূর করা শুধুমাত্র ধোয়ার মধ্যে সীমিত নয়। বরং নাপাক দূর করার অনেক পদ্ধতি রয়েছে। কোথাও ধোয়া আবশ্যক। কোথাও আবশ্যক নয়। যেমন রাস্তায় চলার পথে জুতোয় নাপাকী লেগে যায়। তেমনিভাকে আয়না বা তলোয়ারেও নাপাকী লেগে যায়। শুধুমাত্র মুছে নেয়া দ্বারাই এগুলো পবিত্র হয়ে যায়। যেমন হাদিস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে-

اذا وطئ الاذى بخفيه فطهورهما التراب

অর্থাৎ মোজার নিচে নাপাক লেগে গেলে তবে তা পাককারী হল মাটি।

তদ্রূপ তুলা যদি ধুনা হয় তা হলে তা পাক হয়ে যায়। যমীন শুকিয়ে গেলে পাক হয়। ঠিক তেমনিভাবে মনি পাক করার পদ্ধতি হল তা ঘর্ষণ করে নেয়া - যদি তা শুষ্ক হয়।

৩. তৃতীয় দলীল হল আকলী বা যৌক্তিক। এর উত্তর হল, এখানে নবীগণের মনি নিয়ে আলোচনা নয়। যে মুবারক মনি দ্বারা নবীগণ সৃষ্টি হয়েছেন তাকে যদি সাধারণ মানুষের মনির মত নাপাক না বলা হয় তাতে আমাদের কোন বিরোধ নেই। আমাদের আলোচনার বিষয় হল উম্মতের মনি নিয়ে।

যে মনি দ্বারা আবু জাহল, ফেরাআউন ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে তাকে আমরা কী করে পাক বলতে পারি - বিশেষ করে যখন তারা সবাই জাহান্নামী।

بَاب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

অধ্যায় ১৬৩ : যদি কেহ মনি বা অন্য কোন নাপাক (যেমন হায়েযের রক্ত) ধৌত করল কিন্তু তার দাগ দূর হল না

٢٢٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ *

২২৯. আমর বিন মায়মুন বর্ণনা করেন, আমি সুলাইমান বিন ইয়াসারকে বলতে শুনেছি যে, কাপড়ের মধ্যে জানাবাত (অর্থাৎ মনি) লেগে গেলে সে বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযি. বলেছেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে তা ধুয়ে নিতাম। তারপর তিনি নামাযে যেতেন আর ধোয়ার চিহ্ন অর্থাৎ পানির দাগ কাপড়ে দেখা যেত।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এখানে এ কথা বলতে চাচ্ছেন যে, পেশাব, রক্ত এবং মনি জাতীয় নাপাকগুলো যদি নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধোয়ার পরও সেখানে কোন চিহ্ন বা দাগ থেকে যায় তা হলে এতে কোন ক্ষতি নেই। কাপড় পাক হয়ে যাবে।

٢٣٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا

২৩০. হযরত সুলাইমান বিন ইয়াসার হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাপড় হতে মনি ধুয়ে ফেলতেন। তারপর তার এক বা একাধিক দাগ সে কাপড়ে দেখা যেত।

শিরোনামের সাথে যোগসূত্র : শিরোনামের সাথে উভয় হাদিসের মিল স্পষ্ট। শুধু এতটুকু বিষয় লক্ষণীয় যে, ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামে 'মনি'র সাথে وغيرها শব্দ দ্বারা অন্যান্য নাপাকের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শিরোনামের নিচে উল্লেখিত হাদিস দু'টিতে এর কোন উল্লেখ নেই।

মূলত : ইমাম বুখারী রহ. وغيرها শব্দটি বৃদ্ধি করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ হুকুম শুধু মাত্র জানাবতের সাথেই নির্ধারিত নয়। অন্যান্য নাজাসতের হুকুমও ইহাই।

যেহেতু ইহা একটি প্রমাণিত বাস্তবতা। তাই বাবে উল্লেখিত রেওয়ায়াতগুলোতে এর অন্বেষণ করার প্রয়োজন নেই। অথবা জানাবতের হুকুম জানার পর তার উপর অন্যান্য বিষয়ের হুকুমও কিয়াস করে নিন।

অবশ্য আবু দাউদ শরীফের এক রেওয়ায়াতে স্বয়ং হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে, يكفيك الماء ولا يضرك اثره 'পানির ব্যবহার তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। তার দাগ থেকে গেলে কোন ক্ষতি নেই।'

এ বাবের হাদিসের মাসয়ালা পূর্বের বাবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

অধ্যায় ১৬৪

بَاب أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ

উট, চতুষ্পদ জন্তু এবং বকরীর পেশাব এবং সেগুলোর আস্তানা (থাকার স্থান)-র বর্ণনা। হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি. দারুল বরীদে নামায আদায় করেছেন যেখানে গোবর ছিল। অথচ তার নিকটেই (পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন) মাঠ ছিল। তারপর তিনি বললেন, ইহা এবং উহা উভয়টিই বরাবর।

٢٣١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ *

২৩১. হযরত আনাস রাযি.হতে বর্ণিত, উকল অথবা উরাইনা (গোত্র)-এর কিছু লোক (মদিনায়) আসল। তারা মদিনায় অসুস্থ হয়ে পড়ল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দুগ্ধবতী উটের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে সেগুলোর দুধ এবং পেশাব পান করতে বললেন। তারা সেখানে গেল। তারা যখন সুস্থ হল তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাখালদেরকে হত্যা করে ফেলল এবং উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। দিনের শুরুভাগে এ সংবাদ (মদিনায়) পৌঁছল। হুযুর সাল্লাল্লাহু তাদের পশ্চাতে (সওয়ারী) পাঠালেন। দিন যখন চড়ে গেল (অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পূর্বে) তখন তাদেরকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

খিদমতে উপস্থিত করা হল। তিনি নির্দেশ দিলেন। তাদের হাত-পা কর্তন করা হল। তাদের চক্ষু ফূঁড়ে দেয় হল। তারপর মদিনার পাথরময় যমীনে তাদেরকে রেখে দেয়া হল। (কঠিন পিপাসার কারণে) তারা পানি চাইল কিন্তু তাদেরকে পানি দেয়া হল না। আবু কালাবা বলেন, (তাদের এ কঠিন শাস্তি এ কারণে হয়েছে যে) তারা চুরি করেছে, হত্যা করেছে, ঈমান আনার পর কাফের হয়েছে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের সাথে যুদ্ধ করেছে।

٢٣٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ *

২৩২. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, মসজিদ হওয়ার পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরীর আস্তানায় নামায আদায় করতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فى مرابض الغنم হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

যোগসূত্র ও উদ্দেশ্য : পূর্বের বাবগুলোতে মানুষের পেশাব, রক্ত, মনি ইত্যাদি নাপাক বস্তুর আলোচনা হয়েছে। এখন জানোয়ারের পেশাবের হুকুম বর্ণনা করছেন।

শব্দার্থ : مرابض - ইহা مربض মীমে যবর এবং বা এ যের -এর বহুবচন। অর্থ সে স্থান যেখানে বকরী রাখা হয়, বকরীর আস্তানা, বকরীর বাড়, যেমন উটের রাখার স্থানকে معاطن বলা হয়। دار البريد এর অর্থ ডাকঘর, ডাকবাংলা। এখানে উদ্দেশ্য হল, কূফার এক কিনারায় একটি জায়গা ছিল যেখানে সরকারী দূত এবং সরকারী কর্মকর্তারা থাকতেন। হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি. হযরত উমর রাযি.র খেলাফতকাল হতে হযরত উসমান রাযি.র খেলাফতকাল পর্যন্ত কূফার হাকেম ছিলেন। بريد দূতকেও বলা হয়। ইহা বার মাইল দূরে ছিল ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ. হতে নামায কসরের দূরত্ব চার 'বারীদ' বর্ণিত রয়েছে। এ হিসেবে চার বারীদ আটচল্লিশ মাইলের সমান হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ : السرقين -সীনে যের এবং যবর উভয়টিই হতে পারে, রা সাকিন। অর্থ ইঁদুরের পায়খানা, গোবর, লেদা। اجتووا - জীম এবং দুই ওয়াও অর্থ اصابهم الجوى। অর্থাৎ তারা جواء রোগে আক্রান্ত হল ইহা এক প্রকার পেটের রোগ যার কারণে পেট ফুলে উঠে এবং প্রচন্ড পিপাসা অনুভূত হয়। কেউ কেউ এরূপ অর্থ করেছেন, 'তারা মদিনার আব-হাওয়া তাদের অনুপযোগী পেল।' এ অর্থটি অগ্রগন্য। কারণ কিতাবুল মাগাযীর বর্ণনায় اجتووا এর স্থলে استوخموا المدينة বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ হল, তারা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য আব-হাওয়া অনুপযোগী পেল।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. যদিও উল্লেখ করেননি যে, ماكول اللحم জানোয়ারের পেশাব-পায়খানা পাক না কি নাপাক? কিন্তু বাবের অধীনে হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি.র যে আমল এবং এর পরে যে দু'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন তাতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তার মতে ماكول اللحم জানোয়ারের পেশাব-পায়খানা পাক অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি মালেকীদের আনুকূল্য করছেন।

মাযহাবের বিবরণ : ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এবং জমহুরের মতে সমস্ত পশুর পেশাব-পায়খানা নাপাক - চাই তার গোস্ত আহার্য হোক কিংবা না হোক।

২. ইমাম মালেক রহ., ইমাম মুহাম্মদ রহ., ইমাম যুফার রহ. এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র এক উক্তি অনুযায়ী ماكول اللحم জন্তুর পেশাব পাক। ইহাই ইমাম বুখারী রহ.র মত। বরং ইমাম বুখারী রহ. এবং ইমাম মালেক রহ.র মতে সেগুলোর পায়খানাও পাক।

ইমাম বুখারী রহ.র প্রথম দলীল : ইমাম বুখারী রহ.র সর্বপ্রথম দলীল হল হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি.র আমল। হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি. দারুল বারীদে নামায আদায় করেছেন যেখানে গোবর ছিল। এ অর্থ তখন হবে যখন السرقين শব্দটিকে যের দিয়ে পড়া হবে। অর্থাৎ তিনি দারুল বারীদ এবং গোবরে নামায আদায় করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা গোবরের পবিত্রতা প্রমাণ করা কঠিন ব্যাপার। কারণ তখন অর্থ হবে 'আবু মুসা রাযি. গোবরে নামায পড়েছেন।' কারণ এ কথা সর্বজনবিদিত যে, ظرفيت এর মধ্যে অনেক ব্যাপকতা থাকে। তাই এমন হতে পারে যে, গোবর নিকটে ছিল। আর নিকটে থাকাটাকেই গোবরের মধ্যে বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে

আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, কোন চাটাই বা কাপড় বিছিয়ে নামায আদায় করেছেন। কাজেই এ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বে এ আমল দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। আর সবচেয়ে স্পষ্ট এবং শক্তিশালী কথা হল, فى البريد و السرقين শুধুমাত্র নৈকট্যের কারণে বলা হয়েছে। সরাসরি গোবরের উপর নামায পড়া উদ্দেশ্য নয়। আর যদি السرقين-কে পেশ দিয়ে পড়া হয় যেমনটা উমদাতুল কারী ইত্যাদির রেওয়ায়াতে রয়েছে আর এ পেশবিশিষ্ট রেওয়ায়াতটিই অগ্রগণ্য তা হলে অর্থ হবে 'হযরত আবু মুসা রাযি. নামায পড়েছেন আর তার নিকটে গোবর এবং মাঠ ছিল।'

তাদের দ্বিতীয় দলীল : পেশাবের পবিত্রতা প্রমাণের জন্য তাদের দ্বিতীয় দলীল হল উরাইনিনদের হাদিস যা ষষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। উকল এবং উরাইনা গোত্রের আট ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল। ঘটনার পুরো বিবরণের জন্য নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ২৫৪ পৃষ্ঠা হতে ২৫৫ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

তারা দলীল পেশ করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পেশাব খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমন হাদিসে রয়েছে فامرهم النبى صلى الله عليه وسلم بلقاح و ان يشربوا من ابوالها الخ। তাই বুঝা গেল ماكول اللحم প্রাণীর পেশাব পাক।

উত্তর : এর দ্বারা সাধারণ অবস্থার উপর দলীল দেয়া যাবে না। কারণ فامرهم النبى الخ এর পূর্বের প্রতিও লক্ষ্য করা চাই। সেখানে রয়েছে فاجتووا المدينة (অর্থাৎ তারা মদীনায় অসুস্থ হয়ে পড়ল।) তাই বুঝা গেল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ঔষধ হিসেবে পেশাব পান করতে অনুমতি দিয়েছেন। তাই এর দ্বারা অপ্রয়োজনের সময় তা পাক হওয়ার উপর দলীল দেয়া যাবে না। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, و الجواب المقنع فى ذالك انه عليه السلام عرف بطريق الوحى الخ অর্থাৎ সন্তোষজনক উত্তর হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে তাদের চিকিৎসা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে যে, তাদেরকে উটের দুধ এবং পেশাব পান করানো হবে। এ ছাড়া তাদের সুস্থতা এবং বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এ অনুমতি অপারগতার সময় জান বাঁচানোর জন্য মৃতের গোস্ত এবং শরাব পানের অনুমতির ন্যায়।

এখনও যদি কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এ নির্দেশনা দেয় যে, এ নাপাক খাওয়ানো ব্যতীত এ ধ্বংসাত্মক রোগ হতে মুক্তির আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই তবে নি :সন্দেহে আজও জায়েয হবে।

এর দ্বারা পবিত্রতার উপর দলীল পেশ করা মোটেই ঠিক হবে না।

কেউ কেউ এ উত্তর দিয়েছেন যে, استنزهوا من البول দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে।

জমহুর এবং হানাফীদের দলীল : এর জন্য নসরুল বারী ২য় খন্ডের ১৫২ এবং ১৫৩ নং বাব দেখা যেতে পারে।

مثله -এর উপর প্রশ্ন এবং উত্তর : এর জন্য নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ২৫৬ নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পেশাব পাক প্রবক্তাদের তৃতীয় দলীল : বাবের দ্বিতীয় হাদিস - নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদ নির্মাণের পূর্বে বকরীর আস্তানায় নামায পড়তেন। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এমন স্থানে বকরীর পেশাব-পায়খানা থেকেই থাকে। তাই বুঝা গেল, বকরীর পেশাব-পায়খানা পাক। নচেৎ কী করে নামায সেখানে শুদ্ধ হল।

উত্তর : যদি বকরীর আস্তানায় নামায পড়ার অনুমতি দ্বারা তার পেশাব-পায়খানার পবিত্রতার উপর দলীল পেশ করা যায় তা হলে উটের পেশাব-পায়খানা নাপাক হওয়া আবশ্যক হবে। কারণ উটের আস্তানায় নামায পড়া হতে নিষেধ করা হয়েছে।

এর দ্বারা জানা গেল যে, বকরীর আস্তানায় নামায পড়ার অনুমতি এবং উটের আস্তানায় নামায পড়া থেকে নিষেধ করার কারণ পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা নয়। বরং মুল কারণ হল, বকরী সাধারণত : সাধা-সিধে অক্ষতিকর হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে উট কখনো কখনো হিংস্রপ্রাণীর মত বিপদজনক হয়ে থাকে।

আল্লামা আইনী রহ. বকরীর আস্তানায় নামায পড়া এবং উটের আস্তানায় নামায না পড়া সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস সংকলন করেছেন যা দ্বারা উভয়ের পার্থক্যের কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়।

১. عن ابى زرعة مرفوعا الغنم من دواب الجنة فامسحوا رغامها و صلوافى مرابضها অর্থাৎ 'বকরী জান্নাতের পশুদের অর্ন্তভূক্ত। সেগুলো শ্লেষা সাফ করে দিও এবং তাদের আস্তানায় নামায পড়ো।'

২. عند البزار فى مسنده واحسنوا اليها و اميطوا عنها الاذى অর্থাৎ 'বকরীদের সাথে ভাল আচরণ কর (আদর কর) এবং সেগুলো নিকট হতে ময়লা-আবর্জনা দূর করে দিও।'

৩. وفى حديث عبد الله بن مغفل رض صلوا فى مرابض الغنم و لا تصلو فى معاطن الابل فانها خلقت من الشياطين قال البيهقى كذا رواه جماعة অর্থাৎ 'বকরীর আস্তানায় নামায পড়ো। কিন্তু উটের আস্তানায় নামায পড়ো না। কারণ তাকে শয়তান হতে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

৪. আরেক হাদিসে রয়েছে,

اذا ادركتكم الصلوة و انتم فى مراح الغنم فصلوا فيها فانها سكينة وبركة و اذا ادركتكم الصلوة او انتم فى اعطان الابل فاخرجوا منها فانها جن خلقت من الجن الا ترى اذا نفرت كيف تشمخ انفها

অর্থাৎ 'যখন নামাযের সময় হয় আর তোমরা বকরীর আস্তানায় থাক তা হলে সেখানেই নামায পড়ে নাও। কারণ তা স্থিরতা এবং বরকত। আর যদি উটের আস্তানায় নামাযের সময় হয়ে পড়ে তা হলে সেখান হতে বের হয়ে নামায পড়। কারণ তা হল জীন এবং তাদের সৃষ্টি জীন হতে। তোমরা কি দেখ না যে, সেটি যদি বিগড়ে যায় তা হলে নাক চড়ায়।' অর্থাৎ রাগান্বিত হয়ে উঠে।

মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে বর্ণিত হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র এক হাদিসে রয়েছে,

احسن الى غنمك و اطب مراحها و صل فى ناحيتها فانها من دواب الجنة

অর্থাৎ 'তোমরা বকরীর সাথে ভাল আচরণ কর, তার থাকার স্থান পরিষ্কার রাখ এবং তার কিনারে নামায পড়। কারণ তা জান্নাতের পশুদের অর্ন্তভূক্ত।'

এ হাদিস দ্বারা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বকরীর আস্তানায় নামায পড়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে, তার পেশাব এবং লেদ যেখানে সেখানে নামায পড়। বরং এর উদ্দেশ্য হল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিনারে পড়।

অধ্যায় ১৬৫

بَاب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ وَقَالَ حَمَّادٌ لَا بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ وَلَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ *

যে নাপাক ঘি অথবা পানিতে পড়ে যায় (তার হুকুম কী?) যুহরী রহ. বলেছেন, যদি (নাপাক পড়া সত্ত্বেও) পানির স্বাদ, গন্ধ বা রং পরিবর্তন না হয় তা হলে কোন ক্ষতি নেই। হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান বলেছেন, মৃত পশুর পশম পড়ে গেলে কোন ক্ষতি নেই। (অর্থাৎ মৃত পশুর পশম এবং পালক পবিত্র।) যুহরী রহ. বলেন, মৃতের হাড় সম্পর্কে যেমন হাতী ইত্যাদি বিষয়ে বলেন, আমি পূর্বেকার আলেমদেরকে দেখেছি যে, তারা এগুলো দ্বারা চিরুনী করতেন এবং তার মধ্যে তেল রাখতেন। তারা এতে কোন অসুবিধে মনে করতেন না। মুহাম্মদ বিন সিরীন এবং ইবরহীম নখ'য়ী রহ. বলেছেন, হাতীর দাঁতের ব্যবসা করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এর বেচা-কিনা জায়েয আছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র এবং উদ্দেশ্য : পূর্বের বাবগুলোতের নাজাসতের আলোচনা হয়েছে। আর এখানে ইমাম বুখারী রহ. এ বিষয়ে বলতে চান যে, যদি কোন ঘি কিংবা পানিতে নাজাসত পড়ে যায় তা হলে তার কী হুকুম? নাজাসত পড়ার সাথে সাথেই কি তা নাপাক হয়ে যাবে? নাকি এতে কোন তফসীল এবং শর্ত আছে? যদি থেকে থাকে তা হলে তা কী?

প্রশ্ন এবং উত্তর : প্রশ্ন হল, ইহা কিতাবুল অযু। তাই অযুর ধারাবাহিকতায় পানির আলোচনা হতে পারে। কিন্তু ঘি-এর আলোচনা প্রশ্নের উত্থাপন করে।

উত্তর : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল পানিরই মাসয়ালা বর্ণনা করা। কিন্তু পানি সম্পর্কিত যতগুলো রেওয়ায়াত ও হাদিস রয়েছে যেমন, কুল্লাতাইনের হাদিস বা বিরে বুযায়া'র হাদিস ইত্যাদি ইমাম বুখারী রহ.র শর্ত মুতাবিক তো দুরের কথা, মুহাদ্দিসীনদের নিকট সেগুলো প্রশ্নবিদ্ধ। তাই ইমাম বুখারী রহ. সে হাদিসগুলো উল্লেখ করতে পারেননি। কিন্তু মাসয়ালা বর্ণনা করতে হবে তাই 'ঘি'এর হাদিস উল্লেখ করেছেন যা ইমাম বুখারী রহ.র শর্ত মুতাবিক পাওয়া গেছে। তা থেকে পানির মাসয়ালা বের করে বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ *

২৩৩. হযরত মায়মুনা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যদি ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়ে যায় (এবং মারা যায়) তা হলে কী করবে? তিনি বললেন, ঐ ইঁদুরটিকে ফেলে দাও এবং তার আশ-পাশের ঘিও ফেলে দাও। আর (অবশিষ্ট) নিজের ঘি খেয়ে নাও।

শিরোনামের সাথে মিল : سئل عن فارة سقطت فى سمن الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

٢٣٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ *

২৩৪. হযরত মায়মুনা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘি-এ পড়ে যাওয়া ইঁদুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন, ইঁদুর এবং তার আশ-পাশের ঘি নিয়ে ফেলে দাও। মা'ন রহ. বলেন, মালেক রহ. অসংখ্যবার ইবনে আব্বাসের মাধ্যমে হযরত মায়মুনা রাযি. হতে ইহা বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসে বর্ণিত سئل عن فارة الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

٢٣٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ *

২৩৫. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় যে মুসলমান যখম হয়, কিয়ামতের দিন সে ঐ অবস্থায় (তাজা) হয়ে যাবে যখন তার যখম হয়েছিল। তার রং হবে রক্তের রং। আর তার সুগন্ধি হবে মেশকের মত।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে বাবের তৃতীয় হাদিসের বাহ্যত: মিল নেই। আল্লামা আইনী রহ. মুহাদ্দেসীনে কিরামের বিভিন্ন উক্তি সবিস্তার উল্লেখ শেষে আলোচনা করে বলেছেন, এ সব উক্তি দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র এ হাদিসটি এখানে আনার সঠিক কারণ প্রতিভাত হয়নি। শহীদের রক্ত সম্পর্কিত এ হাদিসটি শুধুমাত্র শহীদের ফযীলত বুঝানোর জন্য। পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

দ্বিতীয়ত : শহীদের সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার সম্পর্ক পরকালের সাথে। আর পানির পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার মাসয়ালার সম্পর্ক দুনিয়াবী বিষয়ের সাথে। সুতরাং তার সাথে এর কী সম্পর্ক?

অবশ্য অযৌক্তিক মিল দেখানো হতে এমন ক্ষেত্রে যৌক্তিক একটু মিল দেখানোই যথেষ্ট। তাই আমার দৃষ্টিতে নিম্নে বর্ণিত কারণই যথেষ্ট।

আল্লামা আইনী রহ.র ব্যাখ্যা : পানির হুকুমের ভিত্তি নাজাসত দ্বারা তার মধ্যে পরিবর্তন আসার উপর - যার কারণে তা ব্যবহারযোগ্য থাকে না। কারণ এর ফলে তার সে সিফাত বা গুন বহাল থাকে না যে সিফাত নিয়ে আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন।

তারই একটি দৃষ্টান্ত ইমাম বুখারী রহ. উল্লেখ করেছেন। তা হল, শহীদের রক্তের মধ্যেও পরিবর্তন হয়। তা মূলত: নাপাক। আল্লাহ তা'আলা এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা দ্বারা তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে - যা শহীদের ফযীলত দেখানোর জন্য কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠের সবাইকে দেখানো হবে। মেশকের সুগন্ধি দ্বারা সবাই তা অনুভব করতে পারবে। তো ইমাম বুখারী রহ. যেন পরিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

সার কথা হল, বাব এবং এ হাদিসের মধ্যে এতটুকু মিল রয়েছে যে, হুকুমের ভিত্তি হল সিফাতের পরিবর্তনের উপর। এতটুকু মিলই যথেষ্ট। এরচেয়ে বেশী কিছু প্রয়োজনও নেই আর সম্ভবও নয়। ইহাই যথেষ্ট।

পানির মাসয়ালায় ইমামগণের মতপার্থক্য : পানির তাহারত এবং নাজাসত (পবিত্রতা এবং অপবিত্রতা) ইমামগণের মধ্যে একটি যৌক্তিক দ্বন্দের বিষয়। 'সিয়া'য়া' কিতাবে আল্লামা লখনুভী রহ. পনেরটি মত উল্লেখ করেছেন। ইমাম নবুবী রহ.র উক্তি অনুযায়ী এখানে বিশটিরও বেশী মত রয়েছে। কিন্তু প্রসিদ্ধ মত এবং মাযহাব চারটি।

১. যাহেরীদের মতে পানি ততক্ষণ পর্যন্ত নাপাক হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার স্বভাবের উপর বহাল থাকে চাই পানি কম হোক বা বেশী হোক, চাই তার সিফাত (রং, গন্ধ এবং স্বাদ) হতে কোনটির মধ্যে পরিবর্তনও এসে যাক। পানি তাহের (পবিত্র) এবং মুতাহহির (পবিত্রকারী) থাকবে। অবশ্য যদি পানির উপর নাজাসত প্রাধান্য পেয়ে পানির তারল্য এবং প্রবাহে কোন পরিবর্তন এনে ফেলে তা হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ মাযহাবটি (আকলী এবং নকলীভাবে) এতই দুর্বল যে, এর উপর বর্তমানে কেহই আমল করে না।

যাহেরী ব্যতীত অন্যান্য সবাই এতে একমত যে, নাজাসতের কারণে পানির মধ্যে পরিবর্তন এসে গেলে পানি নাপাক হয়ে যাবে - চাই পানি কম হোক বা বেশী হোক, স্থির হোক বা প্রবাহিত হোক। অর্থাৎ নাজাসতের প্রভাব পানিতে দেখা গেলে তা নাপাক হয়ে যাবে।

২. ইমাম মালেক রহ.র মতে নাজাসত পড়া দ্বারা পানির তিনটি সিফাতের কোন একটির পরিবর্তন হলে পানি নাপাক হবে। নচেৎ নাপাক হবে না। চাই পানি কম হোক বা বেশী হোক।

অর্থাৎ মালেকীদের মতে পানি কম-বেশীর কোন তফাৎ নেই। ইহাই ইমাম বুখারী রহ.এবং ইমাম যুহরী রহ.র মাযহাব।

জমহুর এবং আয়েম্মায়ে ছালাছা অল্প পানি এবং অধিক পানির মধ্যে পার্থক্য করেন যার বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

বড়ই আক্ষেপের সাথে লিখতে হয় যে, আজকাল কোন কোন হানাফী মুহাদ্দিসও ইমাম বুখারী রহ. হতে ভীত হয়ে অস্ত্র ফেলে দিয়ে বলে ফেলেন যে, এ বিষয়ে মালেকী মাযহাব অগ্রগণ্য।

সবিনয় আরয, এ বিষয়ে 'উমদাতুল কারী' এবং 'ফতহুল বারী' মনযোগ সহকারে দেখুন। দেখতে পাবেন, হানাফীদের মাযহাব হাদিসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত। সাথে সাথে আমলের ক্ষেত্রেও অধিক সর্তকতামূলক। কারণ হানাফীদের নিকট যে পানি পাক হবে তা আয়েম্মায়ে ছালাছার সবার নিকট পাক হবে।

লক্ষ্য করুন! হাফেয ইবনে হাজর রহ. লিখেন, و مقتضى هذا انه لا يفرق بين القليل و الكثير অর্থাৎ ইমাম মালেক রহ. মতে পানির কম ও বেশীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ জন্য আবু উবায়েদ রহ. কিতাবুত্তাহারাতে প্রশ্ন তুলেছেন যে, এতে আবশ্যক হয় যে, যদি কোন লোটার মধ্যে পেশাব করা হয় আর এর কারণে পানির সিফাতে কোন পরিবর্তন না আসে তা হলে সে পানি দ্বারা অযু করা (পান করা) জায়েয হবে। আর তা খুবই বিস্বাদ এবং ঘৃণ্য।

৩. ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ রহ.র মাযহাব হল, পানি যদি কম অর্থাৎ দুই কুল্লা হতে কম হয় তবে তাতে নাজাসত পড়া দ্বারাই তা নাপাক হয়ে যাবে যদিও তার কারণে পানির কোন সিফাতে পরিবর্তন না আসে। আর যদি পানি বেশী তথা দুই কুল্লা বা তার বেশী হয় তা হলে নাজাসত পড়া দ্বারা তার সিফাতে পরিবর্তন না আসলে নাপাক হবে না।

৪. হানাফীদের মতে অল্প পানিতে নাজাসত পড়া দ্বারা তা নাপাক হয়ে যাবে - চাই তার কারণে পানির সিফাতে পরিবর্তন আসুক বা না আসুক। আর যদি পানি অধিক হয় তা হলে নাজাসত দ্বারা পানির সিফাতে পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত তা নাপাক হবে না।

উপরের বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, জমহুর এবং অনুসরণীয় ইমামগণের মতে পানির অল্প এবং অধিকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতে অল্প পানির পরিমান হল, দুই কুল্লা তথা দুই মটকার থেকে কম। দুই কুল্লা বা তার বেশী হলে তাকে অধিক পানি বলবে। যেমন, হিদায়া কিতাবে রয়েছে, و قال الشافعى رح يجوز ان كان الماء قلتين الخ। আর ইমাম আবু হানিফা রহ.র মতে এর কোন পরিমাণ নির্ধারিত নেই। বরং مبتلى به তথা ব্যবহারকারীর মতের উপর তা সোপর্দ। কম-বেশীর মাপকাঠি হল তার প্রবল ধারণা। যেমন দুররে মুখতার কিতাবে রয়েছে, و المعتبر فى مقدار الراكد اكبر راى المبتلى به فيه অর্থাৎ 'স্থির পানির পরিমানের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর প্রবল ধারণা ধর্তব্য।' বুঝা গেল হানাফীরা ব্যবহারকারীর প্রবল ধারণাকে পার্থক্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও উহার উত্তর : হিদায়া কিতাবের লিখক হানাফীদের মাযহাব এভাবে নকল করেছেন,

الغدير العظيم الذى لا يتحرك احد طرفيه بتحريك الاخر الخ অর্থাৎ 'বড় পুকুর হল যার এক পার্শ্বে পানি আন্দোলিত করা দ্বারা অপর পার্শ্বে পানি আন্দোলিত হয় না।'

এর দ্বারা বুঝা গেল পানির কম-বেশীর ভিত্তি হল আন্দোলিত করার উপর। তাই উভয়টির মাঝে বাহ্যত : দ্বন্দ্ব রয়েছে। কারণ ব্যবহারকারীর প্রবল ধারণাটা একটি অপ্রকাশ্য বিষয় যা ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য হতে পারে। **কিন্তু একদিকে আন্দোলিত করলে অপর দিকে আন্দোলিত হওয়া একটি অনুভব্য বিষয় যা প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। তা হলে এ দুয়ের মাঝে মিল কীভাবে?**

উত্তর : بان المراد غلبة الظن بانه لو حرك لوصل الى الجانب الاخر اذا لم يوجد التحريك بالفعل অর্থাৎ 'এর উদ্দেশ্য হল, এর প্রবল ধারণা হওয়া যে, একদিকে পানি আন্দোলিত করলে অপর দিকে আন্দোলিত হবে যদি কার্যত: আন্দোলিত করা নাও হয়ে থাকে।'

মোট কথা, উপরের তাফসীল দ্বারা জানা গেল যে, হানাফী, শাফে'য়ী এবং জমহুরের মতে অল্প এবং অধিক পানির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অধিক পানির পবিত্রতার এবং অপবিত্রতার ভিত্তি হল পানির সিফাত পরিবর্তনের উপর। কিন্তু অল্প পানিতে নাজাসত পড়া দ্বারাই নাপাক এবং অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়বে।

এ কথাই প্রসিদ্ধ যে, হানাফীদের মতে 'দাহ দার দাহ' অর্থাৎ দশ হাত দৈর্ঘ এবং দশ হাত প্রস্থ তথা একশ বর্গ হাত হলে পানি 'কাসীর' তথা অধিক হবে। আর এর কম হলে 'কালীল' তথা কম হবে। কিন্তু তাহকীকী কথা হল, ইহা শায়খান হতে বর্ণিত নয়। ইহা শুধু ইমাম মুহাম্মদ রহ. হতে বর্ণিত। তাও তিনি ইহা সিদ্ধান্তমূলকভাবে বলেননি। মূলত: তিনি একবার মসজিদে থাকা কালে আবু সুলাইমান জওযী রহ. জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী পরিমান পানি 'কাসীর' হবে? তখন তিনি বলেছিলেন যে, এ মসজিদের বরাবর হলে তা 'কাসীর' পানির পর্যায়ে যাবে। এর কম হলে ছোট পুকুর বা 'কালীল' পানির হুকুমে থাকবে।

মসজিদটিকে মাপা হলে দেখা গেল যে, ইহার ভিতরের অংশ আট হাতে আট হাতে (৮*৮) রয়েছে। আর বাহিরের দিক হতে দশ হাতে দশ হাতে (১০*১০) রয়েছে। তখন হতে 'দাহ দর দাহ' তথা 'দশ হাতে দশ হাতে'র কথা প্রচলিত হয়ে আসছে। অথচ ইমাম মুহাম্মদ রহ. একটি অনুমান ভিত্তিক কথা বলেছিলেন মাত্র। মোট কথা, তাহকীকী কথা হল যে, ব্যবহারকারীর দৃষ্টিতে যা 'কালীল' বা 'কাসীর' ধারণা হয় তা-ই তার জন্য 'কালীল' এবং 'কাসীর' হবে।

তবে উলামায়ে মুতাআখ্খিরীন সাধারণের সুবিধার্থে 'দাহ দর দাহ'-এর উপর ফতোয়া দিয়েছেন।

আইম্মায়ে কিরামের মাযহাবের পর এখন ইমাম বুখারী রহ.র দলীল লক্ষ্য করুন।

وقال الزهرى - অর্থ আগেই করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, পানির মধ্যে কোন নাপাক বস্তু পড়ে গেলে পানি ততক্ষণ পর্যন্ত নাপাক হবে না যতক্ষণ না তার সিফাত তথা তার স্বাদ, রং এবং গন্ধ পরিবর্তন হবে। ইমামগণের

মাযহাব বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইহাই ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম বুখারী রহ.র মাযহাব। এর দূর্বলতা এবং খারাপের দিকও ফতহুল বারীর প্রথম খন্ডের ২৭৩ পৃষ্ঠা হতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. ইমাম যুহরী রহ. তাবে'য়ী। ইমাম আবু হানিফা রহ.ও তাবে'য়ী। কাজেই ইমাম যুহরী রহ.র উক্তি ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং জমহুরের উপর দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. ইমাম যুহরী রহ.র মত 'কাসীর' পানি বা প্রবাহমান পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে ক্ষেত্রে তার মত জমহুরের মতের সাথে এক হয়ে যাবে। কারণ হানাফী ইমামগণ এবং জমহুরের সিদ্ধান্ত এ কথার উপর যে, নাজাসতের কারণে পানি পরিবর্তন হলে নাপাক হয়ে যাবে।

মালেকীদের দলীল এবং উহার উত্তর : মালেকীগণ 'বিরে বুযা'য়া'র হাদিস দিয়ে দলীল উপস্থাপন করেন হাদিটি হল-

عن ابى سعيد الخدرى رض قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بير بضاعة و هى بئر يلقى فيها الحيض و لحوم الكلاب و النتن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الماء طهور لا ينجسه شئ.

'হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আমরা কি বিরে বুযায়ার পানি দ্বারা অযু করব? ইহা তো এমন একটি কুয়া যার মধ্যে হায়েযে ব্যবহৃত নেকড়া, কুকুরের গোস্ত এবং দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু ফেলা হয়। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই পানি পবিত্র। তাকে কোন কিছুই নাপাক করতে পারে না।

শব্দের ব্যাখ্যা : نتوضأ - ইহা জমা' মুতাকাল্লিমের সিগা। ওয়াহেদে হাযিরের সীগাও হতে পারে। بضاعة - ب-এর মধ্যে পেশ এবং যের উভয়টিই হতে পারে। তবে পেশ দিয়ে পড়াটাই অধিক প্রচলিত। বনু সায়েদা গোত্রের মহল্লাহ অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ কুয়ার নাম। حيض - হা -এ যের এবং যবর উভয়টিই হতে পারে। ইহা حيضة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ হায়েযের রক্তের জন্য ব্যবহৃত নেকড়া বা কাপড়ের টুকরা।

মালেকীদের দলীল : মালেকীরা বলেন, الماء শব্দের মধ্যে আলিফ-লাম ইসতিগরাকী। কারণ হাদিসের মধ্যে কালীল বা কাসীরের কোন তফাৎ করা হয়নি। আর ঘটনার সাথে সম্পর্কিত কুয়া (বিরে বুযায়া) খাস তথা নির্দিষ্ট হলেও হুকুম আম তথা ব্যাপক। প্রত্যেক প্রকার পানির ব্যাপারেই বলা হয়েছে যে, পানি পাক। তাকে কোন কিছুই নাপাক করতে পারে না।

উত্তর : ১. আলিক-লাম ইসতিগরাকী নয়। বরং আহদে খারেজী তথা নির্দিষ্ট কিছু বুঝানোর জন্য। আর তা হলো বিরে বুযায়া। তার কারণ হলো, প্রথমত : আলিফ-লাম প্রধানত আহদে খারেজী হয়। যেমন আল্লামা তাফতাযানী 'তালবীহ' কিতাবে এবং সাইয়েদ শরীফ জুরজানী তার রচনাবলীতে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত : সাহাবায়ে কিরাম বিরে বুযায়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। অন্য কোন কুয়া বা সমস্ত কুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেননি। তাই উত্তরও এ কুয়া সম্পর্কে দিয়েছেন। অর্থাৎ যে বিরে বুযায়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ তা অধিক ব্যবহারের কারণে জারী পানি তথা প্রবাহমান পানির হুকুমে। আল্লামা ওয়াকেদী রহ. হতে বর্ণিত, বিরে বুযায়া হতে কয়েকটি বাগানে পানি দেয়া হত। কাজেই তা প্রবাহমান পানির পর্যায়ের। নাপাক দ্বারা তার সিফাত পরিবর্তন হওয়া ব্যতীত তা নাপাক হবে না।

প্রশ্ন হয় যে, ওয়াকেদী রাবী হিসেবে দূর্বল। তাই তার এ কথা গ্রহণযোগ্য নয়। উত্তরে বলা হবে, ওয়াকেদী যদিও হাদিসের ক্ষেত্রে দুর্বল, কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে তাকে ইমাম হিসেবে গণ্য করা হয়। আর এ বিষয়টি ইতিহাসের সাথেই সম্পৃক্ত যে বিরে বুযায়া হতে বনু সায়েদার পাঁচটি বাগানে পানি দেয়া হত। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে কুয়া হতে বিভিন্ন বাগানে পানি দেয়া হয় তা নি :সন্দেহে 'কাসীর' হবে এবং দুই কুল্লা হতে অধিক হবে।

২. এ হাদিসের সনদে মতভেদ রয়েছে। তিরমিযী শরীফ ১০/১ এবং আবু দাউদ শরীফ ৯/১ এ রয়েছে عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع। হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. লিখেন وقال ابن منده عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول الخ। তা ছাড়াও এ সনদে ওয়ালীদ বিন কাসীর নামক এক রাবী রয়েছে যার ব্যাপারে মুহাদ্দেসীন খারেজী লিখেছেন।

তা ছাড়া এ হাদিসের মতনেও ইযতিরাব রয়েছে। আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, বিরে বুযায়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেন।

কিন্তু ইবনে মাজাহর রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, ইহা বিরে বুযায়া সম্পর্কে নয়। বরং পথের মধ্যে দেখা একটি পুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ان الماء لا ينجسه شئ।

আর তাদরীবে রাবীর ৯৩নং পৃষ্ঠা এবং মুকাদ্দমায়ে তুহফাতুল আহওয়াযীর ১৯৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, ইযতিরাব দ্বারা হাদিসের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয় - চাই তা মতনে হোক বা সনদে হোক। আর যার উভয়টিতে ইযতিরাব রয়েছে তার ব্যাপারে কী বলা হবে?

৩. হাদিসের শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, বিরে বুযায়ার মধ্যে হায়েযের নেকড়া, মরা কুকুর এবং অন্যান্য নাপাক বস্তু ফেলা হত। তারপরও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পাক বলেছেন -যা মানুষের বিবেকে ধরে না। একথা স্পষ্ট যে, কুয়ার মধ্যে যদি একটি ইঁদুরও পড়ে মারা যায় তা দ্বারা পানি দূর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায়। তো সে ক্ষেত্রে বিরে বুযায়ার মধ্যে কুকুরের গোস্ত, হায়েযের নেকড়া এবং অন্যান্য নাপাক বস্তু ফেলা হবে আর পানির সিফত পরিবর্তন হবে না এটা হতেই পারে না। বিশেষ করে যখন ইমাম আবু দাউদ রহ.র উক্তি অনুসারে যখন তা একটি ছোট কুয়া ছিল যার পানি নাভি হতে হাঁটুর মধ্যে থাকত। নি :সন্দেতে তার পানি পরিবর্তন হয়েই থাকবে। তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী করে এমন পানিকে পাক বলে থাকতে পারেন?

তাই বুঝা গেল, হাদিসের জাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়। আর হুযুর সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ প্রশ্ন নাজাসত প্রত্যক্ষ করার পর করেননি। বরং নাজাসতের কল্পনার উপর ভিত্তি করে করেছিলেন। এ প্রশ্ন তখন করা হয়েছিল যখন কুয়া হতে নাজাসত বের করে তার পানি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অন্তরের মধ্যে সন্দেহ থেকে গেছে যে, কুয়ার দেয়াল এবং এর নিচের মাটি তো নাপাক থাকা চাই। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সাহাবায়ে কিরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে, দেয়াল ইত্যাদির নাজাসত গ্রহণযোগ্য নয়। আর পানির পবিত্রতা এর উপর নির্ভর করে না। কাজেই পানি পাক । দেয়াল ইত্যাদির কোন কিছুই তাকে নাপাক করতে পারবে না । হাদিস যখন এ অর্থে ব্যবহৃত হবে তখন এ হাদিস দ্বারা মালেকীদের দলীল দেয়া ঠিক হবে না। কারণ এ হাদিস কুয়া হতে নাপাক বের করার পর পানির পবিত্রতা প্রমাণ করে। আর মালেকীগণ নাপাক থাকা অবস্থায় পানির পবিত্রতা প্রমাণ করার জন্য এ হাদিস উপস্থাপন করেছেন। কাজেই দাবী মুতাবিক দলীল হয়নি।

শাফে'য়ী এবং হাম্বলীদের কুল্লাতাইনের হাদিস দ্বারা দলীল উপস্থাপন : ইমামগণের মাযহাবের আলোচনায় এ কথা বলা হয়েছে যে, হানাফী, শাফে'য়ী, হাম্বলী এবং জমহুর এ কথার উপর একমত যে, যদি কালীল পানির মধ্যে নাপাক বস্তু পড়ে তা হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে যদিও পানির সিফাতের মধ্যে কোন পরিবর্তন না আসে। তবে কালীল এবং কাসীর নির্ধারণের ক্ষেত্রে হানাফী এবং শাফে'য়ীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যেমনটা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

حدثنا هناد نا عبدة عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسال عن الماء يكون فى الفلاة من الارض و ما ينوبه من السباع و الدواب قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

অর্থাৎ যদি পানি দুই কুল্লাহ হয় তা হলে নাপাক হয় না।

উত্তর : ১. এ হাদিসের সনদে ইযতিরাব রয়েছে। (১) উপরের সনদটি তিরমিযী এবং আবু দাউদের। কিন্তু দারে কুতনীর ৮ম পৃষ্ঠায় রয়েছে عن محمد بن اسحاق عن الزهرى عن سالم عن عبد الله بن عمر الخ। আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে عن عبد الله بن عبد الله عمر الخ। আর জানা কথা যে, ইযতিরাবের কারণে হাদিসের মধ্যে দূর্বলতা সৃষ্টি হয়ে।

২. এ হাদিসের মতনের মধ্যেও ইযতিরাব রয়েছে। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রেওয়ায়াতে রয়েছে اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث। কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে ثلاث قلال। আবার কোথাও রয়েছে اربعين قلة। আবার اربعين غربا-ও রয়েছে কোন কোন বর্ণনায়।

৩. আবার قلة -এর অর্থের মধ্যেও ইখতিলাফ রয়েছে। (১) মটকা (২) মশক (৩) পাহাড়ের চূড়া (৪) মানব দেহ (৫) উটের বহনকৃত বস্তু। ইত্যাদি।

৪. এ হাদিসের এক রাবী মুহাম্মদ বিন ইসহাক যিনি মাসায়েল ও আহকামের ক্ষেত্রে বেশ দুর্বল।

৫. এ হাদিসানুযায়ী হিজায, ইরাক, শাম, ইয়ামান প্রভৃতি দেশে আমল প্রচলিত নেই।

সুতরাং যে হাদিসের সনদে, মতনে ও অর্থে ইযতিরাব রয়েছে তা কক্ষনো নির্ভরযোগ্য দলীল হতে পারে না। এ কারণেই ইবনে আব্দুল বার রহ. তামহীদ নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম শাফে'য়ী রহ. কুল্লাতাইনের যে হাদিসটি গ্রহণ করেছেন তা যৌক্তিকভাবে দুর্বল এবং হাদিসের দিক দিয়ে অপ্রমাণিত।

হানাফীদের দলীল : ১. আল্লাহ তা'আলার বাণী, 'يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث'

সকল নাজাসতই খবীসের অর্ন্তভূক্ত। চাই তা খাদ্য হোক বা পানীয় হোক। তাই যে পানিতে নাজাসত থাকা নিশ্চিত তা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ এবং তা পরিহার করা ওয়াজিব।

২. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী - لا يبولن احدكم فى الماء الدائم الذى لا يجرى। অর্থ : তোমাদের কেউ যেন স্থির পানিতে - যা প্রবাহিত নয় - পেশাব না করে।

৩. حديث المستيقظ من منامه

৪. حديث ولوغ الكلب

৫. حديث وقوع الفارة فى السمن

এ হাদিসের সবগুলোই সহীহ। এর কোনটির মধ্যেই কুল্লাতাইনের কম হওয়ার শর্ত উল্লেখ নেই।

অতিরিক্ত দলীল সামনের বাবে উল্লেখ করা হবে।

ইমাম বুখারী রহ.র উপস্থাপিত 'আসর'এর ব্যাখ্যা : و قال الزهرى - অর্থ আগেই করা হয়েছে। যার সার কথা হল, নাজাসত পড়ার কারণে যদি পানির সিফাতে পরিবর্তন এসে যায় তা হলে নাপাক হবে। অর্থাৎ পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ভিত্তি সিফাত পরিবর্তন হওয়ার উপর।

وقال حماد - হাম্মাদ বিন আবু সুলাইমান বলেন, মৃতের পশম এবং পালক পানিতে পড়ার কারণে তা নাপাক হবে না। অথচ মৃতের পালক উহারই একটি অংশ। আর মৃত প্রাণী নাপাক। তাই তার পালক পড়ার কারণে নাপাক হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এর দ্বারা পানির মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না - যা নাপাক হওয়ার ভিত্তি।

قال الزهرى - ইহা ইমাম যুহরী রহ.র দ্বিতীয় উক্তি। মৃত প্রাণীর হাড় যেমন হাতীর দাঁত যা দ্বারা চিরুনী, সুরমাদানী এবং ছোট ছোট পেয়ালা প্রভৃতি তৈরী করা হয় সেগুলোর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সলফরা কোন প্রকার ক্ষতি মনে করেননি। তারা সেগুলো নির্দিদ্বায় ব্যবহার করতেন। তার কারণ হল, হাঁড় এবং পশমের মধ্যে প্রাণ নেই। তো জানা গেল, মৃত্যুর পরও ঐ অবস্থায় বহাল রয়েছে যে অবস্থায় জীবিত থাকা অবস্থায় ছিল। তো যেহেতু হাঁড় এবং পশমে পরিবর্তন হয়নি আর নাজাসতের ভিত্তি হল পরিবর্তনের উপর তাই পশম এবং হাঁড় পাক।

وقال ابن سيرين و ابراهيم الخ - এখানে ইমাম বুখারী রহ. ইবনে সিরীন এবং ইবরাহীম নখ'য়ী রহ.র এ বাণী পেশ করছেন যে, হাতীর দাঁতের ব্যবসা করার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই।

এ সব দলীলেন ভিত্তি হল সে কায়দাটাই যে, পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ভিত্তি হল পরিবর্তনের উপর। যে বস্তু পরিবর্তন তথা রূপান্তরকে গ্রহণ করে তা রূপান্তরের পর পাক থাকে না।

বাবের রেওয়ায়তসমূহ : 'আসর' উল্লেখ করার পর ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়াত পেশ করছেন। হযরত মায়মুনা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ঘি-এর মধ্যে ইঁদুর পড়ে গেলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, ইঁদুর এবং তার সংলগ্ন ঘি ফেলে দিয়ে বাকীটা খেয়ে নাও।

আবু দাউদ প্রভৃতির মধ্যে তফসীল এসেছে, وان كان السمن مائعا فلا تقربوه অর্থাৎ ঘি যদি তরল হয় তা হলে তার নিকটেও যেও না। অর্থাৎ গলিত ঘিয়ের মধ্যে যদি ইঁদুর পড়ে যায় তা হলে পূরো ঘি-ই নাপাক।

ইমাম বুখারী রহ.র একটি ভুল : বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের কিতাবুযযাবায়েহের মধ্যে ইমাম বুখারী রহ. যে শিরোনাম এনেছেন 'فى السمن الجامد او الذائب' তার ভুল যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে - ইনশাআল্লাহ।

بَاب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

অধ্যায় ১৬৬ : স্থির পানিতে পেশাব করা

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, তুমি যদি প্রশ্ন কর, পূর্বের বাবের সাথে এর কী সম্পর্ক? আমি বলব, সম্পর্ক স্পষ্ট। কারণ পূর্বের বাবে এমন ঘি এবং পানির হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে যার মধ্যে নাজাসত পড়েছে। আর এ বাবের মধ্যেও এমন স্থির পানির আলোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে কোন ব্যক্তি পেশাব করেছে। কাজেই উভয়টির হুকুম কাছাকাছি।

٢٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ *

২৩৬. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তিনি বলছিলেন, نحن الاخرون السابقون (আমরা দুনিয়াতে সবার পরে এসেছি, আর আখিরাতে সবার আগে থাকব।) ঐ সনদেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ স্থির পানিতে পেশাব করবে না যা প্রবাহিত নয়। আর তারপর তাতে গোসল করবে।

শিরোনামের সাথে মিল : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ হাদিস দু'টি ভিন্ন ভিন্ন। আর শিরোনামের সাথে দ্বিতীয় হাদিসের মিল স্পষ্ট।

সার কথা হল, এখানে আলাদা আলাদা দু'টি হাদিস রয়েছে। শিরোনামের সাথে দ্বিতীয় হাদিসের মিল স্পষ্ট। মূলত : প্রথম হাদিসটির শিরোনামের কোন মিল তো নেই। আর তা তালাশ করারও প্রয়োজন নেই। বস্তুত : শিরোনামের সাথে প্রথম হাদিসের কোন মিল নেই।

মূল বিষয় হল, হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র শাগরেদদের মধ্যে হযরত আব্দুর রহমান বিন হুরমুয - যিনি আ'রাজ নামে প্রসিদ্ধ - এবং হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ এ দু'জনের নিকট হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র বর্ণিত হাদিসের সহীফা ছিল। উভয় সহীফার প্রথমে نحن الاخرون السابقون এ হাদিসটি রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. যখন কোন হাদিস এ দুই সহীফা হতে বর্ণনা করেন তখন نحن الاخرون السابقون এ অংশটি প্রথমে উল্লেখ করেন। তারপর বাবের সাথে সম্পৃক্ত যে হাদিস উল্লেখ করতে চান তা উল্লেখ করেন। যেমন বুখারী শরীফ প্রথম খন্ডের ৩৭পৃষ্ঠায় باب البول فى الماء الدائم - এ রয়েছে حدثنا ابو اليمان قال انا شعيب قال انا ابو الزناد ان عند الرحمن بن هرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول نحن الاخرون السابقون। এরপর باسناده قال لا يبولن الخ দ্বারা যে হাদিসটি এখানে উল্লেখ করা উদ্দেশ্য তা উল্লেখ করেন। তাই শিরোনামের সাথে দ্বিতীয় হাদিসের মিল দেখা হবে। প্রথম হাদিসটি তো শুধুমাত্র এ জন্যই উল্লেখ করা হয় যেন বুঝা যায় যে এ হাদিসটিও সেই সহীফায় রয়েছে। ইহা প্রথম نحن السابقون الاخرون। এমনিভাবে অন্য হাদিসের সাথে ইমাম বুখারী রহ. ছয় স্থানে উল্লেখ করেছেন।

১. কিতাবুল অযু পৃ : ৩৭ باب البول فى الماء الدائم ------আ'রাজের মাধ্যমে।

২. কিতাবুল জিহাদ পৃ : ৪১৫ باب يقاتل من وراء الامامو يتقى به- আ'রাজের মাধ্যমে।

৩. কিতাবুল আইমান ওয়ান্নুযুর পৃ ৯৮০ باب قول الله لا يواخذكم الله باللغو الخ - হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ

৪. কিতাবু আয়াত পৃ : ১০১৭ باب من اخذ خقه و اقتص دون السلطان - আ'রাজ

৫. কিতাবুততা'বীর পৃ : ১০৪২ باب النفخ فى المنام --- হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ।

৬. কিতাবুততাওহীদ পৃ : ১১১৬ باب قول الله يريدون ان يبدلوا كلام الله-আ'রাজ।

তা ছাড়াও ইহাকে ইমাম বুখারী রহ. দু'টি হাদিসের সাথে দু'জায়গা উল্লেখ করেছেন।

১. কিতাবুল জুম'া। باب هل على من يشهد الجمعة غسل الخ পৃ : ১২৩।

২. কিতাবুল আম্বিয়া। باب حديث الغار পৃ : ৪৯৫।

যেমন ইমাম বুখারী রহ.র নিয়ম হল, যখন হাম্মাম বিন মুনাব্বেহ রহ.র কোন হাদিস উল্লেখ করেন, তখন আলামাত হিসেবে منها احاديث فذكر ابو هريرة حدثنا ما هذا দ্বারা উল্লেখ করেন। তারপর ঐ সহীফা হতে মুনাসিব মতে অন্য হাদিস রেওয়ায়াত করেন। উদ্দেশ্য হল, এখানে যে হাদিসটি বর্ণিত হচ্ছে তা হাম্মাম বিন মুনাব্বেহর সহীফা হতে নেয়া হয়েছে।

অধ্যায় ১৬৭

بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لَا يُعِيدُ *

নামাযী ব্যক্তির পিঠে কোন নাপাক বস্তু কিংবা মৃত প্রাণী রেখে দিলে তার নামায ফাসেদ হবে না। হযরত ইবনে উমর রাযি. নামাযরত অবস্থায় কাপড়ে রক্ত দেখলে কাপড় রেখে দিতেন এবং নামায পড়ে যেতেন। ইবনে মুসাইয়্যেব এবং শা'বী রহ. বলেন, কোন ব্যক্তি যদি নামায পড়ে আর তার কাপড়ে রক্ত কিংবা জানাবত থাকে অথবা কিবলা ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে নামায পড়ে বা এমন হয় যে, সে তায়াম্মুম করে নামায পড়ল এবং নামায শেষে ওয়াক্তের মধ্যেই পানি ফেল তা হলে তার নামায পুনরায় পড়তে হবে না।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মধ্যে মুনাসাবাত এভাবে রয়েছে যে, পূর্বের বাবে পানিতে নাজাসত পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। আর এ বাবে নামাযরত ব্যক্তির উপর নাজাসত পড়ার কথা আলোচিত হয়েছে। অর্থাৎ নাজাসত পৌঁছার বিষয়ে উভয় বাবে মিল রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ বলেন, লিখকের উদ্দেশ্য হল এ কথা বর্ণনা করা যে, যে সব বিষয় নিয়ে নামায শুরু করা জায়েয নয় নামাযরত অবস্থায় সেগুলোর সম্মুখীন হলে তা দ্বারা নামায ফাসেদ হবে না।

হাফেয ইবনে হজর আসকালানী রহ.র কথাও প্রায় এরূপই।

উদ্দেশ্য হল, ইমাম বুখারী রহ. একথা বলতে চান যে, যে বিষয়গুলো নামায শুরু করার পূর্বে নামায শুরু করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যদি নামাযের মাঝে সেগুলোর সম্মুখীন হতে হয় তাতে কোন ক্ষতি নেই। নামায হয়ে যাবে। অর্থাৎ নামায শুরু করার এবং নামায বহাল থাকার মধ্যে পার্থক্য আছে। ইমাম বুখারী রহ.র ঝোঁকও সেদিকে।

٢٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ قَالَ ح و حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّ سَمَّى اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْ قَالَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ *

২৩৭. আমার নিকট আবদান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার পিতা (উসমান বিন জাবালা) শু'বা হতে খবর দিয়েছেন, তিনি আবু ইসহাক হতে, তিনি আমর বিন মায়মুন হতে, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ (বিন মসউদ রাযি.) বলেছেন একবার এমন হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কা'বার নিকটে) সিজদারত ছিলেন - ح - (দ্বিতীয় সনদে) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল্লাহর নিকট নামায পড়তে ছিলেন। আবু জাহল আর তার কিছু সঙ্গী সেখানে বসা ছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলল, কে অমুক গোত্রের উটের বাচ্চাদানী এনে মুহাম্মদ সিজদায় গেলে তার পিঠে ফেলতে পারবে? তো তাদের মধ্যে যে সবছেয়ে বেশী দূর্ভাগা সে (উকবা বিন আবু মু'য়ীত) উঠল। সে গিয়ে বাচ্চাদানী নিয়ে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় গেলে সে দূর্ভাগা বাচ্চাদানীটি তাঁর দু'কাঁধের মাঝে পিঠের উপর রেখে দিল। (আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. বলেন) আমি এসব দেখছিলাম। কিন্তু কোন কিছু করার শক্তি ছিল না। হায়! যদি আমার শক্তি থাকত! (তা হলে আমি তা ফেলে দিতাম।) আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. বলেন, (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ অবস্থা দেখে) তারা হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে একে অপরের উপর পড়তে লাগল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদার মধ্যে ছিলেন। তিনি মাথা উঠাতে পারছিলেন না। হযরত ফাতিমা রাযি. এসে তাঁর পিঠ হতে এগুলো ফেলে দিলে তিনি মাথা উঠালেন। তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদেরকে ধর! ইহা তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদেরকে বদদো'আ করতে লাগলেন তখন তা তাদের নিকট কষ্টদায়ক হল। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. বলেন, তারা মনে করত (অর্থাৎ তাদের এ বিশ্বাস ছিল) এ (মক্কা) শহরে দু'আ কবুল হয়। তারপর তিনি নাম ধরে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আবু জাহলকে ধর! (অর্থাৎ ধ্বংশ কর।) উতবা বিন রবী'য়া, শায়বা বিন রবী'য়া, ওলীদ বিন উতবা, উমাইয়া বিন খলফ এবং উতবা বিন আবু মু'য়ীতকে ধর! (অর্থাৎ ধ্বংশ কর।) তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও নিয়েছেন। কিন্তু আমার স্মরণ নেই। (হযরত ইবনে মসউদ রাযি. বলেন) সে সত্ত্বার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের নাম নিয়েছিলেন তাদের প্রত্যেককে (তাদের লাশকে) আমি বদরের কুয়ায় পড়ে থাকতে দেখেছি।

শিরোনামের সাথে মিল : اذا سجد النبى صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা : শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র মাযহাব বুঝা গেছে যে, শুরু করা এবং বহাল রাখার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নামাযের মাঝে যদি কোন নাজাসত লেগে যায় তা হলে নামায ফাসেদ হবে না। এর সমর্থনে ইমাম বুখারী রহ. তিনটি দলীল উপস্থিত করেছেন।

হানাফী এবং শাফে'য়ীদের মতে নামায সহীহ হওয়ার জন্য জায়গা, শরীর এবং কাপড় নামাযের শুরুতেও পাক থাকতে হবে এবং নামাযরত অবস্থায়ও পাক থাকতে হবে।

ইমাম বুখারী রহ.র প্রথম দলীল : ইমাম বুখারী রহ.র প্রথম দলীল হল হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র আসর। নামাযরত অবস্থায় তিনি কাপড়ে রক্ত দেখতে পেলে কাপড় খুলে রেখে দিতেন এবং নামায বহাল

রাখতেন। তাই বুঝা গেল নামাযের শুরু এবং নামায চলাকালীণ আহকামের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কারণ ইবনে উমর রাযি. নামায ভঙ্গ করতেন না, জারী রাখতেন।

এ দলীল মোটেই ঠিক নয়। কারণ এ আসর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইবনে উমর রাযি. কাপড় নাপাক থাকা অবস্থায় নামায জায়েয মনে করতেন না। এ কারণেই তিনি কাপড় খুলে ফেলতেন।

হযরত ইবনে উমর রাযি.র এ আসরটি সবিস্তার মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বায় এ ভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, ইবনে উমর রাযি. যদি নামাযের মাঝে তার কাপড়ে রক্ত দেখতে পেতেন তা হলে যদি তা খুলতে পারতেন তা হলে খুলে ফেলতেন। আর যদি খুলতে না পারতেন তা হলে নামায হতে বের হয়ে এসে তা ধুয়ে নিয়ে বাকী নামায আদায় করতেন।

ইমাম বুখারী রহ.র দলীল এ কারণে সহীহ নয় যে, ইবনে উমর রাযি.র নিকট যদি নামাযের শুরু এবং নামায চলাকালীন অবস্থার মধ্যে পার্থক্য হত তা হলে নামায ছেড়ে এসে কাপড় ধৌত করতেন কেন?

দ্বিতীয় দলীল : ইমাম বুখারী রহ.র দ্বিতীয় দলীল হল হযরত সা'য়ীদ বিন মুসাইয়্যেব রহ. এবং হযরত 'আমের শা'বী রহ.র উক্তি। তারা বলেন, যদি কেউ নামায পড়ে নেয় আর তার কাপড়ে রক্ত লেগে থাকে কিংবা মনি লেগে থাকে অথবা কিবলা ব্যতীত কোন দিকে ফিরে নামায পড়ল কিংবা তৈয়াম্মম করে নামায পড়ল এবং নামায শেষে ওয়াক্তের মধ্যেই পানি ফেল তবুও তার নামায বহাল থাকবে।

ইমাম বুখারী রহ.র দলীল এভাবে যে, দেখুন! যদি কাপড়ে খুন কিংবা মনি লেগে থাকাটা আগে থেকেই জানা থাকে তা হলে এমন কাপড় নিয়ে নামায শুরু করা জায়েয ছিল না। কিন্তু যদি নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যে জানা যায় তা হলে তা জায়েয মনে করে নামাযকে সহীহ ধরা হয়।

উত্তর : রক্ত বা মনির পরিমাণ কম হলে আমাদের মতেও পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কারণ সামান্য পরিমান মাফ। আর মাফের পরিমাণ হতে বেশী হলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। শাফে'য়ীদের মতে সাবিলাইন ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে নির্গত রক্ত দ্বারা অযু ভঙ্গ হয় না। আর মনি তো তাদের মতে নাপাকই নয়।

আর নামায যদি তাহাররী করে শুরু করা হয় আর নামাযের পর জানা যায় যে, কিবলার দিকে রোখ ছিল না তা হলে আমাদের মতেও নামায পুনরায় পড়া জরুরী নয়।

বাকী রইল তায়াম্মুমের মাসয়ালা। তায়াম্মুম করে নামায আদায় করল। তারপর নামযের ওয়াক্ত থাকা অবস্থায়ই পানি পাওয়া গেল। তো এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এ তায়াম্মুম ছিল পানি না পাওয়া যাওয়া অবস্থায়। আর নামায পড়ে নেয়ার পর পানি পাওয়া গেছে। তাই নামায দুরুস্ত হবে। পুনরায় পড়ার দরকার নেই।

বুঝা গেল, ইমাম বুখারী রহ. যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য আসর উপস্থাপন করেছিলেন তা দ্বারা তাঁর সে আশা পূরণ হয়নি।

তৃতীয় দলীল : এখানে তিনি তৃতীয় দলীল উপস্থাপনা করছেন বাবের হাদিস দিয়ে। তা হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিঠ মুবারকে উটের বাচ্চাদানী রাখা হয়েছিল। কিন্তু তিনি নামায পুনরায় পড়েননি।

উত্তর : ১. কোরআন এবং হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে, নামাযী ব্যক্তির কাপড় এবং শরীর পাক থাকা জরুরী। তাই এ 'মুজমাল' ঘটনা দ্বারা তার মুকাবিলা করা যাবে না।

২. হতে পারে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পুনরায় পড়েছেন। রেওয়ায়াতের তার উল্লেখ নেই। কারণ রাবীর উদ্দেশ্য হল ঘটনা বর্ণনা করা, মাসয়ালা বলা তার উদ্দেশ্য নয়। আর এমনও হতে পারে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে গিয়ে নামায পুনরায় পড়েছেন। এ সব সম্ভবনা থাকার কারণে এ হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না।

৩. হতে পারে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকায় বুঝতেই পারেননি যে, তার পিঠে কিছু ছিল। হতে এ মগ্নতার কারণে তিনি সিজদার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ছিলেন।

৪. আর তার পিঠে বোঝা বুঝতে পারলেও এমন হতে পারে যে তা যে নাপাক ছিল তা তিনি জানতে পারেননি ।

৫. শাফে'য়ীরা তো বলবেন যে, নামায নফল ছিল। তাই পুনরায় পড়ার দরকার পড়েনি।

মোট কথা, ইমাম বুখারী রহ. এ দলীল এনেও তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হতে পারেননি।

অধ্যায় ১৬৮

بَاب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ *

থু থু, শ্লেস্মা ইত্যাদি কাপড়ে লাগার বর্ণনা। হযরত উরওয়া (বিন যুবায়ের) মিসওয়ার এবং মারওয়ান হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার সন্ধির বৎসর বের হলেন। তারপর পুরো হাদিস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে এও রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন (গলা পরিস্কার করে) কফ পেলেননি কিন্তু তাদের কারো না কারো হাতে তা পতিত হয়েছে। তারপর তা স্বীয় মুখমন্ডল এবং দেহে মুছে নিতেন।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র এবং শিরোনামের উদ্দেশ্য : পূর্বের বাবে ময়লা এবং নাজাসতের আলোচনা করা হয়েছে যে, নামাযের মাঝে যদি নামাযী ব্যক্তির পিঠে ময়লা বা দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু রেখে দেয়া হয় তা হলে তার নামায ফাসেদ হবে না। আর থু থু এবং নাকের শ্লেস্মাও ঘৃণ্য বস্তু। তাই তার আলোচনা এ বাবে করা সমীচীন। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল থু থু এবং শ্লেস্মাও ময়লা এবং স্বভাবত :ই ঘৃণ্য বস্তু। কিন্তু তা নাপাক নয়। অর্থাৎ ময়লাবস্তু দু'প্রকার। (১) ময়লাবস্তু হওয়ার সাথে সাথে নাপাকও। যেমন, পায়খানা, পেশাব, মনি। (২) কোন কোন বস্তু ময়লা হওয়ার সত্ত্বেও পাক। যেমন কফ, শ্লেস্মা, থু থু। এ বস্তুগুলো পাক হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণ একমত। শুধুমাত্র ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. এবং সালমান ফারসী রাযি.র বর্ণিত রয়েছে যে, মুখ হতে আলাদা হওয়ার সাথে সাথে থু থু নাপাক হয়ে যায়। ইমাম বুখারী রহ. এ কথা বলতে চান যে, তা মুখ হতে পৃথক পরও পাকই থেকে যায়। ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. প্রমুখের মতখন্ডন করাই ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য।

তাহারতের অধ্যায়ে তা উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, এর দ্বারা পানি নাপাক হয় না।

٢٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ قَالَ أَبو عَبْد اللَّه طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

২৩৮. হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাপড়ে থু থু ফেলেছেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, সা'য়ীদ বিন আবু মারয়াম এ হাদিসটি দীর্ঘ করে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমার নিকট হুমাইদ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করতে হতে শুনেছি।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের টুকরা 'بزق النبى صلى الله عليه و سلم فى ثوبه' দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল সৃষ্টি হয়েছে।

طوله ابن ابى مريم الخ - যেহেতু বাবের হাদিসের সনদে রয়েছে عن حميد عن انس الخ ইমাম বুখারী রহ. দ্বিতীয় সনদ উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করছেন যে, হযরত আনাস রাযি. হতে হুমাইদ সরাসরি শ্রবণ করেছেন। কেউ কেউ যেমন ইয়াহইয়া বিন সা'য়ীদ তাদের মাঝে ওয়াসেতা (মাধ্যম) উল্লেখ করেছেন। এর উত্তর ইহাই যে, হতে হুমাইদ উভয় ভাবেই এ হাদিসবর্ণনা করেছেন।

অধ্যায় ১৬৯

بَاب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ
وَقَالَ عَطَاءٌ التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ

নবীয এবং মুসকির তথা নিশাদার দ্রব্য দ্বারা অযু করা জায়েয নেই। হাসান বসরী এবং আবুল আলিয়া একে মাকরূহ বলেছেন। 'আতা রহ. বলেন, নবীয এবং দুধ দ্বারা অযুর বিপরীতে আমার মতে তায়াম্মুম করাই উত্তম।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, বাবদু'টির মাঝে বিশেষ কোন যোগসূত্র নেই। কিন্তু উভয় বাবে এমন হুকুম রয়েছে যা সহীহ এবং ফাসেদ হওয়ার বিষয়ে মুকাল্লাফের সাথে সম্পৃক্ত।

ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পাক ময়লার আলোচনা ছিল। আর এ বাবে পাক কিন্তু ময়লা নয় এমন বস্তুর আলোচনা করা হচ্ছে। যদিও ময়লা না হয় কিন্তু যদি পানিতে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং এর কারণে তার নাম এবং সিফাত পরিবর্তন হয়ে যায় তা হলে তা দ্বারা অযু করা জায়েয হবে না।

উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য কী? বলা কঠিন। কারণ তিনি শিরোনাম কায়েম করেছেন لا يجوز الوضوء بالنبيذ و لا بالمسكر। এর একটি সুরত হল عطف العام على الخاص। সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে যে, নবীয 'আম তথা ব্যাপক চাই মুসকির হোক বা না হোক তা দ্বারা অযু করা জায়েয হবে না।

এ ব্যাখ্যানুসারে ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হবে তাদের মত খন্ডন করা যারা নবীযের এক সুরতে অযু করা জায়েয মনে করেন। যেমন ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম আওযা'য়ী রহ. এবং সুফ্য়ান সওরী রহ. প্রমুখ।

এর দ্বিতীয় দিক হল, তরজমাতুল বাবে نبيذ শব্দে সকল প্রকার নবীয অর্ন্তভূক্ত। ইমাম বুখারী রহ. و لا بالمسكر শব্দ বৃদ্ধি করে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, নবীয যখন মুসকির হবে তখনই কেবল তা দ্বারা অযু করা জায়েয নয়। এ ব্যাখ্যানুসারে ইমাম আ'যম রহ., ইমাম আওযায়ী রহ. প্রমুখের বিরুদ্ধ হবে না। বরং শুধু মাত্র মাসয়ালা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হবে।

কিন্তু ইমাম বুখারী রহ.র ঝোঁক সম্ভবত: প্রথম ব্যাখ্যার দিকেই বেশী মনে হচ্ছে। কারণ তিনি তিনজন তাবে'য়ীর ফাতাওয়া নকল করে তার মাসলাক প্রকাশ করেছেন।

٢٣٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ *

২৩৯. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক নেশাদার পানীয় বস্তু হারাম।

শিরোনামের সাথে মিল : পুরো বাবের সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া কঠিন। তবে শিরোনামের শেষ অংশের সাথে মিল হতে পারে।

نبيذ এর তাহকীক এবং মাযহাবের তাফসীল : نبيذ শব্দটি نبذ হতে নির্গত। ইহা বাবে ضرب - এর শব্দ। অর্থ নিক্ষেপ করা, ঢেলে দেয়া। এখানে نبيذ - منبوذ এর ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা এক প্রকার পানীয় যা বিভিন্ন বস্তু দ্বারা (খেজুর, কিশমিশ, মধু, গম,যব, প্রভৃতি) বানানো হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেজুর দ্বারা গঠিত হয়।

নবীযের প্রকার : ১. খেজুর এ পরিমাণ সময় পানিতে রেখে দেয়া যাতে পানির মধ্যে মিষ্টিও আসবে না বা ফেনাও হবে না। নেশার তো প্রশ্নই আসে না। এমন নবীয দ্বারা সবার মতে অযু করা জায়েয ।

২. খেজুর এ পরিমাণ সময় পানিতে রেখে দেয়া যে পানির তারল্য এবং প্রবাহিকা শেষ হয়ে যাবে এবং নেশা সৃষ্টি করবে। এর দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে অযু করা জায়েয হবে না।

৩. খেজুর এ পরিমাণ সময় পানিতে রাখবে যে, পানির মধ্যে শুধুমাত্র খেজুরের স্বাদ তথা মিষ্টতা সৃষ্টি হবে। অন্য কোন প্রকার পরিবর্তন, ফেনা বা নেশা সৃষ্টি হবে না। এ প্রকার নবীয নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৪. নবীযের এ মতভেদ শুধুমাত্র নবীযে তমর তথা খেজুরের নবীযের ক্ষেত্রে। এ ছাড়া অন্য বস্তুর নবীয যেমন, আঙ্গুর, মধু ইত্যাদি দ্বারা অযু করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয ।

আইম্মায়ে ছালাছা এবং আবু ইউসুফ রহ.র মতে তৃতীয় প্রকার নবীয দ্বারা অযু করা জায়েয হবে না। অন্য কোন পানি পাওয়া না গেলে তায়াম্মুম করবে।

দ্বিতীয় মত হল, ইমাম আ'যম আবু হানিফা রহ., সুফ্য়ান ছওরী রহ. এবং আওযা'য়ী রহ.র। তাদের মতে এ প্রকার নবীয দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। তবে শর্ত হল, অন্য কোন পানি থাকতে পারবে না। তা ছাড়া মুসান্নাফে

ইবনে আবি শায়বার বর্ণনা মতে হযরত আলী রাযি. এবং হযরত ইকরামা রাযি.র নিকট তৃতীয় প্রকার নবীয দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয। যেমন রয়েছে-

عن الحارث عن على انه كان لا يرى باسا بالوضوء من النبيذ – عن يحيى عن عكرمة قال النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء

তৃতীয় মত হল ইমাম মুহাম্মদ রহ.র। তা হল এ নবীয ব্যতীত যদি অন্য কোন পানি পাওয়া না যায় তা হলে প্রথমে অযু করে নিবে। তারপর সর্তকতা স্বরূপ তায়াম্মুমও করে নিবে।

ব্যাখ্যা : كرهه الحسن الخ - হাসান বসরী রহ. এবং আবুল আলিয়া রহ. নবীয দ্বারা অযু করাকে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এর কোন ব্যাখ্যা করেননি যে, এখানে মাকরূহ দ্বারা কোন প্রকার মাকরূহ উদ্দেশ্য - তাহরীমী না তানযিহী। আবু উবায়েদ রহ. হাসান বসরী রহ. হতে রেওয়ায়াত নকল করেন, তিনি বলেছেন,

لا بأس به فعلى هذا كراهته عنده كراهة تنزيه

অর্থাৎ নবীয দ্বারা অযু করার মধ্যে কোন প্রকার ক্ষতি নেই। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, হাসান বসরী রহ.র নিকট নবীয দ্বারা অযু করা মাকরূহ তানযিহী। আর এ কথা স্পষ্ট যে, মাকরূহ তানযিহী মুবাহের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। কাজেই ইমাম বুখারী রহ. যে বলেছেন, নবীয দ্বারা কোন অযু জায়েয নয় - প্রমাণিত নয়।

যেমন আল্লামা আইনী রহ. বলেন, فحينئذ لا يساعد الترجمة। অর্থাৎ ইহা শিরোনামের সমর্থন করে না।

وابو العالية الخ - আর আবুল আলিয়াও নবীযে তমর দ্বারা অযু করাকে মাকরূহ মনে করতেন।

আবু দাউদ শরীফে আবু খালদার রেওয়ায়াতে রয়েছে, আবুল আলিয়াকে আমি এক জুনুবী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, তার নিকট পানি নেই। কিন্তু নবীযে তমর রয়েছে। সে কি সেই নবীযে তমর দ্বারা গোসল করতে পারবে? আবুল আলিয়া উত্তর দিলেন, না। সে নবীযে তমর দ্বারা গোসল করতে পারবে না।

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন, وفى رواية ابى عبيد فكرهه

প্রথমত : আবুল আলিয়ার ফাতাওয়া গোসল সম্পর্কিত - যার বিষয়ে হানাফীদেরও রাজেহ মত ইহাই যে, নবীয দ্বারা গোসল করা জায়েয নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ.র নিকট নবীযে তমর দ্বারা অযু জায়েয হওয়াটা খেলাফে কিয়াস। কারণ এ বিষয়ে নস রয়েছে।

কাজেই ইমাম বুখারী রহ. দ্বারা অযু নাজায়েয হওয়াটা কীভাবে প্রমাণ করেন?

وقال عطاء التيمم احب الخ - হযরত 'আতা রহ.র উক্তি দ্বারা নবীয দ্বারা অযু জায়েয হওয়া বুঝা যায়। কারণ তিনি বলেছেন, احب الى অর্থাৎ নবীয দ্বারা অযু করা হতে তায়াম্মুম করা আমার নিকট অধিকতর পসন্দনীয়। এ উক্তি দ্বারা নাজায়েয হওয়া মোটেই বুঝা যায় না।

মোট কথা, এ আসরগুলো ইমাম বুখারী রহ.র উপকারে আসেনি বা সমর্থনও করেনি।

হাদিসুল বাব দ্বারা দলীল : বাবে উল্লেখিত হাদিসে রয়েছে যে, প্রত্যেক পানীয় যা নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম। হাদিসের শব্দ كل شراب اسكر-এ ব্যাপকতা রয়েছে। চাই তা বর্তমানে নেশা সৃষ্টি করুক বা তার মধ্যে নেশা সৃষ্টির শক্তি থাকুক।

কিন্তু এ অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়। আবু দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে,

كان ينبذ للنبى صلى الله عليه و سلم الزبيب فيشربه اليوم و الغد و بعد الغد الى مساء الثالثة ثم يامر به فيسقى الخدم او يهراق

'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য মুনাক্কার নবীয তৈরী করা হত। তিনি তা আজ, কাল এবং তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত পান করতেন। তারপর তিনি নির্দেশ দিতেন এবং (তদানুসারে) তা (নেশা সৃষ্টির পূর্বেই) খাদেমদেরকে পান করানো হত বা ফেলে দেয়া হত।'

বাবে উল্লেখিত এ হাদিস দ্বারাও ইমাম বুখারী রহ.র দলীল উপস্থাপন করা সহীহ নয়।

ইমাম আবু হানিফা রহ.র রুজু : আল্লামা কাসানী রহ. 'বাদয়েউস্‌সানায়ে' কিতাবে নকল করেন যে, পরবর্তীতে ইমাম আবু হানিফা রহ. জমহুরের মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কাজেই নবীযে তমর দ্বারা অযু না জায়েযের বিষয়ে আইম্মায়ে আরবা'আ একমত। ইমাম তাহাবী রহ., আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ. এবং কাজী খান রহ. ইহাই গ্রহণ করেছেন। মুতাআখখেরীনে হানাফী সবাই নবীয দ্বারা অযু নাজায়েযের ফাতাওয়া দিয়ে থাকেন। তাই এ বিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনার প্রয়োজন নেই।

অধ্যায় ১৭০

بَاب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ

মহিলার তার পিতার মুখমন্ডল হতে রক্ত ধুয়ে দেয়া। আবুল আলিয়া রহ. (তার পরিবারের লোকদেরকে) বললেন, আমার পা মসেহ করে দাও। কারণ তা রোগাক্রান্ত

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : পূর্বের আলোচিত বিষয় ছিল নবীয ব্যবহার করা জায়েয নেই। আর এ বাবে আলোচনা হচ্ছে যে, দেহের মধ্যে নাজাসত রেখে দেয়া জায়েয নেই। তো জায়েয না হওয়া একটি শর'য়ী হুকুম - যার মধ্যে উভয় বাব মুশতারিক।

উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল কোন উযর থাকলে অযুর মধ্যে অন্যের সাহায্য নেয়া জায়েয। যেমন আবুল আলিয়া রহ. পায়ের কষ্টের কারণে পরিবারের লোকদের থেকে মসেহ করার ক্ষেত্রে সাহায্য নিয়েছিলেন। তাদেরকে বলেছিলেন, আমার পায়ে ব্যাথা। তোমরা তাতে মসেহ করে দাও।

٢٤٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ *

২৪০. হযরত আবু হাযেম হতে বর্ণিত, লোকেরা হযরত সহল বিন সা'দ আস্‌সায়েদীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন - তখন আমার এবং হযরত সাহল বিন সা'দের মাঝে কেউ ছিল না - (উহুদের যুদ্ধে) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখমের চিকিৎসা কিসের দ্বারা করা হয়েছিল? তিনি বললেন, এখন ইহা জানার মত আমি ছাড়া আর কেউ নেই। হযরত আলী রাযি. নিজের ঢালে করে পানি আনতেন। আর হযরত ফাতেমা রাযি. তাঁর চেহারা মুবারক হতে রক্ত ধুয়ে দিতেন। (এতে রক্ত বন্ধ হয়নি।) পরবর্তীতে একটি চাটাই পুড়িয়ে তাঁর যখমের স্থানে ভরে দেয়া হল।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিলের অংশ হল 'وفاطمة تغسل عن وجهه الدم'

ব্যাখ্যা : এ ঘটনা কখন ঘটেছে? জানার জন্য নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ১২২ পৃষ্ঠা দেখুন।

قال ابو العالية الخ - হযরত আবুল আলিয়া অসুস্থ ছিলেন। আসেম বিন আজলান রোগীর শুশ্রুষার জন্য গিয়েছিলেন। লোকেরা আবুল আলিয়াকে অযু করালেন। বুঝা গেল অযুর মধ্যে অন্যের সাহায্য নেয়া জায়েয। তার জন্য হাদিসুল বাব দ্বারা এ ভাবে দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে যে, যেহেতু চেহারা হতে রক্ত ধোয়ার জন্য সাহায্য নেয়ার সুযোগ আছে তা হলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অযুর জন্যও সাহায্য নেয়াও জায়েয হবে।

অধ্যায় ১৭১

بَاب السِّوَاكِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِتُّ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ

মিসওয়াকের বর্ণনা। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট রাত্রি যাপন করেছি। (দেখতে পেয়েছি) তিনি মিসওয়াক করেছেন।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবে দূরীকরণের বর্ণনা রয়েছে। পূর্বের বাবে রক্ত দূর করার বর্ণনা রয়েছে। আর এ বাবে রয়েছে মুখের দূর্গন্ধ দূর করার বর্ণনা।

আর এভাবেও সামঞ্জস্য দেখানো যেতে পারে যে, পূর্বের বাবে চেহারা হতে রক্ত ধোয়ার বর্ণনা ছিল। আর মিসওয়াক করলে অনেক সময় রক্ত বেরিয়ে আসে। তাই এখানে মিসওয়াকের বাবের আলোচনা শুরু করেছেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে মিসওয়াক নামাযের সুন্নত না কি অযুর সুন্নত। ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুল অযুর মধ্যে মিসওয়াকের মাসয়ালা বর্ণনা করে জানিয়ে দিলেন যে, মিসওয়াক অযুর সুন্নত।
বুঝা গেল, এ মাসয়ালায় ইমাম বুখারী রহ. হানাফীদের অনুকূলে রয়েছেন।

٢٤١ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ يَقُولُ أُعْ أُعْ وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ

২৪১. হযরত আবু বরদা রহ. তার পিতা হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি. হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলাম। দেখতে পেলাম তিনি হাতে মিসওয়াক নিয়ে মিসওয়াক করছেন। তিনি উ' উ' শব্দ করছেন। মিসওয়াক তার মুখের ভিতর ছিল। তিনি যেন বুমি করছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فوجدته يستن এ হাদিসাংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল সৃষ্টি হয়েছে।

٢٤٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ *

২৪২. হযরত হুযাইফা রাযি.হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাত্রে (ঘুম হতে) উঠতেন তখন তিনি মিসওয়াক দ্বারা তার মুখ পরিষ্কার করতেন।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে يشوص فاه بالسواك -এর মাধ্যমে।

শব্দের বিশ্লেষণ : سواك - সীনে যের। ইহা ক্রিয়ার অর্থেও ব্যবহার হয়। আবার ক্রিয়ার উপকরণের অর্থেও ব্যবহার হয়। অর্থাৎ এ শব্দটি ক্রিয়া অর্থাৎ দাঁত ঘর্ষণ করা, মিসওয়াক করার অর্থে ব্যবহার হয়। আবার মিসওয়াক করার উপকরণ তথা মিসওয়াকের অর্থেও ব্যবহার হয়। استن - শব্দটি নির্গত হয়েছে سن হতে যার অর্থ দাঁত। استنان অর্থ হল মিসওয়াক করা, দাঁত মাজা - চাই কাঠ দ্বারা হোক বা আঙ্গুলী দ্বারা হোক। يتهوع শব্দটি هوع হতে নির্গত। ইহা বাবে نصر এবং বাবে سمع হতে ব্যবহৃত হয় যার অর্থ সহজেই, কোন কষ্ট স্বীকার না করে বুমি করা। আর تهوع এর অর্থ হল কষ্ট করে বুমি করা, আঙ্গুলী ঢুকিয়ে বুমি করা।

ব্যাখ্যা : এ বিষয়ে উলামায়ে কিরাম একমত যে, মিসওয়াক করা সুন্নত। অনেক হাদিস দ্বারা এর উপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারাবাহিকতা প্রমাণিত। বিশেষ করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিসওয়াকের প্রতি গুরুত্বের অনুমান মৃত্যুর সময় দ্বারা হয়। হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আমার ভাই আব্দুর রহমান হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন। তিনি তখন (মৃত্যু শয্যায়) আমার সীনার উপর টেক লাগিয়ে ছিলেন। আব্দুর রহমানের নিকট (তার হাতে) একটি ভাল একটি তাজা মিসওয়াক ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আমি তার থেকে মিসওয়াকটি নিয়ে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ভালভাবে ঝেড়ে পরিষ্কার করে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিলাম। তিনি তা দ্বারা মিসওয়াক করলেন। তিনি সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন যে, আমি তাঁকে কখনো এত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করতে দেখিনি। মিসওয়াক করার পর বিলম্ব হয়নি। (অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ) তিনি তার হাত বা আঙ্গুল উঠিয়ে তিনবার বললেন, بالرفيق الاعلى। তারপর তার মৃত্যু হয়ে গেল।

মিসওয়াকের হুকুম এবং ইমামগণের মতামত : উপরোল্লেখিত বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল যে, মিসওয়াক করা সুন্নত। ইখতিলাফ হল এ বিষয়ে যে, তা কি নামাযের সুন্নত না অযুর সুন্নত। হানাফীদের মতে তা অযুর সুন্নত। আর শাফে'য়ীদের মতে নামাযের সুন্নত। ইমাম আ'যম রহ. হতে এও বর্ণিত রয়েছে যে, মিসওয়াক দ্বীনের সুন্নত। ইমাম বুখারী রহ. মিসওয়াকের মাসয়ালা কিতাবুল অযুর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। এতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে,ইমাম বুখারী রহ. হানাফীদের অনুকূলে রয়েছেন। তার মতেও মিসওয়াক অযুর সুন্নত। নচেৎ এ বাবটি কিতাবুসসালাতে উল্লেখ করতেন।

ইমাম বুখারী রহ. সর্বপ্রথম হযরত আব্দুল্লাহু বিন আব্বাস রাযি.র একটি আসর পেশ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট রাত্রি যাপন করেছেন। .... ইহা একটি

দীর্ঘ হাদিসের অংশবিশেষ যা তিনি কয়েক স্থানে উল্লেখ করেছেন। তারপর দু'টি হাদিস এনেছেন। প্রথম হাদিসটি হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। দেখতে পেলাম, তিনি মিসওয়াক করছেন এবং তার ফলে উ' উ' আওয়ায বেরিয়ে আসছে। শুধু মাত্র দাঁতের উপর মিসওয়াক করলে এ ধরণের আওয়ায বের হয় না। বরং দাঁত ছাড়া মুখ এবং হলক পরিষ্কার করার সময় এ ধরণের আওয়ায বের হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, মিসওয়াক অযুর সুন্নত। কারণ যারা ইহাকে নামাযের সুন্নত বলেন তাদের মতে দাঁতের উপর দিয়ে মিসওয়ার ঘুরিয়ে নিলেই যথেষ্ট হবে।

হানাফীদের মাযহাব হল মিসওয়াক মূলত : নামাযের সুন্নত। কিন্তু এ ছাড়াও আরো কয়েকটি স্থানে মিসওয়াক করা সুন্নত। আল্লামা শামী রহ. লিখেন,

قال فی امداد الفتاح و لیس السواك من خصائص الوضوء فانه یستحب فی حالات منها تغیر الفم و القیام من النوم و الی الصلوة و دخول البیت و الاجتماع بالناس و قراءة القرآن لقول ابی حنیفة ان السواك من سنن الدین فتستوی فیه الاحوال كلها

বুঝা গেল, দাঁতের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে মুখ এবং হলকের কফ পরিষ্কার করাও উদ্দেশ্য।

মিসওয়াকের উপকারিতা : মিসওয়াকের অসংখ্য উপকার রয়েছে। আল্লামা শামী রহ. বলেন,

قال فی النهر و منافعه وصلت الی نیف و ثلثین منفعة ادناها اماطة الاذی و اعلاها تذكیر الشهادة عند الموت

'নহরুল ফায়েকের গ্রন্থকার বর্ণনা করেন, মিসওয়াকের উপকারিতা তিরিশটিরও বেশী। তার মধ্যে সবছেয়ে ছোটটি হল ময়লা দূর করা। আর সবচেয়ে বড়টি হল মৃত্যুর সময় কালিমায়ে শাহাদত স্মরণ হওয়া।'

উলামায়ে কিরাম লিখেন, মিসওয়াকের ফায়দা সত্তরটি। সবচেয়ে বড় ফায়দা হল মৃত্যুর সময় যবানে কালিমায়ে শাহাদাত জারী হওয়া।

মিসওয়াক ধরার পদ্ধতি : বাহরুর রায়েক -এর গ্রন্থকারের ভাষ্যমতে মিসওয়াক ধরার সুন্নত তরীকা হল ডান হাতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী মিসওয়াকের নিচে রাখবে। মধ্যমা, তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী মিসওয়াকের উপর রাখবে। আর অনামিকা রাখবে মিসওয়াকের মাথার নিচের দিকে ।

হযরত ইবনে মসউদ রাযি. হতে বর্ণিত, মুষ্ঠির মধ্যে মিসওয়াক করবে না। কারণ এতে অর্শ রোগ সৃষ্টি হয়।

মিসওয়াক কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমান মোটা হবে এবং এক বিঘত পরিমান লম্বা হবে। ব্যবহার হতে হতে ছোট হয়ে গেলে কোন ক্ষতি নেই।

মিসওয়াক করার পদ্ধতি হল, দাঁতের প্রশস্তার দিকে মিসওয়াক করবে। প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত, তারপর বাম দিকের উপরের দাঁত। তারপর এ ধারাবাহিকতায় মিসওয়াক শেষ করবে। মিসওয়াক শেষে তা ধুয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে যেন আঁশ উপরের দিকে থাকে।

অধ্যায় ১৭২

بَاب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا قَالَ أَبمو عَبْد اللَّهِ اخْتَصَرَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ *

বয়সে যে বড় তাকে আগে মিসওয়াক দিবে। আফফান বিন মুসলিম বলেন, আমার নিকট সখর বিন জুয়াইরিয়া বর্ণনা করেছেন, তিনি নাফে' হতে, তিনি ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, আমি মিসওয়াক করছি। এ সময়ে দু'জন ব্যক্তি আমার নিকট আসল। তাদের একজন বয়সে অপরজন হতে বড়। তো আমি প্রথমে বয়সে যে ছোট তাকে মিসওয়াক দিলাম। আমাকে বলা হল বড়জনকে দিন। আমি বড়জনকে দিলাম।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, নু'আইম ইবনে মুবারক হতে, তিনি উসামা হতে, তিনি নাফে' হতে তিনি ইবনে উমর রাযি. হতে এ হাদিসটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের সামঞ্জস্য স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. বলেন, এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল মিসওয়াকের ফযীলত প্রমাণ করা। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যখন কোন সাধারণ জিনিসও তার নিকট আসত তিনি তা বড়দেরকে দিতেন। তো যেহেতু সাধারণত : মিসওয়াককে লোকেরা মা'মুলী জিনিস মনে থাকে তাই তিনি প্রথমে ছোটকে দিতে চাইলেন। এ সময়ে মিসওয়াকের বিষয়ে ওহী আসল যে বড়কে দিন।

এর দ্বারা বুঝা গেল যদিও বাহ্যত: ইহা সাধারণ জিনিস। কিন্তু এর দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকারিতা অনেক বড়।

মাসয়ালা : ১. আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অপরের ব্যবহৃত মিসওয়াক ব্যবহার করা মাকরূহ নয়। তবে উত্তম হল তা ধুয়ে ব্যবহার করা।

২. মুহাল্লাব রহ. বলেন, প্রত্যেক বিষয়ে তুলনামূলক বয়স্ককে অগ্রাধিকার দেয়া উত্তম - যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিস গঠিত না হয়। মজলিস সংগঠিত হলে বিতরণকারীর ডান দিকের জনকে অগ্রাধিকার দিবে।

৩. এ হাদিস দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, যারা বয়সে বড় তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তাদের সম্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। বিশেষ করে বৃদ্ধদের। কারণ হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا فليس منا অর্থাৎ যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া দেখাল না আর বড়দের সম্মান করল না সে আমাদের মধ্যে হতে নয়।

আবু দাউদ শরীফ দ্বিতীয় খন্ডের কিতাবুল আদাবের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে,

ان من اجلال الله اكرام ذى الشيبة المسلم

অর্থাৎ বড়দের সম্মান দেখানোও আল্লাহ তা'আলার প্রতি মর্যাদা প্রদর্শণের মধ্যে গণ্য।

قال عبد الله - ইমাম বুখারী রহ. বলেন, নু'আইম এ হাদিসটি সংক্ষিপ্ত করেছেন। (অর্থাৎ সারকথা বর্ণনা করেছেন।) মুল ঘটনা স্বপ্নের। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র এই হাদিসটিই মুসলিম শরীফ দ্বিতীয় খন্ডের ২৪৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে ارانى فى المنام اتسوك الخ। তাই জানা গেল যে, মুল ঘটনা স্বপ্নের। সম্ভবত : এ জন্যই ইমাম মুসলিম রহ. ইহাকে কিতাবুর রুয়ার মধ্যে নকল করেছেন - যার উপর জাগ্রতাবস্থায় আমল করা হয়েছে। যেমন আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ডের কিতাবুত তাহারাতে ৭ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে। নু'আইম তা সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছেন, যার কারণে সেগুলোকে পৃথক পৃথক মনে হচ্ছে। যদিও সে সম্ভাবনা এখনও রয়েছে।

بَاب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

অধ্যায় ১৭৩ : অযুসহ রাত্রিযাপনকারীর ফযীলত

উভয় বাবের মধ্যে এ হিসেবে মিল রয়েছে যে, উভয় বাব ফযীলত এবং সওয়াব অর্জন সম্পর্কিত এবং উভয় বাব অযু সম্পর্কিত।

অর্থাৎ পূর্বের বাবে মিসওয়াকের মাধ্যমে সওয়াব এবং ফযীলত অর্জন করার বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ বাবেও ঘুমের সময় অযু সহকারে থেকে বিরাট সওয়াব অর্জন করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

٢٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ

وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ *

২৪৩. হযরত বরা বিন 'আযেব রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তুমি ঘুমানোর স্থানে যাবে তো প্রথমে নামাযের অযুর ন্যায় অযু করে নাও। তারপর তোমার ডান পার্শ্বে ফিরে শুয়ে পড়। তারপর এ দু'আ পড়, 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার সোপর্দ করে দিলাম। আমার বিষয়াদি তোমার সোপর্দ করে দিলাম। আমি আমার পিঠ তোমার উপর হেলান দিলাম। (অর্থাৎ তোমার উপর ভরসা করলাম।) আমার সকল আশা এবং ভয় তোমার দিকে। তুমি ব্যতীত কোথাও আশ্রয়স্থল এবং নিস্কৃতিস্থান নেই। হে আল্লাহ! তোমার প্রেরিত কিতাব এবং তোমার প্রেরিত রসূলের উপর ঈমান আনলাম।' যদি তুমি সে রাত্রে মৃত্যুবরণ কর তা হলে ফিতরত (দ্বীন) এর উপর তোমার মৃত্যু হবে। (এমন করো যে) তা তোমার শেষ কথা হবে। (অর্থাৎ এরপর আর কোন কথা বলবে না।) হযরত বরা রাযি. বলেন, আমি এ দু'আর কালিমাগুলি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট (মুখস্ত করার জন্য) পুনরায় পড়লাম। যখন আমি এ জায়গায় পৌঁছলাম امنت بكتابك الذى انزلت তারপর বললাম ورسولك। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। এভাবে বল ونبيك الذى ارسلت।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের মিল হল এ বাণীর মধ্যে

اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلوة ثم اضطجع

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, এ শিরোনামটি ব্যাখ্যাকারী। এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়াতের দু'ধরণের ব্যাখ্যা করেছেন।

১. প্রথমটি হল, রেওয়ায়াতে রয়েছে اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلوة। এখানে اذا শব্দের কারণে এ ধারণা হতে পারে যে, যখনই ঘুমাতে চাইবে তখনই অযু করবে - চাই পূর্ব হতে অযু থাকুক বা না থাকুক। তাই ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে من بات على الوضوء বৃদ্ধি করে ব্যাখ্যা করে দিলেন যে, উদ্দেশ্য হল অযু সহকারে ঘুমানো - চাই পূর্ব হতেই অযু থাকুক বা ঐ সময় অযু করে নিক। উদ্দেশ্য ঘুমানোর সময় অযু থাকা চাই।

২. হাদিস শরীফে فتوضا শব্দটি আমরের সীগা। আর আমর ওয়াজিব বুঝানের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই এর দ্বারা ঘুমানোর সময় অযু ওয়াজিব হওয়া বুঝা যায়। ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে فضل শব্দটি বৃদ্ধি করে জানিয়ে দিলেন যে, এ امر-টি ওয়াজিবের জন্য নয়। বরং তা মুস্তাহাব এবং ফযীলতের জন্য।

ব্যাখ্যা : হযরত বরা বিন 'আযেব রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, যখন তুমি ঘুমানোর স্থানে আসবে তখন তুমি নামাযের অযুর মত অযু করে নিবে। অর্থাৎ শুধুমাত্র কুলি করে নেয়া দ্বারা কিংবা মুখ ধুয়ে নেয়া দ্বারা এ ফযীলত হাসিল হবে না। অযু করে ডান দিকে ফিরে শুবে। নবীগণও এ ভাবেই করতেন। কারণ ডানদিককে প্রাধান্য দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে পসন্দনীয় যদিও বাম দিকে ফিরে ঘুমানোকে চিকিৎসা শাস্ত্রে উত্তম বলা হয়েছে। কারণ বাম দিকে ফিরে শুইলে গভীর নিদ্রা হয়। খাবারও ভালভাবে হজম হয়। স্বাস্থ্য এবং সুস্থ্যতার ক্ষেত্রে উপকারী। কিন্তু শরীয়তে বেশী খাবার খাওয়া প্রসংশনীয় নয়, কারণ বেশী খেলে নিদ্রা এবং অলসতা বেড়ে যায়। পক্ষান্তরে ডান দিকে ফিরে শুইলে হৃদয় ঝুলানো থাকে, দিলের উপর বোঝা বেশী পড়ে না। কিন্তু প্রয়োজন মুতাবিক বাম দিকে ফিরে শুয়াও জায়েয আছে। শুধুমাত্র উপুড় হয়ে শোয়া জাহান্নামীদের তরীকা বিধায় তা পরিহার করা চাই।

আবু দাউদ শরীফের এক রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, নবীগণ চিত হয়ে শুতেন। উভয় হাদিসের মধ্যে এভাবে মিল দেয়া যেতে পারে যে, শোয়ার সময় আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রথমে চিৎ হয়ে শুতেন। তারপর বুখারী শরীফের বর্ণনানুযায়ী ডান দিকে ফিরে শুতেন এবং দু'আয়ে মাছুরা পড়তেন।

আদ'ইয়ায়ে মা'ছুরার শব্দের গুরুত্ব : হযরত বরা বিন 'আযেব রাযি. বলেন, আমি সে দু'আটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মুখস্থ হওয়ার জন্য পড়লাম। যখন আমি اللهم أمنت بكتابك الذى انزلت পর্যন্ত আসলাম, তারপর আমি ونبيك এর স্থলে و رسولك বললাম। কারণ নবী হতে রাসূলের মর্যাদা বড়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, لا و نبيك الذى ارسلت। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দু'আর শব্দ যেভাবে বর্ণিত রয়েছে সেভাবেই বলা চাই। পরিবর্তন করা ঠিক হবে না - যদিও পরিবর্তিত শব্দ শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হয়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যবান মুবারক হতে নির্গত শব্দ যত নূরপূর্ণ এবং কবুলিয়্যতসমৃদ্ধ হবে অন্য কারো বাণীতে তা থাকতে পারে না।

অধিকাংশ আলেমের মতে এ হাদিসের উদ্দেশ্য হল, আদ'ইয়ায়ে মাছুরা এবং আযকারগুলোর অর্থের মতই শব্দগুলোর হিফাযত করা জরুরী। কারণ এ শব্দগুলোর মধ্যে বিশেষ বরকত এবং তাছীর থেকে থাকে। কারণ হরফের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষত্ব রেখেছেন। যেমন শাইখে আকবর রহ. 'ফতুহাতে ইলাহিয়্যা' নামক কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন বলেছেন কোন কোন হরফ حار (গরম), কোন কোন হরফ بارد (ঠাণ্ডা)। তেমনিভাবে কোন কোনগুলো আর্দ্র আর কোন কোনগুলো শুষ্ক। তেমনিভাবে অন্যগুলোর মধ্যে এরূপ কিছুটা অন্য প্রভাব পাওয়া যায়। তদ্রূপ কয়েকটি অক্ষরের তরতীব এবং সংমিশ্রণ দ্বারা আরেক রকম আসর পাওয়া যায়। তাই দু'আর শব্দগুলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সেভাবেই পড়া চাই। এর মধ্যে রদবদল বা কমবেশী না করা চাই। কারণ এর ফলে দু'আর বিশেষ আসর বহাল থাকে না। এর একটি দৃষ্টান্ত হল তালার চাবি। এর মধ্যে বিশেষ কিছু দাঁত থেকে থাকে যা দ্বারা তালা খোলে। যদি চাবির দাঁতের মধ্যে পরিবর্তন করা হয় তা হলে তালা কক্ষনো খুলবে না।

আযানের দু'আর মধ্যে أت محمدا الوسيلة و الفضيلة এর পর الدرجة الرفيعة শব্দবৃদ্ধি করা যা লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং অধিকাংশ লোকেই তা পড়ে থাকে এর সম্পর্কে হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ রহ. 'বযলুল মাজহুদ' কিতাবে লিখেন, قال السخاوى رح لم اره فى شئ من الروايات অর্থাৎ এ বাক্যটি আমি কোন রেওয়ায়াতে পাইনি।

তেমনিভাবে ফরয নামাযের পর পঠিত দু'আ اللهم انت السلام و منك السلام تباركت يا ذا الجلال و الاكرام এর মধ্যে منك السلام এর পর যে اليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام و ادخلنا دارك دار السلام বৃদ্ধি করা হয় এরও কোন ভিত্তি নেই।

قال الشيخ الجزرى رح فى تصحيح المصابيح واما ما يزاد بعد قوله و منك السلام من نحو و اليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام و ادخلنا دارك دار السلام فلا اصل له بل مختلق بعض القصاص

অর্থাৎ এ বৃদ্ধির কোন ভিত্তি নেই। ইহা কোন খতীবের পক্ষ হতে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কিতাবুল অযুর শুরু এবং শেষ : কিতাবুল অযুর শুরু কোরআনের আয়াত اذا قمتم الى الصلوة الاية দ্বারা হয়েছিল। সেখানে আপনারা পড়েছেন যে, قمتم এর অর্থ ইহাও হতে পারে যে, তোমরা যখন ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন অযু করে নাও। আর এখানে - কিতাবুল অযুর শেষে - বলা হচ্ছে যে, যখন তোমরা ঘুমানোর ইচ্ছা কর তা হলে অযু করে নাও। অর্থাৎ যদি অযু না থেকে থাকে। কিন্তু যদি পূর্ব হতে অযু থেকে থাকে তা হলে সে অযুই যথেষ্ট হবে।

সার কথা হল, যখন ঘুমানোর ইচ্ছা কর অযু করে নাও। আর যখন জাগ্রত হও অযু করে নাও। শুরু এবং শেষের মধ্যে কত গভীর সম্পর্ক!

কিতাবুল অযুর শুরু এবং শেষ এভাবে সম্পর্কযুক্ত করাটা ইমাম বুখারী রহ.র সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং কামালিয়্যতের পরিচায়ক।

واجعلهن اخر ما تتكلم به - হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন, آخر শব্দ দ্বারা কিতাবুল অযুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শায়খ যাকারিয়া রহ. বলেন, কিতাব খতম হওয়ার প্রতি নয়, বরং খোদ পাঠকারীর খতম তথা মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ জন্য হাদিসের فان مت এর উপর চিন্তা করাই যথেষ্ট।

গোসল পর্ব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الْغُسْلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) *

গোসল এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী وان كنتم جنبا فاطهروا .... لعلكم تشكرون এবং يايها الذين امنوا ... عفوا غفورا-এর বর্ণনা।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

لما فرغ من بيان الطهارة الصغرى بانواعها شرع فى بيان الطهارة الكبرى بانواعها و تقديم الصغرى ظاهر لكثرة دورانها بخلاف الكبرى

'ইমাম বুখারী রহ. তাহারতে সুগরা (অযু)-র বর্ণনা শেষ করে তাহারাতে কুবরা (গোসল)-র বর্ণনা শুরু করেছেন। তাহারাতে সুগরাকে আগে আনার কারণ হল তাহারাতে কুবরা তথা গোসলের তুলনায় তার প্রয়োজন বেশী হয়। তাহারাতে সুগরা দ্বারা উদ্দেশ্য হল অযু আর তাহারাতে কুবরা দ্বারা উদ্দেশ্য হল গোসল।

আয়াতে করীমা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. তার অভ্যাস মুতাবিক জানাবতের গোসলের বয়ানও আয়াতে করীমা দ্বারা শুরু করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী রহ.র অভ্যাস হলো প্রত্যেক কিতাবের শুরুতে ঐ কিতাবের মুনাসিব আয়াত উল্লেখ করা। এর দ্বারা একটি উদ্দেশ্য হল বরকত অর্জন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, কিতাবুল গোসলের যতগুলো বাব আছে তার সবগুলোই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, জুনুবী ব্যক্তির গোসল ফরয হওয়া ان كنتم جنبا فاطهروا আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। اى اغسلوا ابدانكم على وجه المبالغة(উমদা)

গোসলফরযকারী বিষয়গুলোর মধ্যে জানাবত ছাড়াও হায়েয এবং নিফাস তার অর্ন্তভুক্ত। কিন্তু সেগুলো মেয়েদের বিশেষত্ব।

ইমাম বুখারী রহ. গোসলফরযকারী বিষয়গুলো হতে জানাবতের বর্ণনা আগে উল্লেখ করেছেন। কারণ ইহা পুরুষ মহিলা উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, একাট সূক্ষ্ম রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করে সূরা মায়েদার আয়াতকে সূরা নিসার আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করে কোরআনের তারতীবের ব্যতিক্রম করেছেন। অথচ সূরায়ে মায়েদার পূর্বে সূরা নিসা। তাই সূরা নিসার আয়াত সূরায়ে মায়েদার আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করাটাই সমীচীন ছিল। কিন্তু যেহেতু মায়েদার আয়াতে فاطهروا শব্দটি রয়েছে যা মুজমাল আর সূরায়ে নিসার আয়াতে রয়েছে حتى تغتسلوا যা اغتسال তথা গোসলের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে তাই সূরায়ে মায়েদার আয়াতকে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা আইনী বলেন,فاطهروا শব্দটি মুজমাল নয়। কারণ এর অর্থ হল তামরা তোমাদের দেহ ধৌত কর।

উস্তাদ উস্তাদই। আর শাগরেদ শাগরেদই।

মূলত : হাফেয আসকালানী রহ. এ কথা বলে তার মাযহার হিফাযতের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের (শাফে'য়ীদের) মতে) গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ফরয নয়। তাই তিনি اطهروا শব্দটিকে مبالغه

-এর সিগা বলেননি। বরং এ কথা বলে পার হয়ে গেছেন যে, এখানে মুজমাল রাখা হয়েছে এবং حتى تغتسلوا। দ্বারা তা স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ইহা যে مبالغه (অতিরঞ্জন)-এর সিগা তা উল্লেখই করেননি।

অধিকতর সম্ভাবনা ইহাই যে, ইমাম বুখারী রহ. সূরা মায়েদার আয়াতকে সূরা নিসার আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, জানাবতের গোসলের মধ্যে مبالغه করা চাই।

কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া অযুতে যদি সুন্নত হয় তাহলে নিশ্চয়ই গোসলে ফরয হবে।

بَاب الْوُضُوء قَبْلَ الْغُسْلِ

অধ্যায় ১৭৪ : গোসলের পূর্বে অযু করা

২৪৪ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاة ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِه ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِه كُلِّه *

২৪৪. উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবতের গোসল করতেন তখন সর্বপ্রথম (পানি পাত্রে হাত দেয়ার পূর্বে) উভয় হাত ধুয়ে নিতেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন। অত :পর আঙ্গুলীগুলো পানিতে প্রবেশ করিয়ে চুলের গোড়া খেলাল করে নিতেন। তারপর তিন অঞ্জলী পানি নিয়ে মাথার উপর ঢালতেন। তারপর পুরো দেহে পানি ঢালতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

২৪৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاة غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذِه غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ *

২৪৫. উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মুনা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জানাবতের গোসলের মধ্যে) নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। শুধুমাত্র পা' ধৌত করেননি। আর লজ্জাস্থান এবং নাপাক ময়লার স্থান ধৌত করলেন। তারপর নিজের উপর পানি ঢাললেন। তারপর সেখান হতে তার পা সরিয়ে সেগুলো ধৌত করলেন। ইহাই ছিল তাঁর জানাবতের গোসল।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হল, গোসলের পূর্বে যে অযু সুন্নত তার রূপ কী - তা বর্ণনা করা। এজন্য ইমাম বুখারী রহ. দু'টি হাদিস উল্লেখ করে সকল অবস্থা বর্ণনা করে দিয়েছেন। গোসলের স্থান যদি এমন হয় যে, ব্যবহৃত পানি সেখানে অবস্থান করবে না। বরং সেখান হতে গোসলের পানি বের হয়ে যায়, পানি বের হবার কোন ব্যবস্থা আছে তা হলে অযুর সময়ে পা ধুয়ে নিবে - যেমনটা প্রথম হাদিস দ্বারা জানা গেছে। আর যদি গোসলের পানি বের হবার কোন রাস্তা না থাকে, সেখানে পানি জমে যায় তা হলে গোসলের পর সেখান হতে সরে উঁচু জায়গায় গিয়ে পা ধুবে - যেমনটা বাবে দ্বিতীয় হাদিস দ্বারা জানা গেছে।

بَاب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِه

অধ্যায় ১৭৫ : কোন পুরুষের নিজ স্ত্রীর সাথে (একই পাত্র হতে) গোসল করা

٢٤٦حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ *

২৪৬. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উভয়) একই পাত্র হতে গোসল করতাম যাকে 'ফারাক' বলা হয়।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ كنت اغتسل انا و النبى صلى الله عليه و سلم من اناء واحد দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. একই পাত্র হতে পুরুষ এবং মহিলার অযু করার কথা বর্ণনা করেছেন। এখন একই পাত্র হতে গোসল করার কথা বর্ণনা করছেন।

ব্যাখ্যা : ফারাক, মুদ্দ এবং ছা'-এর তাফসীল জানার জন্য ১৯৯নং হাদিসের ব্যাখ্যা দেখুন।

بَاب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

অধ্যায় ১৭৬ : ছা' এবং তার সমতুল্য পাত্র দ্বারা গোসল করা

٢٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُالصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَ أَبمو عَبْد اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ *

২৪৭. হযরত আবু সালামা (আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ) রাযি. বলেন, আমি এবং হযরত আয়েশা রাযি.র (দুধ) ভাই হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট গেলাম। হযরত আয়েশা রাযি.কে তার ভাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। হযরত আয়েশা রাযি. একটি পাত্র চেয়ে নিলেন। তাতে এক ছা' পরিমান পানি ছিল। তারপর তিনি গোসল করলেন এবং মাথার উপর পানি ঢাললেন। আমাদের মাঝে এবং তার মাঝে একটি পর্দা ছিল। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, 'আর ইয়াযিদ বিন হারুণ, বাহ্য (বিন আসাদ) এবং জুদ্দী (আব্দুল মালেক বিন ইবরাহীম) শো'বা হতে نحو من صاع পরিবর্তে قدر صاع (অর্থাৎ এক ছা' পরিমাণ) বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فدعت باناء نحو من صاع এ হাদিসাংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে। অপর এক সনদে قدر صاع উল্লেখ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : এই আবু সালামা হযরত আয়েশা রাযি.র দুধ-ভাইয়ের ছেলে। আবু সালামা হযরত আয়েশা রাযি.র বোন উম্মে কুলছুম বিনতে আবু বকর রাযি.র দুধ পান করেছিলেন।

اخو عائشة - এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হযরত আয়েশা রাযি.র দুধ ভাই আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ। মুসলিম শরীফের ১৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে اخوها من الرضاعة। তাই উভয়ে মাহরাম ছিলেন। তাই তিনি পর্দার আড়ালে গোসল করলেও মাথা উপর হতে দেখা যাচ্ছিল যা মাহরামের জন্য দেখা জায়েয । মোট কথা, হযরত আয়েশা রাযি. গোসল করে জানিয়ে দিলেন যে, কথা হতে আমলীভাবে শিক্ষা দেয়া অধিকতর প্রশান্তিদায়ক।

٢٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ هُوَ وَأَبُوهُ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ يَكْفِيكَ صَاعٌ فَقَالَ رَجُلٌ مَا يَكْفِينِي فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ *

২৪৮. হযরত আবু জা'ফর (ইমাম বাকের মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন) বর্ণনা করেন, তিনি এবং তার পিতা হযরত জাবের রাযি.র নিকট ছিলেন। তার নিকট অন্য লোকও ছিলেন। তারা হযরত জাবের রাযি.কে গোসল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, তোমার জন্য এক ছা'ই যথেষ্ট। এক ব্যক্তি বললেন, আমার জন্য যথেষ্ট হবে না। হযরত জাবের রাযি. বললেন, তাঁর জন্য ইহা যথেষ্ট ছিল যার চুল তোমার চেয়ে বেশী ছিল এবং তিনি তোমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তারপর তিনি এক কাপড় পরিধান করে আমাদের ইমামতি করেছিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : يكفيك صاع দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

٢٤٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ أَبمو عَبْد اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ *

২৪৯. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত মায়মুনা রাযি. একই পেয়ালা হতে গোসল করে নিতেন। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, সুফয়ান বিন উয়াইনা রহ. শেষে (বার্ধক্যাবস্থায়) বলতেন عن ابن عباس عن ميمونة। কিন্তু সঠিক তা-ই যা আবু নু'আইম বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : كانا يغتسلان من اناء واحد দ্বারা শিরোনাম প্রমাণিত। কারণ, যদিও এখানে পাত্রের পরিমাপ উল্লেখ নেই। কিন্তু الحديث يفسر بعضه بعضا হিসেবে এখানে ফারাক উদ্দেশ্য। কারণ, একা গোসল করার সময় এক ছা' এবং দু'জনের জন্য দুই ছা' লাগবে। বা সামান্য বেশ-কম লাগতে পারে - যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকন্তু ইমাম বুখারী রহ. এদিকেও ইঙ্গিত করেছেন যে, ছা' পরিমাণ হওয়া আবশ্যকীয় নয়। প্রয়োজন বিশেষে বেশ-কমেরও অনুমতি আছে।

ইমাম বুখারী রহ. আবু নু'আইমের রেওয়ায়াতকে সহীহ বলার কারণ : হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন, মুহাদ্দেসীনদের কায়দা হল, তারা আগে শ্রবণকারীর রেওয়ায়াত পরে শ্রবণকারীর রেওয়ায়াত হতে অগ্রাধিকার দেন। যেহেতু আবু নু'আইমের রেওয়ায়াত সুফয়ানের রেওয়ায়াত হতে অগ্রে শ্রুত, তাই তাকে প্রাধান্য দিয়ে আবু নু'আইমের রেওয়ায়াতকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

তাবকা এবং বয়সের হিসেবে আবু নু'আইম ইয়াহইয়া বিন মুসা হতেও প্রবীন। তাই তার শ্রবণও আগের। আবু নু'আইমের মৃত্যু ২১৯ হিজরীতে হয়েছিল। মুসনাদে হুমাইদীর ১৪৯ নং পৃষ্ঠায় এ রেওয়ায়তটি এভাবে বর্ণিত রয়েছে -

حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال ثنا عمروبندينار قال اخبرنى ابو الشعثاء جابر بن زيد انه سمع ابن عباس يقول اخبرتنى ميمونة انها كانت تغتسل الخ

তাই প্রবীন হওয়া হিসেবে এ হাদিসটি মুসনাদাতে মায়মুনার মধ্যে হওয়াটা অগ্রগণ্য মনে হচ্ছে। কারণ হুমাইদীর ব্যাপারে বলা হয় যে, তিনি সুফয়ান বিন উয়াইনার ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তাহযীবুত্তাহযীবে তার আলোচনায় রয়েছে, قال احمد الحميدى عندنا امام و قال ابو حاتم هو اثبت الناس فى ابن عيينة و هو رئيس اصحابه। এ ছাড়াও সুফয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. শেষে এসে এ রেওয়ায়াতটি মুসনাদাতে মায়মুনার মধ্যে উল্লেখ করা এবং এর উপর অটল থাকাটাও ইহা অগ্রগণ্য হওয়ার প্রমাণ।

بَاب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

অধ্যায় ১৭৭ : যে ব্যাক্তি স্বীয় মাথায় তিনবার পানি ঢালল

যোগসূত্র : এ বাবগুলোর পরস্পারিক সম্পর্ক স্পষ্ট। কারণ এর সবকয়টিই গোসলের আহকাম এবং পদ্ধতি সম্পর্কিত।

٢٥٠ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا *

২৫০. হযরত জুবাইর বিন মুত'ইম রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি (গোসলের সময়ে) আমার মাথার উপর (এভাবে) তিন অঞ্জলী পানি প্রবাহিত করে দেই। তিনি উভয় হাত দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فافيض على راسى ثلثا - দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

٢٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا *

২৫১. হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : يفرغ على راسه ثلثا -দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল সৃষ্টি হয়েছে।

٢٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَأَتَانِي ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ فَقَالَ لِي الْحَسَنُ إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَرًا *

২৫২. হযরত আবু জা'ফর (ইমাম মুহাম্মদ বাকের রহ.) বর্ণনা করেন, আমার নিকট হযরত জাবের রাযি. বলেছেন যে, তোমার চাচার ছেলে এসেছিল। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হাসান বিন মুহাম্মদ বিন হানফিয়্যা। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, জানাবতের গোসল কীভাবে করা চাই। আমি বললাম, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন অঞ্জলী পানি নিয়ে মাথার উপর প্রবাহিত করে দিতেন। তারপর সারা দেহে পানি প্রবাহিত করতেন। এতে হাসান বিন মুহাম্মদ আমাকে বলল, আমার তো অনেক চুল। আমি বললাম, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল তোমার চেয়েও বেশী ছিল।

শিরোনামের সাথে মিল : ياخذ ثلث اكف فيفيضها على راسه দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. এখানে একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। মাসয়ালাটি হল, গোসলের মধ্যে 'দলক' তথা অঙ্গ-মর্দন করতে হবে কি? মালেকীদের মতে দলক করা ফরয। আর জমহুরের মতে ফরয নয়। পুরো শরীরে পানি প্রবাহিত করে দিলেই চলবে।

ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে افاض শব্দটি বৃদ্ধি করে জমহুরের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على راسى ثلثا الخ -এ রেওয়ায়াতটি আবু দাউদ শরীফ এবং বুখারী শরীফে এভাবেই সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফে হাদিসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত

হয়েছে। তা হলো, একবার সাহাবায়ে কিরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসে গোসলের আলোচনা করছিলেন। কেউ বলছিলেন আমি এতবার পানি ঢালি। আর কেউ অন্য কিছু বলছিলেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ভাই! আমি তো মাথার উপর তিনবার পানি ঢালি।

এখন যিনি মাসয়ালা বর্ণনা করার ইচ্ছা করেন, তিনি শুধু মাত্র হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী উল্লেখ করেন। আর যার ঘটনা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য তিনি পুরো ঘটনা উল্লেখ করেন।

بَاب الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

অধ্যায় ১৭৮ : পানি একবার ঢেলে গোসল করা

٢٥٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ *

২৫৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হতে বর্ণিত, হযরত মায়মুনা রাযি. বলেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আমি গোসলের পানি রেখেছিলাম। তিনি (প্রথমে) তাঁর হাত দু'বার বা তিনবার ধোলেন। তারপর বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান ধোলেন। তারপর হাত মাটিতে মর্দন করলেন। অত :পর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তারপর মুখমন্ডল এবং উভয় হাত ধৌত করলেন। অত :পর (পুরো) শরীরে পানি ঢাললেন। এরপর সেখান হতে সরে উভয় পা ধৌত করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে রয়েছে যে, হযরত মায়মুনা রাযি. দেহে পানি ঢালার উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন সংখ্যা উল্লেখ করেননি। যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার পানি ঢালতেন তা হলে তিনি অবশ্যই তা উল্লেখ করতেন। যেহেতু কোন সংখ্যা উল্লেখ করেননি তাই একবার এবং একাধিকবার উভয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এ দু'টি সম্ভাবনার মধ্যে একবারেরটা নিশ্চিত।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, যেমনিভাবে অযুর মধ্যে একবার করে ধোয়া ফরয তেমনিভাবে গোসলের মধ্যেও একবার ধোয়া ফরয। আর তিনবার ধোয়ার হাদিস দ্বারা ইস্তিয়াব (পূর্ণতা) উদ্দেশ্য।

২.হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতে বর্ণিত كانت الصلوة خمسين و الغسل من الجنابة سبع مرات তথা প্রথমাবস্থায় পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায এবং সাতবার গোসল প্রভৃতি ফরয ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট দরখাস্ত করে করে নামায পাঁচ ওয়াক্তে এবং গোসল একবারে নিয়ে এসেছেন। সম্ভবত : ইমাম বুখারী রহ. এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, সাত বার ধোয়ার হুকুম মনসূখ হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু হাদিসটি ইমাম বুখারী রহ.র শর্তানুযায়ী নয় তাই তিনি হাদিসটি তার কিতাবে উল্লেখ করেননি।

কিন্তু সারা দেহে তিনবার পানি প্রবাহিত করা মুস্তাহাব - যেমন منهل কিতাবের লিখক উল্লেখ করেছেন।

بَاب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوِ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ

অধ্যায় ১৭৯ : যে ব্যাক্তি গোসলের সময় 'হেলাব' বা সুগন্ধি দ্বারা শুরু করল

٢٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ *

২৫৪. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবতের গোসল করার সময় 'হেলাব' জাতীয় কোন কিছু (অর্থাৎ পাত্র) আনিয়ে নিতেন। তারপর (পানি) হাতে নিয়ে মাথার ডান দিক হতে শুরু করতেন। (অর্থাৎ প্রথমে মাথার ডান অংশে পানি ঢালতেন।) তারপর (অঞ্জলীতে পানি নিয়ে) বাম অংশে ঢালতেন। তারপর উভয় হাতে (পানি নিয়ে) মাঝখানে ঢালতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : دعا بشئ نحو الحلاب فاخذ بكفه - দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

'হেলাব'এর অর্থ : আল্লামা খাত্তাবী রহ. বলেন, 'হেলাব' হল এ ধরণের একটি পাত্র যার মধ্যে উটের একবারের দোহানো দুধ সংকুলান হয়। (অথবা একবার দুধ দোহানো যায়।)

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, হেলাব (দুহনী, যে পাত্র দুধ দোহানের জন্য নির্ধারিত) দ্বারাও গোসল হতে পারে। এখানে হেলাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল, সে পানি যা হেলাবের মধ্যে রয়েছে। পাত্র বলে পাত্রস্থ বস্তু বুঝানো হয়েছে। (اطلق على الحال اسم المحال)

এ কথা স্পষ্ট যে, দুহনীর মধ্যে পানি রাখলে দুধের কিছুটা গন্ধ অবশ্যই পানির মধ্যে আসবে। তাই ইমাম বুখারী রহ. ইহা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, পানির মধ্যে যদি তার কিছুটা রং বা গন্ধ এসেও যায় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুহনীর পানি দ্বারা জানাবতের গোসল করেছেন। সাথে সাথে এও জানা গেল যে, যদি দুহনী দ্বারা গোসল করলে দুধের কোন আসর - তৈলাক্ততা বা গন্ধ ইত্যাদি দেহের মধ্যে থেকে যায় তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ পাক পানির মধ্যে অন্য কোন পাক বস্তু মিশ্রিত হয়ে গেলেও পানি পাক থেকে যায়। রং বা গন্ধের সামান্য পরিবর্তন দ্বারা পানির মধ্যে কোন প্রভাব পড়বে না। ইহা আরও স্পষ্টভাবে ইমাম বুখারী রহ. সাত বাব পর ৪১নং পৃষ্ঠায় باب من تطيب ثم اغتسل وبقى اثر الطيب - এ বর্ণনা করবেন। এখানেও والطيب শব্দ দ্বারা এ দিকে ইশারা করেছেন যে, যদি গোসলের পূর্বে সুগন্ধি লাগানো হয় এবং তার আসর গোসলের পরে থেকে যায় তা হলে তা জায়েয আছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই।'

ইমাম বুখারী রহ. এখানে হেলাবের মাসয়ালা পৃথকভাবে বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তাই তার জন্য হাদিসও উল্লেখ করেছেন। আর সুগন্ধির বিষয়টি প্রসঙ্গত : উল্লেখ করেছেন। তাই তার জন্য পৃথক হাদিস বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করেননি। আর যেহেতু আসর থেকে যাওয়ার ব্যাপারে উভয়টি একই রকম তাই শিরোনামের মধ্যে উভয়টিকে একসাথে উল্লেখ করার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।

যেমন হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. الطيب শব্দ বৃদ্ধি করে অপর একটি রেওয়ায়াতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা باب من تطيب ثم اغتسل وبقى اثر الطيب বাবে হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি হল, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিলাম। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি স্ত্রীদের নিকট দাওর করছিলেন। আর প্রকাশ্য বিষয় যে, এরপর তিনি গোসলও করে থাকবেন। যদিও ইহা ঘটনাবিশেষ। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, গোসলের পূর্বে সুগন্ধি লাগানোর মধ্যে কোন ক্ষতি নেই।

উদ্দেশ্য হল, অধিকাংশ সময়ে গোসলের পর সুগন্ধি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তার বিপরীত তথা গোসলের পূর্বেও ব্যবহার করা জায়েয আছে - যা উপরোক্ত বাব দ্বারা প্রমাণিত। তাই শিরোনামের উভয় অংশই প্রমাণ হয়ে গেল। উদ্দেশ্য উভয়টিই জায়েয আছে। তো শিরোনামের উদ্দেশ্য হল, من بدأ بالحلاب فى الغسل فقد اصاب ومن بدأ بالطيب فقد اصاب।

প্রকাশ থাকে যে, তখন অনেক পাত্র কোন কিছুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। তাই যে পাত্রে দুধ দোহানো হয়েছে সে পাত্রেই গোসলের সময়ে পানি নিয়ে গোসল করা হয়েছে।

قال بهما على وسط راسه - قال শব্দটি افعال عامه এর অর্ন্তভূক্ত। বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যে অর্থ যেখানে উপযোগী সেখানে সে অর্থই নেয়া হয়। এখানে অর্থ হল উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার মধ্যখানে ঢাললেন।

بَاب الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ فِي الْجَنَابَةِ

অধ্যায় ১৮০ : জানাবতের গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া

٢٥٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا *

২৫৫. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমার নিকট হযরত মায়মুনা রাযি. বর্ণনা করেছেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য (একটি পাত্রে) গোসলের পানি ঢাললাম। তিনি প্রথমে ডান দিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত ধোলেন। তারপর স্বীয় লজ্জাস্থান ধোলেন। তারপর হাত মাটিতে রেখে মর্দন করলেন। তারপর (পানি দ্বারা) তা ধুয়ে নিলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তারপর স্বীয় চেহারা মুবারক ধৌত করলেন এবং মাথায় পানি ঢাললেন। তারপর গোসলের স্থান হতে সরে পা' দু'টি ধোয়ে নিলেন। তারপর রুমাল আনা হল। কিন্তু তিনি তা দিয়ে পানি মুছেননি।

শিরোনামের সাথে মিল : ثم مضمض و استنشق এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. জানাবতের গোসলের বয়ানে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার হাদিস বর্ণনা করার জন্য আলাদা বাব কায়েম করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় অযুর মধ্যে কুলি করার এবং নাকে পানি দেয়ার যে অবস্থান, গোসলের মধ্যে তার মতে এগুলোর সে অবস্থান নয়। অযুর মধ্যে তো এগুলো সুন্নত। তাই গোসলের মধ্যে এগুলো ফরয হবে। ইহাই হানাফী এবং হাম্বলীদের মাযহাব। পক্ষান্তরে শাফে'য়ী এবং মালেকীদের মাযহাব হল অযুর মতই গোসলেও কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া সুন্নত।

বাহ্যত : **ইমাম বুখারী রহ. কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার বিষয়ে হানাফী এবং হাম্বলীদের অনুকূলে রয়েছেন। তাই এর জন্য পৃথক বাব কায়েম করেছেন।**

হাম্বলী এবং হানাফীদের দলীল : আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

لا شك ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يتركهما فدل على المواظبة وهى تدل على الوجوب

'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টিকে (জানাবতের গোসলে) কখনও ত্যাগ করেননি। আর ত্যাগ না করা 'মুয়াযাবাত' বুঝায়। আর মুয়াযাবাত দ্বারা ওয়াজিব বুঝা যায়।'

بدائع الصنائع -কিতাবের লিখক লিখেন, অযুর মধ্যে কোরআনের আয়াত দ্বারা চেহারা ধোয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য চেহারার বাহ্যিক অংশ। তাই মুখ এবং নাকের ভিতরের অংশ এর অর্ন্তভূক্ত নয়। পক্ষান্তরে জানাবতের গোসলের ক্ষেত্রে مبالغه এর সিগা ব্যবহার করে দেহ পবিত্র করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই যতটুকু সম্ভব দেহের যাহেরী অংশ এবং বাতেনী অংশ উভয়টি ধোয়া আবশ্যকীয় হবে।

হযরত আল্লামা উসমানী রহ. লিখেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্রতা ব্যতীত কোরআন স্পর্শ করা সর্বাবস্থায় নিষেধ করেছেন। আর কোরআন তিলওয়াতকে শুধু মাত্র জানাবতের অবস্থায় নিষেধ করেছেন। বিনা অযুর অবস্থায় নিষেধ করেননি। আর এরূপও বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানাবত ব্যতীত অন্য কোন কিছু তিলাওয়াতে কোরআন হতে বাধা দিত না।

এ তাফসীল দ্বারা জানাবত এবং হদসে আসগার-এর তফাৎ স্পষ্টভাবে বুঝা গেছে। কারণ হদসে আকবর (জানাবত) দেহের ভিতরেও চড়িয়ে পড়ে। তাই গোসলের মধ্যে বিনা কষ্টে যতটুকু পানি পৌছানো সম্ভব পৌছাতে হবে। আর হদসে আসগরের প্রভাব শুধু দেহের বাহ্যিক অংশেই থেকে যায়। ভিতরে প্রবেশ করে না। তাই অযুর অংগের ভিতরের অংশ ধোয়ার প্রয়োজনীয় নয়। তাই অযুর মধ্যে কুলি করার এবং নাকে পানি দেওয়ার যে হুকুম এসেছে তা ফরয বা ওয়াজেব হতে নিম্ন পর্যায়ের হবে। তথা সুন্নত হবে।

بَاب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِتَكُونَ أَنْقَى

অধ্যায় ১৮১ : অধিকতর পরিচ্ছন্নতার জন্য মাটিতে হাত ঘর্ষণ করা

٢٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ *

২৫৬. হযরত মায়মুনা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবতের গোসল (শুরু) করলেন। প্রথমে তার (বাম) হাত দ্বারা লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। তারপর সে হাত প্রাচীরে ঘর্ষণ করলেন। অত:পর তা ধৌত করলেন। এরপর নামাযের অযুর মত অযু করলেন। আর যখন গোসল করে ফারেগ হলেন তখন সেখান হতে সরে গিয়ে তার পা দু'টি ধৌত করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের টুকরা ثم دلك بها الحائط দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ বাবে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, ইস্তিঞ্জার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত মুবারক দেওয়ালে ঘর্ষণ করলেন। তারপর ধৌত করলেন। ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে لتكون انقى বলে একথা বলে দিলেন যে, ইহা আবশ্যকীয় নয়। বরং পরিচ্ছন্নতার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন করেছেন। অর্থাৎ এ শব্দ বৃদ্ধি দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল হাদিসের ব্যাখ্যা করা।

অধ্যায় ১৮২

بَاب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ *

জুনুবী ব্যক্তির হাতে জানাবত ব্যতীত অন্য কোন কিছু না থাকলে সে কি হাত ধোয়ার পূর্বে (পানির) পাত্রে হাত দিতে পারবে? হযরত ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত বরা বিন আযেব রাযি. ধোয়া ব্যতীত পানিতে তাদের হাত প্রবেশ করিয়েছিলেন। তারপর অযু করেছিলেন। আর হযরত ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. জানাবতের গোসলের পানির ফোটাতে কোন অসুবিধে মনে করতেন না।

٢٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ *

২৫৭. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা বলেন, আমি এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উভয় মিলে) এক পাত্র হতে গোসল করতাম। পালাক্রমে আমাদের উভয়ের হাত সেখানে যেত।

শিরোনামের সাথে মিল : تختلف ايدينا فيه - হাদিসের এ টুকরা দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল ঘটেছে। আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

و اختلاف الايدى لا يكون الا بعد الادخال فدل ذالك على انه لا يفسد الماء (عمدة القارى)

অর্থাৎ পাত্রের মধ্যে হাতের পালাক্রমে প্রবেশ হাত প্রবেশ করানো ব্যতীত হয় না। তাই বুঝা গেল এর দ্বারা পানি নষ্ট তথা নাপাক হয় না। (উমদা)

٢٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ *

২৫৮. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবতের গোসলের সময় (প্রথমে) হাত ধুয়ে নিতেন।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : اذا اغتسل من الجنابة غسل يده দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

٢٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ *

২৫৯. হযরত আয়েশা রাযি.বলেন, আমি এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র হতে জানাবতের গোসল করতাম। শো'বা আব্দুর রহমান বিন কাসেম হতে তার পিতার মাধ্যমে হযরত আয়েশা রাযি. এ রকমই বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে كنت اغتسل انا و النبى صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة দ্বারা। অর্থাৎ আমরা একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম।

٢٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ *

২৬০. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর এক স্ত্রী (উভয় মিলে) এক পাত্র হতে গোসল করতেন। এ রেওয়ায়াতে মুসলিম (ইবনে ইবরাহীম আযদী, ইমাম বুখারী রহ.র শায়খ) এবং ওহাব বিন জারীর শো'বা হতে من الجنابة শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন। অর্থাৎ জানাবতের গোসলে এমন হতো।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : يغتسلان من اناء واحد দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে। কারণ এর দ্বারা জানা গেছে যে, তিনি গোসলের পূর্বে হাত ধুয়ে নেননি।

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল : হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. বলেন -

غرض الباب جواز ادخال الجنب يده فى الاناء قبل الغسل اذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة الخ

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, জুনুবী ব্যক্তি যদি হাত ধোয়ার পূর্বে পানির পাত্রে হাত ঢুকিয়ে দেয় তা হলে এর দ্বারা পানি নাপাক হবে না। তবে শর্ত হলো হাতের মধ্যে কোন প্রকার বাহ্যিক নাপাক থাকতে পারবে না। যেমন বাবের প্রথম হাদিস (২৫৭নং হাদিস) দ্বারা ইহাই বুঝা যায়। যদিও ইহাই সমীচীন এবং সুন্নত যে, হাত ধুয়েই পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে। যেমনটা বাবের দ্বিতীয় হাদিস (২৫৮নং হাদিস) দ্বারা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে اذا اغتسل من الجنابة غسل يده অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবতের গোসলের পূর্বে হাত ধুয়ে নিতেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি হাত ধোয়া ছাড়াই পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশ করিয়ে দিল - যদি তার হাতে জানাবত ব্যতীত কোন নাজাসত না থাকে তা হলে পানি নাপাক হবে না। কারণ জানাবতের মধ্যে যে নাপাকী রয়েছে তা حسى এবং حقيقى নয়। বাহ্যিকভাবে তার কোন আসর নেই। বরং তা معنوى এবং حكمى। ইমাম বুখারী রহ. প্রথমে দু'টি আসর পেশ করছেন। ১.হযরত ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত বরা বিন আযেব রাযি. হাত না ধুয়েই পানিতে হাত প্রবেশ করিয়েছেন এবং সে পানি দ্বারা অযু করেছেন।

২. হযরত ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. জানাবতের গোসলের উড়ে আসা পানির ছিটাকে ক্ষতিকর (তথা নাপাক) মনে করতেন না।

উদ্দেশ্য হল, যে পাত্র হতে পানি নিয়ে জানাবতের গোসল করা হচ্ছে যদি জানাবতের গোসলের পানির ছিটা সেখানে পড়ে তা হলে দোষণীয় কিছুই নয়। কারণ এ ফোঁটাগুলোর মধ্যে দোষণীয় কোন কিছুই নেই। কাজেই জুনুবী ব্যক্তি যদি তার পরিষ্কার হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করায় তা হলে নাপাক হবে না।

এরপর ইমাম বুখারী রহ. দলীল হিসেবে চারটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হাদিসটি হল, হুযুর সা. এবং হযরত আয়েশা রাযি. একই পাত্র হতে গোসল করতেন। এতে বার বার তাদের উভয়ের হাত পানিতে পড়ত। আর গোসল শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেহের প্রতিটি অংশ জুনুবী থাকে। তাই গোসল পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পানির পাত্রে হাত দেয়া জানাবত অবস্থায়ই হাত দেয়া হল।

ইমাম বুখারী রহ. এ দলীল দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, গোসল চলাকালে বার বার হাত পানিতে পড়ত। সর্তকতার দাবী ইহাই যে, প্রথমেই হাত ভালভাবে ধুয়ে নিবে যেন অন্তরে কোন প্রকার ওসওয়াসা না আসে। আর যদি হাতে কোন حسى এবং حقيقى নাজাসত না থাকে তা হলে এবং জানাবত অবস্থায় হাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় তা হলে নাজাসতে হুকমী পানির পবিত্রতার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলবে না।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে জানাবত অবস্থার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। আর এও উল্লেখ রয়েছে যে, গোসল শুরু করার পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত ধুয়ে নিতেন। তাই জানা গেল যে, উত্তম পদ্ধতি এবং সুন্নত ইহাই যে, হাত ধুয়ে নিয়েই পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে। কিন্তু যদি ধোয়া ব্যতীত হাত প্রবেশ করানো হয় এবং হাতে কোন حسى নাজাসত না থাকে তা হলে ঐ হুকমী নাজাসত পানির মধ্যে কোন প্রভাব ফেলবে না।

তারপর তৃতীয় রেওয়ায়াতে পাত্র এবং জানাবতের গোসল উভয়টির উল্লেখ রয়েছে।

আর চতুর্থ রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা রাযি.র উল্লেখ নেই।

এ রেওয়ায়াতগুলো এ রকম যে, এক রেওয়ায়াতে একটি অংশের উল্লেখ আছে আর দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে আরেকটি অংশের। কিন্তু সবগুলোই জানাবত সম্পর্কিত। পাত্র হতে পানি যেভাবেই নেয়া হোক যদি হাতের মধ্যে কোন حسى নাজাসত না থাকে তা হলে ধোয়া ব্যতীত হাত প্রবেশ করানো দ্বারা পানি নাপাক হবে না।

بَاب مَنْ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الْغُسْلِ

অধ্যায় ১৮৩ : যে ব্যক্তি গোসলের সময়ে ডান দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালল

٢٦١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا *

২৬১.হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম এবং (একটি কাপড় দ্বারা) তাকে আড়াল করে দিলাম। তিনি (প্রথমে) তার হাতে পানি ঢাললেন এবং তা এক বার কিংবা দু'বার ধুয়ে নিলেন। সুলাইমান আ'মাশ রহ. বলেন, সালেম বিন আবুল জা'দ রহ. তৃতীয়বারের উল্লেখ করেছেন কি না আমার স্মরণ নেই। তারপর তিনি ডান দ্বারা বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। অত :পর তা মাটিতে ঘর্ষণ করে নিলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। আর তার চেহারা এবং উভয় হাত এবং মাথা ধৌত করলেন। অত :পর তার দেহে পানি ঢাললেন। তারপর সেখান হতে সরে তার পা দু'টি ধৌত করলেন। পরে আমি তাকে একটি কাপড় দিলাম। তিনি হাত দিয়ে ইশারা করলেন (সরিয়ে নাও) আর তিনি তার ইচ্ছা করেননি। কোন কোন রেওয়ায়াতে لم ياخذها উল্লেখ রয়েছে।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের টুকরো افرغ بيمينه على شماله দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হাদিস শরীফে রয়েছে হযরত আয়েশা রাযি. বলেন -

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع فى طهوره و نعله و ترجله (نسائى شريف كتاب الطهارة باب باى الرجلين يبدأ بالغسل)

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্রতা অর্জনে, জুতো পরিধানে এবং চিরুনী ব্যবহারে যথা সম্ভব ডান দিক থেকে হতে ভালবাসতেন।

এখন গোসলে দু'টি বিষয় আছে। একটি হল পানি ঢালা। অপরটি হল অঙ্গ ঘষা।

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, এ দু'টির মধ্যে যেটি উত্তম তা ডান হাত দিয়ে করা হবে। আর যেহেতু পানি ঢালা ঘর্ষণ করা হতে উত্তম তাই ইমাম বুখারী রহ. এ উদ্দেশ্যে বাব কায়েম করেছেন

من افرغ بيمينه على شماله فى الغسل

ইমাম বুখারী রহ. এ বাব কায়েম করে জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক ভাল এবং উত্তম কাজে ডানের প্রাধান্য দেয়া চাই। যেমন, পানাহার করা, জুতা, জামা-পাজামা পরিধান করা, চিরুণী ব্যবহার করা, মসজিদে প্রবেশ করা ইত্যাদি।

আর যেসব বিষয় তা থেকে কম মর্যাদার এবং নিম্ন স্তরের সেগুলোর মধ্যে বাম দিককে প্রাধান্য দেয়া হবে। যেমন জামা-পাজামা খোলা, মসজিদ হতে বের হওয়া, নাক পরিষ্কার করা, বাইতুল খালায় যাওয়া ইত্যাদি। প্রকাশ থাকে যে, ডান দিকের রেয়া'আত করাটা মুসলমানদের বৈশিষ্ট। মুসলমান ছাড়া দুনিয়ার কোন জাতি ডান দিকের রেয়া'আত করে না। এমনকি খাওয়া, পান করা এবং লিখাও তারা বাম দিক থেকে করে।

উপরের বক্তব্য দ্বারা জানা গেল যে, প্রতিটি মর্যাদা-সম্পন্ন বিষয়ে এবং পসন্দনীয় কাজে ডান দিকের রেয়া'আত করা মুস্তাহাব এবং পসন্দনীয়। যথা সম্ভব তার প্রতি গুরুত্ব দেয়া চাই। কিন্তু যদি কোন কাজে কষ্ট বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা হলে ডান দিকের রেয়া'আত বাদ দেয়া যেতে পারে। যেমন সাইকেল বা ঘোড়ায় চড়তে গেলে প্রথমে বাম পা রাখলে সহজ হয়।

ثم افرغ بيمينه على شماله الخ - এখানে হাফেয আসকালানী রহ. এবং অন্যান্যরা ইমাম বুখারী রহ.র উপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, শিরোনামের মধ্যে (দাবী) ছিল افراغ اليمين على الشمال فى الغسل (গোসলের সময় ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর পানি ঢালা) আর হাদিস পেশ করেছেন افراغ اليمين على الشمال فى غسل الفرج সম্পর্কিত। অর্থাৎ দাবী ছিল 'আম (ব্যাপক)। আর দলীল হল খাছ (বিশেষ)।

উত্তর : ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম দ্বারা অপর একটি হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যা নাসাঈ শরীফের উদ্ধৃতিতে পেশ করা হয়েছে - يحب التيامن ما استطاع। অপর এক রেওয়ায়াতে রয়েছে - يحب التيامن فى شانه كله। কাজেই কোন প্রশ্ন আর বাকী থাকল না।

اى اشار بيده ان لا اريد - فقال بيده هكذا। অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দ্বারা ইশারা করলেন এবং নেওয়ার ইচ্ছা করেননি।

অধ্যায় ১৮৪

بَاب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ

অযু এবং গোসলের মাঝে বিরতি দেয়া (অর্থাৎ অনবরত না ধোয়া)। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি তার পা অন্যান্য অঙ্গগুলো শুকিয়ে যাওয়ার পর ধৌত করেছেন।

٢٦٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ *

২৬২. উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মুনা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গোসলের পানি রেখেছি যে, তিনি গোসল করবেন। তিনি উভয় হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত দু'বার বা তিন বার করে ধুইলেন। তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে (বাম হাত দ্বারা) লজ্জাস্থান ধোয়ে নিলেন। তারপর হাত মাটিতে ঘষলেন। এরপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তারপর চেহারা মুবারক এবং হাত ধোলেন। অত :পর মাথা তিনবার ধৌত করলেন। তারপর তিনি দেহে পানি ঢাললেন। অত :পর সেখান থেকে সরে উভয় পা ধোয়ে নিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন -

باب تفريق الغسل اى التفريق فى افعال الغسل و الوضوء اشارة الى جوازه خلافا لمن اشترط المولاة كما هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله تعالى (شرح تراجم الابواب)

ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, অঙ্গ ধোয়ার ক্ষেত্রে বিরতির বৈধতার প্রতি ইঙ্গিত করা। অর্থাৎ অযু এবং গোসলের ক্রিয়ার মাঝে বিরতি করা জায়েয আছে। এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের আনুকূল্য প্রকাশ করছেন। তাদের মতে অযু এবং গোসলের মধ্যে مولات (লাগাতর, অবিচ্ছিন্নভাবে ধোয়া) ফরয বা ওয়াজিব নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক রহ. হতে বর্ণিত প্রসিদ্ধ মতানুসারে مولات ফরয। জমহুরের মত হল, পূর্বে ধোয়া অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পরও যদি পরবর্তী অঙ্গ ধোয়া হয় তা হলেও অযু-গোসল শুদ্ধ হবে। ইহাই হানাফীদের মত। ইমাম শাফে'য়ী রহ.র শেষ মতও ইহা। ইমাম বুখারী রহ. তারই সমর্থন এবং আনুকূল্য প্রকাশ করছেন। যারা مولات-কে ফরয বলেন তিনি তাদের মত খন্ডন করছেন।

ব্যাখ্যা : এ বাবটি তথা باب تفريق الغسل الخ কোন কোন নুসখায় باب من افرغ بيمينه الخ এর পূর্বে আনা হয়েছে। যেমন ফতহুল বারী, উমদাতুল কারী প্রভৃতি কিতাবে। কিন্তু আমি হিন্দুস্তান এবং বাংলাদেশের নুসখাগুলোকে সামনে রেখে এ তারতীব দিয়েছি।

ইমাম বুখারী রহ. তার উদ্দেশ্যের সমর্থনে প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র আসর দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যা হাফেয আসকালানী রহ. ব্যাখ্যা করেছেন যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. বাজারে অযু করেছেন এবং সেখানে পা না ধুয়ে মসজিদে পৌঁছার পর মোজার উপর মসেহ করেছেন। এতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, অযুর অঙ্গ শুকানোর পর তিনি মসজিদে এসে মোজার উপর মসেহ করেছেন। তারপর নামায আদায় করেছেন।

এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে, হযরত ইবনে উমর রাযি. تفريق (অঙ্গ ধোয়ার মাঝে বিরতি)-কে জায়েয মনে করতেন এবং مولات-কে জরুরী মনে করতেন না।

ইমাম বুখারী রহ.র দ্বিতীয় দলীল পেশ করেছেন হযরত মায়মুনা রাযি.র বর্ণিত হাদিস দ্বারা যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোসলের শুরুতে অযু করেছেন। কিন্তু পা ধৌত করেননি। তারপর গোসল করলেন। তারপর গোসলের স্থান হতে সরে গিয়ে পা ধোলেন।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, অযুর ক্রিয়া এবং রুকনের মধ্যে মুয়ালাত জরুরী নয়।

অধ্যায় ১৮৫

بَاب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

যে ব্যক্তি স্ত্রী-সঙ্গম করল আবার (গোসল না করেই) দ্বিতীয়বার করল। আর যে ব্যক্তি সকল স্ত্রীদের নিকট হতে এসে একবারই গোসল করল (তা কী-রূপ?)

٢٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا *

২৬৩. ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন মুনতাশির তার পিতা মুহাম্মদ বিন মুনতাশির হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র কথা (যা এক বাব পর উল্লেখ হচ্ছে) হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আব্দুর রহমানের পিতাকে (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.) রহম করুন। আমি হুযুর সা. কে সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তার (সকল) স্ত্রীদের নিকট হতে ঘুরে আসতেন। তারপর সকাল বেলায় তিনি ইহরাম বাঁধতেন। তখনও তার দেহ মুবারক হতে সুগন্ধি ছড়াত।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ فيطوف على نسائه দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

٢٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ *

২৬৪. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বর্ণনা করেন, দিন-রাতের এক সময়ে তার সকল স্ত্রীদের নিকট ঘুরে আসতেন। (সঙ্গম করে আসতেন।) তাদের সংখ্যা ছিল এগারো। (নয়জন বিবাহিত স্ত্রী এবং দু'জন দাসী।) কাতাদা রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি এ শক্তি রাখতেন? হযরত আনাস রাযি. বললেন, আমরা পরস্পরে আলোচনা করতাম যে, তাকে তিরিশজন পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছে। হযরত সা'য়ীদ বিন আবু আরুবা রহ. হযরত কাতাদা রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আনাস রাযি. তার নিকট বর্ণনা করেন যে, তার নয়জন স্ত্রী ছিল।

শিরোনামের সাথে মিল : يدور على نسائه হাদিসাংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, সঙ্গমের পর গোসল না করে দ্বিতীয়বার সঙ্গম করা জায়েয আছে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিকবার সঙ্গম করে যদি সবশেষে গোসল করে তা হলে তা জায়েয আছে - চাই এক স্ত্রীর সাথেই সঙ্গম করার গোসল ব্যতীত সঙ্গম করুক বা অন্য স্ত্রীর সাথে। চার ইমাম এতে একমত যে, দুই সঙ্গমের মাঝে গোসল ফরয বা ওয়াজিব নয়। যেমন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ আমল يدور على نسائه فى الساعة الواحدة - তারই বৈধতা প্রমাণের জন্য ছিল। নচেৎ তো তার সাধারণ নিয়ম ছিল যা হযরত আবু রাফে' রাযি. হতে বর্ণিত -

ان النبى صلى الله عليه و سلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه و عند هذه قال فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تجعله غسلا واحدا فقال هذا ازكى و اطيب و اطهر

অর্থাৎ একদিন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সকল স্ত্রীর নিকট তওয়াফ করলেন তথা প্রত্যেকের সাথে সঙ্গম করলেন এবং প্রত্যেকের নিকট গোসল করলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন একবারই গোসল করলেন না? তিনি বললেন, ইহা অধিকতর আনন্দদায়ক এবং পবিত্রকারী। (আবু দাউদ ২৯/১)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি প্রত্যেক সঙ্গমের পর গোসল করতেন। বাহ্যিকভাবে হাদিস দু'টির (এ হাদিসটি এবং বাবে বর্ণিত হাদিস) মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে।

উত্তর : হাদিস দু'টির মাঝে বৈপরীত্ব বা দ্বন্দ্বের কোন কিছুই নেই। কারণ কখনো তিনি অধিকতর পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করেছেন। আর কখনো তিনি বৈধতা বুঝানোর জন্য একবারই গোসল করেছেন। আবার কখনো মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন তথা দু' সঙ্গমের মাঝে অযু করেছেন। কখনো আবার লজ্জাস্থান ধোয়ার মধ্যেই সীমিত রেখেছেন - অযু করেননি।

فيطوف على نسائه -وجه استدلال البخارى رح بالحديث على ان تكرار الجماع بغسل واحد ان النبى صلى الله عليه وسلم لو اغتسل من كل واحدة من نسائه لكان اغتسل تسع مرات فيبعد حينئذ ان يبقى للطيب اثر فلما اخبرت انه اصبح ينضح طيبا استدل بذالك على انه اكتفى بغسل واحد (فتح البارى لابن رجب الحنبلى)

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এ হাদিস দ্বারা দলীল এভাবে উপস্থাপনা করছেন যে, যদি প্রত্যেক স্ত্রীর ক্ষেত্রে গোসল করতেন তা হলে নয়বার গোসল হত। সে ক্ষেত্রে সুগন্ধি বহাল থাকা অনেক দূরের ব্যাপার ছিল। কিন্তু হযরত আয়েশা রাযি. যেহেতু বলেছেন যে, তার দেহ মুবারক হতে সকাল বেলায়ও সুগন্ধি বহাল ছিল তাই বুঝা গেল তিনি একবারই গোসল করেছেন।

দু'সঙ্গমের মাঝে অযুর হুকুম : জমহুর এবং আইয়েম্মায়ে আরবা'র মতে দু'সঙ্গমের মাঝে অযু করাও ওয়াজিব নয়। তবে অবশ্যই মুস্তাহাব। শুধুমাত্র দাউদে যাহেরী এবং ইবনে রজব মালেকী রহ.র মতে দুই সঙ্গমের মাঝে অযু করা ওয়াজিব। তারা হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি.র রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল পেশ করেন যার মধ্যে রয়েছে - ثم اراد فليتوضأ (অর্থাৎ যদি আবার যদি সঙ্গম করতে ইচ্ছা করে তা হলে যেন অযু করে নেয়।)

(মুসলিম -১৪৪/১)

চার ইমাম এবং জমহুরের পক্ষ হতে উত্তরে বলা হয় যে, এ রেওয়ায়াতটিই সহীহ ইবনে খুযাইমায় সুফয়ান বিন উয়াইনার সনদে বর্ণিত রয়েছে। সেখানে এরপর উল্লেখ রয়েছে فانه انشط له فى العود (অর্থাৎ তা তার জন্য পুনরায় সঙ্গমের ক্ষেত্রে অধিকতর আনন্দদায়ক।) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অযু করাটা উদ্যোম সৃষ্টি এবং আনন্দবৃদ্ধির জন্য। তাই এ 'আমর' ইস্তিহবাবের জন্য।

২. তা ছাড়া ইমাম তাহাবী রহ. হযরত আয়েশা রাযি.র এ রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন, قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود و لا يتوضأ (অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গম করতেন। পুনরায় আবার সঙ্গম করতেন এবং দু'য়ের মাঝে অযু করতেন না।)

(তাহাবী শরীফ ৬২/১)

এ রেওয়ায়াত এবং দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতের فليتوضأ - সীগাটি امر استحبابى -এর, وجوبى এর নয়।

ذكرته لعائشة - اى ذكرت قول ابن عمر رض لعائشة (উমদাতুল কারী, ফাতহুল বারী)

মুহাম্মদ বিন মুনতাশির রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট হযরত ইবনে উমর রাযি.র উক্তি ما احب ان اصبح محرما انضخ طيبا (অর্থাৎ আমি ইহা পসন্দ করিনা যে, আমি ইহরামের অবস্থায় থাকব আর আমার দেহ হতে সুগন্ধি ছড়াবে।) যেহেতু ইবনে উমর রাযি. ইহরামের পূর্বে এমন সুগন্ধি ব্যবহার করা বৈধ মনে করতেন না - অপরাধ মনে করতেন যার প্রভাব ইহরামের পরেও বহাল থাকে। ইবনে উমর রাযি. বলতেন, তার বিপরীতে আমার নিকট ইহা পসন্দনীয় যে,আমি 'কাতরান'এর তৈল ব্যবহার করব যা থেকে দূর্গন্ধ ছড়াবে।

একটি প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম বুখারী রহ. ذكرته এর যমীরের মারজে' কাকে সাব্যস্থ করেছেন? যদি ইবনে উমর রাযি.র উক্তিকে বানিয়ে থাকেন তা হলে তা সহীহ হবে না। কারণ তা আগে উল্লেখ নেই। বরং এক বাব باب غسل المذى পরে باب من تطيب ثم اغتسل و بقى اثر الطيب এর অধীনে উল্লেখ হচ্ছে।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, আল্লামা কিরমানী রহ. এভাবে উত্তর দিয়েছেন যে, ইবনে উমর রাযি.র উক্তি আকাবিরে মুহাদ্দেসীনের জানা ছিল। তাদের জানা থাকার কারণে যমীরের মারজে' তা-ই হবে। এ উত্তরটি আশ্চর্যজনক। কারণ কিরমানী রহ.র বক্তব্য অনুযায়ী-ই ইবনে উমর রাযি.র উক্তি সম্পর্কে জ্ঞাতব্যতা মুহাদ্দেসীনদের মধ্যে যারা জ্ঞাত তাদের মধ্যেই সীমিত। সে ক্ষেত্রে অপরাপর যারা আছেন হাদিস দেখার পর তাদের হয়রান হওয়া ছাড়া আর কিছুই অর্জন হবে না। তারা কীভাবে জানবেন যে যমীরের মারজে' কী?

তাই ইমাম বুখারী রহ.র জন্য সমীচীন ছিল প্রথমে আবুননোমানের রেওয়ায়াত উল্লেখ করা যার মধ্যে ইবনে উমর রাযি.র উক্তি রয়েছে, তারপর হাদিসুল বাব তথা মুহাম্মদ বিন বাশ্শার বর্ণিত এ হাদিসটি রেওয়ায়াত করা।

প্রথম হাদিস দ্বারা দলীল : হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট যখন ইবনে উমর রাযি.র উক্তি বর্ণনা করা হল তখন তিনি বললেন, আল্লাহ আবু আব্দুর রহমানকে ক্ষমা করুন! আবু আব্দুর রহমান হল ইবনে উমর রাযি.র কুনিয়্যাত (উপনাম)। তারপর ইবনে উমর রাযি.র উক্তির এবং তার মত খন্ডন করে বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকের সুগন্ধি লাগাতাম। তারপর তিনি তার স্ত্রীদের নিকট যেতেন। তারপর সকাল বেলায় ইহরাম বাঁধতেন। তখন তার দেহ মুবারক হতে সুগন্ধি ছড়াত।

এর দ্বারা বুঝা গেল ইহরামের পরেও যদি ইহরামের পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধি বহাল থাকে তা হলে তা ইহরামের পরিপন্থী হবে না।

ইমাম বুখারী রহ.র দলীল হল, যদি দু'সঙ্গমের মাঝে গোসল করা ওয়াজিব হত তা হলে নয় বার গোসল করার পর সুগন্ধি বাকী থাকত না। তাই বুঝা গেল, সকল স্ত্রীদের থেকে ফারেগ হওয়ার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষে একবারই গোসল করেছেন।

দ্বিতীয় রেওয়ায়াত দ্বারা দলীল : এ রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক 'সা'আত' তথা অল্প সময়ে সকল স্ত্রীদের দাওর করতেন। এখানে في الساعة الواحدة দ্বারা অল্প সময় উদ্দেশ্য। পারিভাষিক এক ঘন্টা উদ্দেশ্য নয়।

ইমাম বুখারী রহ. এভাবে দলীল পেশ করছেন যে, এর দ্বারা জানা গেল যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক সঙ্গমের পর গোসল করেননি। কারণ প্রত্যেক সঙ্গমের পর গোসল করে থাকলে তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত। অথচ অল্প সময়ের কথা হাদিসে উল্লেখ আছে। তা ছাড়া কোন কোন রেওয়ায়াতে উল্লেখও রয়েছে যে, তিনি সর্বশেষে একবার গোসল করেছেন।

প্রশ্ন ও উত্তর : বাবে বর্ণিত হাদিসে কাতাদা হতে হিশামের রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অল্প সময়ে এগারজন স্ত্রীর নিকট দাওর করতেন।

প্রশ্ন হল, নি :সন্দেহে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী এগারজন ছিল। কিন্তু তারা সবাই একই সময়ে ছিলেন না। একই সময়ে নয়জনের অধিক স্ত্রী কখনো একত্রিত হননি। কারণ তার সর্বপ্রথম স্ত্রী ছিলেন হযরত খাদীজা রাযি.। হিজরতের পূর্বেই তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। তার জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি।

আরেক স্ত্রী ছিলেন যয়নাব বিনতে খুযাইমা। তার মৃত্যুও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরীতে হয়েছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহে আঠারো মাস থাকার পর তার মৃত্যু হয়।

এ প্রশ্নের উত্তর হল, রাবীর উদ্দেশ্য ছিল একথা বর্ণনা করা যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'সা'আতে ওয়াহেদা' তথা স্বল্প সময়ে এগারজন রমণীর সাথে সঙ্গম করতেন। এদের মধ্যে নয়জন ছিলেন তার সহধর্মিনী। আর দু'জন ছিলেন দাসী। এদের একজন হলেন মারিয়া কিবতিয়া - যার উদরে হযরত ইবরাহীম রাযি.র জন্ম হয়েছিল। আর দ্বিতীয়জন ছিলেন রায়হানা। আর হযরত সা'য়ীদ রহ.র রেওয়ায়াতে যে নয়জন উল্লেখ রয়েছে তা দ্বারা উদ্দেশ্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনী। কাজেই আর কোন প্রশ্ন থাকল না।

দু'জাহানের সর্দারের শারীরিক শক্তি : قال قلت لانس او كان يطيقه الخ - কাতাদা রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.কে বললাম, আপনি যে বলছেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-রাতের একটি সময়ে এগারজন রমণীর সাথে সঙ্গম করতেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি এত শক্তিধর ছিলেন?

প্রশ্নের কারণ হল, মানুষ একবার সঙ্গম করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। খুব বেশী শক্তিশালী হলে আরও দু'একবার হয়ত সঙ্গম করতে পারে। ব্যস্! এর বেশী আর নয়।

তিনি নিজের উপর এবং নিজের মত অন্যদের উপর কিয়াস করে প্রশ্ন করেছিলেন। এর উত্তরে হযরত আনাস রাযি. বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরিশজন পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছিল। আর حلية الاولياء কিতাবে রয়েছে যে, তাঁকে চল্লিশজন জান্নাতী পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছিল। আর তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হযরত আনাস রাযি.র রেওয়ায়াতে রয়েছে যে, একজন জান্নাতী ব্যক্তিকে একশত পুরুষের শক্তি দেয়া হবে।

(তিরমিযী শরীফ, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৩)

এ হিসেবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চার হাযার পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছে। এ পরিমাণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও মাত্র নয় জন স্ত্রীর উপর ক্ষান্ত হওয়া মু'জেযাই বটে!

দু'জাহানের সর্দারের সবর, যুহ্দ, ইসমত এবং ইফ্ফত : ধর্মহীন ব্যক্তিরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী অনেক হওয়ার কারণে তাকে ভোগী বলে অপবাদ দিয়ে থাকে। অথচ তার জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে তার পূর্ণ সবর (ধৈর্য্য), কানা'আত (অল্পে-তুষ্টি), তার যুহ্দ এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহা দিবালোকের ন্যায়

স্পষ্ট হয়ে উঠে। তাকে চার হাযার পুরুষের শক্তি দেয়া হয়েছে। তিনি এ শক্তি নিয়েও যৌবনের প্রথমে পঁচিশ বছর বিবাহ ব্যতীত কাটিয়ে দিলেন। অথচ মানুষের যৌবনের জোশের এবং নবযৌবনের কামাগ্নির এ বয়সেই প্রকাশ ঘটে। কিন্তু তিনি এ সময়টা এমন পাকপবিত্রভাবে কাটিয়েছেন যে, যতবড় দুশমনই বা বিদ্বেষী হোক না কেন আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে মুখ খোলার সুযোগ পায়নি। তারপর লোকদের পীড়াপীড়িতে অনেক ভাল সুযোগ এসেছিল। বরং চারদিক হতে তার প্রতি আকাঙ্খা থাকা সত্ত্বেও পঁচিশ বছর বয়সে দু'বার বিধবা হওয়া চল্লিশ বছর বয়স্কা হযরত খাদীজা রাযি.কে বিবাহ করেন।

আরে বেঈমানরা দেখ! ভোগী ব্যক্তির অবস্থা কি এরূপ? তারপর বিবির সাথে যে সম্পর্ক ছিল তাও সবার জানা - কোথায় বিবি আর কোথায় তিনি? মাসের পর মাস গারে হেরায় একাকী আল্লাহর স্মরণে কাটিয়ে দিয়েছেন। একজনই মাত্র স্ত্রী। তাও প্রায় তাঁর দ্বিগুন বয়সের। আবার দু'বারের বিধবাও। এ অবস্থায় জীবনের তিপ্পান্ন বছর বয়স পর্যন্ত কাটিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় বিবাহ করেননি।

এ অবস্থা দেখে কেউ কি বলতে পারবে তিনি ভোগী-পুরুষ ছিলেন? ভোগের জীবন কি এমন হয় যে নিজের যৌবনটা এক বৃদ্ধা রমনীর সাথে কাটিয়ে দিয়েছেন?

বেঈমানরা! একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখ! অনর্থক জাহান্নাম খরিদ করো না! (ফয়লুল বারী দ্বিতীয় খন্ড)

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : কারো যদি একাধিক স্ত্রী থাকে তা হলে তাদের মাঝে সাম্যতা বজায় রাখা আবশ্যক। ভরণ-পোষণ এবং রাত্রি যাপনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে-

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة

অর্থাৎ যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না তা হলে এক স্ত্রীর উপরই ক্ষান্ত হও।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–

اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة و شقه ساقط

অর্থাৎ যার দুই স্ত্রী রয়েছে আর সে তাদের মাঝে সাম্যতা রক্ষা করে না সে কিয়ামতের দিন এমতাবস্থায় উঠবে যে, তার অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাত গ্রস্থ। (তিরমিযী)

বুঝা গেল স্ত্রীদের মধ্যে সাম্যতা রক্ষা করা ওয়াজিব। আর উলামায়ে কিরাম বলেছেন যে, اقل القسمة ليلة (অর্থাৎ বারী -তথা স্ত্রীদের পালাক্রম - কমপক্ষে এক রাত।)

এখন প্রশ্ন জাগে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাতে বা সামান্য সময়ে কীভাবে সকল স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন?

উত্তর : এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উম্মতের জন্য স্ত্রীদের মধ্যে সাম্যতা রক্ষা করা ওয়াজিব। রাত্রি যাপন এবং ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে সাম্য রাখা জরুরী। এর ব্যতিক্রম করা হারাম। তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মতভেদ রয়েছে যে, তার উপরও কি স্ত্রীদের মাঝে সাম্যতা রক্ষা করা জরুরী ছিল? তবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য মত হল যে, তার উপর ওয়াজিব ছিল না। তার দলীল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী :

ترجى من تشاء منهن وتؤى اليك من تشاء

অর্থাৎ এ সকল স্ত্রীদের থেকে আপনি যাকে ইচ্ছে করেন (এবং যতদিন ইচ্ছে করেন) আপনার থেকে দূরে রাখেন (অর্থাৎ তার বারী তথা পালা দিবেন না) আর যাকে ইচ্ছে করেন (এবং যতদিন ইচ্ছে করেন) আপনার নিকট রাখেন (অর্থাৎ তার বারী তথা পালা দিন)।

এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল যে, স্ত্রীদের মাঝে আদল করা তথা সাম্যতা রক্ষা করা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওয়াজিব ছিল না। তবে তিনি তাদের মন জোগানোর জন্য এবং তাদের মন খুশী রাখার জন্য সাম্যতা রক্ষা করতেন। ইহা তার অনুগ্রহ ছিল।

এমতাবস্থায় প্রশ্নের উত্তর হল, যার পালা হত তার অনুমতিতে দাওর করতেন।

৩. আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফর হতে ফেরৎ এসে নতুন পালা শুরু করার পূর্বে এ দাওর করতেন।

৪. ইবনুল আরাবী রহ. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন একটি বিশেষ সময় দিয়েছিলেন যার মধ্যে কারো অধিকার ছিল না। ঐ সময়েই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল স্ত্রীদের নিকট যেতেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত ইবনে আব্বাস রাযি.র রেওয়ায়াত হিসেবে যে সময়টি ছিল আসর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।

৫. হজ্জাতুল বিদা'র সময়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দাওর করেছিলেন।

بَاب غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ

অধ্যায় ১৮৬ : মযী ধোয়া এবং উহার কারণে অযু আবশ্যক হওয়ার বর্ণনা

٢٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ

২৬৫. হযরত আলী রাযি.বলেন, আমার মযী অনেক বের হত। তাই এ বিষয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করার জন্য এক ব্যক্তিকে বললাম। কারণ তার কন্যা আমার বিবাহে বর্তমান। তো তিনি জিজ্ঞেস করলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অযু কর এবং তোমার লজ্জাস্থান ধোয়ে নাও।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

و المناسبة بين البابين من حيث ان فى الباب الاول بيان حكم المنى و فى هذا الباب بيان حكم المذى و هو من توابع المنى و مثله فى النجاسة غير ان فى المنى الغسل و فى المذى الوضوء

(অর্থাৎ উভয় বাবের মধ্যে সামঞ্জস্য এ হিসেবে যে, পূর্বের বাবে মনীর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে আর এ বাবে মযীর হুকুম বর্ণনা করা হচ্ছে। আর মযী হল মনীর অনুগত এবং তার মতই নাপাক। পার্থক্য এতটুকু যে, মনীর ক্ষেত্রে গোসল করতে হয় আর মযীর ক্ষেত্রে অযু করতে হয়।)

উদ্দেশ্য হল, পূর্বের বাবে মনীর হুকুম (গোসল ওয়াজিব হওয়া) বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ বাবে মযীর হুকুম (অযু ওয়াজিব হওয়া) উল্লেখ হয়েছে। এও একটি সামঞ্জস্য যে, মনীর মতই মযী নাপাক। তবে মনীর ক্ষেত্রে গোসল ওয়াজিব হয় আর মযীর ক্ষেত্রে অযু ওয়াজিব হয়।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল তিনটি মাসয়ালার দিকে ইঙ্গিত করা।

১. মযী নাপাক। তাই তা ধোয়া আবশ্যক। ইহা বুঝানোর জন্য غسل المذى শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

২. তাদের মত খন্ডন করা যারা বলেন পানি ছিটা দেওয়াই যথেষ্ট।

৩. মযী বের হওয়া দ্বারা শুধুমাত্র অযু ভঙ্গ হয়। গোসল ওয়াজিব নয়। ইমাম বুখারী রহ. والوضوء منه শব্দ দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন-

و يحتمل ان يكون غرض الباب ان جواز الاكتفاء على استعمال الاحجار ليس الا فى الخارج المعتاد اعنى البول و الغائط و اما فى غيره فيجب استعمال الماء و الغسل

অর্থাৎ এ বাবের উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, পাথর ব্যবহার শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রেই যথেষ্ট হবে যে গুলো নিয়মিত বের হয়। আর এর ব্যতিক্রমগুলোতে পানি ব্যবহার করা এবং ধোয়া আবশ্যক।

ব্যাখ্যা : ব্যাখ্যার জন্য নসরুল বারী প্রথম খন্ডের ৫৩৫ পৃষ্ঠার ১৩২ নং হাদিসের ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে। আর নসরুল বারীর দ্বিতীয় খন্ডের ১৭৬ নং হাদিসও দেখা যেতে পারে।

بَاب مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

অধ্যায় ১৮৭ : যে ব্যক্তি সুগন্ধি লাগিয়ে গোসল করল এবং গোসলের পরও তার আসর থেকে গেল

٢٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا *

২৬৬. হযরত ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ তার পিতা মুহাম্মদ বিন মুনতাশির রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট প্রশ্ন করলাম এবং তার নিকট হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র উক্তি ما احب ان اصبح محرما الخ অর্থাৎ আমি ইহা পসন্দ করি না যে, আমি ইহরাম অবস্থায় থাকব আর আমার দেহ হতে সুগন্ধি ছড়াবে) উল্লেখ করলাম। হযরত আয়েশা রা. বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সুগন্ধি লাগিয়েছিলাম। তিনি তার (সকল) স্ত্রীদের নিকট হয়ে আসলেন এবং সকাল বেলায় ইহরাম বাঁধলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে। ১ গোসল করা। এর সাথে মিল রয়েছে হাদিসের টুকরা ثم طاف فى نسائه-এর। কারণ তওয়াফ দ্বারা সঙ্গমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যার জন্য আবশ্যকীয় হল গোসল। ২.আর দ্বিতীয় অংশ হল সুগন্ধির আসর থেকে যাওয়া। এর সাথে মিল রয়েছে انا اطيب দ্বারা। কারণ হযরত আয়েশা রাযি. হযরত ইবনে উমর রাযি.র উক্তির প্রতিবাদে বলেছিলেন ثم اصبح محرما। এ ক্ষেত্রে ينضح طيبا শব্দ উহ্য ধরে নিতে হবে।

٢٦٧ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ *

২৬৭. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি যেন সুগন্ধির চমক হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিঁথিতে দেখছি আর তিনি ইহরাম অবস্থায় আছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : انظر الى وبيض الطيب হাদিসাংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল ঘটেছে। কারণ শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ হল بقى اثر الطيب। এর সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল - কেউ যদি গোসলের মধ্যে দেহ দলক তথা ভালভাবে ঘষা-মাজা না করে যার কারণে গোসলের পূর্বে ব্যবহৃত সুগন্ধির আসর (সুগন্ধি) থেকে যায় তাতে কোন ক্ষতি নেই। গোসল শুদ্ধ হবে।

শব্দের ব্যাখ্যা : وبيض শব্দটি باب ضرب এর মাসদার। وبض يبض وبضا وبيضا - অর্থ চমকানো, সুগন্ধির চমক। ইসমাঈলী বলেন, وبيض الطيب অর্থ হল সুগন্ধি চমকানো। ইহা চক্ষু দ্বারাও দৃশ্য হবে - শুধুই সুগন্ধি নয়।

مفرق - মীমে যবর, রা-এ যের, অর্থ মাথার মাঝের সিঁথি যা কপাল থেকে নিয়ে মাথার মাঝখান পর্যন্ত হয়। আরো বিস্তারিত জানার জন্য ১৮৫নং অধ্যায় মুতালা'য়া করা যেতে পারে।

بَاب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ

অধ্যায় ১৮৮ : চুলের গোড়া খেলাল করা। যখন প্রবল ধারণা হবে যে চুলের নিচের অংশ (চামড়া) ভিজে গেছে তখন তার উপর পানি প্রবাহিত করবে

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود التخليل فيهما اما فى الاول فلان المطيب يخلل شعره بالطيب واما فى هذا فلان المغتسل يخلله بالماء.

অর্থাৎ বাব দু'টির মাঝে সামঞ্জস্য এভাবে যে উভয়টির মধ্যে খেলাল পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম বাবে সুগন্ধি ব্যবহারকারী তার চুল সুগন্ধি দ্বারা খেলাল করে। আর এ বাবে গোসলকারী পানি দ্বারা খেলাল করে।

٢٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا *

২৬৮. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবতের গোসল করতেন (প্রথমে) উভয় হাত ধুতেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করতেন। তারপর গোসল করতেন। এরপর হাত দ্বারা চুল খেলাল করতেন। যখন বুঝতে পারতেন যে, চামড়া ভিজে গেছে তখন তিনবার তার উপর পানি প্রবাহিত করতেন। তারপর তার সারা দেহ ধৌত করতেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই পাত্র হতে গোসল করতাম। আমরা উভয়ই অঞ্জলী করে পাত্র হতে পানি নিতাম।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে ثم تخلل بيده شعره الخ দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হযরত শায়খ যাকারিয়া রহ. বলেন, ব্যাখ্যাতাদের মতে ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ কথা বর্ণনা করা যে, চুলে খেলাল করা জরুরী নয়। বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানোই যথেষ্ট।

আমার মত হল - ইমাম বুখারী রহ. একটি ইখতিলাফী মাসয়ালা বর্ণনা করছেন। তা হল, ইমামগণের মধ্যে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, জানাবতের গোসল এবং হায়েয-নেফাসের গোসলে মধ্যে কোন তফাৎ আছে কি - না নেই? হানাফী, মালেকী এবং শাফে'য়ীদের মতে কোন তফাৎ নেই। আর হাম্বলীদের মতে পার্থক্য রয়েছে। তা হল, জানাবতের গোসলে চুলের বেণী (অর্থাৎ জানাবতের গোসলের সময় পেঁছানো চুলের মাথা) খোলা জরুরী নয়। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। আর হায়েয-নেফাসের গোসলের সময় তা খোলা জরুরী। ইমাম বুখারী রহ. হাম্বলীদের সমর্থন করে শুধুমাত্র চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানোর কথা উল্লেখ করেছেন। আর হায়েয-নেফাসের গোসলের বয়ানে (باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض) চুল খোলার কথা উল্লেখ করেছেন। (তাকরীরে বুখারী - শায়খ)

بَاب مَنْ تَوَضَّأَ فِي الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

অধ্যায় ১৮৯ : যে ব্যক্তি জানাবতের গোসলে অযু করল। তারপর গোসল করল কিন্তু অযুর অঙ্গগুলো ধৌত করল না (তার হুকুম কী?)

٢٦٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ *

২৬৯. হযরত মায়মুনা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবতের (গোসলের) জন্য পানি রাখলেন। তিনি (প্রথমে) তার ডান হাত দিয়ে বাম হাতের উপর দু'বার বা তিনবার পানি ঢাললেন। তারপর তার লজ্জাস্থান ধোয়ে নিলেন। অত :পর মাটিতে বা প্রচীরে হাত ঘষে নিলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তার মুখমন্ডল এবং পা ধুয়ে নিলেন। তারপর তিনি তার মাথার উপর পানি ঢাললেন। তারপর দেহে পানি ঢাললেন। (অর্থাৎ সারা দেহ ধৌত করলেন।) তারপর সেখান হতে সরে তার পা দু'টি ধৌত করলেন। হযরত মায়মুনা রাযি. বলেন, আমি তার নিকট একটি কাপড়ের টুকরা নিয়ে আসলাম। তিনি তা নেয়ার ইচ্ছা করেননি। (অর্থাৎ তা নেননি।) তিনি তার হাত দিয়ে পানি ঝাড়তে লাগলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ইমাম বুখারী রহ. বাহ্যত: ثم غسل جسده দ্বারা শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য প্রমাণ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তা প্রমাণ না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ শিরোনামের উদ্দেশ্য হল অবশিষ্ট দেহ ধোয়া প্রমাণ করা। আর جسد শব্দটি পুরো দেহ বুঝায়। তাই ইহা দ্বারা হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত হাদিসের দিকে ইশারা করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে - فغسل سائر جسده। আর سائر শব্দের অর্থ হল অবশিষ্ট। অর্থাৎ তিনি অযুর অঙ্গ ব্যতীত অবশিষ্ট দেহ ধৌত করলেন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শায়খুল মাশায়েক শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, যে ব্যক্তি জানাবতের গোসলের পূর্বে অযু করবে তার জন্য গোসলের সময়ে অযুর অঙ্গ ধোয়া জরুরী নয়। অর্থাৎ অযুর পর দেহের অবশিষ্ট অংশে পানি প্রবাহিত করলেই গোসল হয়ে যাবে।

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তা হল مس ذكر (পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা) দ্বারা অযু ভঙ্গ হয় না। গোসলের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাত সর্বাঙ্গে সঞ্চলিত হয়। সে ক্ষেত্রে مس ذكر -এরও বেশ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই مس ذكر অযু ভঙ্গের কারণ হলে আগের অযুর বহাল থাকত না। সে ক্ষেত্রে অযুর অঙ্গও ধৌত করতে হত। ইমাম বুখারী রহ. مس ذكر বা مس مرأة দ্বারা অযু ভঙ্গ হওয়ার প্রবক্তা নন। আর এ সম্পর্কিত কোন বাব ইতিপূর্বে উল্লেখও করেননি।

সার কথা হল, এ দু'টি মাসয়ালায় ইমাম বুখারী রহ. হানাফীদের আনুকূল্য এবং সমর্থন প্রকাশ করছেন।

بَاب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

অধ্যায় ১৯০ : মসজিদে গিয়ে স্মরণ হল যে সে জুনুবী (তার গোসলের প্রয়োজন আছে)। ততক্ষণাৎ সে বেরিয়ে যাবে। তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই।

٢٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ مُحَمَّد قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ تَابَعَهُ عَبْدُالْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ *

২৭০. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, (একবার) নামাযের ইকামত বলা হয়েছিল। নামাযের কাতারও সোজা করা হয়েছিল। লোকেরা নামাযের জন্য দাঁড়ানো ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। তিনি যখন তার নামাযের স্থানে দাঁড়ালেন তখন তার মনে হল যে, তিনি জুনুবী। (অর্থাৎ তার গোসলের প্রয়োজন আছে।) তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা স্ব-স্ব স্থানে থাক। তারপর তিনি ফিরে গেলেন। গোসল করলেন। আবার আমাদের নিকট ফেরৎ আসলেন। তখন তাঁর মাথা হতে পানির ফোঁটা ঝরছিল। তিনি الله اكبر বললেন। (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করলেন।) আমরা তার সাথে নামায আদায় করলাম। আব্দুল আ'লা যুহরী হতে মা'মারের মাধ্যমে এ হাদিসটির মুতাবা'আত করেছেন আওযা'য়ী রহ.ও যুহরী হতে এ হাদিসটি রেওয়ায়াত করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فلما قام فى مصلاه ذكر انه جنب - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের হাদিসের মিল ঘটেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হাফেয আসকালানী রহ. বলেন - اشارة الى رد من يوجبه فى هذه الصورة و هو منقول عن الثورى و اسحاق رح الخ (অর্থাৎ এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. তাদের মতখন্ডন করছেন যা তা (তায়াম্মুম) ওয়াজিব বলে। আর ইহা সুফয়ান সওরী রহ. এবং ইসহাক রহ. হতে বর্ণিত।)

ইমাম বুখারী রহ. এ বাব দ্বারা সুফয়ান সওরী এবং ইসহাক বিন রাহওয়ে রহ.র মত খন্ডন করছেন। তাদের মাযহাব হল, যদি কোন ব্যক্তি ভুলবশত : জানাবতাবস্থায় মসজিদে চলে যায় এবং যাওয়ার পর তার জানাবতের কথা স্মরণ হয় তা হলে তার জন্য এ অবস্থায় মসজিদ হতে বের হওয়া জায়েয হবে না। বরং তৎক্ষনাৎ তায়াম্মুম করে নিবে। কারণ প্রথমে সে ناسى ছিল। তাই সে মা'যূর ছিল। এখন ذاكر (স্মরণকারী) হওয়ার কারণে তার উপর ذاكر -এর হুকুম বর্তাবে। আর যেহেতু সে বের হতে না পারার কারণে পানি ব্যাবহারে অপারগ তাই সে তায়াম্মুম করবে।

জমহুরের মত হল, সে ব্যক্তি তৎক্ষনাৎ মসজিদ হতে বের হয়ে যাবে। ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের সমর্থন করে বলছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবতাবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করেছিলেন। স্মরণ হওয়ার পর সাথে সাথে মসজিদ হতে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, যতক্ষণ সময় নিয়ে সে তায়াম্মুম করবে ততক্ষণ সময় তার জানাবত অবস্থায় মসজিদে অবস্থান হচ্ছে। তাই দ্রুত বের হয়ে যাওয়া চাই। (তাকরীরে বুখারী)

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, ইকামত বলার পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমা বলেছিলেন কি -না। বাবে বর্ণিত হাদিসে যদিও এর স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই কিন্তু হাদিসের ভাষ্য - قام فى مصلاه ذكر انه جنب দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলেননি। মুছাল্লায় আসার সাথে সাথেই তার স্মরণ হয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়াও মুসলিম শরীফ ২২০ পৃষ্ঠার এক রেওয়ায়াতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে - اذا قام فى مصلاه قبل ان يكبر ذكر الخ। কিন্তু আবু দাউদ শরীফের ৩১ পৃষ্ঠার এক রেওয়ায়াতে রয়েছে - فكبر ثم اوما الى القوم ان اجلسوا الخ। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলেছিলেন।

উত্তর : ১.সহীহাইনের রেওয়ায়াত অগ্রগণ্য। ২. فكبر এর অর্থ হল اراد ان يكبر।

একটি প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ইকামত এবং তাকবীরে তাহরীমার মাঝে দীর্ঘ বিরতী ছিল। সে ক্ষেত্রে ইকামত পুনরায় বলা হয়েছিল কি? এ হাদিসে এ বিষয়ে কোন আলোচনা নেই।

উত্তর : পুনরায় ইকামত বলা জরুরী নয়। বৈধতা বুঝানোর জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন করেছেন। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৈধতা বুঝানোর জন্য যদি কোন অনুত্তম কাজও করেন তা হলেও তাকে সওয়াব দেয়া হবে। কারণ তিনি শরীয়ত বর্ণনা করার জন্য দুনিয়াতে এসেছেন।

(তাকরীরে বুখারী - শায়খুল হাদিস)

আল্লামা শামী রহ. লিখেন-

وينبغى ان طال الفصل او وجد ما بعد قاطعا كاكل ان تعاد

অর্থাৎ যদি বিরতি দীর্ঘ হয় কিংবা এর পর কোন পরিপন্থী কাজ পাওয়া যায় তা হলে দ্বিতীয়বার ইকামত বলে নেয়া উচিত।

بَاب نَفْضِ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغُسْلِ عَنِ الْجَنَابَةِ

অধ্যায় ১৯১ : জানাবতের গোসল করে উভয় হাত ঝাড়া

২৭১ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا ثُمَّ

غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ *

২৭১. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে হযরত মায়মুনা রাযি. বলেছেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তারপর একটি কাপড় দ্বারা পর্দা করে দিলাম। তিনি তার উভয় হাতে পানি ঢেলে সেগুলো ধুলেন। তারপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে নিলেন। তারপর হাত মাটিতে রেখে তা ঘষে নিলেন এবং শেষে ধোয়ে নিলেন। তারপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তার মুখমন্ডল এবং উভয় বাযু ধোয়ে নিলেন। অত :পর তার মাথার উপর পানি ঢাললেন এবং দেহে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর সেখান হতে সরে এসে পা দু'টি ধৌত করলেন। এরপর আমি তাকে একটি কাপড় দিলাম। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। উভয় হাতে পানি ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : وهو ينفض يديه দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শায়খুল মাশায়েখ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, আমার মতে এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা প্রমাণ করা যে, ماء مستعمل তথা ব্যবহৃত পানি পাক। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে হাত ঝাড়া প্রমাণিত। আর হাত ঝাড়লে যে কাপড় ইত্যাদিতে পানি পড়বে তা বলাই বাহুল্য। যদি ماء مستعمل নাপাক হত তা হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত ঝাড়তেন না।

২. হযরত শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, আমার মতে এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল একটি দুর্বল রেওয়ায়াত খন্ডন করা। একটি দুর্বল রেওয়ায়াতে এসেছে- لا تنفضوا ايديكم فى الوضوء فانها مراوح الشيطان (অর্থাৎ তোমরা অযুতে হাত ঝেড়ো না। কারণ তা শয়তানের পাখা।) ইমাম বুখারী রহ. এ বাব এনে তা খন্ডন করেছেন।

আল্লামা আইনী রহ.র মতে শিরোনামের উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ما فائدة هذه الترجمة من حيث الفقه (ফিকহর দৃষ্টিতে এ শিরোনামের উদ্দেশ্য কী?) এ কথা বলে আল্লামা আইনী রহ. একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এরপর তিনি নিজেই এ শিরোনামের ফায়দা বর্ণনা করে বলেন, হাত দ্বারা পানি ঝেড়ে ফেলা দ্বারা ইবাদতের নিদর্শন দূর করা হয়ে যায় না। এরপর তিনি বলেন, এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. ঐ সকল লোকের মত খন্ডন করেন যারা ধারণা করে যে, গোসলের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাপড় ব্যবহার না করার কারণ হল তা (কাপড় দ্বারা পানি মোছা) দ্বারা ইবাদতের নিদর্শন দূর হয়ে যায়। অথচ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য তা ছিল না। যদি গোসলের চিহ্ন বহাল রাখা উদ্দেশ্য হত তা হলে উভয় হাতে পানি ঝাড়া জায়েয হত না। বরং তিনি এ কারণে কাপড় ব্যবহার করেননি যে, তা হল ভোগ-প্রিয় এবং অপচয়ে অভ্যস্ত লোকদের কাজ যা অহংকারের নিদর্শন।

فناولته ثوبا فلم ياخذه - হাদিসের এ ভাষ্য দ্বারা কেউ কেউ এ কথার উপর দলীল পেশ করেন যে, অযু-গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা মাকরূহ। কারণ এ হাদিসে রয়েছে যে হযরত মায়মুনা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাপড় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, গোসলের পর কাপড় ব্যবহার করা মাকরূহ।

এর উত্তর হল - হাদিসে গভীরভাবে চিন্তা করা চাই যে, হযরত মায়মুনা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বভাব এবং তার কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি জানতেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়ে রুমাল ব্যবহার করতেন। তাই তিনি রুমাল পেশ করেছিলেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে এ ধারণা আসল যে, হয়ত মায়মুনা রাযি. রুমাল ব্যবহারকে আবশ্যকীয় মনে করছে। তাই না চাইতেই রুমাল নিয়ে এসেছে। এ জন্যই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুমাল ব্যবহার করেননি যেন ইহা জানা হয়ে যায় যে, রুমাল ব্যবহার আবশ্যকীয় নয়। বরং তা আদাব-এর অর্ন্তভূক্ত। তাই কখনো কখনো তা বাদ দেয়া যেতে পারে যেন ইহা প্রমাণিত হয় যে, তা বাদ দেয়াও জায়েয আছে।

ইমাম মালেক রহ. হতে বর্ণিত রয়েছে যে, অযু-গোসলের পর রুমাল ব্যবহার জায়েয আছে। মাকরূহ নয়।

হানাফী উলামাদের মতে রুমাল ব্যবহার করা অযু-গোসলের আদাবের মধ্যে শামেল।

শাফে'য়ীদের এক উক্তি অনুসারে মুবাহ। আরেক উক্তি অনুসারে মুস্তাহাব।

সার কথা হল, আইম্মায়ে আরবা' এবং জমহুরের মতে অযু-গোসলের পর রুমাল ব্যবহার করা জায়েয। মাকরূহ নয়।

بَاب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ

অধ্যায় ১৯২ : যে ব্যক্তি গোসলের মধ্যে মাথার ডান দিক হতে শুরু করল

২৭২ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ *

২৭২. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা বলেন, আমরা (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীগণ) জুনুবী হতাম (অর্থাৎ গোসল করার প্রয়োজন হত) উভয় হাত দ্বারা তিনবার মাথার উপর পানি ঢালতাম। তারপর এক হাতে ডান অংশের উপর এবং অন্য হাতে বাম অংশের উপর পানি ঢালতাম।

শিরোনামের সাথে মিল : تاخذ بيدها على شقها الايمن و بيدها الاخرى على شقها الايسر - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, গোসল কোন স্থান হতে শুরু করবে?

বাবে উল্লেখিত হাদিসে على شقها الايمن এবং على شقها الايسر মুতলাক। এখানে মাথার কয়েদ (শর্ত) নেই। ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে بشق راسه শর্ত জুড়ে দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, হাদিসে উল্লেখিত ডান অংশ আর বাম অংশ দ্বারা উদ্দেশ্য মাথার উভয় দিক।

যেমন আল্লামা কুসতুল্লানী রহ. বলেন-

اى من الراس فيهما لا من الشخص و هذا من محاسن استنباطات المؤلف رح

(অর্থাৎ মাথার ডান এবং বাম উদ্দেশ্য, ব্যক্তির নয়। আর ইহা ইমাম বুখারী রহ.র গভীর দৃষ্টি এবং অগাধ অনুধাবন শক্তির পরিচায়ক।)

যেমন, এ কথা প্রসিদ্ধ যে فقه البخارى فى تراجمه (অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র শিরোনাম দ্বারা তার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।)

২. হযরত শায়খুল হাদিস রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ঐ সমস্ত লোকদের মত খন্ডন করা যারা অযুর মাধ্যমে গোসল শুরু করা জরুরী মনে করেন। ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে মাথার ডান দিক হতে শুরু করার কথা বলে তাদের মত খন্ডন করে দিলেন যে, অযুর মাধ্যমে গোসল শুরু করা জরুরী নয়, মুস্ত াহাব। (তাকরীরে বুখারী)

শব্দের ব্যাখ্যা : شق - শীনে যের এবং ক্বাফে যবর। অর্থ দিক। কোন বস্তুর অর্ধেক। এ অর্থেই ব্যবহার হয়েছে - تصدقوا و لو بشق تمرة (অর্থাৎ সদকা কর যদিও একটি খেজুরের অর্ধেক দ্বারা হয়।) الايمن শব্দটি شق শব্দের সিফাত তথা বিশেষণ।

অধ্যায় ১৯৩

بَاب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ *

যে ব্যক্তি নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করল (তবে তা জায়েয আছে।) আর যে ব্যক্তি সতর ঢেকে (অর্থাৎ কাপড় বেঁধে) গোসল করল। তবে তা উত্তম। বাহয (ইবনে হাকাম) তার পিতা হাকাম হতে, তিনি তার (বাহযের) দাদা হতে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রেওয়ায়াত করেছেন যে, লোকদের বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা-ই এর অধিক হকদার যে তার থেকে লজ্জা করা হবে।

وقال بهز الخ - আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ হাদিসটি ইমাম বুখারী রহ. তা'লীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইহা দীর্ঘ একটি হাদিসের অংশ বিশেষ যা সুনানে আরবা' তথা আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ-এ অবিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন।

আবু দাউদ শরীফ দ্বিতীয় খন্ড কিতাবুল হাম্মাম باب فى التعرى পৃষ্ঠা ৫৫৭।

তিরমিযী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড আবওয়াবুল ইসতিযান باب ما جاء فى حفظ العورة পৃষ্ঠা ১০১।

ইবনে মাজাহ আবওয়াবুননিকাহ باب التستر عند الجماع পৃষ্ঠা ১৩৯।

উল্লেখিত উদ্ধৃতিসমূহে সনদ সহকারে পুরো হাদিস দেখা যেতে পারে। কিন্তু আমি নাসাঈ শরীফে হাদিসটি পাইনি। তিরমিযী শরীফের হাদিসটির অর্থ নিম্নে দেয়া হল-

হাকীম বিন বাহযের দাদা মু'আবিয়া বিন হীদা (حيدة)রাযি. বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আমাদের লজ্জাস্থান কার থেকে গোপন রাখব আর কার থেকে গোপন রাখব না? তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের লজ্জাস্থান স্ত্রী এবং দাসী ব্যতীত অন্য সবার থেকে গোপন রাখ। আমি আরয করলাম, যদি কোন পুরুষের সাথে হয় তা হলে? তিনি বললেন, যতটুকু সম্ভব অন্য কেউ যেন তোমাদের লজ্জাস্থান না দেখে। আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা কেউ যদি নির্জনে থাকি? (অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে এর হুকুম কী?) তিনি বললেন, তবে আল্লাহ এ বিষয়ে লোকদের তুলনায় অধিকতর হকদার যে, তার থেকে লজ্জা করা হবে।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হল যে, আল্লাহ তা'আলা যদি অধিকতর হকদার হয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে خلوة তথা নির্জনে সতর অধিক হওয়া চাই। অথচ جلوة তথা জনসম্মুখে সতর করা ফরয আর নির্জনে মুস্তাহাব।

উত্তর : جلوة -এ আল্লাহ এবং মানুষ উভয়ের সামনে থাকতে হয়। তাই এখানে গুরুত্ব বেশী। পক্ষান্তরে নির্জনে শুধু আল্লাহ তা'আলার সামনে। তাই সেখানে গুরুত্ব কম।

٢٧٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ *

২৭৩. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বণী ইসরাঈলের লোকেরা উলঙ্গ হয়ে এভাবে গোসল করত যে, তারা পরস্পরের লজ্জাস্থান দেখত। আর মূসা আলাইহিস্‌সালাম (-এর নিয়ম ছিল) তিনি একাকী (উলঙ্গ হয়ে) গোসল করতেন। বনী ইসরাইলের লোকেরা বলতে লাগল, খোদার কসম! মূসা আলাইহিস্‌সালামকে আমাদের সাথে গোসল করা থেকে এ জিনিসটিই বাধা দিচ্ছে যে, তার অন্ডকোষ দু'টি বড়। পরবর্তীতে একবার মূসা (আলাইহিস্‌সালাম) গোসল করার জন্য গেলেন। তিনি তার কাপড়টি একটি পাথরের উপর রেখে দিলেন। পাথর আল্লাহর হুকুমে তার কাপড় নিয়ে দৌড়াতে লাগল। হযরত মূসা (আলাইহিস্‌সালাম) পাথরের পিছে পিছে দৌড়াতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে পাথর!

আমার কাপড়! হে পাথর! আমার কাপড়! শেষ পর্যন্ত এভাবে বনী ইসরাইলের লোকেরা মূসা (আলাইহিস্‌সালাম)-কে উলঙ্গ দেখতে পেল। তারা বলতে লাগল (আমরা এতদিন ভুল ধারণায় ছিলাম।) খোদার কসম! মূসা (আলাইহিস্‌সালাম)-এর কোন রোগ নেই। আর পাথর থেমে গেল। মূসা আলাইহিস্‌সালাম তার কাপড় নিলেন এবং পাথরকে প্রহার করতে লাগলেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, খোদার কসম! ঐ পাথরের উপর মূসা আলাইহিস্‌সালামের প্রহারের ছয়টি বা সাতটি দাগ আছে।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে - وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده (অর্থাৎ মূসা আলাইহিস্‌সালাম একাকী গোসল করতেন) অর্থাৎ উলঙ্গ হয়ে।

٢٧٤ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا

২৭৪. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একবার আইয়ুব (আলাইহিস্‌সালাম) উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন। এ সময়ে স্বর্ণের পঙ্গপাল তার নিকট পড়তে লাগল। হযরর আইয়ুর (আলাইহিস্‌সালাম) তার কাপড়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগলেন। তো আল্লাহ তা'আলা তাকে ডেকে বললেন, হে আইয়ুব! আমি কি তোমার এগুলোর প্রয়োজন মিটিয়ে দেইনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তোমার ইয্‌যতের কসম! তুমি আমাকে এর প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছ। কিন্তু আমি তোমার বরকতের মুখাপেক্ষী।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে قال بينا ايوب يغتسل عريانا দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শায়খুল মাশায়েখ শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, নির্জনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয আছে। তবে নির্জনেও সতর ঢেকে গোসল করা উত্তম।
(শরহু তারাজিমুল আবওয়াব)

নির্জনে যদিও কোন মানুষ নেই যার কারণে লজ্জা পেতে হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা হতে সর্বাবস্থায় লজ্জা করা চাই।

ব্যাখ্যা : وعن ابى هريرة رض الخ - ইহা প্রথম ইসনাদের উপর মা'তুফ। আল্লামা কিরমানী রহ. দৃঢ়তা সহকারে বলেছেন ইমাম বুখারী রহ. তামরীযের সিগা এনে তা'লীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার একথা ভুল। কারণ, হাম্মাম রহ.র নুসখায় উভয় হাদিসই উল্লেখিত সনদ সহকারে উল্লেখ রয়েছে।

শব্দের তাহকীক : آدر - সীগায়ে সিফাত। অর্থ - বড় অন্ডকোষবিশিষ্ট ব্যক্তি। বাবে سمع يسمع হতে। অর্থ বড় অন্ডকোষবিশিষ্ট হওয়া। جمح -অর্থ দ্রুত দৌড়ানো। ندب ক্ষতের চিহ্ন । বাবে سمع - অর্থ যখমে দাগ হওয়া। ثوبى حجر - ثوبى শব্দটি اعطنى -ফে'ল মাহযুফের মা'মুল।

উলঙ্গ হয়ে গোসল করার বৈধতার প্রমাণ : কেউ কেউ উলঙ্গ হয়ে গোসল করাকে নাজায়েয বলেন। ইমাম বুখারী রহ. তাদের মত প্রতিহত করার জন্য দু'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন।

প্রথম হাদিসে হযরত মূসা আলাইহিস্‌সালামের আমল উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন। তাই প্রমাণিত হল যে, উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয নচেৎ মূসা আলাইহিস্‌সালাম এমন করতেন না।

দ্বিতীয় হাদিস দ্বারা হযরত আইয়ুব আলাইহিস্‌সালামের উলঙ্গ হয়ে গোসল করা প্রমাণিত।

এ উভয় হাদিস দ্বারা প্রমাণ হল যে নির্জনে-যেখানে কেউ নেই - কিংবা বদ্ধ গোসলখানায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয । কারণ উসূলে ফিকহর কায়দা হল-

شرائع من قبلنا شرائع لنا اذ قص الله ورسوله من غير انكار

অর্থাৎ আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল যদি পূর্বেকার শরীয়ত ইনকার (অপসন্দ) করা ব্যতীত উল্লেখ করেন তা হলে তা আমাদের জন্যও শরীয়ত।

যেহেতু আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আমল উল্লেখ করেছেন কিন্তু তা ইনকার (অপসন্দ) করেননি তাই তা আমাদের শরীয়তেরও হুকুম। যদি আমাদের শরীয়তে হুকুম ভিন্ন হত তা হলে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই এ বিষয়ে সতর্ক করতেন।

তা ছাড়াও পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে-

اولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده

অর্থ : এদেরকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াতপ্রাপ্ত বানিয়েছেন। আপনি তাদের ইকতিদা করুন।

আর এখানে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'জন রসূলের আমল উল্লেখ করেছেন এবং তা ইনকার (অপসন্দ) করেননি। তাই তা অনুসরণযোগ্য এবং জায়েয।

بَاب التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

অধ্যায় ১৯৪ : লোকদের সামনে গোসল করার সময়ে পর্দা করা

٢٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ *

২৭৫. হযরত আবু মুররা রহ. - যিনি উম্মে হানী বিনতে আবু তালেবের মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) ছিলেন - বলেন যে তিনি উম্মে হানী রাযি.কে বলতে শুনেছেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। আমি তাকে গোসলরত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি আর ফাতেমা তাকে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রেখেছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন এ কে? আমি আরয করলাম আমি উম্মে হানী।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের ভাষ্য- فوجدته يغتسل و فاطمة تستره দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

٢٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِي السِّتْرِ *

২৭৬. হযরত মায়মুনা রাযি. হতে বর্ণিত, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আড়াল করে রেখেছিলাম আর তিনি জানাবতের গোসল করছিলেন। প্রথমে উভয় হাত ধৌত করলেন। তারপর ডান দ্বারা বাম হাতে পানি ঢেলে লজ্জাস্থান এবং সেখানে লেগে থাকা বস্তু ধৌত করলেন। অত :পর তার হাত মাটিতে বা প্রাচীরে ঘষে নিলেন। তারপর নামাযের অযুর ন্যায় অযু করলেন। তবে পা দু'টি ধৌত করেননি। তারপর তার সারা দেহ পানি ঢাললেন। অত :পর সেখান থেকে সরে তার পা দু'টি ধৌত করলেন। সুফয়ানের সাথে এ হাদিসে আবু 'আওআনা এবং ইবনে ফুযাইলও সতরের উল্লেখ করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : سترت النبى صلى الله عليه وسلم و هو يغتسل দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র ও শিরোনামের উদ্দেশ্য : পূর্বের বাবে ইমাম বুখারী রহ. নির্জনে একাকী গোসল করার হুকুম বর্ণনা করেছেন। এখন এ বাবে অন্যের উপস্থিতিতে গোসল করার পদ্ধতি বর্ণনা করছেন যে, এমন ক্ষেত্রে পর্দা করা জরুরী। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল লোকদের সামনে সতর করার আবশ্যকীয়তা বর্ণনা করা। যদি কারো গোসলের প্রয়োজন হয় আর গোসলখানা কিংবা নির্জনে গোসল করার সুযোগ না থাকে সে ক্ষেত্রে পর্দা করে গোসল করা ওয়াজিব।

অতিরিক্ত জানার জন্য নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযী পৃষ্ঠা ৩৫১ দেখা যেতে পারে।

بَاب إِذَا احْتَلَمَتْ الْمَرْأَةُ

অধ্যায় ১৯৫ : মহিলার যখন স্বপ্নদোষ হয়

٢٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ *

২৭৭. উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালামা রাযি. বর্ণনা করেন, আবু তালহার স্ত্রী উম্মে সুলাইম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! সত্য কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের যদি স্বপ্নদোষ হয় তা হলে কি তাদের উপর গোসল ওয়াজিব? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যদি সে (জাগ্রত হয়ে) পানি (মনি) দেখতে পায়।

শিরোনামের সাথে মিল : هل على المرأة من غسل اذا هى احتلمت দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহু বলেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, যদি মহিলা ঘুম থেকে উঠার পর কাপড় কিংবা দেহে মনির আদ্রতা দেখতে পায় তা হলে তার উপর গোসল ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা : জমহুর ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, ইহতেলামের (স্বপ্নদোষের) মাসয়ালায় পুরুষ মহিলার হুকুম একই রকম। নির্গত মনি বা হাদিসের ভাষ্য হিসেবে আদ্রতা দেখার উপর গোসল ওয়াজিব হওয়া সীমিত। যদি পুরুষ বা মহিলা স্বপ্নে আনন্দানুভব করল কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর কাপড় কিংবা দেহে কোনরূপ আদ্রতা দেখতে) পেল না তা হলে গোসল ওয়াজিব হবে না।

এ হাদিস দ্বারা তাদের - দার্শনিক হোক বা চিকিৎসক হোক - মত খন্ডন হয়ে যায় যারা বলে মেয়েদের কোন মনি নেই, কিংবা মনি আছে কিন্তু তাদের স্বপ্নদোষ হয় না। ইমাম বুখারী রহ. এ বাব দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, মহিলাদেরও মনি আছে এবং তাদের স্বপ্নদোষও হয় - যদিও তা পুরুষের তুলনায় কম।

এ হাদিসের জন্য নসরুল বারী প্রথম খন্ডের ৫৩৩ নং পৃষ্ঠায় ১৩০ নং হাদিস দেখুন।

بَاب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

অধ্যায় ১৯৬ : জুনুবী ব্যক্তির ঘাম (এর বর্ণনা) এবং (ইহার বর্ণনা যে)মুসলামান নাপাক হয় না

٢٧٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ

فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ *

২৭৮. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদিনার একটি রাস্তায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। (সে সময়) আবু হুরায়রা জুনুবী ছিলেন। (হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে) আমি তার থেকে পিছে সরে গেলাম। তারপর আবু হুরায়রা (ঘরে) গেলেন এবং গোসল করলেন। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? হযরত আবু হুরায়রা বলেন, আমি আরয করলাম যে আমি জুনুবী ছিলাম। (অর্থাৎ আমার গোসলের প্রয়োজন ছিল।) তাই আপনার নিকট (এ অবস্থায়) অপবিত্র অবস্থায় বসা পসন্দ করিনি। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! মুসলমান নাপাক হয় না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে। ১.ঘামের হুকুম কী? ২.মুসলমান নাপাক হয় না।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, বাবে উল্লেখিত হাদিসের সাথে দ্বিতীয় অংশের মিল স্পষ্ট।

আল্লামা উসমানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল শিরোনামের প্রথম অংশ বর্ণনা করা। কিন্তু বাবে উল্লেখিত হাদিস দ্বারা শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশই প্রমাণিত হয়। শিরোনামের প্রথম অংশের সাথে বাবে উল্লেখিত হাদিসের কোন অংশেরই মিল নেই। ইমাম বুখারী রহ. হাদিসের ভাষ্য ان المؤمن لا ينجس দ্বারা শিরোনামের প্রথম অংশের হুকুম বর্ণনা করেছেন যে, জুনুবী ব্যক্তির ঘাম পাক। কারণ ঘামের মূল হল মানবদেহ। ঘামেরও সেই হুকুমই হবে যা তার মূল (মানবদেহ)-এর হুকুম।

উদ্দেশ্য, জানাবত একটি অদৃশ্য এবং হুকমী নাজাসত। এর কারণে বাহ্যিক দেহ নাপাক হবে না। তাই জুনুবী ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা, চলা-ফেরা করা এবং সালাম-কালাম করা সবই জায়েয।

ব্যাখ্যা : ان المؤمن لا ينجس - অর্থাৎ মু'মেন নাপাক হয় না। এর উপর প্রশ্ন হয় যে, মু'মেন ব্যক্তি তো নাপাক হয় - কখনও হদসে আসগর দ্বারা আবার কখনও হদসে আকবর দ্বারা। আর যদি কোন ছোট বাচ্চাকে কোলে নেয়া হয় আর সে পেশাব কিংবা পায়খানা করে দেয় তা হলে বাহ্যিকভাবেও নাপাক হয়। মোট কথা, মু'মেন ব্যক্তি নাপাক হয়। কখনও নাজাসতে হুকমী দ্বারা, যেমন জানাবত অবস্থায়। আবার কখনও বাহ্যিক এবং হাকীকীভাবেও নাপাক হয় - যখন পেশাব, রক্ত ইত্যাদি দেহে লেগে যায়।

উত্তর : এখানে لا ينجس দ্বারা নির্দিষ্ট নাজাসতের নফী করা হয়েছে। সকল ধরণের নাজাসত নফী করা উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ধারণা করেছিলেন যে, বাতেনী এবং অদৃশ্য নাজাসত যাহেরী নাজাসতের মতই। অর্থাৎ জানাবত অবস্থায় দেহ এমন নাপাক হয়ে যায় যে, মুসাফাহা করা বা সাথে উঠা-বসা করাও নাজায়েয হয়ে যায়। এ জন্য এখানে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.র ভুল-ধারণা দুর করার জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- ان المؤمن لا ينجس অর্থাৎ মু'মেন এমন নাপাক হয় না যেমনটা তুমি ধারণা করেছ - চাই সে জুনুবীই হোক না কেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : প্রশ্ন হল- ان المؤمن لا ينجس -এর مفهوم مخالف হল- ان الكافر ينجس। যেমন কোন কোন আহলে যাহের কাফিরদেরকে نجس العين (তাদের দেহটাই অপরাপর নাজাসতের মত নাপাক) সাব্যস্থ করেছেন। তাদের এ মতের সমর্থনে আল্লাহ তা'আলার বাণী انما المشركون نجس (অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুশরিকগণ নাপাক।) দ্বারা দলীল পেশ করেন। অথচ এ আয়াতে মুশরিকদের ই'তিকাদী নাপাকীর কথা বলা হয়েছে যে, কুফর এবং শিরকের কারণে কাফেরদের বাতেন নাপাক। আর মু'মেনের বাতেন কুফর-শিরক হতে মুক্ত থাকার কারণে তারা পাক। বাকী রইল বাহ্যিক অঙ্গের ব্যাপার। এ বিষয়ে কাফির এবং মু'মেনের হুকুম একই রকম। ইহাই জমহুর উলামা এবং আয়িম্মায়ে ইসলামের মত। যেমন হাফেয আসকালানী রহ. বলেন-

و عن الاية بان المراد انهم (اى الكفار) نجس فى الاعتقاد و الاستقذار و حجتهم ان الله تعالى اباح نكاح نساء اهل الكتاب الخ

অর্থাৎ আয়াতের উত্তর হল যে, কাফেরা তাদের ই'তিকাদ এবং বিশ্বাসে নাপাক। তাদের দলীল হল- আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাব মহিলাদের বিবাহ করা জায়েয রেখেছেন...।

অর্থাৎ জমহুরের দলীল হল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাব মহিলাদের বিবাহ জায়েয রেখেছেন। আর স্পষ্ট কথা যে, বিবাহের পর তাদের সাথে সহবাস এবং মিলামিশা হবে। তাদের ঘাম থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। কিন্তু এর ধোয়ার বিশেষ কোন হুকুম শরীয়তে আসেনি। আর মুসলমান মহিলার সাথে সঙ্গম করার পর যেরূপে জানাবতের গোসল করতে হয় তেমনিভাবে আহলে কিতাব মহিলার সাথে সঙ্গম করার পর গোসল করতে হয়। এ উভয়ের গোসলের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। এর দ্বারা বুঝা গেল জীবিত ব্যক্তি نجس العين তথা সত্ত্বাগতভাবে নাপাক হয় না। কারণ পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. বলেন-

و اغرب القرطبی اذ نسب القول بنجا ستة عرق الكافر الی الشافعی رح الخ

অর্থাৎ কুরতুবী রহ. ইমাম শাফে'য়ী রহ.র দিকে সম্পর্কিত করে যে বলেছেন, কাফেরের ঘাম নাপাক -তা একেবারেই আশ্চর্যজনক।

এরপর তিনি বলেন-

و فی هامشی علی البذل قال ابن رسلان قوله المسلم ليس بنجس و كذالك الكافر عندنا و عند مالك و جمهور المسلمين

অর্থাৎ আমি بذل المجهود এর হাশিয়ায় ইবনে রাসলানের উক্তি উল্লেখ করেছি যে, মুসলমান নাপাক হয় না। তেমনিভাবে কাফেরও নাপাক হয় না - আমাদের মতে, মালেক রহ.র মতে এবং সকল মুসলমানের মতে।

এর দ্বারা স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, কাফের ব্যক্তির নাপাক হওয়ার মত ইমাম শাফে'য়ী রহ. বা ইমাম মালেক রহ.র দিকে করা সঠিক নয়। অধিকন্তু কাফের ব্যক্তিকে সত্ত্বাগতভাবে নাপাক সাব্যস্ত করা কোরআনের বাণী لقد كرمنا بنی آدم আয়াতের পরিপন্থী।

بَاب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ

অধ্যায় ১৯৭ : জুনুবী ব্যক্তি ঘর হতে বের হতে পারবে। বাজার ইত্যাদিতে চলা-ফেরা করতে পারবে। 'আতা রহ. বলেছেন, জুনুবী ব্যক্তি শিংগা লাগাতে পারবে এবং নখ কাটতে পারবে। মাথা মুন্ডাতে পারবে - যদিও অযু না করে থাকে

٢٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ *

২৭৯. হযরত কাতাদা রহ. হযরত আনাস বিন মালেক রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কখনও কখনও) এক রাত্রেই তার সকল স্ত্রীদের নিকট হয়ে আসতেন। (অর্থাৎ সবার সাথে সঙ্গম করে নিতেন।) সে সময় তার নয়জন স্ত্রী ছিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : كان يطوف على نسائه - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক স্ত্রীর নিকট হতে আরেক স্ত্রীর নিকট জানাবত অবস্থায় গিয়েছেন এবং সঙ্গম করেছেন তো ঘর তাদের ঘর কাছাকাছি হলেও ঘর হতে বের হতে হয়েছে। তাই প্রমাণ হল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবত অবস্থায় ঘর হতে বের হয়েছেন।

٢٨٠ حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ

الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ *

২৮০. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাস্তায় আমার সাক্ষাৎ হল। তখন আমি জুনুবী ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি তার সাথে চলতে লাগলাম। তিনি যখন বসলেন তখন আমি সেখান হতে বেরিয়ে এলাম। আমার আবাসে এসে আমি গোসল করলাম। তারপর সেখানে ফিরে গেলাম। তখনও তিনি সেখানে বসা ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে? আমি তাকে ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! মু'মেন ব্যক্তি নাপাক হয় না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে فمشيت معه দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. ইহা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, জানাবতের পর পরই গোসল করা জরুরী নয়। বরং জানাবতের পরে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম করতে পারে। অবশ্য এ পরিমাণ বিলম্ব করা যাবে না যে, নামাযের ওয়াক্ত বেরিয়ে যাবে।

আর যেহেতু সলফদের কারো কারো এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে এমনকি কোন কোন সাহাবা (যেমন হযরত আলী রাযি., হযরত উমর রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. প্রমুখ) গোসল করার পূর্বে ঘর হতে বের হতেন না। এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রহ. ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে, তাদের আমল ছিল উত্তম। কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাজ করা জায়েয আছে।

এ ধারাবাহিকতায় ইমাম বুখারী রহ. 'আতা রহ.র উক্তি পেশ করেছেন যে, জুনুবী ব্যক্তি শিংগা ইত্যাদি লাগাতে পারবে। যেহেতু হাসান বসরী রহ. হতে বর্ণিত রয়েছে যে, জানাবত অবস্থায় শিংগাও লাগাতে পারবে না,নখও কাটতে পারবে না বা মাথাও মুন্ডাতে পারবে না। যদি করতে হয় তা হলে আগে অযু করে নিবে।

ইমাম বুখারী রহ. হযরত 'আতা রহ.র উক্তি দ্বারা ইহা খন্ডন করে দিয়েছেন যে, এ কাজগুলোর জন্য অযু করাও আবশ্যকীয় নয়। তবে উত্তম বটে।

بَاب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِي الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

অধ্যায় ১৯৮ : গোসলের পূর্বে অযু করে জুনুবী ব্যক্তির ঘরে অবস্থান

٢٨١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ *

২৮১. হযরত আবু সালামা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি জানাবত অবস্থায় (ঘরে) ঘুমাতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! তিনি অযু করে নিতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : قالت نعم و يتوضأ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল আবু দাউদ প্রভৃতি কিতাবে বর্ণিত হাদিসের দূর্বলতা বর্ণনা করা যা হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত-

عن على عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة و لا كلب و لا جنب

অর্থাৎ হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ঘরে ছবি, কুকুর বা জুনুবী ব্যক্তি থাকে সে ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ সম্ভাবনা অনেক দূরের বিষয়। কারণ এখানে জুনুবী দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন জুনুবী যে গোসল করার ক্ষেত্রে অলসতা করে। সবসময়ে জানাবত অবস্থায় থাকতে অভ্যস্থ। এমনকি নামাযের

মধ্যেও তার ত্রুটি ঘটে। এমন জুনুবী উদ্দেশ্য নয়, যার গোসল করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঘটনাক্রমে বিলম্ব হয়ে যায়। কারণ জুনুবী ব্যক্তির উপর তাৎক্ষণিকভাবে গোসল করা ওয়াজিব নয়। তবে ঘুমানোর পূর্বে অযু করে নেয়া উত্তম। কারণ অযু দ্বারাও হদসের একটি অংশ দূর হয়ে যায়। কিন্তু অযুও ফরয বা ওয়াজিব নয়।

বুঝা গেল, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়াতের দূর্বলতা বর্ণনা করা নয়। বরং হাদিসের মাহমাল (ক্ষেত্র) বর্ণনা করা এবং হাদিসের পরস্পারিক সামঞ্জস্য বিধান করা। কারণ ইবনে হিব্বান এবং হাকেম এ রেওয়ায়াতটিকে সহীহ বলেছেন।

بَاب نَوْمِ الْجُنُبِ

অধ্যায় ১৯৯ : জুনুবী ব্যক্তির (জানাবত অবস্থায়) ঘুমানো

٢٨٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ *

২৮২. হযরত ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের কেউ কি জানাবত অবস্থায় ঘুমাতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! যদি সে অযু করে নেয় তা হলে জানাবত অবস্থায় ঘুমাতে পারবে।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের শেষ বাক্য অর্থাৎ فليرقد و هو جنب দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল জমহুরের সমর্থন করা এবং আহলে যাহেরের মতখন্ডন করা। জমহুরের সিদ্ধান্ত হল- জুনুবী ব্যক্তি জানাবত অবস্থায় ঘুমাতে পারবে। তবে উত্তম বা মুস্তাহাব হল ঘুমানোর পূর্বে অযু করে নিবে। আহলে যাহেরের মতে জুনুবী ব্যক্তির জানাবত অবস্থায় ঘুমানোর পূর্বে অযু করা জরুরী। অযু ব্যতীত ঘুমানো নাজায়েয।

দলীল : আহলে যাহের (অর্থাৎ ইমাম দাউদ যাহেরী ও অন্যান্যরা) এ হাদিস দিয়েই দলীল পেশ করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اذا توضأ احدكم فليرقد। তারা বলেন, এখানে شرط এবং جزا রয়েছে। তাই অযু করা ওয়াজিব হবে। কিন্তু যদি اذا-কে ظرفيه ধরা হয় তা হলে আর যাহেরীদের দলীল থাকে না।

২.الحديث يفسر بعضه بعضا - তাই আমরা বলব যে, সহীহ ইবনে খুযাইমা এবং সহীহ ইবনে হিব্বানে এ রেওয়ায়াতটিই বর্ণিত রয়েছে। সেখানে ان شاء শব্দ রয়েছে। তাই বুঝা গেল অযু ওয়াজিব নয়।

তা ছাড়াও হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে- كان النبى صلى الله عليه وسلم ينام و هو جنب و لا يمس ماء অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবত অবস্থায় ঘুমাতেন। অথচ তিনি পানিও স্পর্শ করতেন না। এ হাদিসটিকে যদিও ইমাম তিরমিযী রহ. য'য়ীফ বলেছেন কিন্তু ইমাম বায়হাকী প্রমুখ হাদিসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

ব্যাখ্যা : পূর্বের বাবে ইহা আলোচিত হয়েছে যে, জুনুবী ব্যক্তি ঘরে থাকতে পারবে। কিন্তু সেখানে ব্যাপক ছিল - জুনুবী ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় হোক বা ঘুমন্তাবস্থায় হোক। আর আলোচ্য বাবে ইহা খাছ। এতে জানাবত অবস্থায় ঘুমানোর বৈধতা বর্ণনা করা হচ্ছে।

حديث الباب حدثنا قتيبة بن سعيد الخ - উমদাতুল কারী কিতাবে উল্লেখিত শিরোনাম ব্যতীতই হাদিসটি উল্লেখ রয়েছে। এ হাদিসটি পূর্বের বাবের অর্ন্তভুক্ত। সে ক্ষেত্রে শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল এভাবে হবে যে, যখন জানাবত অবস্থায় ঘুমানোর বৈধতা প্রমাণিত হল তা হলে ঘরে অবস্থানের বৈধতাও প্রমাণ হল।

কিন্তু ফাতহুল বারী এবং ইরশাদুস্‌সারী কিতাবে হিন্দুস্থানী নুসখার মতই باب نوم الجنب শিরোনাম রয়েছে। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, সে ক্ষেত্রে বাহ্যত: এ বাবটি অতিরিক্ত। কারণ এরপর باب الجنب يتوضأ ثم ينام আরেকটি বাব উল্লেখ হচ্ছে।

بَاب الْجُنُب يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ

অধ্যায় ২০০ : জুনুবী ব্যক্তি অযু করে ঘুমাবে

٢٨٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِاللَّه بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ *

২৮৩. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবত অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতেন এবং নামাযের মত অযু করতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

٢٨٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ *

২৮৪. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আমাদের কেউ কি জানাবত অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, যখন সে অযু করে নিবে।

শিরোনামের সাথে মিল : نعم اذا توضأ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٢٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ *

২৮৫. হযরত ইবনে উমর রাযি. বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রাতের কোন কোন সময়ে জুনুবী হয়ে যান। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, অযু কর, লজ্জাস্থান ধুয়ে নাও তারপর ঘুমাও।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হাদিসের ভাষ্য- توضأ و اغسل ذكرك ثم نم দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : যেহেতু পূর্বের বাবে জুনুবী ব্যক্তির ঘুমানোর আলোচনা হয়েছিল অর্থাৎ এ উদ্দেশ্য ছিল যে, জানাবত অবস্থায় ঘুমানো জায়েয। তবে গোসলে এত বিলম্ব না করা চাই যে, নামাযের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। আর এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল যে, জুনুবী ব্যক্তির ঘুমানোর পূর্বে শর'য়ী অযু করে নেয়া মুস্তাহাব। তাৎক্ষণিকভাবে গোসল করা জরুরী নয়।

ইমাম নববী রহ. বলেন-

يجوز للجنب ان ينام و ياكل و يشرب ويجامع قبل الاغتسال و هذا مجمع عليه (شرح مسلم ص ١٤٤)

অর্থাৎ জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসলের পূর্বে ঘুমানো, খাওয়া, পান করা এবং সঙ্গম করা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা : এ বাবের অধীনে ইমাম বুখারী রহ. তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। রাবী প্রথম হাদিসটি সংক্ষেপ করে ফেলার কারণে বাহ্যত: তার অর্থে ত্রুটি দেখা দিয়েছে। কারণ মূলত : উদ্দেশ্য নামাযের জন্য অযু নয়। এর মূল অর্থ হল নামাযের অযুর মত অযু করে নিতেন। অর্থ এই নয় যে, এ অযু দ্বারা নামায পড়তেন। কারণ জুনুবী ব্যক্তি গোসল ব্যতীত অযু দ্বারা নামায পড়তে পারে না।

এ হাদিস দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, শুধু মাত্র অযু নয় - লজ্জাস্থান ধোয়াও কাম্য।

দ্বিতীয় হাদিসে হযরত উমর রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের কেউ কি জানাবত অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ! যখন অযু করে নিবে। এ রেওয়ায়াতটি মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ডে ১৪৪পৃষ্ঠায় ইবনে জুরাইজের রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হল- ليتوضأ ثم لينم অর্থাৎ ঘুমানোর পূর্বে অযু করে নেয়া চাই।

বাবের তৃতীয় হাদিসে রয়েছে যে, হযরত উমর রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি.র ব্যাপারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উল্লেখ করলেন যে, সে রাতের কোন কোন সময়ে জুনুবী হয়ে যায়। সে কি জানাবত অবস্থায় ঘুমাতে পারবে? তিনি বললেন, অযু করে নাও এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে ঘুমিয়ে পড়। কোন কোন রেওয়ায়াতে রয়েছে اغتسل ذكرك ثم توضأ ثم نم।

মোট কথা, সকল রেওয়ায়াতের সার কথা হল জানাবতের পর তাৎক্ষণিকভাবে গোসল করা জরুরী নয়।

بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

অধ্যায় ২০১ : যখন পুরুষ এবং মহিলার খতনা মিলে যাবে (তখন কী হুকুম?)

٢٨٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح و حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ *

২৮৬. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পুরুষ যখন মহিলার অঙ্গ চারটির মাঝে বসে গেল তারপর তার সাথে চেষ্টা করল তখন গোসল ওয়াজিব হয়ে গেল। আমর বিন মারযূক শো'বা হতে এ হাদিসটির মুতাবা'য়াত করেছেন। আর মূসা (বিন ইসমাঈল অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র শায়খ) বলেন, আমার নিকট আবান বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট কাতাদা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট হাসান বসরী রহ. এরূপই বর্ণনা করেছেন। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী রহ.) বলেন, ইহা (গোসল করে নেয়া) উত্তম। আমি যে (তার বিপরীত) আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেছি তার কারণ হল সাহাবাদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে গোসল করে নেয়াটাই অধিকতর সর্তকতার কারণ।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে- جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে,সাহাবায়ে কিরাম এবং বড় বড় তাবে'য়ীদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ ছিল - যেমনটা রেওয়ায়াত এবং হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তবে গোসল করে নেয়াটাই অধিকতর সতর্কতার দাবী। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এ বিষয়ে আইম্মায়ে আরবা' এবং জমহুরের অনুকূলে রয়েছেন। তবে তার ভাষাটা দুর্বল এবং ঢিলে-ঢালা। যার ফলে ইমাম বুখারী রহ.র মাযহাব নিয়ে বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ব্যাখ্যা : শিরোনাম হচ্ছে- اذا التقى الختانان - ختانان শব্দটি ختان এর দ্বিবচন। باب ضرب ও باب نصر হতে ব্যবহার হয়। অর্থ - খৎনা করা। এখানে এক ختان দ্বারা উদ্দেশ্য হল পুরুষের খৎনা করার স্থান। আর আরেক ختان দ্বারা উদ্দেশ্য হল মেয়েদের খৎনা করার স্থান। আমাদের পাক-ভারত উপমহাদেশে মেয়েদের খৎনা করানো হয় না। কিন্তু আরব দেশগুলোতে মেয়েদের খৎনা করানোর প্রথা ছিল। যেমন, হযরত হামযা রাযি. উহুদের ময়দানে এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- يا سباع يا ابن ام انمار مقطعة البظور - অর্থাৎ হে মেয়েদের খৎনাকারিণীর সন্তান....(বুখারী শরীফ ৫৮৫/২)

খৎনা করা পুরুষের জন্য আবশ্যকীয়, মহিলাদের জন্য নয়।

এখানে দুই খৎনার মিলন দ্বারা উদ্দেশ্য হল পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ মহিলার অঙ্গে প্রবেশ করা।

হাদিস শরীফটিতে রয়েছে- اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها - এখানে উল্লেখিত اربع দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এতে বিভিন্ন মত রয়েছে। আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

و الاقرب ان يكون المراد اليدين و الرجلين او الرجلين و الفخذين (عمدة القارى)

অর্থাৎ বিভিন্ন মতের মধ্যে দুইটি মতই উত্তম। ১.মেয়েদের উভয় হাত এবং উভয় পা। ২.মেয়েদের উভয় পা এবং উভয় উরু। উদ্দেশ্য হল, পুরুষ যখন মহিলার উভয় পা এবং উভয় উরুর মাঝে বসে যায় ثم جهدها তারপর

তার সাথে চেষ্টা করে। এতে বুঝা গেল অঙ্গদু'টির স্পর্শ বা মিলন দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হবে না। বরং গোসল ওয়াজিব হওয়ার ভিত্তি প্রচেষ্টার উপর। অর্থাৎ লিঙ্গের খৎনার স্থান মহিলার অঙ্গে প্রবেশ করা দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে যদিও বীর্যস্খলন না হয়। যেমন তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়াতে রয়েছে- اذا جاوز الختان الختان অর্থাৎ যখন পুরুষের খৎনার জায়গা মহিলার খৎনার জায়গা অতিক্রম করে যায় তা হলে গোসল ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি ঐ স্থান অতিক্রম করে যায় যদিও বীর্যস্খলন না হয় তা হলেও গোসল ওয়াজিব হবে। যেমন মুসলিম শরীফে রয়েছে- وان لم ينزل (অর্থাৎ যদিও বীর্যস্খলন না হয়।)

সাহাবাদের যমানায় এ নিয়ে মতভেদ ছিল যে, التقاء ختانين তথা দুই অঙ্গের মিলন দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে কি না। সাহাবাদের একদল বলতেন যে, গোসল ওয়াজিব হওয়ার জন্য বীর্যস্খলন শর্ত। যদি পুরুষের খৎনার স্থান মহিলার খৎনার স্থানে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বীর্য বের না হয় তা হলে গোসল করা ওয়াজিব হবে না। এ মত ছিল হযরত ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত আইয়ুব আনসারী রাযি., হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি., হযরত যায়েদ বিন ছাবেত রাযি., হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি., হযরত উসমান বিন আফ্ফান রাযি. প্রমুখের। তাদের দলীল ছিল হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. বর্ণিত হাদিস-

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان ابو سلمة يفعل ذالك

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন পানির কারণে পানি ব্যবহার ওয়াজিব। আবু সালামাও এ রূপ করতেন।

মুসলিম শরীফে (১৫৫/১) রয়েছে- انما الماء من الماء

প্রথম ماء দ্বারা উদ্দেশ্য হল গোসলের পানি। আর দ্বিতীয় ماء দ্বারা উদ্দেশ্য হল মনি। এ ছাড়াও আরও কিছু রেওয়ায়াত ছিল যেগুলোর কারণে এঁদের প্রথমাবস্থায় মত ইহাই ছিল যে, পুরুষ এবং মহিলার খৎনা মিলে যাওয়া দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না যে পর্যন্ত না বীর্য বের হয়।

এ মাসয়ালায় একটি গবেষণামূলক সিদ্ধান্তে পৌছার জন্য হযরত উমর রাযি. মুহাজির এবং আনসার সাহাবীদের উপস্থিত করে একটি বৈঠক করলেন। সেখানে এ মাসয়ালা পেশ করা হল। কিছু কিছু মুহাজির এবং অধিকাংশ আনসার সাহাবী বললেন যে, শুধু মাত্র التقاء ختانين দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না। গোসল ওয়াজিব হওয়া নির্ভর করে বীর্যস্খলনের উপর। আর কিছু কিছু আনসারী এবং অধিকাংশ মুহাজির বললেন যে, التقاء ختانين দ্বারাই গোসল ওয়াজিব হবে।

হযরত উমর রাযি. বললেন, তোমরা হলে আসহাবে বদর - উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমরাই এ বিষয়ে একমত হতে পারলে না। তোমাদের পরবর্তীদের কী অবস্থা হবে?

শেষ পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীদের নিকট লোক পাঠানো হল। হযরত হাফসা রাযি. অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। যখন হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট এ বিষয়টি পৌছল তিনি স্পষ্টভাষায় বললেন-

اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

এ কথার উপরই সিদ্ধান্ত হয়ে গেল যে, التقاء ختانين দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে যদিও বীর্যস্খলন না হয়।

এরপর হযতর উমর রাযি. ঘোষণা করলেন যে, আজকের পর হতে যদি কেউ এ সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম কোন মত প্রকাশ করে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।

আর الماء من الماء হাদিসটিকে মনসূখ সাব্যস্ত করা হল। যেমন, হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি. বলেন-

انما كان الماء من الماء رخصة فى الاسلام ثم نهى عنها

মোট কথা, পরবর্তীতে এ মাসয়ালায় আর কোন মতভেদ থাকেনি। আইম্মায়ে আরবা' এবং জমহুরের মতে ইহা একটি এজমা'য়ী মাসয়ালা হয়ে গেছে। কারো কোন বিরোধ থাকেনি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি ব্যতীত।

بَاب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

অধ্যায় ২০২ : মেয়েদের লজ্জাস্থান হতে লেগে যাওয়া আদ্রতা ধোয়ার বর্ণনা

পূর্বের অধ্যায়ের সাথে এ হিসেবে মিল রয়েছে যে, এ লেগে যাওয়াটা হয় التقاء ختانين-এর সময়।

٢٨٧ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِي اللَّهم عَنهمْ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

২৮৭. হযরত যায়েদ বিন খালেদ আলযুহানী রাযি. বলেন যে, তিনি হযরত উসমান বিন আফফান রাযি.কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল কিন্তু বীর্য বের হল না সে ক্ষেত্রে আপনি কী বলেন? (তাদের কি গোসল ওয়াজিব হবে?) তিনি বললেন, নামাযের অযু করে নিবে এবং পুরুষাঙ্গ ধোয়ে নিবে। হযরত উসমান রাযি. বলেন, আমি ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি। (হযরত যায়েদ বিন খালেদ যুহানী রাযি. বলেন,) পরবর্তীতে আমি এ মাসয়ালা হযরত আলী রাযি., হযরত যুবাইর বিন আওয়াম রাযি., হযরত তালহা বিন আব্দুল্লাহ রাযি. এবং হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি.কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তারাও এ হুকুমই দিলেন। ইয়াহইয়া বিন আবু কাসীর বলেন, আমার নিকট আবু সালামা বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট উরওয়া বিন যুবাইর বর্ণনা করেছেন,তার নিকট হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপই বলতে শুনেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ويغسل ذكره দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। কারণ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করলে বীর্যপাত না হলেও অবশ্যই স্ত্রীর অঙ্গের আদ্রতা তার অঙ্গে লেগেছে।

٢٨٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه الْغَسْلُ أَحْوَطُ وَذَاكَ الْآخِرُ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلَافِهِمْ *

২৮৮. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. বলেন, আমার নিকট হযরত উবাই বিন কা'ব রাযি. বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করল। কিন্তু বীর্যপাত হয়নি। (তা হলে তার কী হুকুম?) তিনি ইরশাদ করলেন, যে অঙ্গের স্ত্রীর (অঙ্গের) সাথে স্পর্শ হয়েছে তা ধোয়ে নিবে। তারপর অযু করবে এবং নামায পড়বে। আবু আব্দুল্লাহ (অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.) বলেন, গোসল করার মধ্যেই অধিকতর সর্তকতা অবলম্বন হয়। সাহাবাদের মতভেদের কারণে আমি দ্বিতীয় হাদিসটি উল্লেখ করেছি। আর পানি খুব ভালভাবে পরিষ্কারকারী।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের ভাষ্য- يغسل ما مس المرأة منه দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। কারণ সঙ্গম করার ক্ষেত্রে বীর্যপাত হোক বা না হোক পুরুষাঙ্গে মেয়েদের লজ্জাস্থানের আদ্রতা লেগেই থাকে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. ইহা বর্ণনা করতে চান যে, মেয়েদের ভিতরাঙ্গ হতে যে رطوبت বের হয় তা নাপাক। যেখানেই লাগুক তা ধুতে হবে।

এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইমাম বুখারী রহ.র মতে মেয়েদের লজ্জাস্থানের ভিতরের আদ্রতা নাপাক। শিরোনামের غسل শব্দটি দ্বারা তাই বুঝা যায়। হানাফীদের থেকে সাহেবাইন এবং ইমাম মালেক রহ.ও এ মত পোষণ করেন।

وذالك الآخر - হাফেয আসকালানীর মতে آخر শব্দ দ্বারা كتاب الغسل শেষ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. বলেন, আমার মতে কিতাব খতম হওয়ার প্রতি নয় বরং পাঠকারীর খতম তথা মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

পাঠকদের জানা আছে যে, এ দু'য়ের মাঝে কোন বৈপরিত্ব নেই। উভয়টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

كتاب الحيض
হায়েয পর্ব

كِتَاب الْحَيْضِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) إِلَى قَوْلِهِ (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) *

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : লিখক ইমাম বুখারী রহ.তাহারাতের আহকামের বর্ণনার ক্ষেত্রে হদসের বয়ান শেষে এখন নাজাসতের আলোচনা শুরু করছেন।

অর্থাৎ গোসল ওয়াজিবের কারণগুলোর মধ্য হতে একটি হল জানাবত। দ্বিতীয়টি হল হায়েয শেষ হওয়া। আর তৃতীয়টি হল নিফাস বন্ধ হওয়া। যেহেতু জানাবত পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই হয় আর হায়েয-নেফাস শুধুমাত্র মহিলাদের মধ্যে সীমিত। তাই ইমাম বুখারী রহ. সর্বপ্রথম যা 'আম তথা ব্যাপক তা উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে ফারেগ হওয়ার পর যে সকল কারণ খাছ সেগুলোর বর্ণনা শুরু করেছেন। আবার নিফাসের তুলনায় হায়েয বেশী হয়ে থাকে। তাই হায়েযের আলোচনাকে নিফাসের আলোচনার পূর্বে রাখা হয়েছে।

এ কিতাবটিতে (কিতাবুল হায়েযে) তিরিশটি অধ্যায় এবং সাঁইত্রিশটি হাদিস রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين

অর্থ : 'লোকেরা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, তা হল নাপাক। তাই তোমরা হায়েযের দিনগুলোতে মহিলাদের থেকে দূরে থাক। তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকট যেও না। যখন তারা ভালভাবে পবিত্র হবে তখন যে দিক হতে আল্লাহ তা'আলা আসার নির্দেশ দিয়েছেন সে দিক হতে তাদের নিকট আস। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন।

শানে নুযূল : হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, ইয়াহুদীদের নিয়ম ছিল তাদের মহিলাদের হায়েয হলে তারা তার সাথে পানাহার এবং একসাথে অবস্থান করা বাদ দিয়ে দিত। সাহাবায়ে কিরাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى الاية নাযেল করেন। এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের হুকুম দিলেন যে, তোমরা হায়েযা মহিলার সাথে পানাহার করো। তাদেরকে তোমাদের সাথে ঘরে রাখ। তাদের সাথে সব কিছুই করতে পারবে। শুধুমাত্র সঙ্গম করা যাবে না। (নাসাঈ শরীফ ৩৩/১)

মাজুসীদের (অগ্নিপূজকদের) অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। তারাও হায়েযা মহিলার সাথে পানাহার বা এক ঘরে অবস্থান করাকে জায়েয মনে করত না। আর নাসারা তাদের সাথে সঙ্গম করাও বাদ দিত না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, তাদের সাথে সঙ্গম করা হারাম। তবে তাদের সাথে পানাহার করা বা একসাথে থাকা সবই জায়েয আছে। ইয়াহুদীদের افراط (বাড়াবাড়ি) এবং নাসারাদের تفريط (শিথিলতা) উভয়টিই রহিত হয়ে গেল।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. যেমনিভাবে হাফেযে হাদিস এবং হাদিস সম্পর্কে অভিজ্ঞ তেমনিভাবে বরং তার চেয়ে অনেক বেশী কোরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ। ইমাম বুখারী রহ. তার রীতি অনুযায়ী كتاب الحيض-ও কোরআনের আয়াত দ্বারা শুরু করেছেন। এর উদ্দেশ্য হল এ আলোচ্য বিষয়ের জন্য এ আয়াতটি হল اصل বা মূল। পরবর্তীতে হায়েযের যতগুলো বাব এবং হুকুম রয়েছে সবগুলোই এ আয়াতের ব্যাখ্যা।

حيض-এর অর্থ হল প্রবাহিত হওয়া। حاض يحيض حيضا و محيضا - প্রবাহিত হওয়া, মাসিকের রক্ত জারী হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ হল- دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غير داء

অর্থাৎ হায়েয হল সে রক্ত যা প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা রেহেম হতে কোন অসুস্থতা ব্যতীত প্রবাহিত হয়।

অর্থাৎ হায়েয সে রক্তকে বলা হয় যা মেয়েদের নিয়ম মুতাবিক মাসিক হিসেবে বের হয়।

অধ্যায় ২০৩

بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَبمو عَبْد اللَّهِ وَحَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرُ *"

হায়েয কীভাবে শুরু হয়েছিল? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইহা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস্‌সালামের মেয়েদের জন্য লিখে রেখেছেন। কেউ কেউ বলেন, বণী ইসরাইলের মেয়েদের উপর সর্বপ্রথম হায়েয আসে। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর মধ্যে সকল মহিলা অর্ন্তভূক্ত।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. এখান থেকে হায়েয, নিফাস এবং ইসতিহাযার আলোচনা শুরু করেছেন। কিন্তু যেহেতু হায়েযের বাব এবং হুকুম বেশী তাই শিরোনাম রেখেছেন কিতাবুল হায়েয এবং অবশিষ্ট দু'টিকে (নিফাস এবং ইসতিহাযাকে) তার অনুগত করে দিয়েছেন।

بدأ الحيض - সর্বপ্রথম হায়েয কখন এবং কীভাবে শুরু হয়? এরপর মাসায়েল এবং আহকাম উল্লেখ করবেন।

ইমাম বুখারী রহ.- هذا شئ كتبه الله على بنات آدم নকল করে বলে দিলেন যে, হায়েযের শুরু হয়েছে মানব সৃষ্টির শুরু হতেই। অর্থাৎ হযরত হাওয়া আলাইহিস্‌সালাম থেকে শুরু হয়েছে।

وقال بعضهم - দ্বারা উদ্দেশ্য হল উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.। তাদের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হায়েযের শুরু হয়েছে বণী ইসরাইলের যমানা থেকে। আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

هذا قول عبد الله بن مسعود و عائشة رضى الله تعالى عنهما اخرجه عبد الرزاق الخ

সার কথা হল মুসান্নাফে আব্দুররাযযাকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. এবং হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে যে, বণী ইসরাইলের পুরুষ এবং মহিলারা এক সাথে নামায পড়ত। তাদের মহিলারা পুরুষদেরকে উঁকি দিয়ে লুকিয়ে দেখত। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাইলের মেয়েদের হায়েয দিয়ে আক্রান্ত করে মসজিদে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

দ্বন্দ্ব নিরসন : বাহ্যিকভাবে রেওয়ায়াত দু'টিতে দ্বন্দ্ব রয়েছে। বাবে উল্লেখিত হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, হায়েযের শুরু হয়েছিল হযরত হাওয়া আলাইহিস্‌সালাম থেকে। আর মুসান্নাফে আব্দুররায্যাকের রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হায়েযের শুরু হয়েছে বনী ইসরাইলের মেয়েদের থেকে। এ দুই রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য কীভাবে?

এক উত্তরের দিকে তো ইমাম বুখারী রহ. নিজেই ইঙ্গিত করে বলেছেন-

وحديث النبى صلى الله عليه وسلم اكثر

ইমাম বুখারী রহ.র এ উক্তি সম্পর্কে আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

كانه اشار بهذا الكلام الى وجه التوفيق بين الخبرين وهو ان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر قوة و قبولا من كلام غيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم (عمدة القارى)

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এর দ্বারা দুই হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রতি ইঙ্গিত করছেন। আর তা হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী অধিকতর শক্তিশালী এবং সাহাবাদের উক্তি হতে তার বাণী অধিকতর গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ শক্তি এবং গ্রহণযোগ্যতার বিচারে ইহাই অগ্রগণ্য যে, হায়েযের শুরু হয়েছিল হযরত হাওয়া আলাইহিস্‌সালাম হতেই। এক নুসখায় اكثر এর পরিবর্তে রয়েছে اكبر। অর্থাৎ اكبر قوة و ثبوتا।

দ্বিতীয় উত্তর হল - যা হাফেয আসকালানী রহ. এবং কুতবে যমান হযরত গঙ্গুহী রহ. হতে বর্ণিত - হায়েযের শুরু হয়েছে হযরত হাওয়া আলাইহিস্‌সালাম হতেই যিনি সৃষ্টিগতভাবে সকল মহিলার আগে। আর ইহা আল্লাহ

তা'আলার একটি বিরাট নিয়া'মত যা হযরত হাওয়া আলাইহিস্‌সালামকে দুনিয়ায় পাঠানোর পর দেয়া হয়েছিল। কারণ উদ্দেশ্য হল দুনিয়া আবাদ করা। আর তা নির্ভর করে সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণের উপর। আর সন্তানাদি জন্ম হওয়া বাহ্যত : হায়েযের উপর নির্ভরশীল। যদি হায়েয আসা বন্ধ হয়ে যায় তা হলে সন্তানাদি জন্ম হওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে।

মোট কথা, হায়েয হওয়া শুরু যমানা থেকেই ছিল। কিন্তু বণী ইসরাইলের মেয়েদের উপর তাদের দুষ্টামীর কারণে শাস্তি হিসেবে পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

٢٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي قَالَ مَا لَكِ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتْ وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ *

২৮৯. হযরত কাসেম বিন মুহাম্মদ বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.কে বলতে শুনেছি, আমরা হজ্জের সফরে বের হলাম। আমরা যখন সরফ নামক স্থানে পৌঁছলাম (ঘটনাক্রমে) আমার হায়েয হয়ে গেল। সে সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসলেন। আমি তখন কাঁদতে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কী হয়েছে? তোমার কি হায়েয এসে গেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ইহা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস্‌সালামের কন্যাদের জন্য লিখে রেখেছেন। কাজেই তুমি হাজীদের হজ্জের সকল করণীয় কাজ করতে থাক। তবে বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে না (যতক্ষণ না হায়েয হতে পবিত্র হও)। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কোরবাণী দিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের ভাষ্য - ان هذا امر كتبه الله على بنات آدم দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা : لا نرى الا الحج - যদি নূনে পেশ দিয়ে পড়া হয় তা হলে অর্থ হবে لا نظن الا الحج। আর যদি নূনে যবর দিয়ে পড়া হয় তা হলে অর্থ হবে لا نعلم الا الحج। سرف - সীন যবর, রা যের এবং শেষ বর্ণ হল ফা। ইহা মক্কার নিকটে একটি জায়গার নাম। উভয়টির মধ্যে দূরত্ব দশ মাইল। ইহা غير منصرف। কখনও কখনও منصرف-ও পড়া হয়।

অর্থাৎ আমরা সাহাবারা - যারা সে সফরে বের হয়েছিলাম - আমরা হজ্জ ভিন্ন অন্য কোন কিছু জানতাম না। এরদ্বার বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, সবাই হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা তা নয়। মূল কথা হল, জাহেলিয়্যাতের কিছু আসর বাকী থেকে গিয়েছিল। হজ্জের মাসে উমরা জায়েয মনে করা হত না। সবচেয়ে বড় কথা হল, পরিভাষাই এমন গেছে যে, এ সফরকে হজ্জের সফরই বলা হয়। হজ্জের মওসুমে মক্কার পথিকদের জিজ্ঞাসা করুন যে, কোথাকার সফর হচ্ছে? উত্তর ইহাই আসবে যে, হজ্জে যাচ্ছি। অথচ সেখানে গিয়ে প্রথমে উমরাই করবে। কিন্তু কেহই উমরার নামও নেন না। এখানে হযরত আয়েশা রাযি. স্বয়ং হজ্জে তামাত্তু' করছিলেন। মীকাত (যুল হুলাইফা) হতে উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন। অথচ তিনি বলছেন আমরা হজ্জের ইচ্ছায় যাচ্ছি। বড় উদ্দেশ্য যেহেতু হজ্জ। উমরার তুলনায় হজ্জ বড় বিষয়। অর্থাৎ হজ্জ ফরয আর উমরা সুন্নত। আর বড় বিষয়ের সামনে ছোট বিষয় নামই বা কী নিবে। তাই হজ্জের নামই বলে দেয়া হয়।

উদ্দেশ্য হল আমাদের কল্পনায় হজ্জই ছিল। কারণ মূল উদ্দেশ্য উহাই ছিল।

غير ان لا تطوفى بالبيت - কারণ তাওয়াফ মসজিদে হয়। আর হায়েযা মহিলার জন্য মসজিদে যাওয়া জায়েয নয়। কারণ বাইতুল্লাহর তাওয়াফ হল সালাত। আর হায়েযা মহিলার জন্য তা নিষিদ্ধ।

আরো বিস্তারিত জানার জন্য নসরুল বারী অষ্টম খন্ডের কিতাবুল মাগাযী দেখা যেতে পারে।

بَاب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِه

অধ্যায় ২০৪ : হায়েযা মহিলা তার স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া এবং (চিরুণী দিয়ে) আঁচড়ে দেয়া

٢٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ *

২৯০. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত,তিনি বলেন, আমি হায়েয অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা আঁচড়ে দিতাম।

শিরোনামের সাথে মিল : ارجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٢٩١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ تَعْنِي رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا فَتُرَجِّلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ *

২৯১. হযরত উরওয়া রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমার হায়েযা স্ত্রী কি আমার খিদমত করতে পারবে? আমার স্ত্রী কি জানাবত অবস্থায় আমার নিকট আসতে পারবে? উরওয়া রহ.বললেন, এ সব আমার জন্য সহজ। এদের প্রত্যেকেই খিদমত করতে পারবে। এতে কারও কোন ক্ষতি নেই। হযরত আয়েশা রাযি. আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হায়েয অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা আঁচড়ে দিতেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ই'তিকাফে থাকতেন। তিনি (মসজিদে থেকে) তার মাথা হযরত আয়েশার নিকট করে দিতেন। তিনি তার হুজরায় থাকতেন। হায়েয অবস্থায় তার মাথা আঁচড়ে দিতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فترجله و هي حائض দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র ইহা বলা উদ্দেশ্য যে- فاعتزلوا النساء فى المحيض -এর অর্থ এই নয় যে, হায়েযা মহিলার নিকটেই যেতে পারবে না। হায়েযা মহিলা তার স্বামীর মাথা ধোয়া, চিরুণী করা বা অন্যান্য খিদমত করতে পারবে। আয়াতে দূরে রাখার অর্থ হল এ সময়ে সঙ্গম না করা। তাই শুধুমাত্র সঙ্গম করা জায়েয নেই। আর ইয়াহুদী, অইয়াহুদীরা যে হায়েযা মহিলার সাথে পানাহার বা সহঅবস্থানকে নিষিদ্ধ মনে করত তার ভুল জানিয়ে দেয়া।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, শিরোনামের মধ্যে দু'টি বিষয় উল্লেখ আছে। ১.غسل راس তথা হায়েয অবস্থায় স্বামীর মাথা ধোয়া। ২.ترجيل তথা মাথা আঁচড়ানো।

ইমাম বুখারী রহ. দু'টি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। উভয়টিতে শুধুমাত্র মাথা আঁচড়ানোর উল্লেখ রয়েছে। তাই শিরোনামের সাথে হাদিসের (পূর্ণাঙ্গ) সামঞ্জস্য হয়নি।

উত্তর : دلالت التزامى - দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে। মূলত : মাথা ধোয়া বা মাথা আঁচড়ানো উভয় সূরতে হায়েযা স্ত্রীর হাত স্বামীর মাথা স্পর্শ করে। তাই বুঝা গেল মূল বিষয় মাথা ধোয়া বা মাথা আঁচড়ানোর নয় বরং মূল বিষয় হল স্ত্রীর হাত স্বামীকে স্পর্শ করা। তাই হাফেয আসকালানী রহ. এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন - والحق به الغسل قياسا অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. মাথা আঁচড়ানোর উপর মাথা ধোয়াকে কিয়াস করেছেন।

দ্বিতীয় উত্তর এভাবে দিচ্ছেন যে-- اشار الى الطريق الآتية فى باب مباشرة الحائض - অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এখানে রেওয়ায়াত সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। এর তফসীলী রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আয়েশা রাযি. হায়েয অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা ধোয়ে দিতেন। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ই'তিকাফে থাকতেন। শব্দ স্পষ্ট- فاغسله و انا حائض

অধ্যায় ২০৫

بَاب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ *

হায়েযা স্ত্রীর কোলে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা। আবু ওয়ায়েল (শাকীক বিন সালামা) তার হায়েযা দাসীকে আবু রযীন (মসউদ বিন মালেক)-এর নিকট পাঠাতেন। সে কোরআন শরীফের ফিতা ধরে নিয়ে আসত।

২৯২ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ سَمِعَ زُهَيْرًا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ *

২৯২. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হায়েয অবস্থায় আমার কোলে হেলান দিয়ে (মাথা রেখে) কোরআন মজীদ তিলাওয়াত করতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : كان يتكئ فى حجرى و انا حائض ثم يقرأ القرآن - দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : বাবে উল্লেখিত হাদিস দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. ইহা বলতে চাচ্ছেন যে, হায়েযা স্ত্রীর কোলে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা জায়েয আছে।

وكان ابو وائل الخ - আবু ওয়ায়েল শাকীক বিন সালামা এক তাবে'য়ী। ইমাম বুখারী রহ. তার আসরটি উল্লেখ করে একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালার দিকে ইশারা করেছেন। মাসয়ালা হল, হায়েযা মহিলা জুযদান দ্বারা কোরআন শরীফ ধরতে বা বহন করতে পারবে কি না।

হানাফী এবং হাম্বলীদের মতে পারবে। ইমাম বুখারী রহ. প্রসিদ্ধ তাবে'য়ী আবু ওয়ায়েলের আসর পেশ করেছেন যে, তিনি তার দাসীকে আবু রযীনের নিকট পাঠাতেন। সে দাসী হায়েয অবস্থায় জুযদান ধরে কোরআন মজীদ নিয়ে আসত।

ইমাম বুখারী রহ. এ আসর পেশ করে হানাফীদের সমর্থন এবং আনুকূল্য প্রকাশ করেছেন।

بَاب مَنْ سَمَّى النِّفَاسَ حَيْضًا وَالْحَيْضَ نِفَاسًا

অধ্যায় ২০৬ : যে ব্যক্তি নেফাসের নাম হায়েয রেখেছে (অর্থাৎ নেফাসকে হায়েয বলা জায়েয আছে)

২৯৩ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَالَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ *

২৯৩. হযরত উম্মে সালামা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি চাদরে শুয়ে ছিলাম। এ সময়ে আমার হায়েয হয়ে গেছে। আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলাম এবং আমার হায়েযের কাপড় (পরে) নিলাম। তিনি বললেন, তোমার নেফাস হয়েছে। আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তার সাথে একই চাদরে শুয়ে পড়লাম।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ فقال انفست قلت نعم দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল تقارب احكام তথা হায়েয এবং নিফাসের হুকুম যে প্রায়ই এক তা বর্ণনা করা। পার্থক্য এতটুকুই - হায়েযের মুদ্দত দশ দিন আর নিফাসের মুদ্দত চল্লিশ দিন। এ ছাড়া অধিকাংশ হুকুম একই। যেমন কোরআন মজীদ স্পর্শ করা উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ। তদ্রূপ নামায, রোযা, মসজিদে প্রবেশ, বাইতুল্লাহ তওয়াফ করা এবং স্বামীর সাথে সঙ্গম করা সবই উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. শরহে তারাজিমে লিখেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্যের সার কথা হল আরবে হায়েযকে নিফাস বলা বা নিফাসকে হায়েয বলার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তাই হায়েযের হুকুম নিফাসের জন্য এবং নিফাসের হুকুম হায়েযের জন্য সাব্যস্ত হবে। এ জন্যই শারে' আলাইহিস্সালাম নিফাসের আহকাম তফসীলীভাবে বর্ণনা করেননি। বাবে উল্লেখিত হাদিসের ঘটনা উল্লেখ করা দ্বারা ইহাই ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হল শিরোনামের মধ্যে বলা হয়েছে নেফাসকে হায়েয বলা জায়েয আছে। কিন্তু বাবে উল্লেখিত হাদিসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়েযকে নিফাস বলেছেন।

উত্তর : শিরোনামে سمى শব্দের অর্থ اطلق। আর حيض শব্দের পূর্বে একটি خافض তথা حرف جر উহ্য আছে। মূল ইবারত এরূপ- من اطلق النفاس على الحيض। এ ব্যাখ্যানুসারে শিরোনামের সাথে মিল হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : خميصة - খ-এ যবর। এর অর্থ- كساء اسود له اعلام يكون من صوف و غيره অর্থাৎ এমন কাল চাদর যার মধ্যে ফুল বা বুটা থাকে - চাই তা পশমের হোক বা অন্য কোন কিছুর হোক। خميلة - যে চাদরে (রেশমের) গুচ্ছ লাগানো থাকে।

بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

অধ্যায় ২০৭ : হায়েযা রমণীর সাথে মুবাশারাত করা

ব্যাখ্যা : مباشرة শব্দটি بشر হতে নির্গত হয়েছে। بشر অর্থ হল দেহের চামড়া। مباشرة অর্থ হল একে অপরকে ছোঁয়া। দেহকে দেহের সাথে মিলানো। এখানে উদ্দেশ্য দৈহিক মুলাবাসত অর্থাৎ একসাথে শোয়া। এখানে সঙ্গম মোটেই উদ্দেশ্য নয়। বাবে উল্লেখিত হাদিসে اتزار এর কয়েদ দ্বারা তা স্পষ্ট।

٢٩٤ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ *

২৯৪. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবত অবস্থায় একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তিনি আমাকে নির্দেশ দিতেন আর আমি ইযার পরিধান করতাম। তারপর তিনি আমার সাথে (কাপড়ের উপর দিয়ে) মুবাশারাত করতেন। তখন আমি হায়েযা থাকতাম। তিনি ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় আমার দিকে মাথা বের করে দিতেন। আমি হায়েয অবস্থায় তার মাথা ধুয়ে দিতাম।

শিরোনামের সাথে মিল : فيباشرنى و انا حائض -দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٢٩٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ *

২৯৫. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদের কারো যদি হায়েয হত আর তিনি তার সাথে মুবাশারাত করতে চাইতেন তা হলে হায়েযের জোশের সময় (হায়েযের

প্রথমাবস্থায়) তিনি তাকে ইযার বাঁধার নির্দেশ দিতেন। তারপর তার সাথে মুবাশারাত করতেন। তোমাদের কে এমন আছে যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত কামনার (শাহওয়াতের) উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে? খালেদ বিন আব্দুল্লাহ এবং জারীর এ হাদিসটি শায়বানী হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ثم يباشر ها দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

٢٩٦ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِد قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰه بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ *

২৯৬. হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাত বলেন, আমি হযরত মায়মুনা রাযি.কে বলতে শুনেছি, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন হায়েযা স্ত্রীর সাথে মুবাশারাত করতে চাইলে তিনি তাকে (ইযার পরিধান করার) নির্দেশ দিতেন। সে ইযার পরিধান করে নিত। সুফয়ান এ হাদিসটি শায়বানী হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে- ارا د ان يباشر امرأة الخ দ্বারা।

উদ্দেশ্য : ইহাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল - আয়াতে করীমা فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تبقربوهن বাহ্যত : ব্যপকতা বুঝা যায় যে, হায়েযের সময় স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক, এ সময়ে তার নিকট যেও না। এরদ্বারা সর্বপ্রকার قربان হতে দূরে থাকা বুঝা যায়। ইমাম বুখারী রহ. ঐ সকল استثناء (ব্যতিক্রম) উল্লেখ করছেন যেগুলো হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। আর যেগুলোর মধ্যে قربان প্রমাণিত- যেমন এক সাথে খানা খাওয়া, পান করা, স্বামীর মাতা আঁচড়ে দেয়া। এগুলো যেমনিভাবে তা থেকে ব্যতিক্রম এবং জায়েয তেমনিভাবে হায়েযা স্ত্রীর সাথে মুবাশারাত করাও কোন কোন ভাবে জায়েয।

ব্যাখ্যা : আল্লামা আইনী রহ. বলেন- اعلم ان مباشرة الخائض علي اقسام।

অর্থাৎ হায়েযা স্ত্রীর সাথে মুবাশারাতের তিনটি অবস্থা হতে পারে।

১.একটি সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তা হল مباشرت في الفرج অর্থাৎ সঙ্গম করা। এমনকি কেউ কেউ এমনও লিখেছেন যে, যদি হায়েয অবস্থায় সঙ্গম করাকে হালাল মনে করে তা হলে সে কাফের হয়ে যাবে। - وفيه بحث।

২.দ্বিতীয় প্রকার মুবাশারাত হল নাভীর উপরাংশে এবং হাঁটুর নীচের অংশে। ইহা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন - هذا حلال بالاجماع (অর্থাৎ ইহা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয।)

মোটকথা আইম্মায়ে আরবা'র মতে এ সূরত জায়েয।

৩.তৃতীয় সূরত হল নাভীর নিচ এবং হাঁটুর উপর অংশে قبل এবং دبر (অর্থাৎ পায়ুপথ এবং যোনীপথ) ব্যতীত অন্য অঙ্গের মুবাশারাত করা। এ সূরতে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

আইম্মায়ে ছালাছা তথা ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র মতে এ সূরত নাজায়েয। ইমাম আহমদ রহ. এবং হানাফীদের মধ্য হতে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, সঙ্গম না হওয়া শর্তে এ সূরত জায়েয।

এদের (ইমাম আহমদ রহ. প্রমুখের) দলীল হল হযরত আনাস রাযি. বর্ণিত মরফূ' হাদিস - اصنعوا كل شئ الا النكاح অর্থাৎ সঙ্গম ব্যতীত সব কিছুই করতে পার। (মুসলিম শরীফ ১৪৩/১, আবু দাউদ প্রভৃতি)

ইমাম বুখারী রহ. এ মাসয়ালায় আইম্মায়ে ছালাছার সাথে রয়েছেন। ইমাম বুখারী রহ. বাবে তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন সব কয়টিই اتزار তথা ইযার পরিহিত অবস্থায় মুবাশারাত করা।

হযরত শায়খুল হাদিস রহ. এ ইখতিলাফটি এভাবে বর্ণনা করেন যে, এ মাসয়ালায় বুড়োরা একদিকে আর যুবকরা একদিকে। বুড়োদের মতে নাজায়েয আর যুবকদের মতে জায়েয। ইমাম মুহাম্মদ রহ. যেহেতু ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র থেকে ছোট আর ইমাম আহমদ রহ. আইম্মায়ে ছালাছার পরের সম্ভবত : একারণেই তিনি এ দু'জনকে যুবক বলেছেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. 'শরহে তারাজিমে সহীহ বুখারী' কিতাবে লিখেছেন-

ان مذهب عائشة كراهة المباشرة الغير المتوثق بنفسه

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাযি.র মযহাব হল - যার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই তার জন্য মাকরূহ।

بَاب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ

অধ্যায় ২০৮ : হায়েযা মহিলার রোযা না রাখা
(অর্থাৎ হায়েযা মহিলা হায়েযের সময় রোযা রাখবে না।)

٢٩٧ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا

২৯৭. হযরত আবু সা'য়ীদ রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল আযহা বা ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের দিকে গেলেন। তারপর (নামায এবং খুতবা শেষে) মহিলাদের নিকট দিয়ে অতিক্রান্ত হলেন। তখন তিনি বললেন, হে মেয়েদের দল! তোমরা সদকা কর। কারণ আমাকে দেখানো হয়েছে যে, দোযখে (পুরুষ হতে) তোমাদের সংখ্যা বেশী। মহিলারা আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কী? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা অধিক লা'নত দিয়ে থাক। স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। অপরিপূর্ণ জ্ঞানবিশিষ্টা এবং অসম্পন্নদ্বীনবিশিষ্টা মহিলা। কোন পরিপূর্ণ জ্ঞানীর বুদ্ধি বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে তোমাদের থেকে বেড়ে আর কাউকে দেখিনি। মহিলারা আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের দ্বীনের এবং আকলের অপূর্ণতা কী? তিনি বললেন, মহিলাদের সাক্ষী পুরুষের সাক্ষীর অর্ধেক সমতুল্য নয়? তারা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ইহা তোমাদের আকলের অপূর্ণতা। আর কি এমন নয় যে, যখন তাদের হায়েয আসে তারা নামায পড়ে না, রোযা রাখে না? তারা বলল, হ্যাঁ! তিনি বললেন, ইহা তার দ্বীনের অপূর্ণতা।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ لم تصم দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল হায়েয অবস্থায় রোযার অনুমতি নেই। হায়েয অবস্থায় রোযার মতই নামাযেরও অনুমতি নেই - যেমনটা হাদিসের ভাষ্য لم تصل ولم تصم দ্বারা স্পষ্ট। ইমাম উভয় বিষয়কে একসাথে উল্লেখ না করার কারণ হল উভয়টির ধরণ ভিন্ন ভিন্ন। রোযার ক্ষেত্রে কাযা করা ওয়াজিব। কিন্তু নামায কাযা করা ওয়াজিব নয়।

এর কারণও স্পষ্ট। রোযার জন্য তাহারত শর্ত নয়। যদি কোন ব্যক্তি (পুরুষ বা মহিলা) জানাবত অবস্থায় রোযা রাখে তা হলে তার রোযা হয়ে যাবে। বরং যদি সারাদিনও জুনুবী থাকে তবুও তার রোযা হবে যদিও নামাযের সময়ে গোসল না করার কারণে কঠিন গুনাহ হবে। কিন্তু রোযা সহীহ হবে। এতদসত্ত্বেও হায়েযা মহিলার রোযা রাখার অনুমতি নেই। সে ক্ষেত্রে ভালভাবেই নামায পড়ার অনুমতি হবে না। কারণ নামাযের জন্য তাহারত শর্ত।

আর যেহেতু রোযার মধ্যে কাযা ওয়াজিব তাই ইমাম বুখারী রহ. রোযার বাব আগে উল্লেখ করেছেন। তের বাব পর নামায সম্পর্কিত বাব باب لا تقضي الحائض الصلوة উল্লেখ করবেন।

ব্যাখ্যা : যদি হায়েযা মহিলার নামায ত্যাগ করার স্পষ্ট কোন হুকুম না থাকত তা হলেও তার জন্য নামাযের অনুমতি হত না। কারণ নামাযের জন্য তাহারত শর্ত। اذا فات الشرط فات المشروط অর্থাৎ যখন শর্ত পাওয়া যায়নি তা হলে শর্তযুক্ত বিষয়ও পাওয়া যাবে না।

গবেষণালব্ধ মাসয়ালা : ১. মেয়েদের দু'জনের সাক্ষী একজন পুরুষের সাক্ষীর সমান।

২.দুই ঈদের নামায শহর হতে বের হয়ে ঈদগাহে পড়া মুস্তাহাব।

৩.লা'নত করা হারাম। তবে যদি কারো কুফরীর উপর মৃত্যুর ব্যপারে শর'য়ী নছ বা প্রমাণ থাকে তবে তাকে লা'নত দেয়া যেতে পারে। যেমন, আবু জাহল, উমাইয়া বিন খলফ, ফের'আউন ইত্যাদি।

এ ছাড়া কোন মুসলমান, বরং অমুসলমানের উপর লা'নত দেওয়া জায়েয নেই। এ কথাও মনে বসিয়ে নেয়া চাই যে, কেউ কেউ মহরমের ওয়াযে ইয়াযীদকে লা'নত দিয়ে থাকে। ইহা মোটেই জায়েয নেই। বরং তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা চাই।

৪. হায়েযা মহিলা রোযাও রাখতে পারবে না, নামাযও পড়তে পারবে না। তবে পরবর্তীতে রোযার কাযা করবে, নামাযের নয়।

ফায়দা : মেয়েদের জন্য ঈদগাহে যাওয়া প্রথমাবস্থায় জায়েয ছিল। কিন্তু এখন ফিৎনা-ফাসাদের আশঙ্কায় তা নিষিদ্ধ। হযরত আয়েশা রাযি. ইরশাদ করেন-

لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى اسرائيل

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি মহিলাদের এ নতুন কর্মগুলো (অর্থাৎ সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যাওয়া, সাজসজ্জা করে বের হওয়া) দেখতেন তা হলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করে দিতেন যেমনিভাবে বণী ইসরাইলের মেয়েদের নিষেধ করা হয়েছে।

অধ্যায় ২০৯

بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْآيَةَ وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ يَخْرُجَ الْحُيَّضُ فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ وَيَدْعُونَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْيَانَ أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ) الْآيَةَ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي وَقَالَ الْحَكَمُ إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) *

হায়েযা মহিলা বাইতুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত হজ্জের সব কাজ আদায় করবে। ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. বলেন, হায়েযা মহিলা একটি আয়াত পড়ে নেয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. জুনুবী ব্যক্তির কোরআন মজীদ পড়া দোষণীয় মনে করতেন না। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি মূহূর্তে আল্লাহর যিকর করতেন। উম্মে আতিয়্যা রাযি. বলেন, (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায়) হায়েযা মহিলাদেরকে ঈদগাহে নেয়ার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হত। তারা (সেখানে গিয়ে) লোকদের সাথে তাকবীর বলবে এবং দো'আর মধ্যে শরীক হবে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমার নিকট আবু সুফয়ান বর্ণনা করেছেন যে, হেরাক্লিয়াস (রোমের বাদশাহ) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠিটি চাইল এবং পাঠ করল। তাতে লিখা ছিল- আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি দয়ালু এবং করুণাময়। আর (এ আয়াত লিখা ছিল) হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা এমন কথার মধ্যে এসে যাও যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমানভাবে মানা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করব না। তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না। ... আয়াতের শেষ পর্যন্ত। 'আতা রহ. হযরত জাবের রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা রাযি.র হায়েয হয়েছিল। তিনি বাইতুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত হজ্জের সকল কাজ আদায় করেছেন। (এ সময়ে) নামায পড়তেন

না। হাকাম রহ. বলেন, আমি জানাবতের সময়ে পশু জবাই করি। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, তোমরা সে পশু হতে ভক্ষণ করো না যার উপর (জবাই করার সময়) আল্লাহ তা'আলার যিকির করা হয়নি।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, পূর্বের বাবে হায়েযা মহিলার জন্য রোযা বাদ দেয়ার আলোচনা করা হয়েছে যা হল ফরয। আর এ বাবে তওয়াফ বাদ দেয়ার বর্ণনা করা হচ্ছে যা হজ্জের একটি রুকন এবং ফরয।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হায়েযা মহিলা ইহরামের পর হজ্জের সকল রুকন আদায় করতে পারবে। শুধুমাত্র বাইতুল্লাহর তওয়াফ করতে পারবে না।(উমদা)

হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী রহ.র কথাও প্রায় এরূপ। তিনি বলেন-

مقصود البخاری بهذا الباب ان الحيض لا يمنع شيئا من مناسك الحج غير الطواف بالبيت و الصلوة عقيبه وان ما عدا ذالك من المواقف و الذكر والدعاء لا يمنع الحيض شيئا منه فتفعله الحائض كله(فتح البخاری للحافظ ابن رجب رح)

অর্থাৎ এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল- হায়েয হজ্জের করণীয় বিষয়াবলী হতে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। এরপর নামায রয়েছে। এ ছাড়া ওকুফ করা, যিকির করা, দো'আ করা-হায়েয এগুলোর কোনটিরই প্রতিবন্ধক নয় হায়েযা মহিলা এসবগুলোই করতে পারবে।

হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী রহ. বলেন-

و الاحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال و غيره ان مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض و الجنب بحديث عائشة الخ

অর্থাৎ সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল যা ইবনে বাত্তালের অনুগত হয়ে ইবনে রশীদ বলেছেন যে, তার উদ্দেশ্য হল হায়েযা মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য হযরত আয়েশা রাযি.র হাদিস দ্বারা কোরআন তিলাওয়াত করার বৈধতা প্রমাণ করা।

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, হায়েযা মহিলার জন্য যিকির-আযকার, তসবীহ তাহলীল সবই জায়েয। ইহা (ইমাম বুখারী রহ.র এ উদ্দেশ্য হওয়া) مرجوح। বরং ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল হায়েযা মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য তিলাওয়াতে কোরআনের বৈধতা প্রমাণ করা। ইহাই হাফেয ইবনে বাত্তাল এবং ইবনে রশীদের উক্তি।

٢٩٨ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ ذَلِكِ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي *

২৯৮. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (মদীনা হতে) বের হলাম। আমরা হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর আলোচনা করতাম না। (অর্থাৎ হজ্জের উদ্দেশ্যেই বের হলাম। আমাদের মুখে হজ্জ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর আলোচনা ছিল না।) যখন আমরা সরফ নামক স্থানে পৌছলাম তখন আমার হায়েয হয়ে গেল। (এ ঘটনায়) আমি কাঁদতে লাগলাম। এ সময়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার নিকট আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাঁদার কারণ কী? আমি বললাম, আমার এ আকাঙ্খা যে, আমি এ বৎসর হজ্জে না আসতাম! তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার নেফাস (অর্থাৎ হায়েয) এসেছে। আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, ইহা এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস্সালামের মেয়েদের উপর লিখে রেখেছেন। এখন তুমি হজ্জকারীদের সকল কাজ করবে। শুধুমাত্র বাইতুল্লাহর তওয়াফটা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত করতে পারবে না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে- فافعلى ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى দ্বারা।

ব্যাখ্যা : এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র মূল উদ্দেশ্য হল হায়েযা মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য কোরআন তিলাওয়াত জায়েয যেমনিভাবে মুহদিস (বে-অযু)-এর জন্য জমহুরের মতে তিলাওয়াত জায়েয।

ইমামগণের মাযহাবের বিবরণ : এ বিষয়ে তিনটি মাযহাব আছে।

১. ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. প্রমুখ অর্থাৎ সকল সাহাবী এবং তাবে'য়ীদের মতে হায়েযা মহিলা বা জুনুবী ব্যক্তির জন্য কোরআন তিলাওয়াত জায়েয নেই। তবে এক আয়াতের কম হলে হানাফীদের মতে জায়েয আছে। আর তিলাওয়াতের নিয়্যত না হয়ে যদি দু'আ, যিকিরের নিয়্যতে হয় তা হলে পুরা আয়াতই জায়েয আছে।

২. ইমাম বুখারী রহ., ইমাম দাউদ যাহেরী এবং ইবনে মুনযিরের মতে জুনুবী এবং হায়েযা উভয়ের জন্য সর্বাবস্থায় তিলাওয়াত জায়েয আছে।

৩. ইমাম মালেক রহ. হতে দু'টি উক্তি বর্ণিত রয়েছে। একটি হল সর্বাবস্থায় জায়েযের। অর্থাৎ জুনুবী এবং হায়েযা মহিলার জন্য তিলাওয়াত জায়েয আছে। ইমাম মালেক রহ.র দ্বিতীয় উক্তি হল - জুনুবী ব্যক্তির জন্য নাজায়েয। তবে হায়েযা মহিলার জন্য জায়েয । এর কারণ হল হায়েয একটি অনিচ্ছাকৃত বিষয়। আর হায়েযের মুদ্দতও জানাবতের তুলনায় বেশী হয়। জুনুবী ব্যক্তি যখনই ইচ্ছা করে গোসল করে পাক হতে পারে। কিন্তু হায়েযা মহিলা তা পারে না। তাই হায়েযার জন্য কোরআন তিলাওয়াত করা জায়েয আছে। কারণ না পড়লে সে ভুলে যাবে।

ইমাম বুখারী রহ.র দলীল : ইমাম বুখারী রহ. সর্বপ্রথমে ইবরাহীম নখ'য়ী রহ.র বাণী পেশ করেছেন যে, হায়েযা মহিলা যদি এক আয়াত পড়ে ফেলে তা হলে কোন ক্ষতি নেই।

প্রথমত : জমহুর সাহাবী, তাবে'য়ী, আইম্মায়ে কিবার এবং মুহাদ্দেসীনদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী কোন মাযহাব বানানোর জন্য প্রয়োজন ছিল কোরআন হাদিস হতে কোন মযবুত দলীল পেশ করা। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. পেশ করেছেন একজন তাবে'য়ীর উক্তি। তাবে'য়ী সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন- هم رجال و نحن رجال।

তদুপরি ইবরহীম নখ'য়ী রহ.র উক্তিও স্পষ্ট নয়। কারণ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি দু'আ এবং যিকির হিসেবে এক আয়াত পাঠ করার অনুমতি দিয়েছেন। আর আমাদের মতও ইহাই যে, যিকির এবং দু'আর নিয়্যতে কোরআনের পাঠ করলে কোন ক্ষতি নেই। শুধুমাত্র তিলাওয়াতের নিয়্যতে পড়া নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় দলীল : ইমাম বুখারী রহ.র দ্বিতীয় দলীল হল হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.র আসর। তিনি জুনুবী ব্যক্তির কোরআন তিলাওয়াতকে দোষণীয় মনে করতেন না।

ইমাম বুখারী রহ. হায়েযা মহিলাকে জুনুবী ব্যক্তির উপর কিয়াস করেছেন। অথচ এ কিয়াসটি সঠিক হয়নি। কারণ জানাবতের নাজাসত এবং হায়েযের নাজাসতের মধ্যে পার্থক্য আছে। জানাবতের নাজাসত হল হুকমী। আর হায়েযের নাজাসত হল হাকীকী।

হাফেয আসকালানী রহ. এবং অন্যান্য অনেকে ইবনে মুনযির হতে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.র উক্তি অবিচ্ছিন্ন সনদে এ শব্দে উল্লেখ করেছেন- كان يقرأ ورده و هو جنب অর্থাৎ ইবনে আব্বাস রাযি. জানাবত অবস্থায়ও তার ওযীফা পুরা করে নিতেন।

অথচ এতে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কোরআনের আয়াত ব্যতীত অন্য ওযীফা হবে। অথবা কোরআনের আয়াতের দু'আর বাক্য হবে। অথবা তিলাওয়াতের নিয়্যত হবে না। কাজেই এতসব সম্ভাবনা নিয়ে তার এ উক্তি দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।

তৃতীয় দলীল : ইমাম বুখারী রহ. এবং অন্যান্যদের তৃতীয় দলীল এবং গুরুত্বপূর্ণ দলীল হল হযরত আয়েশা রাযি.র প্রসিদ্ধ হাদিস যা সহীহ মুসলিমের প্রথম খন্ডের ১৬২ পৃষ্ঠায় অবিচ্ছিন্ন সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময়ে আল্লাহর যিকির করতেন। আর সব সময়ের মধ্যে পবিত্রতার

সময় এবং জানাবতের সময় সবই অন্তর্ভুক্ত। আর 'যিকির' বলে কোরআন এবং হাদিসে পবিত্র কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। যেমন -انا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমি 'যিকর' (কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার হিফাযতকারী। তদ্রূপ আরেক আয়াতে রয়েছে- انزلنا اليك الذكر অর্থাৎ আমি আপনার উপর 'যিকর' অবতীর্ণ করেছি। আর হাদিস শরীফে রয়েছে- خير الاذكار القرآن অর্থাৎ সর্বোত্তম যিকির হল আল কোরআন।

জমহুরের পক্ষ হতে উত্তর : জমহুরের পক্ষ হতে এ উত্তর দেয়া হয় যে, প্রথমত : এখানে যিকির দ্বারা যিকিরে কলবী উদ্দেশ্য যা কেহই অস্বীকার করে না। দ্বিতীয়ত : যদি 'যিকরে লিসানী' উদ্দেশ্য নেয়া হয় তা হলে উদ্দেশ্য হবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থাপযোগী আল্লাহর যিকির করতেন। যেমন সওয়ারীর উপর উঠার সময়ে বা সওয়ারী থেকে নামার সময়, ঘুমানোর সময় এবং ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার সময়, মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় - এ ধরণের বিভিন্ন সময়ে যে বিভিন্ন দু'আ এবং যিকির হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেছেন বা পসন্দ করেছেন তার সবগুলোর তফসীল হাদিসের কিতাবে রয়েছে। এখন যদি কোন দু'আর মধ্যে কোরআন মজীদের আয়াতের টুকরা থেকে থাকে তবে তা রয়েছে যিকির হিসাবে, তিলাওয়াত হিসেবে নয়। তাই বুঝা গেল যে, এ দলীলটি সঠিক নয়।

চতুর্থ দলীল : চতুর্থ দলীল হল উম্মে 'আতিয়্যার রেওয়ায়াত। ইমাম বুখারী রহ. এখানে তা'লীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ১৩৪পৃষ্ঠায় ابواب العيدين-এ সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. এর দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, হযরত উম্মে 'আতিয়্যা রাযি. বলেন, আমাদেরকে হুকুম দেয়া হত যে, ঈদের দিন মহিলাদেরকে সাথে নিয়ে চল। তা হলে তারা লোকদের সাথে দু'আ এবং তাকবীরের মধ্যে শরীক হবে। ইমাম বুখারী রহ. يدعون দ্বারা দলীল পেশ করেন। কাশমীনি يدعين রেওয়ায়াত করেছেন।

উদ্দেশ্য হল, যখন তারা দু'আ করবে তা হলে কোরআনের দু'আও যেমন ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار-ও তারা পড়বে। তাহলে বুঝা গেল হায়েযের অবস্থায় কোরআন মজীদ পড়া জায়েয আছে।

এ দলীল এ কারণে তার দাবী প্রমাণ করবে না যে, দু'আর মধ্যে কোরআনের আয়াত এসে যাওয়া তিলাওয়াতের নিয়্যতে নয়। আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে তিলাওয়াতের নিয়্যতে পড়ার - যা এ দলীল দ্বারা প্রমাণ হয় না।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি দ্বারা দলীল : পঞ্চম দলীল হল হেরাক্লিয়াসের হাদিস। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরাক্লিয়াস নামক এক কাফের (রোমের বাদশাহ)-এর নিকট একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন যার মধ্যে সূরা আলে ইমরাণের একটি পূরো আয়াত ছিল। তিনি এ জন্যই পাঠিয়েছিলেন সে তা পাঠ করবে। আর জানা কথা যে, কাফেরের নিয়্যত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণে তার গোসলও সহীহ হয় না। আর অযুও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কাফের সর্বাবস্থায় জানাবতের হুকুমে থেকে নাপাক। আর সে কাফের সে চিঠি হাত দিয়ে স্পর্শও করেছে এবং পাঠও করেছে।

উত্তর স্পষ্ট। এ দলীল এ কারণে সহীহ নয় যে, অযু-গোসলের মধ্যে নিয়্যতের শর্ত সর্বজনস্বীকৃত নয়। দ্বিতীয়ত: ইসলামের দাওয়াত এবং তাবলীগ হিসেবেএ চিঠি পাঠানো হয়েছিল - তিলাওয়াতের নিয়্যতে নয়। তৃতীয়ত: এ আয়াত তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়নি। নবম হিজরীতে নাজরানের নাসারাদের প্রতিনিধিদল আসার পর এ আয়াত নাযেল হয়েছিল। তাই বুঝা গেল এ কালিমাগুলো কোরআনের আয়াত ছিল না। ইহা তা, যা তার পবিত্র অন্তরে ওহী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিল। কাজেই এ দলীল সহীহ নয়।

'আতা রহ.র উক্তি দ্বারা দলীল : ষষ্ঠ দলীল হল হযরত জাবের রাযি. হতে 'আতা রহ.র মু'আল্লাক হাদিস। তিনি বলেন, হযরত আয়েশা রাযি.র যখন হায়েযের উযর এসে গেল তখন তিনি তওয়াফ ব্যতীত হজ্জের সকল রুকন আদায় করেছেন। সে রুকনগুলোর মধ্যে যিকির এবং দু'আ রয়েছে যে দু'আগুলোয় কোরআনের আয়াত বিদ্যমান। তাই বুঝা গেল, হায়েযা মহিলা কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে পারে। আর যেহেতু জানাবতের নাজাসত হায়েযের নাজাসত হতে দূর্বল তাই সে ভালভাবেই তিলাওয়াত করতে পারবে।

উত্তর এখানেও স্পষ্ট। দু'আ এবং যিকির হিসেবে পাঠ এবং কোরআনের নিয়্যতে তিলাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই এর দ্বারা জুনুবী এবং হায়েযা মহিলার জন্য কোরআন তিলাওয়াতের উপর দলীল দেয়া ঠিক নয়।

হাকাম রহ.র আমল দ্বারা দলীল : সপ্তম দলীল, হাকাম উক্তি 'আমি জানাবত অবস্থায়ও (পশু) জবাই করি।' এর দ্বারাও তিলাওয়াত জায়েয হওয়ার উপর দলীল দেওয়া সঠিক নয়। কারণ জবাই করার সময় শুধুমাত্র আল্লাহর যিকির তথা بسم الله الله اكبر বলা জরুরী। আর ইহাকে যে তিলাওয়াতে কোরআন বলা যাবে না তা বলাই বাহুল্য। জুনুবী ব্যক্তি এবং হায়েযা মহিলার জন্য যিকির করা আমাদের মতেও জায়েয ।

বাবের হাদিস দ্বারা দলীল : এ রেওয়ায়াতটি কিতাবুল হায়েযের শুরুতে ২৮৯ নং হাদিস হিসেবে উল্লেখ হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ.র দলীল হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ- فافعلى ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى দ্বারা। অর্থাৎ যখন হায়েযা মহিলার জন্য বায়তুল্লাহর তওয়াফ ব্যতীত সকল কাজ করা জায়েয তা হলে কোরআন তিলাওয়াত থেকে নিষেধ করার কোন কারণ নেই। কারণ হজ্জের করণীয় বিষয়গুলোর মধ্যে কোরআনের আয়াত সম্বলিত দু'আও রয়েছে। ইমাম বুখারী মূলত: তিলাওয়াতে কোরআন এবং দু'আ প্রভৃতির মধ্যে কোন তফাৎ করেন না।

জমহুরের দলীল : হযরত আলী রাযি. বর্ণিত দীর্ঘ হাদিস যার শেষে রয়েছে যে, জানাবত ব্যতীত অন্য কোন কিছু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তিলাওয়াতে কোরআনের প্রতিবন্ধক হত না।

(আবু দাউদ ৩০/১, নাসাঈ শরীফ পৃ : ৩০, ইবনে মাজাহ পৃ : ৪৪, তাহাবী শরীফ প্রভৃতি)

২. হযরত ইবনে উমর রাযি.র রেওয়ায়াত-

قال النبى صلى الله عليه وسلم لاتقرأ الحائض و لا الجنب شيئا من القرآن

অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হায়েযা মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তি কোরআনের কোন কিছুই পাঠ করবে না।

শেষাংশে ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন-

وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم و التابعين و من بعدهم مثل سفيان الثورى و ابن المبارك و الشافعى و احمد و اسحاق رح قالوا لا تقرأ الحائض و لا الجنب من القرآن شيئا الا طرف الآية و الحرف و نحو ذالك و رخصوا للجنب و الحائض فى التسبيح و التهليل

অর্থাৎ ইহা অধিকাংশ সাহাবী, তাবে'য়ী এবং পরবর্তী আহলে ইলমদের মত। যেমন, সুফয়ান সওরী, ইবনুল মুবারক, শাফে'য়ী, আহমদ , ইসহাক প্রমুখ। তারা বলেন, হায়েযা মহিলা এবং জুনুবী ব্যক্তি কোরআন তিলাওয়াত করবে না। তবে আয়াতের অংশ বিশেষ বা শব্দ বিশেষ পাঠ করতে পারবে। আর তারা জুনুবী এবং হায়েযা মহিলার তসবীহ - তাহলীলের অনুমতি দিয়েছেন।

এ অর্থের আরও অনেক রেওয়ায়াত রয়েছে। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ.র শর্ত মুতাবিক না হওয়ার কারণে তিনি সেগুলো উল্লেখ করেননি। কিন্তু রেওয়ায়াতের সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে এ রেওয়ায়াতগুলো হাসানের পর্যায়ে রয়েছে যা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য এবং প্রামাণিক।

بَاب الاسْتِحَاضَة

অধ্যায় ২১০ : ইসতিহাযার বয়ান

২৯৯ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْه وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّمَا ذَلك عرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَة فَإِذَا أَقْبَلَت الْحَيْضَةُ فَاتْرُكي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلي عَنْك الدَّمَ وَصَلِّي *

২৯৯. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হযরত ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি পবিত্র হই না (অর্থাৎ রক্ত বন্ধ হয় না।)

আমি কি নামায ছেড়ে দিব? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহা একটি রগের রক্ত। হায়েয নয়। যখন হায়েযের রক্ত আসবে তখন নামায ছেড়ে দাও। হায়েযের পরিমাণ সময় পার হয়ে গেলে তোমার দেহ হতে রক্ত ধুয়ে নাও এবং নামায পড়।

শিরোনামের সাথে মিল : انما ذالك عرق و ليس بالحيضة দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ কথা বর্ণনা করা যে, হায়েয এবং ইসতিহাযার হুকুম পৃথক পৃথক। ইসতিহাযা একটি উযর যা থাকা সত্ত্বেও মুসতাহাযা মহিলা নামাযও পড়বে, রোযাও রাখবে। আর স্বামীর সাথে মুবাশারাতও জায়েয হবে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, উভয় বাবের যোগসূত্র স্পষ্ট। কারণ হায়েয এবং ইসতিহাযা উভয়টি মহিলাদের আহকাম সম্পর্কিত।

ইসতিহাযার সংজ্ঞা :

هى دم يخرج من المرأة فى غير اوقاه المعتادة يسيل من العاذل وهو عرق فى ادنى الرحم دون قعره

অর্থাৎ ইসতিহাযা হল সে রক্ত যা মহিলাদের (লজ্জাস্থান হতে) নিয়মিত সময় ব্যতীত (অন্য সময়ে) আযেল রগ হতে বের হয় যা রেহেমের নিকটে অবস্থিত। রেহেমের গভীরে নয়।

তবে একথাটি আলোচনার দাবী রাখে। কারণ কখনও কখনও কোন অসুস্থতার কারণে রেহেমের গভীর থেকেই নিয়মের অতিরিক্ত রক্ত বের হয়। আর ইহাকে ইসতিহাযাই বলা হয়। এর দ্বারা জানা গেল যে, ইসতিহাযার কারণ ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

و الاستحاضة لغة سيلان الدم فى غير اوقاته المعتادة و فسروا الحيض شرعا بانه دم ينفضه رحم امرأة بالغة من غير داء

অর্থাৎ ইসতিহাযার শাব্দিক অর্থ হল নিয়মিত সময়ের বাইরে রক্ত প্রবাহিত হওয়া। আর উলামায়ে কিরাম হায়েযের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে হায়েয হল সে রক্ত যা প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার রেহেম হতে কোন প্রকার রোগ ছাড়া বের হয়।

استحاضه শব্দটি حيض শব্দের باب استفعال-এর মাসদার। এ বাবের একটি বৈশিষ্ট হল কোন কিছুর মূলের পরিবর্তন এবং রূপান্তর বুঝানো। এখানেও হায়েয রূপান্তর হয়ে ইসতিহাযা হয়ে গিয়েছে।

ثم ان العاذل ليس اسما لذالك العرق كما يفهم بل سمى به ذالك العرق وصفا له بالعاذل فانه اصبح سببا للعذل و اللوم (معارف السنن)

অর্থ : عاذل মূলত : ঐ রগের নাম নয় যেমনটা (ইসতিহাযার সংজ্ঞা দ্বারা) বুঝা যায়। বরং ঐ রগকে এ নাম দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, তা عذل তথা ভৎর্সনার কারণ হয়ে গেছে।

উদ্দেশ্য হল, عاذل সে রগের নাম নয়। বরং যেহেতু তা দিয়ে রক্ত বের হওয়া ভৎর্সনা এবং তিরস্কারের কারণ তাই তাকে عاذل বলে।

প্রকাশ থাকে যে, حيض শব্দটি সবসময়ে মা'রূফের সিগায় ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয় حاضت المرأة। আর استحاضه শব্দটি সবসময়ে মাজহুলের সিগায় ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয় استحيضت المرأة।

এর রহস্য হল এই- এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয় যে, ইসতিহাযার রক্ত নিয়মের পরিপন্থী এবং অচেনা বস্তু। বিষয়টি যেন এমন যে, তার কারণ অজানা রয়ে গেছে। পক্ষান্তরে হায়েয এমন বিষয় যা সবার পরিচিত এবং জানা-শুনা। সব মহিলারই হয়ে থাকে।

মাযহাবের বিবরণ : হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর যদি ইসতিহাযার রূপ দেখা দেয় তা হলে মুসতাহাযা মহিলার উপর একবারই গোসল ওয়াজিব হয়। ইহাই আইম্মায়ে আরবা' এবং জমহুরের মত।

গোসলের পর হানাফীদের মতে প্রতি নামাযের পুরো ওয়াক্তের জন্য অযু করা জরুরী। পরবর্তী ওয়াক্ত আসার পূর্বে এ ওয়াক্তে ওয়াক্তিয়া ফরয ছাড়াও অন্যান্য ফরয এবং নফল আদায় করা যাবে। যখন পরবর্তী ওয়াক্ত আসবে তার জন্য পৃথক অযু করতে হবে। অর্থাৎ নামাযের ওয়াক্ত বেরিয়ে যাওয়া হল অযু ভঙ্গের কারণ।

শাফে'য়ীদের মতে প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করা জরুরী। অর্থাৎ এক অযু দ্বারা একটাই ফরয আদায় করা যায়। তবে তার অনুগত হিসেবে নফল পড়া জায়েয। কিন্তু অন্য ফরয পড়তে হলে পুনরায় অযু করতে হবে।

হানাফীদের দলীল হল বাবে উল্লেখিত হাদিস। اذا اقبلت الحيضة فاترکی الصلوة অর্থাৎ যখন হায়েযের রক্ত আসবে তখন নামায ছেড়ে দাও। فاذا ذهب قدرها الخ অর্থাৎ যখন হায়েযের সময়ের পরিমাণ পেরিয়ে যাবে...। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, اقبال حيض দ্বারা উদ্দেশ্য হল 'নিয়মের সময়' যেমনটা হানাফীরা বলেন। 'রক্তের রং' উদ্দেশ্য নয় যেমনটা শাফে'য়ীরা বলেন। কারণ রং قدر তথা পরিমাণগত বস্তু নয় বরং كيف তথা অবস্থাগত বিষয়।

শাফে'য়ীদের দলীল হল- فان دم الحيض دم اسود يعرف। কিন্তু বাক্যটি মরফু' কি না তার মধ্যে সন্দেহ আছে। বরং ইহা মুদরাজ (যা কোন রাবীর পক্ষ হতে বৃদ্ধি করা হয়েছে)।

দ্বিতীয়ত : এর দ্বারা অধিকাংশ অবস্থার উপর হাওলা করা হয়েছে। মূল হুকুম এর উপর নির্ভরশীল নয়। তাফসীলের জন্য এ বাবটিই অতিশীঘ্রই উল্লেখ হবে- باب اذا حاضت فى شهر ثلث حيض-এ বুখারী শরীফের ৪৭পৃষ্ঠার প্রথম বাবে।

بَاب غَسْلِ دَمِ الْمَحِيضِ

অধ্যায় ২১১ : হায়েযের রক্ত ধোয়ার বর্ণনা

٣٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّي فِيهِ *

৩০০. হযরত আসমা বিন আবু বকর রাযি. বর্ণনা করেন, জনৈকা মহিলা (হযরত আসমা রাযি.) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বলুন - যদি আমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে যায় তা হলে সে কী করবে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে প্রথমে তা মলে নিবে। তারপর পানি দ্বারা ধুয়ে নিবে। তারপর তাতে নামায পড়বে।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনারেম সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

٣٠١ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ ثُمَّ تَقْتَرِصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا فَتَغْسِلُهُ وَتَنْضَحُ عَلَى سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ *

৩০১. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমাদের কারো হায়েয হতো। তারপর পবিত্রতার সময় (অর্থাৎ যখন সে পাক হত) কাপড় হতে রক্ত ঘষে নিত। তারপর তা ধোয়ে নিত এবং পুরো কাপড়ে পানির ছিঁটা দিত। এরপর সে কাপড়ে নামায পড়ত।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনারেম সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

উদ্দেশ্য : হায়েয নাপাক হওয়ার সাথে সাথে ঘৃণ্যও। তাই তা ধোয়ার ক্ষেত্রে মুবালাগা (ভালভাবে ধোয়া) করার প্রয়োজন আছে। ইমাম বুখারী রহ. এ বাবে সে মুবালাগার ধরণ বর্ণনা করছেন। তা হল ধোয়ার পূর্বে অল্প অল্প পানি ঢেলে আঙ্গুল এবং নখ দ্বারা মলে নিবে। এ মলা এবং ঘষার প্রয়োজন এ কারণে যে, কাপড়ের সুতার মধ্যে যে রক্ত পৌঁছেছে তা যেন ধোয়ার সময় বেরিয়ে যায়। এরপর সে অংশ ধোয়ে বাকী অংশে পানির ছিঁটা দিয়ে দিতেন যেন সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

بَاب اعْتِكَاف الْمُسْتَحَاضَة

অধ্যায় ২১২ : মুসতাহাযা মহিলার ই'তিকাফ

٣٠٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِاللَّه عَنْ خَالد عَنْ عكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نسَائه وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ فَرُبَّمَا وَضَعَت الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ *

৩০২. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর এক সহধর্মিণী ই'তিকাফ করেছিলেন। তখন তিনি মুসতাহাযা ছিলেন। রক্ত দেখতে পেতেন। অনেক সময় রক্ত বেশী হওয়ার কারণে তার নিচে (তামার) পাত্র রেখে দিতেন। ইকরামা রহ. বলেন, (একবার) হযরত আয়েশা রাযি. হলুদ রংয়ের পানি দেখতে পেলেন। তখন বলতে লাগলেন, ইহা তো যেন উহাই যা অমুক মহিলা (ইসতিহাযার সময়) দেখতে পেত।

শিরোনামের সাথে মিল : اعتكف معه بعض نسائه و هى مستحاضة - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

٣٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالد عَنْ عكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَت اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِه فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي *

৩০৩. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তার এক স্ত্রী ই'তিকাফ করেছিলেন। তিনি (লাল) রক্ত এবং হলুদ (রক্ত) দেখতেন। তার নিচে (তামার) পাত্র থাকত। আর তিনি নামাযও পড়তেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনারেম সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

٣٠٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ *

৩০৪. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, উম্মাহাতুল মু'মেনীনদের একজন ইসতিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করেছেন।

শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. বর্ণনা করছেন যে, মুসতাহাযা মহিলা ই'তিকাফ করতে পারে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, ইহা জায়েয, মৌলিকভাবে প্রমাণিত। তবে মেয়েদের জন্য ঘরের মসজিদে ই'তিকাফ করা উত্তম। 'ঘরের মসজিদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল সে জায়গা যা নামাযের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। মুসতাহাযার জন্য মসজিদে গিয়ে ই'তিকাফ করা মুসলাহাতের পরিপন্থী।

হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য ইহা বর্ণনা করা যে, হায়েযের কারণে যা নিষিদ্ধ ইসতিহাযার কারণে তা নিষিদ্ধ নয়। তবে এতটুকু সর্তকতা অবলম্বন করা চাই যে, মসজিদ যেন নাপাকযুক্ত না হয়।

আল্লামা ইবনুল জওযী রহ. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণীদের কেহই মুসতাহাযা ছিলেন না। আল্লামা আইনী রহ. বলেন- كان ابن الجوزى قد ذهل عن الروايتين فى هذا الباب الخ

অর্থাৎ ইবনুল জওযী রহ. এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদিস দু'টি হতে বিস্মৃত হয়ে গেছেন।

উদ্দেশ্য হল, আল্লামা ইবনুল জওযী রহ. বুখারী শরীফে বর্ণিত এ হাদিস দু'টি হতে অমনযোগী হয়ে পড়েছেন। কারণ এখানে ৩০৩ নং হাদিসে উল্লেখ রয়েছে - امرأة من ازواجه الخ অর্থাৎ তার জনৈকা স্ত্রী। আর ৩০৪ নং হাদিসে রয়েছে- ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهى مستحاضة অর্থাৎ উম্মুল মু'মেনীনদের একজন ইসতিহাযা অবস্থায় ই'তিকাফ করেছেন। এ রেওয়ায়াত দু'টিই ইবনুল জওযীর মত খন্ডনের জন্য যথেষ্ট।

بَاب هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

অধ্যায় ২১৩ : হায়েযের কাপড়ে কি মহিলারা নামায পড়তে পারবে?

৩০৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا *

৩০৫. হযরত আয়েশা রাযি.বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় আমাদের একেকজন মহিলার একটাই কাপড় থাকত। হায়েযের সময়ও তাই পরিধান করত। তাতে রক্ত লেগে গেলে থু থু লাগিয়ে নখ দ্বারা তা তুলে ফেলত। (তারপর সে স্থান ধুয়ে ফেলত।)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন- ولم يذكر هذا اختصارا و اعتمادا على الظاهر (অর্থাৎ ইহা - ধোয়ার কথা - সংক্ষেপ করার জন্য এবং স্পষ্ট থাকার কারণে উল্লেখ করেননি।)

শিরোনামের সাথে মিল : ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه দ্বারা শিরোনামের হাদিসের মিল ঘটেছে। প্রকাশ থাকে যে, সে কাপড়টি পাক করে তাতেই নামায পড়তেন - যা দ্বারা শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. শরহে তারাজিমে উল্লেখ করেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল হায়েযের কাপড়ে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করা। এর প্রয়োজন এ কারণে ছিল যে, প্রাক-ইসলাম যুগে মহিলারা তাদের হায়েযের কাপড় পরিবর্তন করে ফেলত এবং তারা তা আবশ্যকীয় মনে করত।

ইমাম বুখারী রহ. ইহা বলতে চাচ্ছেন যে, হায়েযের সময় ব্যবহৃত কাপড় যদি নাপাকযুক্ত হয়ে পড়ে তা হলে নাপাকযুক্ত অংশ ধুয়ে নিবে। আর যদি নাপাক থেকে মুক্ত থাকে তা হলে তা পাক এবং তাতে নামায পড়া যাবে।

দারিদ্রতা এবং সচ্ছলতার যুগের পার্থক্য : শিরোনাম এবং বাবে উল্লেখিত হাদিস দ্বারা হায়েযের সময়ের কাপড়ে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

সম্ভাবনা রয়েছে যে, হযরত আয়েশা রাযি.র এ উক্তিটি ইসলামের প্রথম যুগের - যখন অভাব অনটনের যুগ ছিল। তখন হায়েয এবং পবিত্রতার সময়ের পৃথক কোন পোশাক ছিল না। বিজয় এবং সচ্ছলতা আসার পর এ অবস্থা আর থাকেনি। যেমন হযরত উম্মে সালমা রাযি.র উক্তি রয়েছে যা ২০৬ নং অধ্যায়ের ২৯৩ নং হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে - فاخذت ثياب حيضتى অর্থাৎ আমি আমার হায়েযের কাপড় পরে আসলাম।

অবশ্য এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এখানে হায়েযের পোশাক দ্বারা উদ্দেশ্য হল হায়েযের জন্য নির্ধারিত লেংগট বিশেষ। পুরো পোশাক উদ্দেশ্য নয়।

কিন্তু ইহা শুধুমাত্র সম্ভাবনার কথা। হযরত উম্মে সালমা রাযি.র ভাষ্য দ্বারা একাধিক পোশাক থাকার কথা জানা যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তার নিকট হায়েয এবং পবিত্রতার সময়ের পৃথক পৃথক পোশাক ছিল। আর হযরত আয়েশা রাযি.র ইরশাদের সম্পর্ক ইসলামের শুরু যুগের সাথে যখন বস্তুত :ই অভাব-অনটন এবং কষ্টের সময় ছিল।

আল্লাহ তা'আলা যদি সচ্ছলতা দান করেন তা হলে একাধিক পোশাক থাকা কোন দোষণীয় বিষয় নয়। বরং واما بنعمة ربك فحدث (তোমার প্রভূর নি'আমতের প্রকাশ কর।)-এর বহি :প্রকাশ হওয়া চাই।

بَاب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

অধ্যায় ২১৪ : হায়েযের গোসলের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা

৩০৬ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَ أَبو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ

ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ أَبو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

৩০৬. হযরত উম্মে 'আতিয়্যা রাযি. বলেন, আমাদেরকে কারো মৃত্যুতে তিনদিনের অধিক শোক করা হতে নিষেধ করা হত। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক করার নির্দেশ ছিল। (এবং শোকের দিনগুলোয়) সুরমা লাগানো, সুগন্ধি ব্যবহার এবং রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হত। তবে যে কাপড়ের সুতা পূর্ব হতেই রঙ্গিন ছিল (তা নিষিদ্ধ ছিল না।) হায়েয হতে পাক হওয়ার সময় এ অনুমতি ছিল যে, যখন আমরা হায়েযের গোসল করি তখন কিছুটা যেন কুশতে আযফার লাগিয়ে নেয়া হয়। আর আমাদের (মহিলাদের) জানাযার পিছনে পিছনে যাওয়াও নিষেধ করা হত। এ হাদিসটি হিশাম বিন হাস্‌সান হযরত হাফসা (বিনতে সিরীন) হতে তিনি উম্মে 'আতিয়্যা হতে তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : وقد رخص لنا عند الطهر الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : পূর্বের বাবের হাদিসে হায়েযের রক্ত হতে পবিত্রতা অর্জন করার কথা তথা تنظيف-এর কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ বাবে ইহা বর্ণনা করা হচ্ছে যে, গোসল করার সময় দূর্গন্ধ দূর করার জন্য বিশেষ স্থানে সুগন্ধি ব্যবহার (تطييب) করবে। অর্থাৎ تنظيف এর পর تطييب এর আলোচনা হচ্ছে। এমনকি শোক পালনের সময়েও যদি হায়েযের সম্মুখীন হতে হয় তা হলেও তার দূর্গন্ধ দূর করার জন্য শোককারিণীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয আছে। আল্লামা কুস্তুল্লানী রহ. বলেন, শর্ত হল ইহরাম অবস্থায় হতে পারবে না। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. শরহে তারাজিমে লিখেন- يعنى انه سنة (অর্থাৎ ইহা সুন্নত।)

ব্যাখ্যা : বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোয় - যেমন ফাতহুল বারী, উমদাতুল কারী কিতাবে - সনদে قال ابو عبد الله اوهشام بن حسان عن حفصة এর পরে রয়েছে حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية عن النبى صلى الله عليه و سلم الخ

قال ابو عبد الله হতে পরবর্তী ইবারত শুধুমাত্র কয়েকটি নুসখায় (মুসতামলী এবং করীমায়) রয়েছে। আর ابو عبد الله দ্বারা উদ্দেশ্য হল স্বয়ং লিখত তথা ইমাম বুখারী রহ.।

উদ্দেশ্য হল, ইমাম বুখারী রহ. বলেন যে, হাম্মাদের এ সন্দেহ হয়েছে যে, এ দু'জন শায়খ আইয়ুব এবং হিশাম হতে যে কোন একজনে এ রেওয়ায়াতটি হাফসা হতে নকল করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. এ হাদিসটি এ সনদেই কিতাবুত্তালাক পৃষ্ঠা ৮০৪-এ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেখানে সন্দেহ প্রকাশক কোন ইবারত নেই।

كنا ننهى - কোন সাহাবী যদি امرنا বা نهينا বলেন অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনের মতে তখন হাদিসটি মরফু'য়ের হুকুমে থাকে। حفصة -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হাফসা বিনতে সীরিন আনসারী। তাঁর কুনিয়্যত উম্মুল হুযাইল। উমদাতুল কারী প্রভৃতি কিতাবে এরূপই রয়েছে। মাওলানা ওয়াহিদুযযামান সাহেব তাইসীরুল বারী কিতাবের প্রথম খন্ডে অনুবাদ করতে গিয়ে কলমের ভুলে উম্মুল মু'মেনীন লিখে দিয়েছেন। نحد - নূনে পেশ এবং 'হা'এ যের। বাবে افعال হতে। অর্থ সাজ-সজ্জা ত্যাগ করা। শোক প্রকাশ করা। الا ثوب عصب - 'আইন'এ যবর এবং 'ছোয়াদ' সাকিন। এমন চাদর যার সুতোর মধ্যে প্রথমে কয়েকটি গিরা দেয়া হত তারপর এ অবস্থায়ই রং দেয়ার পর কাপড় বুনন করা হত।(উমদাতুল কারী) যেখানে যেখানে গিরা রয়েছে সেখানে রং লাগবে না। বরং সাদা থেকে যাবে। সম্ভবত: এ কারণেই অনেকে عصب এর অর্থ বলেছেন 'ধারীদার' (ঝালরবিশিষ্ট) চাদর।

হাদিসের উদ্দেশ্য হল, শোক (এবং ইদ্দতের) অবস্থায় ঐ সকল কাপড় নিষিদ্ধ যেগুলো 'যীনত' (সৌন্দর্য)এর জন্য রং করা হয়।

ইমাম নববী রহ. বলেন-

قال ابن المنذر اجمع العلماء على انه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة و المصبغة الا ما صبغ بسواد فرخص المصبوغ بالسواد الخ

অর্থাৎ ইবনুল মুনযির বলেন, ' উলামাগণ এ বিষয়ে একমত যে, শোকপালনকারিণীর জন্য কালো রং দ্বারা রঙ্গীন কাপড় ব্যতীত অন্য রংয়ের কাপড় বা হলুদ রংয়ে রঙ্গীন কাপড় পরিধান করা জায়েয নয়।....'

এর দ্বারা জানা গেল যে, শোকপালনকারিণীর জন্য কালো পোশাক পরিধান করা জায়েয। তাই ثوب عصب সম্ভবত : ফিকে কালো রংয়ের হবে। কারণ 'ধারীদার' চাদর ইয়ামেনের উঁচুমানের কাপড় হিসেবে গণ্য - যা সর্দাররা এবং সুলতানরা পরিধান করতেন। যেমন আল্লামা ইবনে হুমাম রহ. বলেন, আমাদের মতে (শোকপালনকারিণী) عصب পরিধান করবে না।

এখানে এতটুকু মনে রাখা চাই যে, ثوب عصبও যদি উত্তম হয় এবং সাজ-সজ্জার কারণ হয় তা হলে তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। কারণ নাসাঈ শরীফের দ্বিতীয় খন্ডে- باب ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة (পৃ : ১০১) الا শব্দের পরিবর্তে রয়েছে لا। অর্থাৎ রেওয়ায়াত এভাবে রয়েছে - لا تلبس ثوبا مصبوغا و لا ثوب عصب الخ। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অন্যান্য রঙ্গীন কাপড়ের মত ثوب عصبও নিষিদ্ধ। অর্থাৎ যে কাপড় দ্বারাই শোভাবর্ধন উদ্দেশ্য হয় তাহাই নিষিদ্ধ।

نبذة - নূনে পেশ এবং যবর দুটোই হতে পারে। আর 'বা'এর মধ্যে সাকিন। এর বহুবচন হল انباذ। অর্থ সামান্য অংশ। এখানে উদ্দেশ্য টুকরা।(উমদাতুল কারী)

كست اظفار - বুখারী শরীফের কিতাবুত্তালাক ৮০৪ পৃ : একটি নুসখায় রয়েছে كست ظفار আলিফ ব্যতীত। মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ডের ৪৮৮ পৃষ্ঠায় এক রেওয়ায়াতে রয়েছে نبذة من قسط او اظفار। আরেক রেওয়ায়াতে রয়েছে نبذة من قسط و اظفار। তা ছাড়াও আবু দাউদ প্রথম খন্ডের ৩১৫ পৃষ্ঠা এবং নাসাঈ শরীফ দ্বিতীয় খন্ডের ১০১ পৃষ্ঠায়ও তদ্রূপ واو হরফে 'আতফ সহকারে من قسط و اظفار বর্ণিত রয়েছে। আর ইবনে মাজাহ দ্বিতীয় খন্ড ১৫২ পৃষ্ঠায় كتاب الطلاق-এ او দিয়ে এভাবে বর্ণিত হয়েছে- من قسط او ظفار। মোট কথা, এ বিষয়ে তিন ধরণের রেওয়ায়াত রয়েছে :-

১.كست اظفار- 'আতফ ব্যতীত ইযাফত সহকারে। যেমন এখানে - বুখারী শরীফ প্রথম খন্ডের ৪৫ পৃষ্ঠায় এবং বুখারী শরীফ ৮০৪ পৃষ্ঠায়।

২. হরফে 'আতফ সহকারে قسط و اظفار। যেমন মুসলিম শরীফের ৪৮৮ পৃষ্ঠার এক রেওয়ায়াতে। তা ছাড়া নাসাঈ শরীফ এবং আবু দাউদ শরীফেও হরফে 'আতফ সহকারেই বর্ণিত হয়েছে।

৩. او সহকারে যা تخير বুঝায় - قسط او اظفار। যেমন মুসলিম শরীফের ৪৮৮ নং পৃষ্ঠায়ই এক রেওয়ায়াতে এবং ইবনে মাজাহ-র কিতাবুত্তালাকের ২৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

كست اظفار - كست শব্দটি ق দিয়ে قسطও বলা হয়। যেমন ইমাম বুখারী রহ. কিতাবুত্তালাকে লিখেছেন- يقال الكست و القسط – الكافور و القافور।

كست اظفار - হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন- اوجه التقادير فيه انه عطف بحذف حرف العطف অর্থাৎ সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল এখানে হরফে 'আতফ উহ্য রয়েছে। এরূপ উহ্য থাকাটা আহলে আরবদের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত। এ দু'টি তথা 'কুস্ত' এবং 'আযফার' থেকে যা হয় বা এ ধরণের সুগন্ধিযুক্ত বস্তু হতে ধুনি নেয়া যেতে পারে।

كست - قسط هندى - অর্থাৎ লুবান। اظفار- আলিফ সহকারে - একপ্রকার সুগন্ধিযুক্ত কাঠ যা আবরণবিশিষ্ট নখের মত। অথবা সে কাঠ নখের মত কেটে খোশবু তথা আতর তৈরী করা হয়। ইহাকে اظفار الطيب-ও বলা হয়। এ নামেই আতর ব্যবসায়ীদের নিকট ইহা পাওয়া যায়।

আল্লামা আইনী রহ. লিখেন- وقال ابن التين صوابه قسط ظفار بغير الهمزة منسوب الى ظفار الخ। ইহা قطام-এর ওযনে যেরের উপর মবনী। ظفار ইয়ামানের একটি শহর - যার দিকে ইহা সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। এর দ্বারাই আল্লামা ইবনুত্তীনের সমর্থন পাওয়া যায় যে বুখারী শরীফের ৮০৪ নং পৃষ্ঠায় قسط ظفار-ই উল্লেখ রয়েছে। قسط ظفار অর্থ ইয়ামানের ظفار শহরের উদে হিন্দি।

আর যদি واو সহকারে قسط و ظفار পড়া হয় যেমনটা মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ এবং নাসাঈ শরীফের রেওয়ায়াতে রয়েছে তা হলে হযরত গঙ্গুহী রহ.র সমর্থন পাওয়া যায়।

সারকথা হল, গোসলের সময় এ সুগন্ধিগুলো থেকে যে কোন একটি সুগন্ধি ব্যবহার করবে যেন দূর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। পরবর্তীতে যেন এগুলোর কল্পনা দ্বারা তবি'য়তে ঘৃণা বা মলিনতার সৃষ্টি না হয়।

بَاب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ وَتَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ أَثَرَ الدَّمِ

অধ্যায় ২১৫ : হায়েযের গোসলের সময় মহিলা তার নিজের দেহ ঘষবে এবং গোসল কীভাবে করবে তার বর্ণনা। মিশকমিশ্রিত একটি তুলার টুকরা নিয়ে রক্তের জায়গাগুলোতে মুচে নিবে

যোগসূত্র : উভয় বাবের যোগসূত্র স্পষ্ট। কারণ উভয়টিতেই সুগন্ধি ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে।

٣٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ *

৩০৭. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, জনৈকা মহিলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি তাকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। বললেন, মিশক মিশ্রিত একটি তুলার টুকরা নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। সে বলল, কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করব। তিনি বললেন, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। সে বলল, কীভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! পবিত্রতা অর্জন কর। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তারপর আমি তাকে আমার দিকে টেনে নিলাম এবং তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে, রক্তের জায়গায় (অর্থাৎ লজ্জাস্থানে) তা লাগিয়ে দিবে।

শিরোনামের সাথে মিল : ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। ১.গোসলের সময় হায়েযা মহিলার তার দেহ ঘষা। ২.হায়েযের গোসলের বিশেষ পদ্ধতি। ৩.মিশক মিশ্রিত তুলা ব্যবহার করা। তৃতীয় বিষয়টির সাথে হাদিসের মিল স্পষ্টভাবে রয়েছে। তবে প্রথম দু'টি বিষয় তথা মহিলার নিজের দেহ ঘষা এবং হায়েযের গোসলের পদ্ধতির সাথে স্পষ্টভাবে মিল নেই। তবে التزاما মিল রয়েছে। কারণ হাদিসের ভাষ্য فامرها كيف تغتسل অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রথমে হায়েযের গোসলের বিশেষ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে গোসলের শেষে রক্তের স্থানে মিশক মিশ্রিত তুলা ব্যবহার করবে। তবে দেহ ঘর্ষণ করার উল্লেখ নেই। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ.র নিয়ম হল - যদি কোন মকবুল হাদিস দলীলযোগ্য হয় কিন্তু তার শর্ত মুতাবিক না হয় তবে তিনি শিরোনামের উল্লেখ করে ইঙ্গিত করে দেন। যেমন সে রেওয়ায়াতটি তাফসীলীভাবে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে যার মধ্যে দলক তথা দেহ ঘর্ষণের কথা উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ডের ১৫০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে-

عن عائشة ان اسماء سئلت النبى صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تاخذ احداكن ماءها و سدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها ثم تصب عليها الماء ثم تاخذ فرصة ممسكة فتطهر بيها الخ

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, আসমা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হায়েযের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেক মহিলা তার গোসলের পানি এবং বরই পাতা নিবে। তারপর ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। (অর্থাৎ বরই পাতা দ্বারা গরম করা পানি দ্বারা গোসল করবে।) তারপর তার মাথার উপর পানি ঢালবে এবং তা ভালভাবে মলে নিবে যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। অত :পর তার উপর পানি ঢালবে। তারপর মিশকমিশ্রিত তুলার টুকরা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে।

এ রেওয়ায়াতে দলক তথা দেহ মলার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই ইমাম বুখারী রহ. তার নিয়ম মুতাবিক শিরোনামের মধ্যে তা উল্লেখ করে তাফসীলী হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। কিন্তু যেহেতু এ হাদিসের সনদে ইবরাহীম বিন মুহাজির রাবী রয়েছেন যিনি বুখারীর রাবী নন তাই তিনি এ দিকে ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হয়েছেন।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র শিরোনামে রয়েছে - دلك المرأة نفسها। এখানে যদি نفس দ্বারা হায়েযের রক্ত উদ্দেশ্য হয় তা হলে শিরোনামের অর্থ হবে হায়েযের গোসলের সময় মহিলারা রক্তের দাগগুলো ভালভাবে মলে নিয়ে গোসল করবে। আর যদি نفس দ্বারা উদ্দেশ্য তার দেহ হয় তা হলে শিরোনামের উদ্দেশ্য হবে হায়েযের গোসলের সময়ে মহিলা তার দেহ ভালভাবে মলে গোসল করবে। অর্থাৎ সাধারণ গোসল হতে হায়েযের গোসলে গুরুত্ব বেশী দিয়ে গোসল করবে।

بَاب غَسْلِ الْمَحِيضِ

অধ্যায় ২১৬ : হায়েযের গোসলের বর্ণনা

٣٠٨ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ تَوَضَّئِي بِهَا فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

৩০৮. হযরত আয়েশা রাযি.বর্ণনা করেন, আনসারী গোত্রের জনৈকা মহিলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করল যে, আমি হায়েযের গোসল কীভাবে করব? তিনি বললেন, (এভাবে করবে। তারপর বললেন,) মিশকমিশ্রিত একটি তুলার টুকরা নিয়ে পবিত্রতা অর্জন কর। তিনি একথা তিনবার বললেন। তারপর তিনি লজ্জিত হয়ে মুখমন্ডল আরেক দিকে ফিরিয়ে নিলেন। অথবা তিনি বললেন, তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন কর। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তারপর আমি তাকে ধরে টেনে আনলাম। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বুঝাতে চাচ্ছেন তা তাকে বলে দিলাম।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে- হাদিসের ভাষ্য كيف اغتسل من المحيض قال خذى فرصة ممسكة و توضئى দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. বলেন, শিরোনামের উদ্দেশ্য হল গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা করা। যেমন আনসারিয়া মহিলার উক্তি - كيف اغتسل এ বিষয়টি বুঝাচ্ছে যে, এখানে প্রশ্ন গোসল সম্পর্কে নয়। কারণ ইহা একটি প্রামাণ্য বিষয়। বরং প্রশ্নের সম্পর্ক হল গোসলের পদ্ধতি সম্বন্ধে। তাই এ বাবে এমন গোসলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্যসব গোসল হতে পৃথক।

ব্যাখ্যা : توضئى- ইহা امر حاضر এর সীগা। এখানে اصطلاحى অযু উদ্দেশ্য নয়। বরং আভিধানিক অর্থ তথা تطهرى উদ্দেশ্য। او توضئى بها- এখানে হযরত আয়েশা রাযি.র সন্দেহ হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম توضئى بها বলেছেন কি না।

মাসায়েল : ১. তা'আজ্জুব তথা আশ্চর্যান্বিত হলে سبحان الله বলা সুন্নত।
২. মহিলাদের লজ্জাবিষয়ক কথা ইশারা-ইঙ্গিতে বলা উচিত, ইত্যাদি।

بَاب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

অধ্যায় ২১৭ : হায়েযের গোসলের সময় মেয়েদের চুলে চিরুণী করা

٣٠٩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ وَإِنَّمَا

كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَالرَّحْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ *

৩০৯. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি হজ্জাতুল বিদা'র সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইহরাম বেঁধেছিলাম। আমি তাদের মধ্য হতে ছিলাম যারা হজ্জে তামাত্তু'র ইহরাম বেঁধেছে কিন্তু কোরবানীর পশু সাথে আনেনি। তারপর হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তার হায়েয শুরু হয়ে গেল। হায়েয হতে পাক হতে পারেননি। এমনকি আরাফার রাত্র এসে গেল। (অর্থাৎ ৯-ই যিল হজ্জের রাত এসে গেছে।) হযরত আয়েশা রাযি. আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহা তো আরাফার রাত। (অর্থাৎ সকালে আরাফা।) আমি উমরার ইহরাম বেঁধে হজ্জে তামাত্তু'র ইচ্ছা করেছিলাম। (এখন কী করব?) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, তুমি তোমার মাথা খুলে ফেল এবং মাথায় চিরুণী কর। আর তোমার উমরাকে স্থগিত রাখ। আমি তদ্রূপই করলাম। তারপর যখন আমি হজ্জ সম্পন্ন করলাম হুযুর সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেহসাবের রাতে (আমার ভাই) আব্দুর রহমানকে নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাকে তান'য়ীম হতে - আমি যে উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম - সে উমরা করালেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের ভাষ্য امتشطى و انقضى راسك দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে গোসলের দিকে। ইমাম বুখারী রহ. عند غسلها من المحيض দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মেয়েদের সাধারণ নিয়ম হল - হায়েযের গোসলের সময় তারা মাথার চুলের খোঁপা খুলে ফেলে এবং মাথা আঁচড়ায়। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল হায়েযের গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা করা। তাই তিনি পূর্বের বাবে শরীর ডলে-মলে ধোয়ার উল্লেখ করেছেন। এ বাবে মাথা আঁচড়ানোর কথা বলা হয়েছে এবং পরবর্তী বাবে মাথার চুল খোলার আলোচনা করবেন। সার্বিকভাবে ইহাই বলতে চাচ্ছেন যে, ইহরামের গোসলের জন্য যেহেতু আঁচড়ানো অনুমিত তা হলে হায়েযের গোসলের জন্য ভালভাবেই তার অনুমতি থাকবে। কারণ হায়েযের গোসলে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. হজ্জে তামাত্তু'র নিয়্যত করেছিলেন। অর্থাৎ মীকাত হতে শুধুমাত্র উমরার ইহরাম বেঁধেছিলেন।

এর তাফসীলী আলোচনা কিতাবুল হজ্জের মধ্যে করা হবে। এর কিছুটা আলোচনার জন্য নসরুল বারী ৮ম খন্ডে কিতাবুল মাগাযী দেখা যেতে পারে।

بَاب نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

অধ্যায় ২১৮ : হায়েযের গোসলের সময় মহিলাদের চুল খোলা

٣١٠ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلِلْ فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِحَجٍّ فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي قَالَ هِشَامٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ وَلَا صَدَقَةٌ *

৩১০. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, আমরা যিল হজ্জের চাঁদের কাছাকাছি সময়ে (মদিনা হতে) বের হলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা হয় (মীকাত হতে) উমরার ইহরাম বাঁধার সে যেন উমরারই ইহরাম বেঁধে নেয়। কারণ আমি যদি হাদি (কোরবানীর পশু) সাথে না নিতাম তা হলে আমি উমরারই ইহরাম বাঁধতাম। ফলে কিছু সংখ্যক লোক উমরার ইহরাম বাঁধল আর কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের ইহরাম বাঁধল। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যারা উমরার ইহরাম বেঁধেছিল। (ঘটনাক্রমে) আরাফার দিন এসে গেল আর আমি হায়েয অবস্থায় ছিলাম। আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেকায়াত করলাম। (অর্থাৎ আমার অবস্থা বর্ণনা করলাম।) তিনি বললেন, উমরা ছেড়ে দাও। মাথা খুলে ফেল (অর্থাৎ মাথার চুল খুলে ফেল), মাথা আঁচড়ে নাও এবং হজ্জের ইহরাম বেঁধে নাও। আমি তদ্রূপই করলাম এবং হজ্জের কাজ সম্পন্ন করলাম। যখন মিহসাবের রাত্র হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ভাই আব্দুর রহমান বিন আবু বকর রাযি.কে আমার সাথে পাঠালেন। আমি তান'য়ীম পর্যন্ত গেলাম। সেখানে আমি আমার আগের উমরার পরিবর্তে উমরার ইহরাম বাঁধলাম। হিশাম রহ. বলেন, এ সব বিষয়ে কোরবানীও ওয়াজিব হয়নি, রোযাও ওয়াজিব হয়নি বা সদকাও ওয়াজিব হয়নি।

শিরোনামের সাথে মিল : وانقضى راسك و امتشطى দ্বারা শিরোনামের মিল স্পষ্ট।

উদ্দেশ্য : এ হাদিসের বিষয়বস্তুও পূর্বের হাদিসগুলোর মত। আর হাদিসের শেষ অংশ قال هشام ولم يكن فى شئ من ذالك هدى ولا صوم ولا صدقة-এর আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা বর্ণনা করা যে, হায়েযের গোসলের সময় মহিলারা তাদের চুলের খোঁপা খুলবে। গোসলের সময় চুল না খোলার শিথিলতা শুধুমাত্র জানাবতের গোসলের মধ্যে সীমিত। হায়েযের গোসলে এ অনুমতি নেই। শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. এর হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন -

انما سقط عن المرأة فى غسل الجنابة لكثرة الابتلاء و لزوم الحرج

অর্থাৎ জানাবতের গোসলের সময় ইহা রহিত হওয়ার কারণ হল অধিক পরিমাণ সময়ে জানাবতের সম্মুখীন হতে হয়। আর বারবার খুলতে গেলে কষ্ট হয়।

অর্থাৎ হায়েযের গোসল মাসে একবার করতে হয়। আর জানাবতের গোসল বার বার করতে হয়। তাই এতে শিথিলতা করা হয়েছে। তবে জানাবতের গোসলের সময়ও চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো জরুরী।

হাদিসের ব্যাখ্যা : হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন যে, আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যিল হজ্জের নিকটবর্তী সময়ে মদীনা হতে বের হলাম। ইহা হজ্জাতুল বিদা'র কথা বলা হচ্ছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৫শে যিলকদ শনিবার দিন মদিনা মুনাওয়ারা হতে বিরাট একটি জামা'আত নিয়ে রওয়ানা হলেন। যুল হুলাইফা পৌঁছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা হয় উমরার ইহরাম বাঁধবে, আর যার ইচ্ছা হয় হজ্জের ইহরাম বাঁধবে।

ইহা এ কারণেই বলেছেন যে, মদিনা হতে বের হবার সময় ধারণা ইহাই করা হয়েছিল যে, শুধুমাত্র হজ্জ করা হবে। কারণ জাহেলিয়্যতের সময় এ দিনগুলোতে (হজ্জের মাসে) হজ্জের জন্যই নির্ধারিত মনে করা হত। এ দিনে উমরা করাকে নিকৃষ্টতম পাপ মনে করা হত।

যদিও এ ধারণাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুলকা'দা মাসে তিনবার উমরা করে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু সে উমরাগুলোর সাথে হজ্জ ছিল না। এখন তিনি হজ্জ করতে যাচ্ছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমাদের কেউ যদি ইচ্ছা করে উমরার ইহরাম বাঁধতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে হজ্জের ইহরামও বাঁধতে পারে। এর সাথে সাথে তিনি এও বলেছেন - لو لا انى اهديت لاهللت بعمرة অর্থাৎ যদি আমি হাদি (কোরবানীর পশু) সাথে না নিতাম তা হলে আমিও উমরারই ইহরাম বাঁধতাম।

তার উদ্দেশ্য ইহা ছিল যে, তোমরা আমার অবস্থার উপর নিজেকে চিন্তা করো না। আমি উমরার ইহরাম এ জন্য বাঁধিনি যে, আমার সাথে হাদি আছে। আর হাদি সাথে নিয়ে গেলে উমরার ইহরাম বাঁধলেও মাঝখানে ইহরাম খুলতে পারে না। তাই আমি কিরানের ইহরাম বেঁধেছি - যা হজ্জের তিন প্রকারের মধ্যে উত্তম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথার উপর ভিত্তি করেই কেউ উমরার ইহরাম বেঁধেছেন আর কেউ হজ্জের ইহরাম বেঁধেছেন। قال هشام - অর্থ আগে উল্লেখ হয়েছে।

বাহ্যত: হিশামের এ উক্তি সকল মাযহাবের পরিপন্থী। কারণ হযরত আয়েশা রাযি. যে উমরা বাদ দিয়েছেন, আমাদের মাযহাব অনুযায়ী তার ফলে 'দমে জেনায়েত' দিতে হবে। আর শাফে'য়ীদের মাযহাব অনুসারে 'দমে কিরান' দিতে হবে। তাই শাফে'য়ীরা হিশামের উক্তির ব্যাখ্যা করেন যে কোন 'দমে জেনায়েত' দিতে হবে না। আর আমরা ব্যাখ্যা করি যে, কোন 'দমে কিরান' দিতে হবে না।

কিন্তু ইনসাফের কথা হল, ইহা শাফে'য়ীদের কথার সমর্থন করে। নচেৎ لا صوم ولا صدقة কীভাবে মিল হবে? যদি 'দমে জেনায়েত'এর নফী উদ্দেশ্য না হয় তা হলে এ দু'টির নফী দ্বারা কী উদ্দেশ্য? কিন্তু ইহা হিশামের কথা। ইহা হাদিসে মরফু'ও নয় বা কোন সাহাবীর উক্তিও নয় যে তার উত্তর দিতে হবে। (ফয়লুল বারী)

بَاب قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ)

অধ্যায় ২১৯ : আল্লাহ তা'আলার বাণী 'পূর্ণসৃষ্টি এবং অপূর্ণসৃষ্টি'

٣١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَ بِالرَّحِمِ مَلَكًا يَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهُ قَالَ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ وَالْأَجَلُ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ *

৩১১. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা (মেয়েদের রেহেমে) একজন ফেরেশতা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সে ফেরেশতা আরয করেন, হে রব! ইহা নুতফা। (অর্থাৎ মনীর সাদা অংশ।) হে প্রতিপালক! এখন 'আলাকা তথা জমাট রক্ত হয়েছে। হে রব! এখন مضغه তথা গোসতের টুকরা হয়েছে। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন পুরুষ না মহিলা। বদবখত না নেকবখত? (অর্থাৎ দূর্ভাগা না সৌভাগ্যবান?) তার রিযক কী? তার বয়স কী? মায়ের পেটেই এ (সব) লিখা হয়ে যায়।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة দ্বারা। এ হাদিসটি মূলত : مخلقة او غير مخلقة-এর। যেমন হাদিস শরীফে আছে اذا اراد الله ان يقضى خلقه তো ইহাই مخلقة। এর দ্বারা বুঝা গেল اذا لم يرد خلقه يكون غير مخلقة। তবরীর রেওয়ায়াত দ্বারা আরও ভালভাবে স্পষ্ট হয় যে, যখন মায়ের রেহেমে নুতফা পতিত হয় তখন আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতা নির্ধারিত করে দেন। সে ফেরেশতা আরয করেন, হে প্রতিপালক! ইহা مخلقه না غير مخلقه? যদি ইরশাদ হয় ইহা غير مخلقه তা হলে রেহেম তা রক্তের আকৃতিতেই নিক্ষেপ করে দেয়। আর যদি বলেন مخلقه তখন প্রশ্ন করেন যে, এ নুতফা কেমন হবে?......

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র এ শিরোনাম সূরা হজ্জের এ আয়াত হতে নেয়া হয়েছে -

يايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غير مخلقة لنبين لكم

অর্থ : হে লোকেরা! যদি তোমাদের (মৃত্যুর পর) পুনরুত্থানে কোন সন্দেহ থেকে থাকে তবে আমি তোমাদেরকে (প্রথমবার তো) সৃষ্টি করেছিলাম (অর্থাৎ শুরুতে) মাটি হতে, তারপর নুতফা করে, তারপর জমাট রক্তে রূপান্তর করে, তারপর গোসতের টুকরা বানিয়ে - যার সৃষ্টি পূর্ণও হয় এবং অপূর্ণও হয় যেন তোমাদের উপর (নিজের সৃষ্টি) প্রকাশ করে দেই।

অর্থাৎ কারো সৃষ্টি পূর্ণ করা হয় আর কিছু কিছু অপূর্ণ অবস্থায়ই পড়ে যায়। এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য কী? বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হাফেয আসকালানী রহ. লিখেন, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইবনে বাত্তাল রহ. বলেছেন যে, ইমাম বুখারী রহ. এ হাদিসটি হায়েযের অধ্যায় আনা দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের মাযহাবের সমর্থন করা যারা বলেন, হামেলা মহিলার হায়েয আসে না। (ফাতহুলবারী)

কারণ রেহেমের মধ্যে বাচ্চা নিরাপদে থাকা হায়েয বের হওয়ার প্রতিবন্ধক। আর ইহাও জানা গেল যে, হায়েযের রক্ত রেহেমে অবস্থিত বাচ্চার খাবার। ইহাই হানাফী এবং হাম্বলীদের মত। ইমাম শাফে'য়ী রহ.র প্রাক্তন মতও ইহা। তবে শাফে'য়ী রহ.র পরবর্তী মত হল যে, হামেল অবস্থায়ও হায়েয হতে পারে।(ফাতহুলবারী)

মোট কথা, ইমাম বুখারী রহ. এ বিষয়ে হানাফী এবং হাম্বলীদের মাযহাবের অনুকুলে রয়েছেন যে, হামেলা মহিলার হায়েয আসে না। এ বিষয়ে হানাফীদের বড় দলীল হল ইসতিবরায়ে রেহেমের মাসয়ালা। এর তাফসীল হল, বাচ্চা হতে রেহেম মুক্ত কিনা তা জানার জন্য হায়েয আসা একটি নিদর্শন। যদি হামেল অবস্থায় হায়েয আসা মেনে নেয়া হয় তা হলে براءة الرحم من الحمل (হামল হতে রেহেমের মুক্ত হওয়া)-এর কোন নিদর্শনটি থাকবে?

এখন যদি কোন হামেলা মহিলার রক্ত আসে তা হলে সে রক্ত কী হবে? উত্তর হল তা হবে ইসতিহাযার রক্ত, হায়েযের নয়।

হাদিসের ব্যাখ্যা : হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করেন যে, (নুতফা যখন রেহেমে পড়ে) আল্লাহ তা'আলা মহিলার রেহেমে (অর্থাৎ সে রেহেমে) একজন ফেরেশতা নির্ধারিত করে দেন। সে ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন, হে রব! এ নুতফা কি থাকবে? যদি সে নুতফাকে সামনে অগ্রসর করা উদ্দেশ্য হয় তা হলে সে ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার হুকুমে রেহেমের (বাচ্চাদানীর) মুখ বন্ধ করে দেন। তারপর অনুমতিক্রমে তার তরতীব দিতে থাকেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কী করব? অনুমতিক্রমে সাদা নুতফাকে জমাট রক্তে রূপান্তর করেন। বুখারী শরীফের ৪৫৬ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.র রেওয়ায়াতে স্পষ্ট রয়েছে - فى بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذالك الخ। মোট কথা চল্লিশ দিন পর পর পরিবর্তন হতে থাকে। চল্লিশ দিন ফেরেশতা জমাট রক্তকে গোসতের টুকরার আকৃতি দান করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করেন যে, পুরুষ না মহিলা? দূর্ভাগা না সৌভাগ্যবান? তারপর তার রিযিক এবং তার বয়স কী? যখন হুকুম হয় তখন তাই লিখে দেন।

بَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

অধ্যায় ২২০ : হায়েযা মহিলা হজ্জ এবং উমরার ইহরাম কীভাবে বাঁধবে?

٣١٢ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيُحْلِلْ وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يُحِلَّ بِنَحْرِ هَدْيِهِ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ قَالَتْ فَحِضْتُ فَلَمْ أَزَلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي وَأَمْتَشِطَ وَأُهِلَّ بِحَجٍّ وَأَتْرُكَ الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ حَتَّى قَضَيْتُ حَجِّي فَبَعَثَ مَعِي عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مَكَانَ عُمْرَتِي مِنَ التَّنْعِيمِ *

৩১২. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমরা হুজ্জাতুল বিদা'র সময় (মদিনা হতে) বের হলাম। আমাদের কেউ উমরার ইহরাম বেঁধেছে আর কেউ হজ্জের (ইহরাম বেঁধেছে)। আমরা যখন মক্কায় পৌঁছলাম তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে উমরার ইহরাম বেঁধেছে অথচ হাদি (কোরবানী) সাথে আনেনি সে যেন হালাল হয়ে যায়। (অর্থাৎ উমরার ইহরাম খুলে ফেলে।)

আর যে উমরার ইহরাম বেঁধেছে এবং সাথে কোরবানীর পশু এনেছে সে কোরবানী করা পর্যন্ত হালাল হবে না। আর যে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে সে তার হজ্জ পুরা করে নিবে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, (মক্কায় প্রবেশের পূর্বে সরফ নামক স্থানে) আমার হায়েয শুরু হয়ে গেল। এমনকি এ অবস্থায় আরাফার দিন এসে গেল। আমি উমরার ইহরাম বেঁধেছিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন যে আমি যেন আমার মাথা (-এর চুল) খুলে ফেলি, মাথা আঁচড়িয়ে নেই এবং উমরা ছেড়ে দিয়ে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেই। আমি তদ্রূপই করলাম। আমি হজ্জ সম্পন্ন করে নিলাম। তারপর তিনি আব্দুর রহমান বিন আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমাকে হুকুম দিলেন যে, আমি যেন তান'য়ীম থেকে আমার বাদ দেয়া উমরা করে নেই।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের ভাষ্য - اهل بحج দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। কারণ এখানে হায়েযা মহিলার হজ্জের ইহরামের উল্লেখ রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোনামের উদ্দেশ্য হল হায়েযা মহিলা এবং নেফাসবিশিষ্টা মহিলা ইহরাম বাঁধতে পারে। ইমাম বুখারী রহ.র শিরোনামের মধ্যে كيف শব্দটি এনে ইহাই বর্ণনা করতে চান যে, হায়েযা মহিলা কীভাবে এবং কী অবস্থায় ইহরাম বাঁধবে? অর্থাৎ গোসল করে ইহরাম বাঁধবে না কি গোসল ছাড়া ইহরাম বাঁধবে? বাবে বর্ণিত হাদিসে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা রাযি.কে হায়েয অবস্থায় হুকুম দিয়েছিলেন, মাথার চুল খুলে ফেল এবং চিরুণী করে নাও। এর দ্বারা গোসলের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ. এ হাদিসটি উল্লেখ করে জানিয়ে দিলেন যে, যদিও হায়েযা মহিলা গোসল করা দ্বারা পবিত্র হবে না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল করে নেয়া চাই। এ গোসলটি জমহুরের মতে ওয়াজিব নয়। তবে আহলে যাহেরের মতে ইহরামের পূর্বে গোসল করা ওয়াজিব।

আর এ দু'জন (হায়েযা এবং নেফাসবিশিষ্টা মহিলা) তওয়াফ এবং সা'য়ী ব্যতীত হজ্জের সকল করণীয় আদায় করবে। কারণ তওয়াফের জন্য পবিত্রতা শর্ত। আর সা'য়ীর জন্য শর্ত হল যে, তা তওয়াফের পরে হবে। কাজেই যদি তওয়াফের পর হায়েয হয় তা হলে সে সা'য়ী করতে পারবে।

এ হাদিসের বিস্তারিত আলোচনার জন্য নসরুল বারী অষ্টম খন্ডে باب حجة الوداع এ ৪৭২ নং পৃ : দেখা যেতে পারে।

অধ্যায় ২২১

بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ *

হায়েয আসা যাওয়ার (শেষ হওয়ার) বয়ান। মহিলারা হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট ডিব্বার মধ্যে কুরসুফ রেখে পাঠিয়ে দিতেন যার মধ্যে (হায়েযের) হলুদ রং থাকত। হযরত আয়েশা রাযি. বলে দিতেন যে, তাড়া করো না যে পর্যন্ত না নির্মল সাদা দেখতে পাও। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হত হায়েয হতে পাক হওয়া। হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি.র মেয়ের নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, মেয়েরা মধ্যরাতে বাতি চেয়ে নিয়ে দেখত যে, তারা পাক হয়েছে কি না। তিনি বললেন, (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায়) মেয়েরা এমন করত না। তিনি ইহা তাদের জন্য দোষণীয় মনে করলেন। (অর্থাৎ ইহা প্রয়োজনীয় মনে করেননি।)

٣١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي *

৩১৩. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত যে, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশের ইসতিহাযা হত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, ইহা একটি রগ (এর রক্ত)। ইহা হায়েয নয়। যখন তোমার হায়েযের রক্ত আসবে তখন তুমি নামায বাদ দিয়ে দিও। আর যখন হায়েয শেষ হয়ে যাবে তখন গোসল করে নামায পড়বে।

শিরোনামের সাথে মিল : فاذا اقبلت الحيضة فدعى الصلوة واذا ادبرت الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মধ্যে মিল হল এ হিসেবে যে, উভয়টিতে হায়েযের আলোচনা হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : যেহেতু মাসয়ালাটি মতবিরোধপূর্ণ যে, হায়েযের শুরু এবং শেষ কীভাবে জানা যাবে? হায়েযের আসা যাওয়ার ভিত্তি রক্তের রংয়ের উপর হবে না দিন এবং 'আদত' এর উপর হবে?

হানাফীদের মতে এ বিষয়ে রং ধর্তব্য নয় বরং দিনের হিসাব ধর্তব্য। অর্থাৎ হায়েযের দিনগুলোতে যে রংয়েরই রক্ত আসুক - চাই তা কালো হোক বা পীতবর্ণের হোক বা লাল কিংবা সবুজ বা মেটে রংয়ের। এ সবই হায়েয। আর শাফে'য়ীদের নিকট উভয়টাই ধর্তব্য। অর্থাৎ মহিলা যদি معتاده محضه হয় তা হলে শাফে'য়ী এবং হাম্বলীদের মতে তার 'আদত' তথা তার নিয়মকে গ্রহণযোগ্য ধরা হবে। কিন্তু মহিলা যদি مميزه محضه হয় তা হলে রংয়ের পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য ধরা হবে। ইমাম বুখারী রহ.র এ ক্ষেত্রে হানাফীদের সমর্থনে এবং অনুকূলে রয়েছেন। ইমাম বুখারী রহ.র এ মত তার উল্লেখকৃত আসর থেকে জানা যায়। এ আসর দু'টি সামান্য পরিবর্তন সহকারে মুয়াত্তা মালেকের باب طهر الحائض-এ উল্লেখ রয়েছে।

প্রথম আসর : প্রথম আসর হল, মহিলারা ডিব্বার মধ্যে কুরসুফ রেখে হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট পাঠাতেন যে এ রংয়ের রক্ত বের হয়। এখন ইহা হায়েযের মধ্যে ধর্তব্য হবে কি না? হায়েয শেষ হয়েছে কি না? মুয়াত্তা ইমাম মালেক রহ.র ভাষ্য-

كان النساء يبعثن الى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسئلنهامن الصلوة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذالك الطهر من الحيضة

অর্থ : মহিলারা ডিব্বার মধ্যে কুরসুফ রেখে হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট পাঠাতেন -তার মধ্যে হলুদ বর্ণের রক্ত হত। মহিলারা নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত (যে, নামায পড়বে কি না?) হযরত আয়েশা রাযি. বলতেন, জলদী করো না যে পর্যন্ত না নির্মল সাদা দেখ। হযরত আয়েশা রাযি. এর দ্বারা হায়েয হতে পাক হওয়া বুঝাতেন।

এর এক অর্থ হল যে, জলদী করো না যে পর্যন্ত না তোমরা কুরসুফে সাদা আদ্রতা দেখতে পাও যা হায়েযের শেষে বের হয়। এ আদ্রতা হায়েয শেষ হওয়ার নিদর্শন। এর সাথে অন্য কোন রংয়ের সামান্যতম মিশ্রণও থাকবে না। হযরত আয়েশা রাযি.র এ উক্তি দ্বারা বুঝা গেল যে, রংয়ের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। আবার এক অর্থ ইহাও হতে পারে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরসুফ সম্পূর্ণ সাদা অর্থাৎ শুকনো না দেখ- তখন এর দ্বারা বুঝা যাবে যে, এখন আর কোন আদ্রতা বাকী নেই।

দ্বিতীয় আসর : ইমাম বুখারী রহ.র উল্লেখিত দ্বিতীয় আসর হল এই - হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি.র কন্যার (উম্মে কুলসুম) নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, মেয়েরা মধ্য রাতে বাতি চেয়ে নিয়ে তাদের কুরসুফ দেখত যে, তারা পাক হয়েছে কি না? ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্বের প্রকাশ। এর উদ্দেশ্য ছিল - যদি পাক হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে গোসল করে ইশার নামায পড়ে নিবে।

তিনি বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানার মহিলার এরূপ করেননি। তিনি ইহাকে দোষণীয় মনে করলেন। এ কাজটিকে অপসন্দ করার একটি কারণ ইহা হতে পারে যে, শরীয়তের মধ্যে আসানী করা হয়েছে। রাতের মধ্যে চেরাগ চেয়ে নেয়া এবং বার বার দেখা বেশ কষ্টের ব্যাপার - যা শরীয়তের ধারার পরিপন্থী। দ্বিনের মধ্যে কঠোরতা অবলম্বন করা পসন্দনীয় নয় যে, লোকদেরকে অনর্থক নিয়মজারী করে দিবে। যেমন আগে উল্লেখ হয়েছে - لن يشاد الدين احد الا غلبه।

কারো কারো মতে এ কাজটিকে দোষণীয় সাব্যস্ত করার কারণ- রাতের বেলায় চেরাগের আলোতে নির্মল শুভ্রতা অনুধাবন করা কঠিন ব্যাপার। ফলে এমন হতে পারে, সে পবিত্র হয়েগেছে মনে করে গোসল করে ইশার নামায পড়ে নিবে। অথচ সে তখনও পবিত্র হয়নি। সে ক্ষেত্রে এ নামাযটি হায়েয অবস্থায় হবে - যা নাজায়েয।

হযরত আয়েশা রাযি. এবং হযরত যায়েদ বিন সাবেত রাযি.র কন্যার আসর দ্বারা হায়েযের শুরু এবং শেষের বিষয়ে হানাফীদের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ এ আসর দু'টি দ্বারা জানা গেছে যে, হায়েযের শুরু এবং শেষের ভিত্তি কালো এবং লাল রংয়ের রক্তকে সাব্যস্থ করা যায় না। হায়েযের সময় রঙ্গীন আদ্রতা আসা ইহাও হায়েয। সে আদ্রতা শেষ হওয়া হল হায়েয বন্ধ হওয়ার আলামত। রংয়ের হিসাব হবে না যে, শুধু লাল এবং কালো রংয়েরই ধর্তব্য হবে যেমনটা শাফে'য়ী এবং হাম্বলীদের মাযহাব। তাদের দলীল হল আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়ত - فانه دم اسود يعرف। অর্থাৎ হায়েযের রং সাদা হয় যা চিনে নেয়া যায়।

উত্তর স্পষ্ট। ১.ইহা একটি متكلم فيه সনদ। ২.ইহা স্বয়ং শাফে'য়ীদেরও খেলাফ। কারণ তারা লাল রং-কেও হায়েয হিসেবে গণ্য করেন। ৩.ইহা একটি جزئيه - যা كليات-এর মুকাবিলায় গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়াও রক্তের রংয়ের পরিবর্তন দেশ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে এবং খাদ্য ও বয়সের পরিবর্তনের কারণে হয়ে থাকে - যা সবার জ্ঞাত বিষয়। অধিকন্তু বাবের হাদিসটি এ বিষয়ে স্পষ্ট। فاذا اقبلت الحيضة الخ অর্থাৎ যখন হায়েযের দিন শুরু হয়ে যাবে তখন নামায ছেড়ে দাও। আর যখন তা শেষ হয়ে যায় তখন গোসল করে নামায পড়।

অধ্যায় ২২২

بَاب لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَعُ الصَّلَاةَ

হায়েযা মহিলা নামাযের কাযা করবে না। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাযি. এবং হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন (হায়েযের দিনে) নামায ছেড়ে দিবে

٣١٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ *

৩১৪. মু'য়াযা বর্ণনা করেন, জনৈকা হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট আরয করল, আমাদের কোন মহিলা যদি পাক হয়ে যায় তবে কি সে নামাযের কাযা করবে? হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, তুমি কি হারুরী (খারেজী)? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় আমাদের হায়েয আসত। আমাদেরকে নামায কাযা করার হুকুম দিতেন না। অথবা মু'য়াযা এরূপ বলেছেন, আমরা কাযা পড়তাম না।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের সাথে মিল হয়েছে - (اى بقضاء الصلوة) فلا يامرنا به দ্বারা।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবের মধ্যে এ হিসেবে মিল রয়েছে যে, পূর্বের বাবে হায়েয আসার সময় নামায বাদ দেয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। এ বাবেও তদ্রূপ হুকুম আলোচিত হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. ইহা বর্ণনা করছেন যে, হায়েযা মহিলা হায়েযের দিনগুলোতে নামায পড়বে না। আর হায়েয হতে পাক হওয়ার পর সেগুলো কাযাও করতে হবে না।

বলা যেতে পাওে শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে। ১. হায়েযের দিনগুলোতে নামায তরক করা প্রমাণ করার জন্য হযরত জাবের রা. এবং হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি.র আসর পেশ করেছেন। ২. আর পবিত্রতা অর্জিত হওয়ার পর সে নামাযগুলো কাযা ওয়াজিব না হওয়ার উপর হযরত আয়েশা রাযি.র হাদিস পেশ করেছেন।

সার কথা হল, হায়েযা মহিলা নামায, রোযা উভয়টিই তরক করবে। নামাযের কাযা করতে হবে না। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর রোযার কাযা করতে হবে।

শব্দার্থ : اتجزى অর্থ انقضى। جزا – يجزى – جزاء বদলা দেয়ার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর قضى এর অর্থও হয়ে থাকে। মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় اتجزى এর পরিবর্তে রয়েছে انقضى احدانا

الصلوة। احدانا শব্দটি ফা'য়েল এবং صلاتها শব্দটি ম'ফউল। حرورية - 'হা'এ যবর এবং প্রথম 'রা'এ পেশ; حروراء নামক স্থানের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। ইহা কূফার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম।(শরহে মুসলিম-১৫৩)

ব্যাখ্যা : খারেজীদের সর্বপ্রথম সম্মেলন এখানেই তথা হারুরা নামক স্থানে হয়েছিল যা কূফা হতে আনুমানিক দুই মাইল দূর। এখান থেকেই খারেজীদের ফেৎনা শুরু হয়েছিল। খারেজীদের একদলের ধারণা হায়েযের সময়ের নামাযগুলো কাযা করা ওয়াজিব।

হযরত আয়েশা রাযি. বলেছিলেন, তুমি কি হারুরী? অর্থাৎ তুমি কি খারেজী? কারণ খারেজীরাই হায়েযের সময়ের নামাযের কাযা করা ওয়াজিব বলে থাকে। নচেৎ এ নামায কাযা না করার উপর সবাই একমত।

بَاب النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ وَهِيَ فِي ثِيَابِهَا

অধ্যায় ২২৩ : হায়েযা মহিলার সাথে ঘুমানো যখন সে হায়েযের পোশাক পরিহিত অবস্থায় থাকে

٣١٥ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمِيلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ قَالَتْ وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ *

৩১৫. উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালামা রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একই চাদরের নিচে শুয়ে ছিলাম। এ সময় আমার হায়েয শুরু হল। আমি চুপিসারে চাদর হতে বের হয়ে এলাম এবং হায়েযের কাপড় পরিধান করলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি নিফাস (অর্থাৎ হায়েয) এসেছে?' আমি আরয করলাম, 'জী হ্যাঁ।' তারপর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তার সাথে চাদরে নিয়ে নিলেন। যয়নাব বর্ণনা করেন, 'উম্মে সালামা আমাকেও এও বলেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা অবস্থায় তাকে চুমো খেতেন। আর আমি এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উভয়ে মিলে) একই পাত্র হতে জানাবতের গোসল করতাম।'

শিরোনামের সাথে মিল : فادخلنى معه فى الخميلة দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : উভয় বাবে এ হিসেবে মিল রয়েছে যে, উভয় বাবে হায়েয সাথে সম্পৃক্ত হুকুম বর্ণিত হয়েছে। (উমদা)

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল একটি প্রশ্নের নিরসন করা। প্রশ্নটি হল- আবু দাউদ শরীফের একটি রেওয়ায়াতে - যা باب فى الرجل يصيب منها ما دون الجماع-এর অধীনে উল্লেখ হয়েছে - হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে -

عن عائشة انها قالت كنت اذا حضت نزلت عن المثال على الحصيرفلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر

অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, 'যখন আমার হায়েয আসত আমি বিছানা হতে চাটাইতে নেমে পড়তাম। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে যেতাম না এবং তার নিকটও হতাম না - যতদিন না আমি পবিত্র হতাম।'

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এ প্রশ্নের এভাবে নিরসন করেছেন যে, হযরত আয়েশা রাযি. হায়েযের সময়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজের পক্ষ হতে যেতেন না। কারণ হায়েযের সময়ে মহিলারা স্বভাবগতভাবেই স্বামীর নিকট যাওয়া পসন্দ করে না। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

যদি এ অবস্থায় তাদেরকে ডেকে নিতেন তা হলে তারা নিষেধও করতেন না যেমন এ বাবের হাদিসে হযরত উম্মে সালামা রাযি.র যে ঘটনা উল্লেখ হয়েছে তা দ্বারা এ হাদিসের শিরোনাম স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

২. ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য এ শিরোনাম দ্বারা ইহাও যে, হায়েয অবস্থায় স্বামীর সাথে শোয়া এবং ঘুমানো জায়েয যদি নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দ্বারা আবৃত থাকার কারণে মুবাশারাত তথা সঙ্গমের আশংকা না থাকে।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসটি আগে উল্লেখ হয়েছে। হাদিস নং ২৯৩ দ্রষ্টব্য।

এখানে الخميلة শব্দটি দু'বার উল্লেখ হয়েছে। উভয় স্থানেই মা'রেফা তথা নির্দিষ্ট। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, দ্বিতীয় الخميلة দ্বারা প্রথম الخميلة-ই উদ্দেশ্য। কারণ মা'রেফাকে যখন মা'রেফা হিসাবেই পুনরোল্লেখ করা হয় তখন তা দ্বারা প্রথমটাই উদ্দেশ্য হয়। (উমদা)

قالت حدثتنى الخ-قالت এর ফা'য়েল যয়নাব এবং حدثتنى এর ফা'য়েল হযরত উম্মে সালামা রাযি. যেমনটা অর্থের মধ্যে স্পষ্ট। ইহা তা'লীক নয়। বরং উল্লেখিত সনদ দ্বারা মুত্তাসিল।

بَاب مَنِ اتَّخَذَ ثِيَابَ الْحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ الطُّهْرِ

অধ্যায় ২২৪ : যে পবিত্রতার কাপড় ছাড়া হায়েয অবস্থায় ব্যবহারের কাপড় গ্রহণ করল (অর্থাৎ হায়েয এবং পবিত্রতার পৃথক পৃথক কাপড় রাখা)

٣١٦ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي خَمِيلَةٍ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ أَنُفِسْتِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ *

৩১৬. হযরত উম্মে সালামা রাযি. বর্ণনা করেন, 'একবার আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একটি চাদরের নিচে শোয়া ছিলাম। এ সময়ে আমার হায়েয এসে গেল। আমি চুপিসারে বের হয়ে গেলাম এবং আমার হায়েযের কাপড় নিলাম (অর্থাৎ পরিধান করলাম)। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার হায়েয এসেছে?' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তারপর তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তার সাথে চাদরে শুয়ে গেলাম।'

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ فاخذت ثياب حيضتى দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, যদি কোন মহিলা হায়েযের জন্য পৃথক কাপড় রাখে তা হলে তা জায়েয হবে। অপচয়ের মধ্যে গণ্য হবে না।

ব্যাখ্যা : এ হাদিসটি হযরত আয়েশা রাযি.র উক্তি ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه (অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের নিকট একটি মাত্র কাপড় থাকত যার মধ্যে তার হায়েয হত।)-এর পরিপন্থী নয়। কারণ হযরত আয়েশা রাযি.র এ উক্তি ইসলামের প্রথম যুগের সাথে সম্পৃক্ত - যখন অভাব-অনটনের সময় ছিল। কিন্তু যখন বিজয়ের সময় এল এবং মালে গণীমত প্রচুরভাবে আসতে লাগল তখন মুসলমানদের সচ্ছলতা এবং সুখের সময় এসে গেল। মেয়েরাও তখন বিভিন্ন প্রকাশ পোশাক তৈরী করতে লাগল। অর্থাৎ পবিত্রতার ভিন্ন পোশাক এবং হায়েযের ভিন্ন পোশাক অবলম্বন করতে লাগল। আর হযরত উম্মে সালামা রাযি.র হাদিস সে সুখের এবং সচ্ছলতার সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই এ দু'টির মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

بَاب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى

অধ্যায় ২২৫ : হায়েযা মহিলার উভয় ঈদে এবং মুসলমানদের দু'আয় (ইসতিসকা ইত্যাদি) শরীক হওয়া এবং ঈদগাহ থেকে দূরে থাকা

٣١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ

أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلْتَشْهَدِ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ سَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا قَالَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى قَالَتْ حَفْصَةُ فَقُلْتُ الْحُيَّضُ فَقَالَتْ أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَكَذَا وَكَذَا *

৩১৭. হাফসা বিনতে সীরীন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কুমারীদেরকে ঈদের দিনে বের হওয়া হতে নিষেধ করতাম। একবার (বসরা হতে) এক মহিলা আগমন করল। সে বণী খালাফের মহল্লায় অবতরণ করল। সে তার বোন হতে হাদিস নকল করে বর্ণনা করেছে যে, তার ভগ্নীপতি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বারো বার জিহাদে অংশ নিয়েছে। আমার বোন তার সাথে ছয়টি জিহাদে ছিল। সে বলল, আমরা আহতদের চিকিৎসা এবং অসুস্থদের দেখা-শুনা করতাম। (একবার) আমার বোন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, যদি আমাদের কোন মহিলার নিকট কোন চাদর না থাকে আর সে ঈদের দিন বের না হয় তা হলে তা দোষণীয় বিষয় হবে? তিনি বললেন, তার সঙ্গীনিরা তাকে চাদরে জড়িয়ে নিবে। আর তার উচিৎ সে সওয়াবের কাজে এবং মুসলমানদের দু'আয় শরীক হবে। হাফসা বর্ণনা করেন, উম্মে আতিয়্যা আসলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে এ হাদিস শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমার পিতা তাঁর উপর কোরবান হোক। উম্মে আতিয়্যা যখনই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখ করতেন তখনই বলতেন, আমার পিতা তার উপর কোরবান হোক। আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, কুমারী যুবতীরা এবং পর্দানশীণ মহিলারা এবং হায়েযা মহিলারা (সবাই বের হবে।) আর সওয়াবের কাজে এবং মুসলমানদের দু'আয় শরীক হবে। আর হায়েযা মহিলারা নামাযের স্থান হতে দূরে থাকবে। হাফসা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হায়েযারাও বের হবে? উম্মে আতিয়্যা বললেন, হায়েযা মহিলারা কি আরাফায় আসে না? অমুক অমুক স্থানে আসে না?

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে হাদিসের ভাষ্য- ويشهدن الخير و دعوة المؤمنين و يعتزل الحيض المصلى দ্বারা।

এর দ্বারা জানা গেল যে, দুই ঈদসহ অন্যান্য সম্মেলনের স্থানে যেখানে কুমারীরা তথা যুবতী মহিলা এবং পর্দানশীণ মহিলার উল্লেখ আছে সেখানে হায়েযা মহিলারাও অর্ন্তভূক্ত। হায়েযা মহিলার জন্য দুই ঈদে শরীক হওয়া জায়েয আছে তবে সাথে সাথে এও বলা হয়েছে যে, তারা নামাযের স্থান হতে দূরে থাকবে।

শব্দের বিশ্লেষণ : عَوَاتِق- عاتقএর বহুবচন। কুমারী মেয়ে যে সবে মাত্র প্রাপ্তবয়স্কা হয়েছে বা হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে।(ফাতাহ) قصر بنى خلف- ইহা বসরার একটি মহল্লা যা তালহা বিন আব্দুল্লাহ বিন খালাফের দিকে সম্বন্ধযুক্ত। الكلمى- কাফে যবর এবং লামে সাকিন এবং মীমে যবর। ইহা শব্দ এবং অর্থের দিক দিয়ে جريح এর বহুবচন الجرحى এর মত। جلباب- জীমের যের এবং লামে সাকিন এবং দু'টি 'বা'এর মাঝে একটি আলিফ সহকারে। অর্থ - প্রশস্থ চাদর ملحفهএর মত। (কুস্তুল্লানী।) অর্থাৎ বড় চাদর যা দ্বারা মাথা, বুক এবং পিঠ আবৃত করা যায়। الحيض-ইহার প্রথম হামযাটি হামযায়ে ইসতিফহামিয়্যা। আর দ্বিতীয়টি হল ال এর হামযা। যা পরিবর্তিত হয়ে আলিফে মামদুদা হয়ে গেছে। যেমন, الله اذن لكم। حيض-এর 'হা'টি পেশবিশিষ্ট এবং এ শব্দের 'ইয়া'এর মধ্যে তাশদীদ এবং যবর। ইহা حائض শব্দের বহুবচন, যেমন راكع - ركع এর বহুবচন।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য হল হায়েযা মহিলা উভয় ঈদে এবং ওয়ায-নসীহতের মজলিসে যেতে পারবে। হায়েযা মহিলা শুধুমাত্র নামাযের স্থান থেকে দূরে থাকবে। তবে তা এ জন্য নয় যে, ঈদগাহ মসজিদের হুকুমে। বরং তার কারণ হল, সে যেহেতু নামায পড়তে পারছে না তাই তার ঈদের নামাযের জায়গায় যাওয়ার দরকার নেই।

গবেষণালব্ধ মাসয়ালা : ১.হায়েযা মহিলা হায়েযাস্থায় আল্লাহর যিকির বাদ দিবে না।

২. হায়েযা মহিলা তার জন্য কল্যাণকর মজলিসে, ইলমের মজলিসে এবং মুসলমানদের দু'আর মজলিসে যেতে পারবে।

৩. ইমাম তাহাবী রহ. বলেন, ইসলামের শুরু যুগে দুশমনদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দেখানোর জন্য মহিলাদের নামাযের জন্য বের হওয়ার অনুমতি ছিল। এখন আর সে কারণ নেই।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, অনুমতির একটি কারণ ইহাও ছিল যে, তখনকার যুগ নিরাপত্তার যুগ ছিল। এখন যেহেতু উভয় কারণের কোনটিই বাকী নেই তাই নামাযের জন্য বের হওয়ার অনুমতি না থাকাটাই বাঞ্জনীয়। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل

(অর্থাৎ বর্তমান মহিলারা যা কিছু করছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তা দেখতে পেতেন তা হলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করে দিতেন যেমনিভাবে বনী ইসরাইলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছিল।)

উদ্দেশ্য হল, রিসালতের যমানায় ফিৎনার আশঙ্কা কম ছিল। দ্বিতীয়ত: মহিলারা সাজ-সজ্জা কম করে বের হত। তাই নামাযে যাওয়ার জন্য তাদের অনুমতি ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তারা সাজ-সজ্জার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ফিৎনার আশঙ্কাও বেড়ে গেছে তাই এখন তাদের জন্য জামাতে হাযের না হওয়া চাই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি জীবিত থাকতেন তা হলে তিনিও এ সময়ের মহিলাদের নামাযের জন্য বের হওয়ার অনুমতি দিতেন না। মুতাআখখেরীন উলামাদের মত ইহাই যে, এ যমানায় মহিলাদের মসজিদে যাওয়ার জন্য বের হওয়া জায়েয নেই।(দরসে তিরমিযী)

অধ্যায় ২২৬

بَاب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ إِنِ امْرَأَةٌ جَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثًا فِي شَهْرٍ صُدِّقَتْ وَقَالَ عَطَاءٌ أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ وَبِهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ عَطَاءٌ الْحَيْضُ يَوْمٌ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ *

যদি এক মাসেই তিনবার হায়েয আসে তার বর্ণনা। আর ইহার বর্ণনা যে, হায়েয এবং হামল সম্পর্কিত ঐ সকল বিষয়ে মেয়েদের কথার সত্যায়ন করা যাবে যা হায়েযে সম্ভব। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের জন্য ইহা জায়েয হবে না যে, তারা তা গোপন করবে যা আল্লাহ তা'আলা তাদের রেহেমে সৃষ্টি করেছেন। হযরত আলী রাযি. এবং কাযী শুরাইহ্ রহ. হতে বর্ণিত যে, যদি মহিলা তার ঘরের বিশেষ লোকদের মধ্য হতে এমন কাউকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত করে যে, সে মহিলার এক মাসে তিনবার হায়েয হয়েছে তা হলে তার কথা সত্যায়ন করা হবে। 'আতা বিন আবু রাবাহ রহ. বলেছেন, (ইদ্দতের সময়ে) তার হায়েযের দিন তাই হবে যা (ইদ্দতের) পূর্বে ছিল। ইবরাহীম নখ'য়ী রহ.র উক্তিও ইহাই। 'আতা রহ. বলেছেন, হায়েয একদিন হতে পনের দিন। মু'তামার তার পিতা (সুলাইমান) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি (অর্থাৎ সুলাইমান) বর্ণনা করেছেন যে, আমি মুহাম্মদ বিন সীরীনকে ঐ মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যার নিয়ম মুতাবিক হায়েয আসার পর পাঁচদিন পর্যন্ত রক্ত দেখে। তিনি বললেন, মেয়েদের বিষয় তারাই ভাল জানে।

٣١٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي *

৩১৮. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত যে, হযরত ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আরয করল, (ইয়া রাসূলুল্লাহ!) আমি ইসতিহাযায় আক্রান্ত। পবিত্র হতে পারি না। আমি কি নামায ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, না। ইহা একটি রগ (এর রক্ত)। (এ রোগের পূর্বে) যতদিন তোমার হায়েয হত ততদিন নামায বাদ রাখবে। তারপর গোসল করে নামায পড়।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের ভাষ্য- ولكن دعى الصلوة قدر الايام التى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى و صلى দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

উদ্দেশ্য হল- হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হায়েযের দিন নির্ধারণ করে বলেননি। বরং তাকে পূর্বে যতদিন হায়েয হত অসুস্থতার সময় ততদিনই হায়েয হিসেবে ধরে নিতে বলেছেন। যে দিনগুলোতে হায়েয আসত সেগুলোর ব্যাপারে ফাতেমা রাযি.র কথার সত্যায়ন (তাসদীক) করেছেন। তাই প্রমাণ হল হায়েযের দিনের ব্যাপারে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য। তাই শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ- وما يصدق النساء فى الحيض و الحمل সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. 'শরহে তারাজিমে আবওয়াবে বুখারী'তে লিখেন–

اى هو ممكن و اذا ادعت المرأة ذالك تصدقت فيه و الاية دالة على ان قولها مقبول فيه و جميع تعاليق الباب دالة على انه ليس فى الحيض تحديد و انما هو مفوض الى قول المرأة لكن فيما يمكن

অর্থ : যদি মহিলা দাবী করে যে, এ মাসের মধ্যে তার তিন হায়েয এসেছে তা হলে তা যেহেতু সম্ভব তাই তা সত্যায়ন করা হবে। কোরআনের আয়াত দ্বারা ইহাই প্রমাণিত যে, এ বিষয়ে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য। আর এ বাবের তা'লীকগুলো দ্বারাও ইহাই জানা যায় যে, হায়েযের মুদ্দত নির্ধারিত নয়। মহিলার কথাই চূড়ান্ত - যদি তা সম্ভাব হয়।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. ইহা বলতে চান যে, এক মাসের মধ্যে তিনবার হায়েয আসা সম্ভব। এখন যদি কোন তালাকপ্রাপ্তা এ দাবী করে যে, এক মাসের মধ্যেই আমার তিনবার হায়েয এসেছে - তা হলে প্রশ্ন হল তার এ দাবী গ্রহণযোগ্য কি না?

ইমাম বুখারী রহ. বলেন, যদি সম্ভাব্য সময়ে দাবী করে তা হলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তাই বুঝা গেল এ অবস্থায় মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য। যদি সময় এর সম্ভাবনা রাখে তা হলে প্রমাণসহ তালাকপ্রাপ্তার কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি সময় এত কম হয় যে, এর মধ্যে ইদ্দত শেষ হওয়া সম্ভব নয় তা হলে প্রমাণ যাহেরের পরিপন্থী হওয়ার কারনে গ্রহণযোগ্য হবে না।

সম্ভাব্য মুদ্দতে যে মহিলার কথা গ্রহণযোগ্য এ বিষয়ে ইমাম বুখারী রহ. কোরআনের আয়াত لا يحل لهن ان يكتمن الخ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন যে, ভিতরগত অবস্থা হায়েয হোক বা হামল হোক তা গোপন করা হারাম। তা হলে প্রকাশ করা ওয়াজিব। এখন যদি তার কথা গ্রহণ করা না হয় তা হলে প্রকাশ করা দ্বারা (যা উল্লেখিত আয়াত দ্বারা আদিষ্ট) কী ফায়দা? তাই বুঝা গেল তার কথা গ্রহণযোগ্য।

এরপর ইমাম বুখারী রহ. হযরত আলী রাযি.র খেলাফতকালের একটি ঘটনা নকল করে বলেন যে, একদিন হযরত আলী রাযি. এবং কাযী শুরাইহ বসে ছিলেন। এ সময়ে এক মহিলা এসে বলল, আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে। এখন রুজু করতে ইচ্ছুক। অথচ এক মাসের মধ্যে আমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে।

তাদের উভয়ে এ কথা শুনে আর্শ্চান্বিত হয়ে গেলেন। হযরত আলী রাযি. হযরত শুরাইহকে বললেন- اقض بينهما এদের উভয়ের মাঝে ফয়সালা করে দাও। হযরত শুরাইহ বললেন, হে আমীরুল মু'মেনীন! আপনি এখানে

উপস্থিত। আপনার উপস্থিতিতে আমি কী ফয়সালা করব? হযরত আলী রাযি. আবারো তাকে বললেন, তাদের উভয়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। ফলে হযরত শুরাইহ এ ফয়সালা করলেন যে, তোমার দাবীর পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করা সাপেক্ষে তা গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ তোমার ঘরের এমন একজন দীনদার সাক্ষী আন যে এ সাক্ষ্য দিবে যে, আমি তাকে হায়েযের সময়ে নামায-রোযা বাদ দেয়ার পর আবার নামায-রোযা আদায় করতে দেখেছি। এ ভাবে তাকে তিন হায়েয আসা সম্বন্ধে আমি অবগত আছি - যার সাক্ষ্য আমি দিতেছি। তা হলে আদালত তার কথা গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ঐ তালাকপ্রাপ্তার দাবী গ্রহণ হবে।

হযরত আলী রাযি. 'কালূন' বলে হযরত শুরাইহর ফয়সালার প্রশংসা করলেন।

قالون 'কালূন' শব্দটি রুমী ভাষায় সুন্দরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তিনি বললেন যে, তুমি সুন্দর ফয়সালা করেছ।

ইমাম বুখারী রহ.র শিরোনামের দু'টি অংশ। একটি অংশ হল ثلث حيض পর্যন্ত। আর দ্বিতীয়টি হল وما الحيض হতে يصدق من النساء পর্যন্ত।

দ্বিতীয় অংশের বিষয়ে সবাই একমত। ইমাম বুখারী রহ. যে আয়াত উল্লেখ করেছেন তা দ্বারা দ্বিতীয় অংশ প্রমাণিত হয়। প্রথম অংশের জন্য ইমাম বুখারী রহ. কোন আয়াত বা মরফূ' হাদিস পাননি তাই আসরের আশ্রয় নিতে হয়েছে।

ইমাম বুখারী রহ. যদিও সরাসরি এ কথা বলেননি যে, এক মাসের মধ্যে তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়ার দাবীকারীনির কথা গ্রহণ করা হবে এবং সে ইদ্দত হতে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তার উল্লেখিত আসর দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি তা জায়েয হওয়ার এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার মত পোষণ করেন।

ইমাম বুখারী রহ. তার সমর্থনে সর্বপ্রথম কাযী শুরাইহর ফাতাওয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, সবচেয়ে কম কতদিনে মহিলার ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা গ্রহণ করা হবে।

সাহেবাইনের মতে এর জন্য কমপক্ষে ৩৯দিন প্রয়োজন। তাদের মতে সর্বনিম্ন সময়ে তাদের ইদ্দত শেষ হওয়ার রূপ এমন হবে যে, কোন মহিলা তুহরের (পবিত্রতার) শেষ মুহূর্তে তালাকপ্রাপ্তা হল - যখন হায়েয আসার মাত্র একটি মুর্হূত বাকী রয়েছে। তারপর হায়েয আসল যার সর্বনিম্ন মুদ্দত তিন দিন। হায়েযের পর তুহর আসল যার সর্বনিম্ন মুদ্দত পনের দিন। তারপর আবার তিনদিন হায়েয। আবার পনের দিন তুহর। আবার তিন দিন হায়েয। সাহেবাইনের মতে এভাবে ৩৯ দিন এক মূহূর্তে ইদ্দত শেষ হতে পারে।

শাফে'য়ীদের নিকট হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দত হল একদিন এবং তুহরের সর্বনিম্ন মুদ্দত হল পনের দিন। তাদের নিকট ইদ্দতের বিষয়ে হায়েযের নয় তুহরের হিসাব করা হয়। শাফে'য়ীদের নিকট ইদ্দত শেষের দাবীর জন্য কম পক্ষে ৩২ দিন দুই মুহূর্তের প্রয়োজন।

শাফে'য়ী মাযহাব হিসেবে সর্বনিম্ন সময়ে ইদ্দত শেষ হওয়ার রূপ ইহা হবে যে, কোন মহিলা তুহরের শেষ মুহূর্তে তালাকপ্রাপ্তা হল যখন হায়েয আসার মাত্র এক মুহূর্ত বাকী আছে। এ এক মুহূর্ত এক তুহর হল। এরপর হায়েয এল যার সর্বনিম্ন সময় হল শাফে'য়ীদের মতে এক দিন। হায়েযের পর তুহর আসল যার সর্বনিম্ন সময় হল পনের দিন। এরপর একদিন হায়েয। আবার পনের দিন তুহর। তারপর তৃতীয় হায়েযের এক মুহূর্ত। সর্বমোট ৩২ দিন দুই মুহূর্ত।

আর ইমাম আবু হানিফা রহ.র মতে ষাট দিন এক মুহূর্তে সর্বনিম্ন ইদ্দত পার হবে।

ইমাম সাহেব রহ. বলেন, ইহা নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী যে, তুহর এবং হায়েয উভয়টিরই সর্বনিম্ন সময় নেয়া হবে। কারণ স্বভাবতঃ এমন হয় না। বরং অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, যদি হায়েয কম হয় তা হলে তুহর বেশী হয়। আর যখন তুহর বেশী হয় তখন হায়েয কম হয়। তাই তুহরের সর্বনিম্ন সময় নেয়া হবে। কারণ তুহরের সবচেয়ে বেশীর সীমা নেই। আর হায়েযের বেশীটা ধরা হবে। যে তুহরে তালাক দেয়া হয়েছে তা এক মুহূর্ত। তারপর প্রথম হায়েয দশ দিন এবং তুহর পনের দিন। তারপর দ্বিতীয় হায়েয দশ দিন এবং তুহর পনের দিন। তারপর তৃতীয় হায়েয দশ দিন। সর্বমোট ষাট দিন এক মুহূর্ত হল। নিম্নে নকশা দ্বারা তা দেখুন-

আইম্মায়ে কিরাম	মহিলার পুরো ইদ্দত	তালাকের তুহর	প্রথম হায়েয	দ্বিতীয় তুহর	দ্বিতীয় হায়েয	তৃতীয় তুহর	তৃতীয় হায়েয
ইমাম মালেক রহ.	৩০দিন ৪মুহূর্ত	১মুহূর্ত	১মুহূর্ত	১৫দিন	১মুহূর্ত	১৫দিন	১মুহূর্ত
ইমাম আহমদ (রাজেহ কওল)	২৯দিন ১মুহূর্ত	১মুহূর্ত	১দিন	১৩দিন	১দিন	১৩দিন	১দিন
ইমাম আহমদ (রাজেহ কওল)	২৮দিন ২মুহূর্ত	১মুহূর্ত	১দিন	১৩দিন	১দিন	১৩দিন	১মুহূর্ত
সাহেবাইন	২৯দিন	১মুহূর্ত	৩দিন	১৫দিন	৩দিন	১৫দিন	৩দিন
আবু হানিফা রহ.	৬০দিন	১মুহূর্ত	১০দিন	১৫দিন	১০দিন	১৫দিন	১০দিন
শাফে'য়ী রহ.	৩২দিন ২মুহূর্ত	১মুহূর্ত	১দিন	১৫দিন	১দিন	১৫দিন	১মুহূর্ত

এ নকশা দ্বারা জানা গেল যে, ইমাম বুখারী রহ.র মত হিসেবে এক মাসের মধ্যে তিন হায়েযের সত্যায়ন করাটা হানাফী মাযহাবেও সম্ভব নয় এবং শাফে'য়ী মাযহাবেও সম্ভব নয়।

যেমন শাইখুল হাদিস রহ. লিখেন-

وعلم من هذا كله ان ترجمة الامام البخارى توافق الامامين مالك و احمد رح و لا توافق الحنفية و الشافعية

অর্থ : এরদ্বারা জানা গেল, ইমাম বুখারী রহ.র শিরোনাম ইমাম মালেক এবং ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র মাযহাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হানাফী বা শাফে'য়ীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। (১৩৬/১ حاشية لامع الدرارى)

তাবীলের প্রয়োজন : আল্লামা সরখসী রহ. হানাফীদের পক্ষ হতে শুরাইহ রহ.র ফয়সালার উত্তর এভাবে দিয়েছেন যে, তিনি এখানে تعليق بالمحال (অসম্ভব বিষয়ের সাথে শর্তযুক্ত) করেছেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এ দ্বীনদারী এবং তাকওয়ার যুগে কেউ এ অবাস্তব দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসবে না। তাই এক মাসে তিন হায়েযের সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় না এবং এ দাবীর সত্যায়ন হয় না।

কেউ কেউ এরূপ তাবীল করেছেন যে, انها حاضت ثلاثا فى شهر এর মধ্যে شهر শব্দটি شهرين এর বিপরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে شهر দ্বারা ৩০ দিন উদ্দেশ্য হবে না।

অর্থাৎ মহিলা এ দাবী করেছে যে, ইদ্দত দুই মাসের কম সময়ে হয়েছে। আর ইহা অকাল্পনিকও নয়। লক্ষ্য করুন, বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ডের ৫৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে–

عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة الاولى يعنى مقتل عثمان فلم تبق من اصحاب بدر احدا الخ

'প্রথম ফিৎনা অর্থাৎ হযরত উসমান রাযি.র হত্যার ঘটনার পর আর কোন বদরী সাহাবী বাকী থাকেননি'।

হযরত উসমান রাযি.র শাহাদাতের পর হযরত আলী রাযি., হযরত যুবাইর রাযি., হযরত তালহা রাযি. প্রমুখ কি বাকী ছিলেন না? অবশ্যই ছিলেন। এখানে মূল উদ্দেশ্য হল দ্বিতীয় ফিৎনা হাররা পর্যন্ত বদরী সাহাবীদের কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। এখানেও তদ্রূপ شهر হতে شهرين পর্যন্ত উদ্দেশ্য।

রাবী পরিচিতি

কাযী শুরাইহ : হযরত শুরাইহ বিন হারেস হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানা পেয়েছিলেন। কিন্তু মুলাকাতের সৌভাগ্য হয়নি। তিনি কিবারে তাবে'য়ীনের অর্ন্তভূক্ত। বরং আইম্মায়ে তাবে'য়ীনের অর্ন্তভূক্ত। হযরত উমর রাযি. তাকে কাযী নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ১২০ বৎসর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। শুধুমাত্র আরবেরই নয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কাযীদের মধ্যে তিনি গণ্য।

আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন যোগ্যতা দিয়েছিলেন যে, চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারতেন সত্য কার পক্ষে।

একবারের ঘটনা। এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার আরজী পেশ করল। প্রত্যক্ষকারীরা বলল, মনে হচ্ছে এ মহিলা মযলূম। কাযী সাহেব বললেন, ইহা আবশ্যকীয় নয়। বরং হযরত ইউসুফ আলাইহিস্‌সালামের ভাইদের ব্যাপারে কোরআনে বলা হয়েছে- وجاؤاباهم عشاء يبكون (তারা তাদের পিতার নিকট ইশার সময় কাঁদতে কাঁদতে এল।)

শেষ পর্যন্ত ফয়সালা ঐ মহিলার বিপরীতে হয়েছে।

قال عطاء الخ - অর্থ আগেই করা হয়েছে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দত শেষ হওয়ার দাবী যদি তার নিয়ম মুতাবিক হয়ে থাকে তা হলে তা গ্রাহ্য হবে। এখানেও ইদ্দতশুমারীতে মহিলার দিয়ানতদারী গ্রহণ করা হয়েছে যা শিরোনামের উদ্দেশ্য।

قال عطاء الحيض يوم الخ - এখানে যদিও হায়েযের সর্বনিম্ন মুদ্দত নির্ধারণ করা হয়েছে কিন্তু তুহরের সর্বনিম্ন মুদ্দত নির্ধারিত করা হয়নি। কাজেই ইদ্দত শেষ হওয়ার জন্য কোন কাল নির্ধারিত থাকবে না। বরং তা মহিলার দিয়ানতদারীর উপর নির্ভর করবে।

قوله سئلت ابن سيرين الخ - মু'তামেরের পিতা সুলাইমান হযরত ইবনে সীরীনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হায়েযা মহিলা তার নিয়মিত দিনের পর যদি অতিরিক্ত পাঁচদিন রক্ত দেখে তা হলে তার কী হুকুম? ইবনে সীরীন রহ. বললেন– النساء اعلم بذالك অর্থাৎ মহিলারাই এ বিষয়ে ভাল জানে।

এ ক্ষেত্রে হানাফীদের অবস্থান হল, হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দত পর্যন্ত ইহাকে হায়েযের রক্ত ধরা হবে। আর যদি তাও অতিক্রম করে যায় তা হলে তার নিয়মিত দিনগুলোই হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে এবং অতিরিক্ত দিনগুলো ইসতিহাযা সাব্যস্ত করা হবে। এরপর আল্লামা আইনী রহ. বলেন-

وليس المراد من قوله بعد قرئها اى طهرها كما قال الكرمانى بل المراد بعد حيضها المعتاد كما ذكرنا(عمده)

অর্থ : ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام - এ قرء দ্বারা উদ্দেশ্য তুহর নয় যেমনটা আল্লামা কিরমানী বলেছেন। বরং উদ্দেশ্য হল- নিয়মিত হায়েয যেমনটা আমি উল্লেখ করেছি।

এরপর আল্লামা আইনী রহ. লিখেন-

وقال السفاقسي وهو قول ابن سيرين وعطاء و احد عشر صحابيا و الخلفاء الاربعة و ابن عباس و ابن مسعود و معاذ و قتادة و ابو الدرداء وانس رضى الله عنهم وهو قول ابن المسيب و ابن جبيرو طاؤس و الضحاك و النخعى و الشعبى و الثورى و الاوزاعى واسحاق و ابى عبيد رح

অর্থ : ইহা ইবনে সীরীন, 'আতা, এগারজন সাহাবী, চার খলীফা, ইবনে আব্বাস, ইবনে মসউদ, মু'আয, আবুদ্দারদা, আনাস রাযি.র মত। ইহাই মত হল ইবনে মুসাইয়্যেব, ইবনে জুবায়ের, তাউস, যাহহাক,নাখ'য়ী, শা'বী, সওরী, আওযা'য়ী, ইসহাক,আবু উবাইদ প্রমুখের।(উমদা ২০৮/৩)

তাম্বীহ : যেহেতু আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেছে তাই এখানেই আলোচনা শেষ করছি। বাবে উল্লেখিত হাদিসটির বিস্তারিত জানার জন্য এ দ্বিতীয় খন্ডেরই باب الاستحاضه এর ২৯৯নং হাদিসটি দেখা যেতে পারে।

بَاب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

অধ্যায় ২২৭ : হায়েযের দিনগুলো ব্যতীত অন্য দিনগুলোতে হলদে রং এবং মেটে রংয়ের রক্ত দেখলে তার কী হুকুম?

٣١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا *

৩১৯. হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. বলেন, আমরা হলদে রং এবং মেটে রংকে কোন কিছুই মনে করতাম না। (কোন গুরুত্ব দিতাম না।)

শিরোনামের সাথে মিল : لا نعد الكدرة و الصفرة شيئا দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল দু'টি হাদিসের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব নিরসন করা। তথা দু'টি বিপরীতমুখী হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। এ বাবের ছয় বাব পূর্বে হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে - لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (অর্থ- নির্মল সাদা দেখার পূর্বে তোমরা তাড়াহুড়ো করো না।) এ রেওয়ায়াত দ্বারা জানা গেছে যে, রক্ত যে রংয়েরই হোক না কেন কালো হোক বা লাল হোক, মেটে হোক বা হলদে হোক সবই হায়েযের মধ্যে গণ্য।

আর হযরত উম্মে 'আতিয়্যা রাযি.র এ রেওয়ায়াত - كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا - দ্বারা জানা যায় যে, মেটে এবং হলদে রংয়ের রক্ত হায়েয নয়। তাই উভয় রেওয়ায়াতে দ্বন্দ্ব রয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের মধ্যে في غير ايام الحيض - বৃদ্ধি করে উভয় রেওয়ায়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যার সার কথা হল, যদি হলদে এবং মেটে রংয়ের রক্ত হায়েযের দিনগুলোতে আসে তা হলে তা হায়েয গণ্য হবে। অর্থাৎ হযরত আয়েশা রাযি.র রেওয়ায়াত অনুসারে আমল হবে। ইহাই হানাফীদের মত। এর দ্বারা ইহাও জানা গেল যে, এ মাসয়ালায় ইমাম বুখারী রহ. হানাফীদের মাযহাবের অনুকূলে রয়েছেন।

আর যদি হায়েযের দিন ব্যতীত অন্য দিনগুলোতে হলদে বা মেটে রংয়ের রক্ত দেখা যায় তা হলে তা হায়েয হিসাবে গণ্য হবে না।

ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম কায়েম করে উভয় হাদিসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন যে, উভয় হাদিসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কাজেই মেটে বা হলদেকে হায়েয গণ্য না করা হল হায়েযের দিনগুলোর বাইরে। আর حتى ترين القصة البيضاء হলো হায়েযের দিনগুলোর মধ্যে।

باب عرق الاستحاضة

অধ্যায় ২২৮ : ইসতিহাযার রগের বর্ণনা

٣٢٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ هَذَا عِرْقٌ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ *

৩২০. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, উম্মে হাবীবা বিনতে জাহশ (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্যালিকা) সাত বৎসর যাবৎ ইসতিহাযা রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তাকে হুকুম দিলেন যে, (যখন হায়েযের দিন শেষ হয়ে যায় তখন) তুমি গোসল করে নিবে। ইহা একটি রগ (এর রক্ত)। তিনি (উম্মে হাবীবা) প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : عرق هذا দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল ঘটেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হায়েয এবং ইসতিহাযা উভয়টির বের হওয়ার পথ এক হওয়ার কারণে বাহ্যত : হায়েয এবং ইসতিহাযার মধ্যে কোন তফাৎ বুঝা যায় না। অথচ উভয়টির মধ্যে তফাৎ আছে। হায়েযের রক্ত রেহেমের গভীর হতে বের হয়। আর ইসতিহাযার রক্ত বের হয় রেহেমের মুখের 'আযেল নামক একটি রগ হতে। হায়েয নিয়ম মুতাবিক সুস্থতার সময় বের হয়। আর যে রক্ত নিয়মের বাইরে অসময়ে বের হয় তা অসুস্থতার আলামত। এ কারণেই উভয়টির হুকুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইসতিহাযার সময় মহিলা নামাযও পড়বে এবং রোযাও রাখবে। আর হায়েযের সময়ের রোযার কাযা করতে হবে এবং নামায মাফ।

বাবের হাদিস : এ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, উম্মে হাবীবা রাযি. প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করতেন। ইহা তিনি স্বেচ্ছায় করতেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করার নির্দেশ দেননি।

২. কেউ কেউ এ গোসলকে চিকিৎসা হিসেবে নিয়েছেন। আর কেউ কেউ পরিচ্ছন্নতা এবং ইসতিহবাব হিসেবে নিয়েছেন।

بَاب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

অধ্যায় ২২৯ : তওয়াফে ইফাযা (তওয়াফে যিয়ারত)-এর পর হায়েয আসার বর্ণনা

٣٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ فَقَالُوا بَلَى قَالَ فَاخْرُجِي *

৩২১. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ছফিয়্যা বিনতে হুয়াই (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী) হায়েযা হয়ে গেছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সম্ভবত সে আমাদেরকে (মদীনা যাওয়া থেকে) আটকে রাখবে। সে কি তোমাদের সাথে তওয়াফ (তওয়াফে ইফাযা) করেনি? তিনি (হযরত আয়েশা রাযি.) বললেন, তওয়াফ (তওয়াফে ইফাযা) তো করেছে। তিনি বললেন, তা হলে বের হও।

শিরোনামের সাথে মিল : الم تكن طافت معكن দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে। কারণ এখানে তওয়াফ দ্বারা তওয়াফে ইফাযাই উদ্দেশ্য যা হজ্জের একটি রুকন।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, উভয় বাবে এ হিসেবে মিল রয়েছে যে, পূর্বের বাবে মুস্ত াহাযার হুকুম বর্ণিত হয়েছে। আর এ বাবে হায়েযা মহিলার হুকুম বর্ণিত হচ্ছে। আর হায়েয এবং ইসতিহাযা একই ধরণের বিষয়।

٣٢٢ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ *

৩২২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বলেন, মেয়েদের যখন হায়েয এসে যায় তখন তার জন্য তার দেশে ফিরৎ যাওয়ার (তওয়াফে বিদা' করা ব্যতীত) অনুমতি আছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. প্রথম প্রথম বলতেন যে, সে ফিরে যাবে না। তাউস বলেন, পরবর্তীতে আমি তাকে বলতে শুনেছি যে, সে ফিরে যাবে।

(অর্থাৎ তওয়াফে ইফাযা করা ব্যতীত।) কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হায়েযা মহিলাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : رخص للحائض ان تنفر اذا حاضت দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল যে, তওয়াফে ইফাযা আদায় করার পর - যা হজ্জের একটি রুকন - যদি মহিলার হায়েয শুরু হয়ে যায় তা হলে তওয়াফে বিদা'র জন্য অপেক্ষা করা জরুরী নয়। মহিলা দেশে ফিরে যেতে পারবে। কারণ হায়েযা মহিলার জন্য তওয়াফে বিদা' শরীয়তের পক্ষ হতে মাফ করে দেয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা : হজ্জের মধ্যে তিনটি তওয়াফ রয়েছে। ১.তওয়াফে কুদূম। ইহা সুন্নত। ২.তওয়াফে ইফাযা। একে তওয়াফে যিয়ারত, তওয়াফে ফরয এবং তওয়াফে রুকনও বলা হয়। এ তওয়াফ ফরয। নহরের দিন তথা দশই যিলহজ্জের দিন মাথা মুন্ডানোর পর করা হয়। ৩.তওয়াফে বিদা'। ইহাকে 'তওয়াফে সদর'ও বলা হয়। ইহা ওয়াজিব।

হায়েযা মহিলার জন্য তওয়াফে কুদূম এবং তওয়াফে বিদা'র হুকুম রহিত হয়ে যায়। ইহা একটি সর্বজনস্বীকৃত মাসয়ালা। এতে কারো দ্বিমত নেই।

আর তওয়াফে যিয়ারাত যেহেতু ফরয এবং হজ্জের একটি রুকন। তাই ইহা কোন অবস্থাতেই সাকেত (রহিত) হবে না। যদি হায়েয এসে যায় তা হলে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আর যদি তওয়াফে ইফাযা করা ব্যতীত নিজ দেশে ফিরে আসে তা হলে যতদিন পর্যন্ত তওয়াফে ইফাযা করবে না ততদিন পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে না। অন্যান্য হুকুমের ক্ষেত্রে ইহরাম হতে বেরিয়ে যাবে। হযরত ইবনে উমর রাযি. নিকট যতদিন এ হাদিস পৌঁছেনি ততদিন পর্যন্ত তিনি এ হুকুম দিতেন যে, হায়েযা মহিলা তওয়াফে বিদা'র জন্য সেখানে অবস্থান করবে। তিনি বলতেন, তওয়াফে বিদা' মাফ নয়। পরবর্তীতে যখন তিনি এ অনুমতির কথা জানতে পারলেন তখন পূর্বের মত হতে ফিরে এলেন এবং জমহুরের মতই তওয়াফে যিয়ারত করা ব্যতীত ফেরৎ আসার অনুমতি দিলেন।

অধ্যায় ২৩০

بَاب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
وَلَوْ سَاعَةً وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ الصَّلَاةُ أَعْظَمُ

যখন মুসতাহাযা তুহর দেখে (অর্থাৎ হায়েয হতে পবিত্র হয়ে যায়)। ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, সে গোসল করে নামায পড়বে যদিও দিনের এক ঘন্টা হয়। আর তার স্বামী তার সাথে সঙ্গম করতে পারবে যখন সে নামায পড়ে নেয় আর নামায হল বড়

٣٢٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

৩২৩. হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন হায়েয (এর রক্ত) আসতে থাকে তখন নামায ছেড়ে দাও। আর যখন হায়েয শেষ হয়ে যায় তখন (দেহ হতে) রক্ত ধোয়ে ফেল এবং নামায পড়।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ اذا ادبرت فاغسلى দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, যখন হায়েয শেষ হয়ে গেল - এ শেষ হওয়াটা চাই হায়েযের সর্বোচ্চ মুদ্দত পার হওয়া দ্বারা জানা যাক অথবা রক্ত বন্ধ হওয়া দ্বারা জানা যাক - তখন গোসল করে নামায শুরু করবে।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী শিরোনামের মধ্যে طهر শব্দ উল্লেখ করেছেন এরপর তার কোন তফসীল করেননি।

হাফেয আসকালানী রহ. বলেন-

ای تميز لها دم العرق من دم الحيض فسمى زمن الاستحاضة طهرا الا انه كذالك بالنسبة الى زمن الحيض و يحتمل ان يريد به انقطاع الدم و الاول اوفق للسياق(فتح البارى)

অর্থাৎ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হায়েযের রক্ত হতে ইসতিহাযার রক্ত চিহ্নিত হওয়া। এখানে ইসতিহাযার কালকে তুহর বলা হয়েছে। হায়েযের হিসেবে ইসতিহাযা তা-ই। আর রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়াও উদ্দেশ্য হতে পারে। তবে এখানে প্রথমটিই অধিক উপযোগী।(ফতহুল বারী)

উদ্দেশ্য হল- মহিলা যখনই দেখতে পাবে যে তার তুহর শুরু হয়ে গেছে তবে যদিও তার ইসতিহাযার রক্ত আসতে থাকে তবু তৎক্ষণাৎ গোসল করে নামায আদায় করবে।

আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী রহ. ইহাকেই শিরোনামের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করে বলছেন-

انقطاع الحيض لا انقطاع الدم اذ الكلام فى المستحاضة حال قيام الاستحاضة وهى التى لا ينقطع دمها

অর্থ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল হায়েয বন্ধ হওয়া, রক্ত বন্ধ হওয়া নয়। কারণ আলোচনা হচ্ছে মুসতাহাযার ইসতিহাযার সময় সম্পর্কে। আর তার রক্ত বন্ধ হয় না।

হযরত গঙ্গুহী রহ.ও ইহাই বলেন। তিনি বলেন-

اوجه الوجوه فيه ان المراد بذالك ان المستحاضة اذا طهرت بمعنى انها انقضت مدة حيضهن ما كانت فانها لا تنتظر بعد ذالك شيئا الخ(لامع)

অর্থ : এখানে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হল- এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসতাহাযা যখন পবিত্র হবে তথা তার পূর্বের নিয়মের হায়েযের সময় শেষ হয়ে যাবে। কারণ সে এর পরে আর কোন কিছুর অপেক্ষা করবে না।

কেউ কেউ হায়েযের রক্ত নির্দিষ্ট করেন না। বরং طهر শব্দটিকে রক্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়ার অর্থে ব্যবহার করেন। তাদের মতে ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, রক্ত বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে মহিলা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ গোসল করবে এবং নামায পড়বে।

ইবনে আব্বাস রাযি.র আসর : শিরোনাম প্রমাণের জন্য ইমাম বুখারী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.র আসর পেশ করছেন যে, মুসতাহাযা মহিলা যখনই তুহর দেখতে পাবে তখনই সে গোসল করে নামায আদায় করবে। এ শিরোনামে এর সম্ভাবনা রয়েছে যে, ইমাম বুখারী রহ.র মালেকীদের মত খন্ডন করছেন। কারণ মালেকীদের মতে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কয়েকদিন সময়ের প্রয়োজন হয়। ইমাম বুখারী রহ. বলছেন যে, ইহা কোন কিছুই নয়। বরং যখনই সে তুহর দেখতে পাবে তখনই সে পবিত্র হয়ে যাবে।

হানাফীদের মাযহাব হল, হায়েয যদি নিয়মিত সময়ের কম হয় তা হলে অপেক্ষা করতে হবে। এক ওয়াক্ত নামাযের সময় যাওয়ার পর যে গোসল করে নামায পড়বে।

আর যখন মুসতাহাযা মহিলা গোসল করে নামায পড়া জায়েয হয় তখন তার সাথে স্বামীর সঙ্গমও ভালভাবেই জায়েয হবে। কারণ الصلوة اعظم অর্থাৎ নামায সঙ্গম হতে বড়।

بَاب الصَّلَاة عَلَى النُّفَسَاء وَسُنَّتِهَا

অধ্যায় ২৩১ : নেফাসওয়ালী মহিলার উপর জানাযার নামায পড়া এবং তার পদ্ধতি

٣٢٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَطَهَا *

৩২৪. হযরত সামুরা বিন জুন্দুব রাযি. হতে বর্ণিত, এক মহিলা (উম্মে কা'ব) প্রসবের সময় মারা গেছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর (জানাযার) নামায পড়লেন। তিনি তার মধ্যখান বরাবর দাঁড়ালেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ان امرأة ماتت فى بطن فصلى عليها দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ماتت فى بطن - পেটের বাচ্চার বিষয়ে তথা প্রসবের সময় মৃত্যু বরণ করে। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, কেউ কেউ যে ধারণা করছেন যে, তার মৃত্যু পেটের অসুখ তথা কলেরায় হয়েছে তা ভুল। বরং উদ্দেশ্য হল

নেফাসে তথা সন্তান প্রসবের সময়ে মৃত্যু বরণ করেছে। এর প্রমাণ হল, এ রেওয়ায়াতটিই বুখারী শরীফের ১৭৭ পৃষ্ঠায় কিতাবুল জানায়েযে উল্লেখ হয়েছে। সেখানে রয়েছে- ماتت فى نفاسها। এখানে فى শব্দটি কারণ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন এক হাদিসে রয়েছে- ان امرأة دخلت النار فى هرة حبستها।(উমদা)

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. দু'টি বিষয় উল্লেখ করছেন। ১.নেফাসের সময় যদি কোন মহিলার মৃত্যু ঘটে তা হলে তার জানাযার নামায আদায় করতে হবে। যেমন বাবে উল্লেখিত হাদিসে রয়েছে- صلى عليها النبى صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে কা'বের জানাযা পড়েছেন। ২.নামাযের পদ্ধতি। এ সম্পর্কে উল্লেখিত হাদিসে রয়েছে- فقام وسطها। وسط শব্দটিতে সীনে যবর। অর্থ মধ্যখান।

হানাফীদের মাযহাব হল- জানাযা পুরুষের হোক বা মহিলার হোক – ইমাম তার তার সীনা বরাবর দাঁড়াবে। এ রেওয়ায়াতটি তার পরিপন্থী নয়। কারণ সীনার একদিকে মাথা এবং হাত এবং অপরদিকে পেট এবং পা। কাজেই সীনা হল মধ্যখানে।

অধ্যায় ২৩২

باب অর্থাৎ هذا باب। যদি তানভীন সহকারে পড়া হয়। আর তা না হলে সাকিন। কারণ তারকীব হওয়ার পরই ই'রাব হয়।(উমদা)

এ বাবটি শিরোনামহীন। উসাইলীসহ কোন কোন নুসখায় باب শব্দটিও নেই। যদি باب শব্দটি না থেকে থাকে তা হলে স্পষ্টত:ই ইহা পূর্বের বাবের অর্ন্তভূক্ত। তখন উদ্দেশ্য হবে যে, যেমনিভাবে নেফাসওয়ালী মহিলার উপর জানাযার নামায পড়া যায় তেমনিভাবে হায়েযা মহিলার উপরও জানাযার নামায পড়া যাবে। কারণ হায়েয এবং নেফাস উভয়টি একই হুকুমে। রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে উভয় মহিলাই পবিত্র হয়ে যায়।

কাজেই যেমনিভাবে নেফাসওয়ালী মহিলার রক্ত মৃত্যুর কারনে বন্ধ হয়ে যায় এবং গোসল দেয়া দ্বারা পবিত্র হয়ে যায় তেমনিভাবে হায়েযা মহিলার রক্তও মৃত্যু দ্বারা বন্ধ এবং গোসল দেয়ার পর পাক হয়ে যায়। কাজেই হায়েযা মহিলার উপরও জানাযার নামায পড়া যাবে। কারণ المؤمن لا ينجس অর্থাৎ মু'মেন নাপাক হয় না।

আর যদি এখানে باب শব্দ হয় তা হলে ইহা পূর্বের বাবের একটি فصل তথা পরিচ্ছেদের পর্যায়ে হবে। অথবা ইমাম বুখারী রহ. বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধির জন্য শিরোনামে কিছুই উল্লেখ করেননি। এখানে উপযোগী শিরোনাম হতে পারে باب الصلوة بقرب الحائض অথবা باب اذا مس ثوب المصلى بدن الحائض فلا ضير فيه।

ابو عوانة من كتابه - আবু আও'য়ানার নাম ওয়াদ্দাহ বিন খালেদ। যেমন বুখারী শরীফের কোন কোন নুসখায় এ বৃদ্ধিটি রয়েছে- اسمه الوضاح। من كتابه অর্থাৎ তিনি তার কিতাব হতে বর্ণনা করেছেন হিফয হতে নয়। আর তাঁর কিতাব হতে বর্ণনা করা হিফয হতে বর্ণনা করা থেকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য।(ফাতাহ)

٣٢٥ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِك قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّاد قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اسْمُهُ الْوَضَّاحُ مِنْ كِتَابِه قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ شَدَّاد قَالَ سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِه إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِه *

৩২৫. হযরত আব্দুল্লাহ বিন সাদ্দাদ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার খালা হযরত মায়মুনা রাযি. হতে - যিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী ছিলেন - শুনেছি যে, তিনি যখন হায়েয অবস্থায় থাকতেন এবং নামায পড়তেন না তখনও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (ঘরে) জায়-নামাযের সামনে শুয়ে থাকতেন। আর তিনি তার ছোট চাটাইয়ে নামায পড়তেন। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তার কাপড়ের কিছু অংশ আমার দেহে লেগে যেত।

ইঙ্গিতপূর্ণ পরিসমাপ্তি : لا تصلى وهى مفترشة হায়েযা মহিলা নামায পড়ে না। কিন্তু নামাযীর সম্মুখে (জানাযার মত) শুয়ে থাকে। (যেমন মৃত অর্থাৎ জানাযা নিজে নামায পড়ে না।) এরদ্বারা কিতাবুল হায়েয শেষ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর পাঠকারীর নিজের পরিসমাপ্তির স্মরণ করানোর জন্য যথেষ্ট যে, গাফেল হয়ো না।

كِتَاب التَّيَمُّم

কিতাবুত্‌তায়াম্মুম

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)

তায়াম্মুমের আহকাম বর্ণনা সম্পর্কিত এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী (সূরায়ে মায়েদায়) ' পরববর্তীতে তোমরা যদি পানি না পাও তা হলে পবিত্র মাটির তায়াম্মুম কর এবং স্বীয় চেহারা এবং হাত ঐ মাটি দ্বারা মসেহ করে নাও।' সম্পর্কিত।

٣٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَأَصَبْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ *

৩২৬. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র সহধর্মিনী হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। যখন আমরা বায়দা অথবা (রাবীর সন্দেহ) যাতুল জায়শ নামক স্থানে পৌঁছলাম, আমার একটি হার ছিড়ে পড়ে গেল। (যা আসমা হতে চেয়ে আনা হয়েছিল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা তালাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। তার সাথে সাহাবায়ে কিরামও দাঁড়িয়ে গেলেন। লোকেরা পানির উপর ছিল না। (অর্থাৎ সেখানে পানি ছিল না।) তারা আবু বকরের নিকট এসে বলতে লাগল, আপনি দেখছেন না আয়েশা কী করেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং লোকদেরকে আটকে রেখেছে। এখানে পানি নেই। আর তাদের নিকটও পানি নেই। হযরত আবু বকর আমার নিকট এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি এসে বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং লোকদেরকে আটকে রেখেছ। অথচ এখানে পানি নেই। তাদের সাথেও পানি নেই। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আবু বকর আমার উপর রাগান্বিত হলেন এবং আল্লাহর যা মর্জি তা-ই বললেন। (অর্থাৎ আমাকে ভাল-মন্দ বললেন।) আর স্বীয় হাত দিয়ে আমার কোমরে খোঁচা দিতে লাগলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কোলে শুয়ে

থাকার কারণে আমি নড়তে পারিনি। সকাল বেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন পানিহীন অবস্থায়। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। ফলে লোকেরা তায়াম্মুম করল। তখন (এক আনসারী সাহাবী) উসাইদ বিন হুযাইর বললেন, হে আবু বকরের পরিবারবর্গ! ইহা তোমাদের প্রথম বরকত নয়। হযরত আয়েশা বলেন, পরবর্তীতে যখন সে উটটি উঠানো হল যার উপর আমি আরোহন করেছিলাম, তার নিচে সে হারটি পাওয়া গেল।

শিরোনামের সাথে মিল : فانزل الله اية التيمم فتيمموا হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : ইমাম বুখারী রহ. পানির পবিত্রতা অযু এবং গোসল উভয়টি এবং উভয়টির আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি বর্ণনা শেষ করে এখান হতে মাটির পবিত্রতা বর্ণনা শুরু করছেন।

আর যেহেতু মাটির পবিত্রতা হল পানির পবিত্রতার নায়েব এবং খলীফা। আর নায়েব তার আসল বা মুলের পরেই থাকে, এজন্য প্রথমে আসল বা মুল বর্ণনা করে এখন নায়েবের আলোচনা তথা তায়াম্মুমের আলোচনা শুরু করছেন।

ব্যাখ্যা : تيمم শব্দটি ام শব্দমূল হতে বাবে تفعل -এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ হল নিয়ত করা, ইচ্ছা করা। শরীয়তের পরিভাষায়, পবিত্রতার নিয়তে চেহারা এবং হাত মসেহ করার জন্য পবিত্র মাটির ইচ্ছা করাকে তায়াম্মুম বলা হয়। যার পদ্ধতি হল, নামায পড়া বা এ ধরণের অন্য কোন ইবাদত যা পবিত্রতা ব্যতীত জায়েয নয় যেমন, জানাযার নামায, সিজদায়ে তিলাওয়াত এবং কোরআন করীম ছোঁয়ার নিয়্যতে পবিত্র মাটির উপর উভয় হাত মেরে সমস্ত মুখে মুছে নিবে। পুনরায় উভয় হাত মাটিতে মেরে উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মসেহ করে নিবে।

এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, তায়াম্মুমের মধ্যে নিয়্যত জরুরী। নিয়্যত ব্যতীত তায়াম্মুম সহীহ হবে না।

بيداء বা-এ যবর এবং মদ্দ দিয়ে। ذات الجيش জীমে যবর এবং ইয়া সাকিন দিয়ে। এ দু'টি হল মক্কা এবং মদিনার মধ্যবর্তী স্থানের নাম। او শব্দটি আয়েশা রাযি.-এর পক্ষ হতে সন্দেহ বুঝানো হয়েছে। عقد আইনে যের এবং ক্বাফ সাকিন দিয়ে। অর্থ গলার হার। يطعنني আইনে পেশ দিয়ে। বাবে نصر ينصر হতে। অর্থ নেযা মারা, নেযা ঢুকিয়ে দেয়া, ইত্যাদি। আইনে যবর দিয়ে অর্থাৎ বাবে فتح يفتح হতে অর্থ হল দোষ লাগানো, ভর্ৎসনা করা। حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش এখানে (৪৮নং পৃষ্ঠায়) এরূপ রয়েছে। বুখারী শরীফের ৬৬৩ পৃষ্ঠায় শুধু بيداء এবং আবু দাউদ শরীফে ৪৫ পৃষ্ঠায় اولات الجيش রয়েছে।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হয় বায়দা হোক বা যাতুল জায়শ হোক, এগুলো তো বসতির নাম। সেখানে পানি অবশ্যই থাকবে। সে ক্ষেত্রে ليسوا على ماء এর উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : তাদের অবতরনের স্থান বসতি ছিল না। বরং রাস্তায় কোথায়ও সাময়িকভাবে নামা হয়েছে যেখানে পানি ছিল না। এ স্থানগুলো তাদের অবতরনের স্থানের কাছাকাছি ছিল। তাই কেউ এক স্থানের নাম বলেছেন আবার কেউ অন্য জায়গার নাম বলেছেন।

তায়াম্মুমের আয়াত কোন যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত? এ হাদিস দ্বারা শুধু এতটুকু জানা গেল যে, কোন এক সফরে উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি.-এর হার হারিয়ে যাওয়ার পর তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে। কিন্তু কোন রেওয়ায়াতেই এর উল্লেখ নেই যে, তা কোন যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত? এ কারণে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তা কোন যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত?

আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, ইবনে সা'দ, ইবনে হিব্বান এবং ইবনে আবদুল বার বলেন যে, ইহাও গযওয়ায়ে বনী মুসতালেকের ঘটনা, যাকে গযওয়ায়ে মুরাইসী' ও বলা হয়, যার মধ্যে ইফকের ঘটনা ঘটেছিল। ইহা পঞ্চম হিজরীর শাওয়াল মাসের ঘটনা। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ১৮৯ পৃষ্ঠা হতে ১৯৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম, আল্লামা ইবনুল জওযী এবং অন্যান্য মুহাক্কেক্বীনের মত হল, আয়াতে তায়াম্মুমের অবতরণ গযওয়ায়ে বনী মুসতালিকের ঘটনা নয়। বরং ইহা গযওয়ায়ে যাতুর রিকা'-র ঘটনা। ইহা হযরত আয়েশা রাযি.-এর হার হারানোর দ্বিতীয় ঘটনা।

প্রথমবার গযওয়ায়ে বনী মুসতালিক হতে ফিরত আসার সময় হার তখন হারিয়েছে যখন হযরত আয়েশা রাযি. কাযায়ে হাজতের জন্য গিয়েছিলেন। কাযায়ে হাজত শেষে ফিয়ে এসে দেখেন যে, হার নেই। হারের তালাশে তিনি যে পথে কাযায়ে হাজতের জন্য গিয়েছিলেন সেই পথেই ফিরে গেলেন। হার তো পাওয়া গেল। কিন্তু দেখতে পেলেন, সেনাবাহিনী রওয়ানা হয়ে গেছে। এর দ্বারা স্পষ্টত :ই বুঝা গেল যে, এবারের হার হারানোর সংবাদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও দেয়া হয়নি বা সাহাবাদেরকে দেয়া হয়নি। যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের জানানো হত, তা হলে কাফেলাও রওয়ানা হত না আর ইফকের ঘটনাও ঘটত না।

কিন্তু দ্বিতীয়বার যখন হার হারিয়ে যায় তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই থেমে গেলেন এবং কিছু লোককে হার তালাশের জন্য পাঠালেন - যার আমীর ছিলেন হযরত উসাইদ বিন হুযাইর রাযি.। এ দ্বিতীয় ঘটনার সময়ই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। যেমন তবরানীতে বর্ণিত হয়েছে,

قالت لما كان من امر عقدى ما كان و قال اهل الافك الخ

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যখন আমার হারের ঘটনা যা হওয়ার ছিল হল আর আহলে ইফক যা বলার ছিল বলল। এরপর আমি আরেকটি যুদ্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গেলাম। সেখানে আবার আমার হার হারাল। লোকেরা তার তালাশে থামতে হল এবং ফজরের সময় হয়ে গেল। এ সময়ে আবু বকরের পক্ষ থেকে কষ্ট সইতে হয়েছে - যা আল্লাহর মর্জি ছিল। আবু বকর আমাকে বললেন, বেটী! তুমি প্রত্যেক সফরে আমাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াঁও। এখন লোকদের সাথে পানি নেই। এ সময়ে তায়াম্মুমের অনুমতি এল। তখন আবু বকর বললেন, নি :সন্দেহে তুমি বড়ই বরকতময়।

এ রেওয়ায়াত দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তায়াম্মুমের আয়াতের সম্পর্ক আরেকটি গযওয়ার সাথে - যেমন في غزوة اخرى দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে। ইহাও পরিস্কার হয়ে গেছে যে, এ ঘটনা ইফকের ঘটনার পরের। উভয় ঘটনায় বেশ পার্থক্য আছে। কারণ তায়াম্মুমের এ ঘটনায় উটের নিচে হার পাওয়া গেছে এবং সকাল বেলায় কাফেলা রওয়ানা হয়েছে। এতে অধিকতর সম্ভাবনা ইহাই যে, আয়াতে তায়াম্মুমের সম্পর্ক গযওয়ায়ে যাতুর রিকা'র সাথে। আর ইমাম বুখারী রহ. শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, এ গযওয়াটি গযওয়ায়ে খায়বারের পর সপ্তম হিজরীতে হয়েছিল। বিস্তারিত জানার জন্য নাসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ১৭৮ দেখা যেতে পারে।

٣٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ هُوَ الْعَوَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ح و حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ قَالَ أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللّٰه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً *

৩২৭. হযরত জাবের রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাকে পাঁচটি এমন বস্তু দান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (প্রথম) এক মাসের দূরত্ব হতে আমার ভীতি দুশমনদের অন্তরে সৃষ্টি করে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (দ্বিতীয়ত :) আমার জন্য সমস্ত পৃথিবীকে মসজিদ তথা নামাযের স্থান এবং পবিত্রকারী করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতদের মধ্য হতে যার যেখানেই নামাযের সময় হয় সেখানেই নামায পড়বে। (তৃতীয়ত :) আমার জন্য মালে গনীমত হালাল করে দেয়া হয়েছে। আমার পূর্বে কারো জন্যই হালাল ছিল না। (চতুর্থত :) আমাকে শাফায়াতে কোবরা দান করা হয়েছে।

(পঞ্চমত :) আমার পূর্বে নবীদের শুধুমাত্র তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হত। আর আমি সকল মানুষের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।

শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য : শিরোনামের সামঞ্জস্য রক্ষাকারী বাক্য হল, جعلت لى الارض مسجدا و طهورا।

ব্যাখ্যা : اعطيت خمسا الخ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আমাকে এমন পাঁচটি বস্তু দান করা হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দান করা হয়নি।

প্রশ্ন : আল্লামা সুয়ূতী রহ. খাসায়েসে কুবরা কিতাবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শতাধিক খাসায়েস (বৈশিষ্ট) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হযরত জাবের রাযি.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট পাঁচটিই ছিল । তাই বাহ্যত : দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর : ১. 'মফহুমে আদদ' গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ এ সংখ্যা তার অধিকের নফীর জন্য নয়। যেমন, তিরমিযী শরীফের প্রথম খন্ডের ১৮৮ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরীফের প্রথম খন্ডের ১৯৯ পৃষ্ঠায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ রয়েছে, فضلت على الانبياء بست (ছয়টি বস্তু দ্বারা আমাকে নবীদের উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে।) এর দ্বারা বুঝা গেল যে পাঁচটির মধ্যেই সীমিত নয়।

২. হতে পারে যে, যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ ইরশাদ করেন, ঐ সময় এ পাঁচটি বৈশিষ্টই তাকে দেয়া হয়েছিল। অন্যান্য বৈশিষ্টগুলো তাকে পরবর্তীতে দেয়া হয়েছে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক বৈশিষ্ট বলেছেন, نصرت بالرعب مسيرة شهر অর্থাৎ এক মাসের দূরত্ব হতে আমার ভয় দুশমনদের অন্তরে ঢেলে দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়।

এ দূরত্বের উল্লেখ শুধু এ কারণেই করা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুশমনের অবস্থান সাধারনত: এক মাসের দূরত্বে ছিল। নচেৎ দুশমনের অন্তরে তার ভয় এর চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এক রেওয়ায়াতে রয়েছে, نصرت بالرعب شهرا امامى و شهرا خلفى অর্থাৎ আমার সম্মুখে এক মাসের এবং পশ্চাতে এক মাসের দূরত্বে দুশমনের উপর আমার ভীতি দিয়ে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে রয়েছে, يقذف فى قلوب اعدائى অর্থাৎ এ ভীতি আমার দুশমনদের অন্তরে ঢেলে দেয়া হয়। আর এ বাবের হাদিসে এক মাসের দূরত্বের কথা এ কারণে বলা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থান এবং দুশমনদের অবস্থানের মাঝে কোনো ভাবেই এক মাসের দূরত্বের বেশী দূরত্ব ছিল না। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, এক মাসের উল্লেখ এখানে কয়েদে এহতেরাযী হিসেবে নয়।

গাযওয়ায়ে তাবুক প্রভৃতির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, কাফের এবং মুশরিকদের উপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভীতির কারণেই রোম সেনাবাহিনীর অসংখ্য লোক যুদ্ধ করা হতে অপারগ হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার সাহসও ছিল না।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট : ইরশাদ করেছেন, جعلت لى الارض مسجدا و طهورا অর্থাৎ সারা পৃথিবী আমার জন্য নামাযের স্থান এবং পবিত্রকারী করে দেয়া হয়েছে। جعلت শব্দ দ্বারা বুঝা গেল,মুলত : মাটির মধ্যে পবিত্র করার যোগ্যতা ছিল না। বরং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার উম্মতের জন্য বিশেষ ইনাম যে, পানির উপর অপারগ হওয়ার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারবে। কোন বাধার কারণে যমীনের কোন অংশে নামায বা তায়াম্মুমের অনুমতি না থাকলে তা এর পরিপন্থী নয়। পূর্বের উম্মতদের জন্য তাদের নির্দিষ্ট ইবাদত খানায় গিয়ে নামায পড়া বাধ্যতামুলক ছিল। যেমন, এক রেওয়ায়াতে আছে, وكان من قبلى انماكانوا يصلون فى كنائسهم অর্থাৎ আমার পূর্বের লোকেরা তাদের ইবাদতখানায় গিয়ে নামায আদায় করত।

তৃতীয় বৈশিষ্ট : احلت لى المغانم অর্থাৎ আমার জন্য মালে গণীমত হালাল করা হয়েছে। আমার পূর্বে কারও জন্য হালাল ছিল না।

مغانم শব্দটি مغنم এর বহুবচন। অর্থ গণীমতের মাল। শরীয়তের পরিভাষায় মালে গণীমত বলা হয় সে মালকে যা কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে আনা হয়। আগেকার উম্মতদের অনেকের উপর জিহাদ ফরযই ছিল না। তাই মালে গনীমতের প্রশ্নই আসে না। আর কারো কারো উপর জিহাদ ফরয ছিল। কিন্তু মালে গণীমত তাদের জন্য হালাল ছিল না। বরং তাদের উপর এ নিয়ম ছিল যে, সমস্ত মালে গনীমত একত্রিত করে কোন একটি মাঠে রেখে দেয়া হত। আকাশ হতে আগুন এসে সে মালে গণীমত জ্বালিয়ে দিত। ইহা ছিল তা কবুল হওয়ার নিদর্শন।

আর কবুল না হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে ছিল মুজাহিদদের ইখলাস না থাকা, গুলুল তথা খেয়ানত করা। অর্থাৎ মালে গনীমত হতে চুরি করা। আল্লাহ তা'আলা তার হাবীবের তোফায়েলে তার হাবীবের বান্দাদের এ বিশেষ নিয়ামত দান করেছেন যে, তাদের জন্য মালে গণীমত হালাল করে দিয়েছেন। আর তাদের গুলুলও গোপন রেখেছেন। ফলে কবুল না হওয়ার পার্থিব অপদস্থতা থেকে তারা বেঁচে গেছে।

আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, ما الحكمة فى اكل النار غنائمهم و التحليل لنا অর্থাৎ আগেকার উম্মতদের মালে গণীমত আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া এবং আমাদের জন্য হালাল করে দেয়ার মধ্যে কী রহস্য রয়েছে। উত্তরে তিনি লিখেন যে, তাদের ইখলাছ এবং লিল্লাহিয়্যাত মূলত :ই কম ছিল। তাই আশংকা ছিল তারা মালে গণীমতের লালসায় পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে ইছলাসের ধাত প্রবল। আর উহাই মকবুলিয়্যাতের যিম্মাদার। অন্য উপকরণের প্রয়োজন নেই।

চতুর্থ বৈশিষ্ট : اعطيت الشفاعة الخ অর্থাৎ আমাকে শাফায়াত দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল শাফায়াতে কুবরা আ-ম্মা। এর পূর্ণ তাফসীল মুসলিম শরীফের কিতাবুল ঈমানের হাদিসে রয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে যখন সমস্ত লোকেরা পেরেশান হবে এবং সকল নবীদের থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে সরকারে দু' আলম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে দরখাস্ত করবে - যার মধ্যে অন্য সব উম্মতও থাকবে, আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুপারিশ করবেন। ইহা একমাত্র তারই বৈশিষ্ট।

পঞ্চম বৈশিষ্ট : بعثت الى الناس عامة অর্থাৎ আমি সকল লোকের নিকট প্রেরিত হয়েছি। যেমন কোরআনে করীমে রয়েছে, قل يايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا বুঝা গেল বর্তমান যারা আছে তারা ছাড়াও কিয়ামত পর্যন্ত আগত লোকদের জন্য আমাকে সত্যায়ন করা ব্যতীত নাজাতের কোন পথ নেই।

কোন কোন রেওয়ায়াতে আছে, كان النبى يبعث الى خاصة قومه و بعثت الى الجن و الانس। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, بعثت الى كل احمر و اسود

بَاب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا

অধ্যায় ২৩৩ : যখন পানি এবং মাটি না মিলে তখন কী করবে?

٣٢٨ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَوَجَدَهَا فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوْا فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ لِعَائِشَةَ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا *

৩২৮. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি তার বোন আসমা হতে একটি হার ধার নিয়েছিলেন। তাহা হারিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে তা তালাশ করার জন্য পাঠালেন। সে হার পাওয়া গেল। সেই তালাশকারীদের নামাযের সময় উপস্থিত হল। তাদের নিকট পানি ছিল না। তার এ অবস্থায়ই নামায পড়ে নিল। পরবর্তীতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তার শিকায়াত করল। এ সময়ে আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ করলেন। তখন উসাইদ বিন হুযাইর রাযি. হযরত আয়েশা রাযি.-কে উদ্দেশ্য করে বললেন,আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! খোদার কসম! যখনই আপনি এমন কিছুর সম্মুখীন হন যা আপনি অপসন্দ করেন, তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্য এবং সকল মুসলমানের জন্য মঙ্গল পয়দা করে দেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হাদিসের অংশ হল فادركتهم الصلوة و ليس معهم ماء

ইমাম বুখারী রহ. এর উদ্দেশ্য হল, فاقد الطهرين -এর মাসয়ালার প্রতি ইঙ্গিত করা যে, কোন ব্যক্তি যদি পবিত্র পানি বা পবিত্র মাটি ব্যবহারে সামর্থ না হয় তবে সে ব্যক্তি কি নামায পড়বে?

এর আলোচনা কিতাবুল অযুর শুরুতেই প্রথম হাদিস তথা ১৩৫ নং হাদিসের ব্যাখ্যায় বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। তা দেখা যেতে পারে।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন,

حكمه ان يصلى بغير وضوء و لا تيمم و لا اعادة عليه وهذا هو مذهب المؤلف و اثبته بظاهر الحديث لانه صلى الله عليه وسلم لما شكا القوم اليه ما امرهم باعادة الصلوة الخ

সার কথা হল, এ মাসয়ালায় ইমাম বুখারী রহ.-এর মত হানাবেলাদের মত। এই অবস্থায়ই সে অযু ছাড়া নামায পড়ে নিবে। পরবর্তীতে কাযা করাও তার জন্য জরুরী নয়। কারণ হাদিসে কাযার উল্লেখ নেই। এর প্রমাণ হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী, اذا امرتكم بشئ فافعلوا ما استطعتم به অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে কোন কাজের নির্দেশ দিলে তা তোমাদের সামর্থানুযায়ী কর। আর فاقد الطهرين স্বীয় সামর্থানুযায়ী ইহাই করতে পারে যে, এ অবস্থায়ই নামায পড়ে নিবে।

প্রশ্ন : সাহাবায়ে কিরামের নিকট সে মুহূর্তে পানি না থেকে থাকলেও মাটি তো ছিল?

উত্তর : সে সময়ে তায়াম্মুমের হুকুম নাযিল হয়নি। তাই মাটি দ্বারা পবিত্রতার হুকুম তাদের জানা ছিল না। তাই তাদের নিকট যেন মাটিও ছিল না। তাই এ ব্যক্তি فاقد الطهرين - এর হুকুমে।

অধ্যায় ২৩৪

بَاب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْمَرِيضِ عِنْدَهُ الْمَاءُ وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ يَتَيَمَّمُ وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ *

'হযর' তথা নিজ নিবাসে যখন পানি না পায় এবং নামাযের সময় শেষ হওয়ার আশংকা থাকে তখন তায়াম্মুম করার বর্ণনা। ইহা আতা বিন আবু রিবাহর মত। আর হাসান বসরী রহ. বলেছেন, এমন অসুস্থ ব্যক্তি যার নিকট পানি আছে, (কিন্তু উঠে গিয়ে পানি ব্যবহার করার শক্তি নেই) আর এমন কেউ নেই যে তাকে পানি এনে দিবে সে ক্ষেত্রে সে তায়াম্মুম করবে। হযরত ইবনে উমর রাযি. জুরুফে তার জমিন হতে ফিরছিলেন। মারবাদুন নিয়'আমে (উট থাকার স্থান) আসরের নামাযের সময় উপস্থিত হলে তিনি তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলেন। মদিনায় যখন তিনি পৌঁছলেন তখনও নামাযের সময় ছিল, কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার আর নামায পড়েননি।

٣٢٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ *

৩২৯. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.-এর আযাদকৃত গোলাম উমায়ের বলেন, আমি এবং আব্দুল্লাহ বিন ইয়াসার - যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনী হযরত মায়মুনা রাযি.-এর আযাদকৃত গোলাম ছিল - উভয়ই চলতে চলতে আবু জুহাইম বিন হারিস বিন সিম্মা রাযি.-এর নিকট পৌঁছলাম। তখন আবু জুহাইম

বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরে জামালের দিক হতে আসছিলেন। পথিমধ্যে তার সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। সে ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করল। তিনি সাথেই সাথেই সালামের উত্তর দেননি। বরং তিনি একটি প্রাচীরের নিকট আসলেন। (সেখানে হাত মারলেন।) অত :পর তার মুখমন্ডল এবং উভয় হাত মসেহ করলেন এবং এর পর সালামের উত্তর দিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে فمسح بوجهه و يديه اى تيمم ثم رد عليه السلام দ্বারা।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة هو ان النبى صلى الله عليه وسلم لما تيمم فى حضر لرد السلام وكان له ان يرده عليه قبل تيممه دل ذالك انه اذا خشى الخ

অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সালামের উত্তর দেয়ার জন্য 'হযরে' তায়াম্মুম করেছেন, অথচ সালামের উত্তর দেয়ার জন্য পবিত্রতা শর্তও নয়, কিন্তু যখন সালাম ফউত হওয়ার আশংকায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়াম্মুম করেছেন, এতে প্রমাণিত হল যে, নামায ফউত হওয়ার আশংকা হলে তায়াম্মুম করা উত্তমরূপেই জায়েয হবে। কারণ নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত, সালামের জন্য শর্ত নয়।

শব্দার্থ : جرف জীম এবং রা পেশ। মদিনার বাইরে তিন মাইল দূরত্বে একটি গ্রাম। জিহাদের জন্য কোন লস্কর রওয়ানা হলে সেখানে গিয়ে অবস্থান নিত যেন সবাই সেখানে সমবেত হতে পারে। (উমদাহ)

المربد মিমে যবর এবং যের উভয়টি হতে পারে। অত:পর রা সাকিন এবং বা যবর। মদিনা হতে এক মাইল দূরে অবস্থিত।(ফাতহ) উট ইত্যাদি পরিবেষ্টিত স্থান। শস্যস্তুপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। খেজুর শুকানোর স্থান।

উদ্দেশ্য : আয়াতে তায়াম্মুমে যেহেতু সফরের শর্তও উল্লেখ আছে এবং তা সফরের সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে তাই সন্দেহ জাগতে পারে যে,তায়াম্মুমের হুকুম সফরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ জন্য ইমাম বুখারী রহ. এ বাব কায়েম করে বলে দিয়েছেন যে, পানি না পাওয়ার ক্ষেত্রে হযরের সময়েও তায়াম্মুম করা যাবে। কারণ তায়াম্মুমকে সফরের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়নি। বরং فلم تجدوا ماء বলা হয়েছে - যা দ্বারা বুঝা যায় যে, তায়াম্মুমের বৈধতা পানি না পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে।

ব্যাখ্যা : সার কথা হল, সফরে হোক বা হযরে হোক পানির উপর সামর্থ না হলে তায়াম্মুম করা জায়েয। ইহাই আইম্মায়ে সালাসা তথা ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম মালেক রহ. এর মাযহাব। পার্থক্য শুধু একটুকু যে, পানি পাওয়া গেলে পুনরায় নামায পড়তে হবে কি না।

বিশুদ্ধতর মত হল, ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয়। ইমাম শাফে'য়ী রহ. ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তা। হানাফীরা বলেন যে, হযরের মধ্যে পানির জন্য অপেক্ষা করবে। কিন্তু যখন প্রবল ধারণা হবে যে, নামাযের ওয়াক্ত ফউত হয়ে যাবে তখন তায়াম্মুম করে নামায পড়বে।

وبه قال عطاء অর্থাৎ আতা বিন আবু রিবাহও এমত পোষণ করেন যে, হযর তথা মুকীম অবস্থায়ও জায়েয। তবে এ দু'টি শর্ত-সাপেক্ষে যেগুলো ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। ১. পানি পাওয়া না গেলে। ২. নামায ফউত হওয়ার আশংকা হলে।

وقال الحسن فى المريض الخ আর হাসান বসরী রহ. বলেন, এক ব্যক্তি অসুস্থ। তার নিকটেই পানি আছে। কিন্তু অসুস্থতার কারণে সে নিজে গিয়ে পানি নিতে পারে না। আর তার নিকট এমন কেউ নেইও যে তাকে পানি এনে দিবে। সে ক্ষেত্রে তার জন্যও তায়াম্মুম করা জায়েয।

واقبل ابن عمر الخ হযরত ইবনে রাযি. জুরুফ নাম স্থান হতে - যেখানে তার জমিন ছিল - ফেরত আসার সময়ে মারবাদুননিয়ামে পৌঁছলেন, তখন নামাযের সময় হয়ে গেছে। তিনি সেখানেই নামায পড়ে নিলেন। এ হাদিসের আরেকটি সনদে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন মারবাদে আসলেন তখন পানি পাননি। তাই তিনি পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করলেন। এ নামাযটি দ্বিতীয়বার পড়েননি।

হাদিসের ব্যাখ্যা : من نحو অর্থ من جهة। بئر جمل বিরে জামাল নামক এ কুয়াটি মদিনার নিকটে। এ কুয়ায় একটি উট পড়ে গিয়েছিল। এ কারণে ইহা এ নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। فلقيه رجل এখানে رجل দ্বারা

উদ্দেশ্য হাদিস বর্ণনাকারী নিজেই। তিনি কিবারে সাহাবাদের মধ্য হতে ছিলেন। তার পিতাও সাহাবী ছিলেন। ابو جهيم জীম পেশ এবং হা যবর দিয়ে। তিনি হলেন আবদুল্লাহ বিন হারিস বিন সিম্মা। ইনি খযরজী সাহাবী ছিলেন। (উমদাহ)

ইহাই সঠিক যে, হযরত আবু জুহাইম (তাসগীর সহকারে) -এর নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন হারিস - যিনি খযরজী সাহাবী। আরেক সাহাবী আবু জাহম (তাসগীর ছাড়া)। তার নাম আব্দুল্লাহ বিন জাহম। তিনি হলেন কুরাইশী। কিতাবুল্‌লিবাস (পৃ :৮৬৫) এবং কিতাবুস্‌সালাতে (পৃ : ৫৪) তার বর্ণিত হাদিস উল্লেখ হবে। কিন্তু এখানে কিতাবুত্‌তায়াম্মুম এবং কিতাবুস্‌সালাতে (পৃ :৭৩) আবু জুহাইমই (তাসগীর সহকারে) যার নাম আবদুল্লাহ বিন হারিস।

সার কথা হল, যে সময় আবু জুহাইম রাযি. সালাম করেছিলেন, সে সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অযুসহ ছিলেন না। এ অবস্থায় তিনি সালাম শব্দ – যা আল্লাহ তা'আলার নাম - উচ্চারণ করতে চাচ্ছিলেন না। এ জন্য তৎক্ষণাৎ উত্তর দেননি। কিন্তু যখন আবু জুহাইম রাযি. কোন গলিতে ঢুকে পড়ছিলেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারছিলেন যে, তার সালামের উত্তর থেকে যাচ্ছে, তাই তিনি দেয়ালের উপর তায়াম্মুম করে সালামের উত্তর দিলেন। এখান হতে হানাফীরা এ মাসয়ালা উদঘাটন করেছে যে, যে ইবাদত কোন বিকল্প না রেখেই ফউত হয়ে যায়, (অর্থাৎ তার কোন বদল নেই) তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয । যেমন, জানাযার নামায এবং ঈদের নামায।

باب هل ينفخ فى يديه بعد ما يضرب بهما الصعيد للتيمم

অধ্যায় ২৩৫ : তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে হাত মারার পর (ধুলি-বালু কমানোর জন্য) উভয় হাতে কি ফুঁক দিবে?

٣٣٠ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ أَنَا وَأَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ *

৩৩০. হযরত আব্দুর রহমান বিন আবযা তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি.-এর নিকট এসে বলল, আমার জানাবত হয়েছে (অর্থাৎ গোসলের প্রয়োজন হয়েছে) এবং পানির ব্যবস্থা করতে পানিনি (এমতাবস্থায় আমি কি করব?)। তখন হযরত আম্মার বিন ইয়াসার রাযি. হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি.-কে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই আমি এবং আপনি এক সফরে ছিলাম। আমাদের উভয়ের জানাবাত হল। তো আপনি নামায পড়েননি। আর আমি মাটিতে গড়িয়ে নিলাম। এরপর নামায পড়লাম। অত :পর আমি ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তোমাদের জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। এ বলে তিনি তার উভয় হাতলী মাটিতে মারলেন এবং সেগুলোতে ফুঁক দিলেন। অত :পর তা দ্বারা তিনি তার মুখমন্ডল এবং উভয় হাত মসেহ করে নিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فضرب النبى صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض و نفخ فيهما দ্বারা শিরোনামের হাদিসের মিল হয়েছে।

উদ্দেশ্য : যেহেতু তায়াম্মুম অযুর স্থলাভিষিক্ত এবং বদল, তাই এ ধারণা হতে পারে যে, অযুর মধ্যে যেমন পানির চিহ্ন পূরো অঙ্গে থাকে তেমনিভাবে তায়াম্মুমেও পুরো অঙ্গে মাটি পৌঁছানো জরুরী হওয়া চাই।

ইমাম বুখারী রহ. এ বাব দ্বারা ইহা বলতে চাচ্ছেন যে, চেহারা এবং হাতে মাটির চিহ্ন থাকা জরুরী নয়। কারণ ইহা পরিচ্ছন্নতার পরিপন্থী। বরং মাটি-মিশ্রিত হাত চেহারার উপর মোছা مثله(বিকৃতি)-এর সমার্থক যা হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই তায়াম্মুমের জন্য মাটির উপর হাত মেরে ফুঁক দিয়ে মাটি উড়িয়ে দিয়ে চেহারা এবং হাত মসেহ করবে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন,

ای یستحب ذلك اذا تعلق بالاعضاء تراب كثير تحرزا عن المثلة

অর্থাৎ ফুঁকা কোনো জরুরী বা আবশ্যকীয় বিষয় নয়। হাতে মাটির পরিমাণ বেশী হলে ফুঁক দিয়ে মাটি কমিয়ে নিবে যেন চেহারা বিশ্রী না দেখা যায়।

এ রেওয়ায়াতে হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর উত্তর বর্ণিত হয়নি। নাসাঈ এবং ইবনে মাজাহ্‌য় তার উত্তর উল্লেখ আছে لا تصل।

بَاب التَّيَمُّمُ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ

অধ্যায় ২৩৬ : তায়াম্মুম শুধুমাত্র চেহারা এবং উভয় হাতের জন্য

٣٣١ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَمَّارٌ بِهَذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَدْنَاهُمَا مِنْ فِيهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ الصعيد الطيب وضوء للمسلم يكفيه من الماء*

৩৩১. হযরত আব্দুর রহমান বিন আবযা রাযি. বলেন, হযরত আম্মার রাযি. ইহা (পূর্ণ ঘটনা) বর্ণনা করলেন। (অর্থাৎ পূর্বে বর্ণিত শো'বা হতে আদমের রেওয়ায়াতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।) আর শো'বা স্বীয় উভয় হাত মাটির উপর মারলেন। এরপর উভয় হাত স্বীয় চেহারার নিকট নিলেন। অত :পর স্বীয় চেহারা এবং উভয় হাতলী মসেহ করলেন। নযর বিন শুমাইল বলেন, শো'বা হাকাম হতে আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি (হাকাম) বলেন, আমি যরকে আব্দুর রহমান বিন আবযার পুত্র সাঈদ হতে বর্ণনা করতে শুনেছি। হাকাম বলেন, আমি নিজে স্বয়ং এ হাদিসটি আব্দুর রহমানের পুত্র হতে শুনেছি। তিনি তার পিতা হতে নকল করে বলেন, আম্মার রাযি. বলেছেন, পবিত্র মাটি মুসলমানের জন্য অযু। পানির স্থানে তা মুসলমানের জন্য যথেষ্ট।

٣٢٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا وَقَالَ تَفَلَ فِيهِمَا *

৩২২. হযরত আব্দুর রহমান বিন আবযা রাযি.-এর পুত্র তার পিতা হতে নকল করেন, তিনি হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। আম্মার রাযি. তাকে বললেন, আমরা একটি সারিয়্যায় (সেনাবাহিনীর ছোট দল) ছিলাম। আমাদের (উভয়ের) জানাবত হল। এবং (نفخ فيهما এর স্থলে) تفل فيهما (অর্থাৎ উভয় হাতে থু থু দিলেন) বলেছেন।

অর্থাৎ সুলাইমান বিন হরবের রেওয়ায়াতে تفل দ্বারা উদ্দেশ্য ফুঁক দেয়াই। অবশ্য এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সজোরে ফুঁক দিয়েছেন যার ফলে কিছু লালা মুবারক বের হয়ে পড়েছে।

٣٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ تَمَعَّكْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَكْفِيكَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ *

৩৩৩. হযরত আব্দুর বিন আবযা রাযি. বলেন, হযরত আম্মার রাযি. হযরত উমর ফারুক রাযি.-কে বললেন, আমি মাটিতে গড়াগড়ি খেলাম। অত :পর নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, তোমার জন্য মুখমন্ডল এবং উভয় হাতলীর উপর মসেহ করাই যথেষ্ট ছিল।

ব্যাখ্যা : الوجه و الكفين এ সূরতে الوجه শব্দটি فاعل হওয়ার ভিত্তিতে মরফূ'। আর كفين শব্দটি مفعول معه হওয়ার কারণে হালতে নসবীতে রয়েছে এবং واؤ এখানে معه এর অর্থে। যেমন, جاء البرد و الجبات-এ রয়েছে। উভয় বস্তু একত্রে হওয়া বুঝানোর জন্য। ইহা আবু যরের নুসখা। কিন্তু উসাইলী এবং অন্যান্যদের রেওয়ায়াতে রয়েছে, يكفيك الوجه و الكفان। হাফিয আসকালানী রহ. বলেন, بالرفع فيها على الفاعلية و هو واضح।

٣٣٤حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ *

৩৩৪. হযরত আব্দুর রহমান বিন আবযা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর রাযি.-এর নিকট বসা ছিলাম। তাকে হযরত আম্মার রাযি. বললেন এবং আবদুর রহমান এ হাদিসই রেওয়ায়াত করলেন।

٣٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ *

৩৩৫. হযরত আবদুর বিন আবযা রাযি. বলেন, হযরত আম্মার রাযি. বললেন, অত :পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত মাটির উপর মারলেন এবং স্বীয় মুখমন্ডল এবং উভয় হাতলী মসেহ করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : এ রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী রহ. বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। প্রতিটি রেওয়ায়াতে فمسح وجهه وكفيه বিদ্যমান যা দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে।

উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ. বলেন–

مذهب المؤلف فى هذه المسئلة مثل ما يقوله اصحاب الظواهر و بعض المجتهدين من ان التيمم للوجه و الكفين فقط و لا يلزم المسح الى المرفقين خلافا للجمهور الخ

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. এ মাসয়ালায় যাহেরী এবং হাম্বলীদের মত মত পোষণ করেছেন।

যাহেরীদের নিকট এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর মতে তায়াম্মুমের মধ্যে মুখ এবং উভয় হাতলী মসেহ করাই যথেষ্ট। কনুই পর্যন্ত মসেহ করা জরুরী নয়। কিন্তু হানাফ, শাফে'য়ী এবং মালেকীরা কনুই পর্যন্ত মসেহ করা জরুরী মনে করে এবং হযরত আম্মার রাযি. ব্যতীত সকল সাহাবা থেকে ইহা প্রমাণিত। কিন্তু যেহেতু ইমাম বুখারী রহ. এর ঝোঁক আহলে যাহেরের দিকে তাই আম্মার রাযি. রেওয়ায়াতটি ছয় সনদ দিয়ে ছয় শায়খ হতে উল্লেখ করছেন। বিভিন্ন সনদে হাদিস এনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর সমর্থন এবং আনুকুল্য প্রকাশ করছেন এবং আম্মার রাযি.-এর রেওয়ায়াতের اضطراب দূর করছেন।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. আহলে যাহের এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.এর অনুকুলে এবং সমর্থনে হযরত আম্মার রাযি.এর যে হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করছেন, প্রথমত : তার মধ্যে জটিল اضطراب রয়েছে।

আবু দাউদ রহ. তায়াম্মুম অধ্যায়ে হযরত আম্মার রাযি. হতে কাঁধ এবং বগল পর্যন্ত মসেহর হাদিস উল্লেখ করেছেন। আরেক রেওয়ায়াতে রয়েছে,

عن عمار بن ياسر رض ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الى المرفقين

বিভিন্ন সনদ উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রহ. যে اضطراب দূর করতে চেষ্টা করেছেন, অভিজ্ঞদের নিকট স্পষ্ট যে, তা দ্বারা اضطراب রও হবে না এবং এমন হাদিস দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্যও হবে না।

জমহুরের দলীল : ১. হযরত জাবের রাযি.এর মরফূ' হাদিস

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين

২. রেওয়ায়াত উভয় প্রকারই রয়েছে। কিন্তু কিয়াস জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠদের অনুকূলে রয়েছে। কারণ তায়াম্মুমের মূল হল অযু। অযুর মধ্যে কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়ার নির্দেশ। কাজেই তায়াম্মুমের মধ্যেও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মসেহ করা চাই।

ইমাম আহমদ রহ. এবং ইমাম বুখারী রহ. প্রমুখ যে হাদিস দ্বারা দলীল দিয়েছেন, তার উত্তর হল - হযরত আম্মার রাযি. অজ্ঞতাবশত : জানাবত অবস্থায় যমীনের উপর গড়াগড়ি করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন এ সম্বন্ধে জানানো হল তখন তিনি বললেন,

انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك و كفيك

এ হাদিসের ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুল ছিল উদ্দেশ্য তায়াম্মুমের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া নয় বরং তায়াম্মুমের পদ্ধতির প্রতি ইঙ্গিত করা যে, তায়াম্মুমের জন্য মাটিতে গড়াগড়ি করার প্রয়োজন ছিল না। বরং জানাবতাবস্থায়ও তায়াম্মুমের সে পদ্ধতিই যথেষ্ট যা হদসে আসগারের ক্ষেত্রে করা হয়।

আল্লামা সিন্ধী রহ. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিল ঐ কিয়াসকে খন্ডন করা যা হযরত আম্মার রাযি. জানাবতের তায়াম্মুমকে গোসলের উপর কিয়াস করে মাটি দ্বারা পূরো দেহ মসেহ করে নেয়া ভেবেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানিয়ে দিলেন যে, জমিনের উপর গড়াগড়ি করার প্রয়োজন নেই। চেহারা এবং হাত মসেহ করাই যথেষ্ট।

অধ্যায় ২৩৭

بَاب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْحَسَنُ يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا *

পবিত্র মাটি মুসলমানের অযু। পানির পরিবর্তে ইহাই যথেষ্ট। হাসান বসরী রহ. বলেছেন, হদস না হওয়া পর্যন্ত তায়াম্মুমই যথেষ্ট। ইবনে আব্বাস রাযি. তায়াম্মুম অবস্থায় নামাযের ইমামতি করেছেন। ইয়াহইয়া বিন সা'ঈদ বলেছেন, লবনাক্ত মাটিতে নামায পড়া যাবে এবং উহা দ্বারা তায়াম্মুমও করা যাবে।

٣٣٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِيَ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ

حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ قَالَ لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفًا قَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ وَنُودِيَ فِي النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْمَعُوا لَهَا فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ لَهَا تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ قَالَ أبمو عَبْد اللَّهِ صَبَأَ خَرَجَ مِنْ دِينٍ إِلَى غَيْرِهِ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ (الصَّابِئِينَ) فِرْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ الزَّبُورَ *

৩৩৬. হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা রাত্রে চলতে চলতে পড়ে গেলাম অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়লাম। এমন ঘুম যার থেকে অধিক সুস্বাদু ঘুম মুসাফিরের জন্য হয় না। পরবর্তীতে সূর্যের উত্তাপ আমাদেরকে জাগ্রত করল। তো সর্বপ্রথম জাগ্রত হল অমুক, তারপর অমুক, তারপর অমুক। আবু রাজা তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। আউফ ভুলে গেছেন। অত :পর হযরত উমর রাযি. ছিলেন চতুর্থ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমালে

আমাদের কেউ তাকে জাগ্রত করত না যতক্ষণ না তিনি স্বয়ং নিজে জাগ্রত হতেন। কারণ আমাদের জানা নেই নিদ্রারত অবস্থায় তার নিকট কোন নতুন অহী আসছে কি-না। যখন হযরত উমর রাযি. জাগ্রত হলেন এবং লোকদের এ অবস্থা দেখতে পেলেন - তিনি ছিলেন নির্ভীক প্রকৃতির - তিনি উচ্চ :স্বরে তাকবীর বললেন। অত :পর তিনি তাকবীর বলতেই থাকলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আওয়াযে জাগ্রত হলেন। তিনি জাগ্রত হলে লোকেরা তার নিকট তাদের এ অবস্থার শেকায়েত করল। তিনি বললেন, কোন অসুবিধা নেই অথবা (বললেন) কোন অসুবিধা হবে না। চল! রওয়ানা হওয়া যাক। অত :পর তিনি রওয়ানা হলেন। অদূরে গিয়ে তিনি অবতরণ করলেন। তারপর অযুর পানি চাইলেন। তিনি অযু করলেন এবং আযান দেয়া হল। তারপর তিনি লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর এক ব্যক্তিকে পাশে বসা দেখতে পেলেন। সে লোকদের সাথে নামায পড়েনি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকদের সাথে নামায পড়তে তোমার বাধা কি ছিল? সে বলল, আমার জানাবত হয়ে গেছে, আর পানিও নেই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। তাই তোমার জন্য যথেষ্ট। অত :পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হলেন। লোকেরা তার নিকট পিপাসার অভিযোগ করল। তিনি সওয়ারী হতে অবতরণ করলেন। তারপর অমুক (হাদিস বর্ণনাকারী ইমরান বিন হুসাইন)-কে ডাকলেন। আবু রাজা তার নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আউফ ভুলে গেছেন। আর হযরত আলীকে ডাকলেন। তাদের উভয়কে বললেন, যাও! পানি তালাশ করে আন। তারা উভয় রওয়ানা হলেন। তারা এক মহিলাকে দেখতে পেল। সে পানির দু'টি থলি বা দু'টি মশকের মাঝ বসে ছিল। (অর্থাৎ থলি দু'টিকে দু'দিকে ঝুলিয়ে সে মধ্যখানে বসে যাচ্ছিল।) তারা উভয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পানি কোথায় আছে? সে মহিলা বলল, গতকাল এ সময়ে আমি পানির নিকট ছিলাম। আমাদের পুরুষেরা পিছনে আসছে। তারা বললেন, বেশ! এখন তুমি আমাদের সাথে চল। সে জিজ্ঞেস করল, কোথায়? তারা বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট। সে বলল, লোকেরা যাকে সাবী (صابی) বলে তার নিকট? তারা বললেন, তিনি সে ব্যক্তি যাকে তুমি বুঝাচ্ছ। কাজেই চল। অত :পর তারা তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিয়ে এলেন এবং পূরো ঘটনা বললেন। হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাযি. বলেন, লোকেরা তাকে তার উট হতে নামিয়ে নিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পাত্র আনিয়ে উভয় থলি বা মশকের মুখ খুলে তার মধ্যে পানি ঢাললেন। তারপর উপরের মুখ খুলে নিচের মুখ বন্ধ করে দিলেন। অত :পর ঘোষণা দিলেন, তোমরা পানি কর এবং অন্যকেও পান করাও। যে চাইল নিজে পান করল, আর যে চাইল (পশুকে) পানি করাল। সর্বশেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাবতের লোকটিকে এক পাত্র পানি দিয়ে বললেন, যাও! নিজের উপর ঢেলে নাও। (অর্থাৎ গোসল কর।) সে মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল তার পানি দিয়ে কী করা হচ্ছে। খোদার কসম! ঐ মশককে পানি নেয়া শুরুর সময় হতে পানি নেয়া বন্ধ করার সময় অধিক পূর্ণ মনে হচ্ছিল। অত :পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ মহিলামর জন্য কিছূ সংগ্রহ কর। লোকেরা তার জন্য খেজুর, আটা আর চাতু সংগ্রহ করে একত্রিত করল। তা পরিমাণে অনেক হল। সেগুলো একটি কাপড়ে বেঁধে দেয়া হল। অত :পর ঐ মহিলাকে উটের উপর সওয়ার করে সে (খাবারভর্তি) কাপড়টি তার সম্মুখে দেয়া হল। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি জান, আমরা তোমার পানি হতে একটুও কমাইনি। কিন্তু আল্লাহই আমাদেরকে পান করিয়েছেন। অত :পর সে মহিলা তার বাড়ীতে পৌঁছল। যেহেতু তার পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছিল, তাই তাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তোমার বিলম্বের কারণ কি? সে বলল, আশ্চার্য ঘটনা ঘটেছে! দুই ব্যক্তির সাথে (পথে) আমার সাক্ষাৎ হল। তারা আমাকে সে ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেল যাকে লোকেরা সাবী বলে। অত :পর সে এমন এমন করল। খোদার কসম! সে ইহা এবং ইহার মাঝের সবচেয়ে বড় যাদুকর। আর (এ কথা বলে) সে মধ্যমা এবং তর্জনীকে একত্রিত করে উপরের দিকে উঠাল। (অর্থাৎ জমিন এবং আসমান)। অথবা সে আল্লাহর সত্য নবী। পরবর্তীতে মুসলমানরা সে মহিলার চারপাশে মুশরিকদের উপর হামলা করত। কিন্তু তার গোত্রের কোন ক্ষতি করত না। সে মহিলা একদিন তার সম্প্রদায়কে বলল, আমি বুঝতে পারছি, মুসলমানরা তোমাদেরকে বুঝে-শুনেই ছেড়ে দিচ্ছে। এখন তোমাদের ইসলাম গ্রহণের প্রতি কি কোন আগ্রহ আছে? তাহারা তার কথা মেলে নিল এবং সবাই মুসলমান হয়ে গেল।

আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, صبأ অর্থ এক ধর্ম হতে বের হয়ে অন্য ধর্মে প্রবেশ করল। আবুল আলিয়া বলেন, صابئين আহলে কিতাবদের এক দলকে বলা হয় যারা যবূর পাঠ করত। اصل-اصب অর্থাৎ সুরা ইউসুফে যে اصب শব্দ আছে তার অর্থ হল, আমি ঝুঁকে যাব।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসের অংশ হল عليك بالصعيد فانه يكفيك

و قال الحسن يجزيه التيمم مالم يحدث - ইমাম বুখারী রহ. হাসান বসরী রহ.র উক্তি উল্লেখ করেছেন যা হানাফীদের মাহযাবকে শক্তিশালী করে। অর্থাৎ হদস তথা অযু ভঙ্গ হওয়া পর্যন্ত একই তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক নামায পড়া যেতে পারে যেমনটি অযু দ্বারা পারা যায়।

و ام ابن عباس رضو هو متيمم - হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. তায়াম্মুম অবস্থায় তাদের ইমামতি করেছেন যারা অযু সহকারে ছিলেন। এখানে হাফেয আসকালানী রহ. বলেন,

و اشار المصنف بذالك الى ان المتيمم يقوم مقام الوضوء و لو كانت الطهارة به ضعيفة لما ام ابن عباس و هو متيمم من كان متوضأ و هذه المسئلة وافق فيها البخارى الكوفيين و الجمهور

অর্থাৎ মুসান্নেফ রহ. এ দিকে ইঙ্গিত করছেন যে, তায়াম্মুম অযুর স্থলাভিষিক্ত হয় যদিও তায়াম্মুমের পবিত্রতা দূর্বল। কারণ ইবনে আব্বাস রাযি. তায়াম্মুমের পবিত্রতা দিয়ে অযুকারীদের ইমামতি করেছেন। এ মাসয়ালায় ইমাম বুখারী রহ. কুফাবাসীদের এবং সংখ্যাগরিষ্ঠদের মত পোষণ করেছেন।

এতে বুঝা গেল, ইবনে আব্বাস রাযি.এর মতে তায়াম্মুম অযুর মতই পূর্ণ ত্বাহারত। যদি দুর্বল পবিত্রতা হত তা হলে অযুকারীদের ইমামতি করতেন না।

উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

و القصد ان التيمم حكمه حكم الوضوء فى جواز اداء الفرائض المتعددة و النوافل ما لم يحدث باحد الحدثين

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হল ইহা প্রমাণ করা যে, একই তায়াম্মুম দ্বারা অযুর মতই একাধিক ফরয এবং নফল পড়া যেতে পারে - যতক্ষণ না দুই হদসের একটি পাওয়া যায়। আর ইহাই হানাফীদের মত। তদ্রূপ ইহা ইবরাহীম, আতা, ইবনে মুসাইয়্যেব, যুহরী প্রমুখের মত।

শাহ ওয়ালি উল্লাহ রহ.ও এ কথাই বলছেন,

غرضه من عقد الباب اثبات ان التراب له حكم الماء عند عدم وجدانه فاذا تيمم يصلى به ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث كما هو حكم الماء وهذا مذهب ابى حنيفة رحمه الله تعالى خلافا للشافعى و غيره من الائمة ومحل الاستشهاد فى حديث الباب قوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك لان الظاهر المتبادر من الكفاية ان يكون له حكم الماء و الا لكانت الكفاية ناقصة مع ان المطلق ينصرف الى الكامل فتأمل

অর্থাৎ পানির অবর্তমানে মাটি পানির মত। যেমনিভাবে পানি দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অর্জিত হয় তেমনিভাবে মাটি দ্বারা (তায়াম্মুম)ও পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা অর্জিত হয়। আইম্মায়ে সালাসার মতে তায়াম্মুম হল ত্বাহারাতে জরুরীয়া। অর্থাৎ তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন অপরাগতার ক্ষেত্রে হয়। ইহা দ্বারা হদস দূর হয় না। যে ফরয এবং জরুরতের জন্য তায়াম্মুম করা হয়েছে সে জরুরত পূরণের পর তায়াম্মুমের ত্বাহারত শেষ হয়ে যায়। চাই হদস হোক বা না হোক। তার উপকারীতা শুধুমাত্র ওয়াক্তীয়া ফরয আদায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। অন্য ফরযের কাযাও তা দ্বারা আদায় করা যাবে না। তার জন্য আরেকটি তায়াম্মুমের প্রয়োজন হবে।

ব্যাখ্যা : كنا فى سفر - হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাযি. বলেন, আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। কিন্তু রেওয়ায়াতে উল্লেখ করা হয়নি যে তা কোন সফর ছিল। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতারাও কোন ফয়সালা দেননি। এ ঘটনার সম্মুখীন যে রাত্রে হতে হয়েছিল অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমিয়ে থাকার কারণে ফজরের নামায কাযা হয়ে গিয়েছিল তাকে ليلة التعريس বলা হয়। تعريس এর আভিধানিক অর্থ সফরকালে শেষ রাত্রে আরাম করার জন্য অবতরণ করা, তাঁবু ফেলা। এ ليلة التعريس সম্পর্কে একটি মতপার্থক্য হল যা হাফে আসকালানী রহ. উল্লেখ করেছেন

و قد اختلف العلماء هل كان ذالك مرة او اكثراعنى نومهم عن صلوة الصبح

অর্থাৎ এ বিষয়ে উলামাদের মতপার্থক্য রয়েছে যে, ঘুমিয়ে পড়ার ঘটনা একবার ঘটেছে না একাধিক বার। ইমাম নবুবী রহ. বলেন, ظاهر الحديث مرتان অর্থাৎ যাহের হাদিস দ্বারা বুঝা যায় একাধিকবার। উসাইলী রহ. নিশ্চিতভাবে বলেন, এ ঘটনা একবারই ঘটেছে। কিন্তু কাযী ইয়ায রহ. বলেন, ঘটনার অবস্থা এবং স্থানের পার্থক্য দ্বারা ঘটনা একাধিক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ হযরত আবু কাতাদা রাযি.র রেওয়ায়াত যা মুসলিম শরীফের ২৩৮ পৃষ্ঠা হতে ২৪০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে এবং ইমরান বিন হুসাইন রাযি.র এ হাদিস যা বুখারী শরীফের ৪৯ পৃষ্ঠায় এবং মুসলিম শরীফের ২৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। তা ছাড়াও হাফেয আসকালানী, আল্লামা সুয়ূতী, এবং ইবনে আরাবী রহ. সবাই একাধিক ঘটনা হওয়ার মত পোষণ করেন।

২. ঘটনা একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে সফর নির্ধারণে মতপার্থক্য রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে, انه وقع عند رجوعهم من خيبر। (মুসলিম পৃ :২৩৮)

আর ইবনে মসউদ রাযি. বর্ণিত আবু দাউদ শরীফের হাদিসে রয়েছে,

اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن حديبية (আবু দাউদ পৃ :৬৪)

আর আব্দুর রায্‌যাক বর্ণিত আতা বিন ইয়াসারের মুরসাল হাদিসে রয়েছে যে,এ ঘটনা তাবুকের পথে ঘটেছিল।

আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী রহ. বলেন, اقول و اقطع على انه واقعة واحدة لا انها واقعات عديدة। অর্থাৎ আমার মতে এরূপ ঘটনা একবারই ঘটেছে এবং আমার প্রবল ধারণা ইহা খায়বরের ঘটনা। বুখারী শরীফের টিকাকার মুহাদ্দিসে সাহারাণপুরীও এরূপ মত পোষণ করেন।

কিন্তু সে ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন জাগে যে, হাদিসে স্পষ্ট উদ্ধৃত রয়েছে, عليك بالصعيد فانه يكفيك. অর্থাৎ এক জানাবতওয়ালা ব্যক্তিকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ অধম (লিখক) কিতাবের এ খন্ডের ৩২৬নং হাদিসের ব্যাখ্যায় মুহাক্কিক উলামা যেমন আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম এবং আল্লামা ইবনে জাওযী রহ.র মত উল্লেখ করেছে যে, তায়াম্মুমের হুকুম গযওয়ায়ে যাতুল রিকা হতে ফেরৎ আসার সময় নাযিল হয়েছিল। আর ইমাম বুখারী রহ. সপ্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন যে, গযওয়ায়ে যাতুর রিকা সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে এবং ইহা খায়বরের পরের ঘটনা। কিন্তু যদি এ সফর দ্বারা তাবুকের সফর উদ্দেশ্য নেয়া হয় তবে আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

كان اول من استيقظ - জাগ্রত যারা হয়েছেন তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে? ৪৯ পৃষ্ঠার এ হাদিসে তার নাম নেই। কিন্তু ৫০৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত এ হাদিসেই উল্লেখ রয়েছে اول من استيقظ من منامه ابو بكر. অর্থাৎ সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর রাযি. জাগ্রত হয়েছেন। কিন্তু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তির নাম সেখানেও উল্লেখ নেই। কিন্তু আল্লামা কাসতাল্লানী রহ. বলেন, দ্বিতীয়জন হলেন এ হাদিসের রাবী ইমরান। আর এ কথা স্পষ্ট। নচেৎ তিনি কী করে ঘটনা বর্ণনা করেন। এরপর যু-মিখবার। আর চতুর্থজন হলেন হযরত উমর রাযি.।

اذا نام لم نوقظه যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাম করতেন আমরা তাকে জাগ্রত করতাম না।

প্রশ্ন : প্রশ্ন হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেছেন, ان عينى تنامان و لا ينام قلبى- আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়। কিন্তু আমার কলব জাগ্রত থাকে।

তো হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের অন্তর যখন জাগ্রত থাকে তা হলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হল কেন?

উত্তর : ১. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে প্রেরণের একটি মহান উদ্দেশ্য হল উম্মতদের ফে'লীভাবে শিক্ষা দেয়া। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাগ্রত অবস্থায়ও কখনো কখনো তার নামাযে ভুল হয়ে গেছে। যেন উম্মতদের সাহুর মাসায়েল-আহকাম এবং উহার বিধিবদ্ধতা ফে'লে রসূল দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইবনে মুনির রহ. বলেন,

قد يحصل له السهو فى اليقظة لمصلحة التشريع ففى النوم بطريق الاولى

অর্থাৎ কখনো কখনো শরীয়তের বিধান বিধিবদ্ধকরণের সুবিধার্থে জাগ্রতাবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভুল হয়ে যেত। কাজেই নিদ্রিতাবস্থায় উত্তমরূপেই হবে।

উদ্দেশ্য স্পষ্ট। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলীভাবে নামায আদায় করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। এখন তাশরী'য়ী মুসলিহাতের চাহিদা হল কাযা নামায আদায় করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি হোক। তা হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল উম্মতের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ, انى لا انسى و لكن انسى لاسن অর্থাৎ আমি ভুলিনা। আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয় যেন আমার অনুসরণ করা হয়।

২. হাদিসের শব্দাবলী মনোযোগ দিয়ে দেখা যেতে পারে। ইরশাদ হয়েছে 'কলব জাগ্রত থাকে, চক্ষু নিদ্রিত হয়।' আর স্পষ্ট কথা, সুবহে সাদিক দেখতে পাওয়া চক্ষুদ্বারা দেখার বিষয় - কলব দ্বারা নয়। কলব জাগ্রত থাকরা অর্থহল, অহীর জন্য তার অন্তর ঘুমায় না। ঘুমন্ত অবস্থায়ও তার উপর অহী নাযিল হয়।

৩. কেউ কেউ বলেন, ইসতিগরাকের অবস্থায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এক রকম হয়। আর এর বিপরীতাবস্থায় তিনি বলেছেন, আমার চক্ষু ঘুমায় এবং আমার অন্তর জাগ্রত থাকে।

৪. কেউ কেউ বলেছেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝে-শুনেই জাগ্রত হননি যেন তাশরী'য়ী বিষয় প্রকাশ পায়।

اذا هو برجل - তাওযীহ কিতাবের লিখক বলেন, তিনি ছিলেন খাল্লাদ বিন রাফে'। কিন্তু আল্লামা আইনী রহ. এর উপর প্রশ্ন এবং উত্তর নকল করেছেন।

ارتحلوا - আমরে হাযেরের সীগা। আল্লামা কুস্তাল্লানী বলেন, এখান হতে সরে যাওয়ার কারণ ছিল, এখানে শয়তানের উপস্থিতি-যেমন মুসলিম শরীফে রয়েছে।

অধ্যায় ২৩৮

بَاب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ تَيَمَّمَ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَتَيَمَّمَ وَتَلَا (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ *

জুনুবী ব্যক্তি অসুস্থতা কিংবা মৃত্যুর অথবা (পানির স্বল্পতার কারণে) পিপাসার আশংকা করলে তায়াম্মুম করবে। বর্ণিত আছে, হযরত আমর বিন আস রাযি. এক শীতের রাত্রে জুনুবী হলে তায়াম্মুম করলেন এবং এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন,و لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইহা বলা হলে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করেননি।

٣٣٧ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ لَا يُصَلِّي قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمُ الْبَرْدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي تَيَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ قُلْتُ فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ *

৩৩৭. আবু ওয়ায়েল হতে বর্ণিত, হযরত আবু মুসা আশয়ারী রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.কে বললেন, যদি কোন ব্যক্তি পানি না পায় (এবং সে ব্যক্তি জুনুবী হয়ে পড়ে) তবে সে নামায পড়বে না? হযরত আব্দুল্লাহ বললেন, হ্যাঁ। যদি আমি একমাস পানি না পাই আমি নামায পড়ব না। আমি যদি তাদেরকে এ বিষয়ে অনুমতি দিয়ে দেই তা হলে তাদের কেউ ঠান্ডা অনুভব করলেই এরূপ করবে। অর্থাৎ তায়াম্মুম করে নামায পড়বে। আবু মুসা বলেন, আমি বললাম, হযরত উমরকে বলা হযরত আম্মারের কথা কোথায় গেল? আব্দুল্লাহ বললেন, আমি মনে করি না হযরত আম্মারের কথায় হযরত উমর তৃপ্ত হয়েছেন। (অর্থাৎ হযরত উমরের প্রশান্তি কোথায় হল?)

শিরোনামের সাথে মিল : يعنى تيمم و صلى হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٣٣٨ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِاللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَمَا دَرَى عَبْدُاللَّهِ مَا يَقُولُ فَقَالَ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُاللَّهِ لِهَذَا قَالَ نَعَمْ *

৩৩৮. শাকীক বিন সালামা (অর্থাৎ আবু ওয়ায়েল শকীক তাবে'ঈ) বলেন, আমি হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদের নিকট ছিলাম। হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী হযরত আব্দুল্লাহকে বললেন, হে আবু আব্দুর রহমান! যখন কোন ব্যক্তি জুনুবী হয়ে পড়ে (অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তির গোসলের প্রয়োজন হয়।) এবং সে পানি না পায় তবে সে ব্যক্তি কী করবে? হযরত আব্দুল্লাহ বললেন, সে পানি পাওয়া না পর্যন্ত নামায পড়বে না। তখন আবু মুসা তাকে বললেন, তা হলে আম্মারের রেওয়ায়াতের কী হবে - যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেছিলেন, তোমার জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। (অর্থাৎ মুখমন্ডল এবং হাত মসেহ করা)। হযরত ইবনে মসউদ রাযি. বললেন, তুমি কি দেখছ না যে,হযরত উমর রাযি. তার কথায় তৃপ্ত হয়নি। আবু মুসা বললেন, আম্মারের কথা বাদ দাও। কিন্তু এ আয়াতের কী করবে? (যা সুরায়ে মায়েদায় আছে)। তখন হযরত আব্দুল্লাহবিন মসউদ কোন উত্তর দিতে পারেননি। বললেন, আমরা যদি এ বিষয়ে লোকদেরকে অনুমতি দেই তা হলে এর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে, কেউ কেউ পানির ঠান্ডা অনুভব করলেই পানি ছেড়ে দিয়ে তায়াম্মুম করবে। আ'মাশ রহ. বলেন, আমি শকীককে বললাম, এ কারণেই ইবনে মসউদ জুনুবী ব্যক্তির তায়াম্মুম অপসন্দ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

শিরোনামের সাথে মিল : ইহা পূর্বোক্ত হাদিসের আরেকটি রেওয়ায়াত। শিরোনামের সাথে সংশ্লিটতার অংশ হল ان يدعه ويتيمم।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.এর উদ্দেশ্য হল দু'টি মাসয়ালা বর্ণনা করা।

১. জুনুবী ব্যক্তির জন্যও তায়াম্মুম জায়েয । অর্থাৎ যেমনিভাবে পানি ব্যবহারে অপারগতার ক্ষেত্রে অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা জায়েয তেমনিভাবে জুনুবী (যার গোসলে প্রয়োজন হয়েছে) ব্যক্তিও পানির উপর অপারগতার ক্ষেত্রে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারবে। ২৩৭তম অধ্যায়ের দীর্ঘ হাদিসে জানা গেছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জুনুবী ব্যক্তিকে বলেছিলেন, عليك بالصعيد فانه يكفيك।

ইহাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবায়ে কিরাম এবং ইমামগনের মত। শুধুমাত্র হযরত উমর ফারুক রাযি. এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. জুনুবী ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দিতেন না। হযরত উমর ফারুক রাযি.র আসর দ্বারা জানা যায় যে, ইহা তার মাযহাব ছিল। পরবর্তীতে তারা উভয়ই তাদের এ মত হতে রুজু করেছেন। যেমন ইমাম নবুবী রহ. লিখেন,

و قيل ان عمر و عبد الله رجعا عنه و قد جاءت بجوازه للجنب الاحاديث الصحيحة المشهورة

অর্থাৎ হযরত উমর এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. তাদের মত পরিবর্তন করে জমহুরের মত গ্রহণ করে বলে বর্ণিত আছে। এবং জুনুবী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার সহীহ এবং মশহুর হাদিস রয়েছে।

২. দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, অসুস্থতা, মৃত্যু এবং পিপাসা, এ তিনটির যে কোন একটির আশংকার ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা জায়েয ।

অর্থাৎ পানি আছে। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝা যায়, কিংবা কোনা মুসলামন অভিজ্ঞ চিকিৎসক যদি বলেন যে, পানি ব্যবহারে রোগ সৃষ্টি হবে, কিংবা রোগ বেড়ে যাবে অথবা আরোগ্য হতে বিলম্ব হবে, তা হলে এ সব ক্ষেত্রেও তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে।

এ ব্যাপারে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে যে, রোগ সৃষ্টির আশংকা হলে কিংবা প্রবল ধারণা হলে তায়াম্মুম জায়েয হবে কি না। ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম মালেক রহ.র এক রেওয়ায়াতানুসারে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয। ইমাম মালেক রহ.র আরেক রেওয়ায়াতে জায়েয হবে না। আতা এবং হাসান রহ. বলেন, অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করা মোটেই জায়েয নয়। কিন্তু যখন জুনুবী ব্যক্তি মৃত্যুর আশংকা করে তখন সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয ।

সার কথা পিপাসা এবং মৃত্যুর আশংকা হলে সর্বসম্মতিক্রমে তায়াম্মুম জায়েয । এতে কোন মতভেদ নেই।

জানাবতের তায়াম্মুমের জন্য আমর বিন আস রাযি.র ইজতিহাদ : ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম প্রমাণের জন্য হযরত আমর বিন আস রাযি.র ইজতেহাদের ঘটনা উপস্থাপন করেছেন। এ ঘটনাটি আবু দাউদ শরীফে আরেকটু তফসিল সহকারে উল্লেখ হয়েছে।

হযরত আমর বিন আস রাযি. বলেন, গযওয়ায়ে যা-তুস্সালাসিলে এক ঠান্ডার রাত্রে আমার জানাবত হয়ে গিয়েছিল। (অর্থাৎ স্বপ্নদোষ হয়ে গিয়েছিল)। আমার আশংকা হল, আমি যদি ঠান্ডা পানি দ্বারা গোসল করি তা হলে আমি মারা যাব। তাই আমি তায়াম্মুম করে ফজরের নামায আদায় করে নিলাম। সফর শেষে ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আলোচনা করা হলে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করেননি। বরং নিরব ছিলেন।

ইমাম বুখারী রহ. ইহা প্রমাণ করতে চাইছেন যে, যেহেতু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরব ছিলেন, তাই তার তাকরীর দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে, মৃত্যুর আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয ।

হাদিসুল বাব : ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের অধীনে দু'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। দু'টোতেই হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. এবং হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি.র মুনাযারা (বির্তক)-র উল্লেখ রয়েছে। উপস্থাপিত হাদিস দু'টির মধ্যে দু'টি পার্থক্য রয়েছে। ১.প্রথম রেওয়ায়াতটি সংক্ষিপ্ত। আর দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি বিস্তৃত। ২.প্রথম রেওয়ায়াতে আগ-পর হয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়াতে মুল রেওয়ায়াতের ধারাবাহিকতা বহাল রয়েছে। পরবর্তীতে আবু মু'আবিয়ার রেওয়ায়াত উল্লেখ হচ্ছে। সেখানেও তাকদীম-তাখীর হয়েছে।

মোট কথা, ইমাম বুখারী রহ. দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করে হযরত আবু মুসা রাযি. এবং হযরত ইবনে মসউদ রাযি.র মুনাযারাসুলভ আলোচনার পূর্ণ এবং ধারাবাহিকরূপ উল্লেখ করেছেন।

হযরত আবু মুসা রাযি.র দলীল উপস্থাপন : হযরত আবু মুসা রাযি. হযরত ইবনে মসউদ রাযি.কে বললেন, যদি কোন জুনুবী ব্যক্তি পানির উপর শক্তি না রাখে সে ক্ষেত্রে আপনার মত কি? ইবনে মসউদ রাযি. বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত পানি না পাবে নামায পড়বে না। আবু মুসা রাযি. বললেন, আপনি আম্মার রাযি.র কথার ব্যাখ্যা কী দিবেন?

আবু মুসা আশ'আরী রাযি.র এ দলীল উপস্থাপনের বিবরণ হল, হযরত আম্মার রাযি. এবং হযরত উমর রাযি. এক সফরে একত্রে ছিলেন। ঘটনাচক্রে উভয়ের গোসলের প্রয়োজন হল। হযরত আম্মার রাযি. মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে নামায আদায় করে নিলেন। হযরত উমর রাযি. নামায বিলম্বিত করলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এ ঘটনা পেশ করা হলে তিনি হযরত আম্মারের কার্যপদ্ধতি সংশোধন করে দিলেন যে, মাটিতের গড়ানোর প্রয়োজন নেই। আর তায়াম্মুমের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে দিলেন। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেননি যে, জুনুবী হালতে তায়াম্মুম নিষেধ।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. এ দলীল খন্ডন করে বললেন যে, ঘটনার অংশীদার হযরত উমর রাযি.ই এ রেওয়ায়াতের প্রশান্তি পাচ্ছেন না। সে ক্ষেত্রে এ রেওয়ায়াত আমাদের উপর দলীল হয় কী করে? তো এরপর হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. সুরায়ে মায়েদার আয়াতে তায়াম্মুম او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه পেশ করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, আমার উদ্দেশ্য জুনুবী ব্যক্তির তায়াম্মুমের বৈধতা অস্বীকার করা নয়। বরং অলস লোকদের রাস্তা বন্ধ করার জন্য।

অবশ্য তিনি তার এ মত হতে রুজু করেছেন যেমনটা ইমাম নববী রহ.র উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

بَاب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ

অধ্যায় ২৩৯ : তায়াম্মুমে একবার হাত মারা

٣٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِاللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ قُلْتُ وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ وَزَادَ يَعْلَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِاللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً *

৩৩৯. শকীক রহ.বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. এবং আবু মুসা রাযি.র নিকট বসা ছিলাম। সে সময়ে আবু মুসা রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, যদি কোন ব্যক্তি জুনুবী হয়ে যায় এবং এক মাস পানি না পায় তবে কি সে তায়াম্মুম করবে না এবং নামায পড়বে না? শকীক বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ রাযি. বললেন, সে তায়াম্মুম করবে না যদিও এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়। তখন আবু মুসা রাযি. বললেন. সুরায়ে মায়েদার এ আয়াতের কী করবেন فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا অর্থাৎ যদি পানি না পাও তা হলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. বললেন, যদি লোকদেরকে এ অনুমতি দেয়া হয় তবে অতি শীঘ্রই এমন হবে যে, পানি ঠান্ডা অনুভব হলেই তারা তায়াম্মুম করে নিবে। আ'মাশ রহ. বলেন, আমি শকীককে বললাম, আপনারা তায়াম্মুম এ জন্যই অপসন্দ করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর হযরত আবু মুসা বললেন, আপনি কি উমরকে বলা আম্মারের কথা শুনেননি। তিনি বলেছিলেন, রাসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এক প্রয়োজনে পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমি জুনুবী হয়ে গিয়েছিলাম। পানি পাইনি। তাই পশুর ন্যায় মাটিতে গড়াগড়ি খেলাম (এবং নামায পড়ে নিলাম)। অত :পর তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বললাম। তখন তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল। একথা বলে তিনি তার হাত একবার মাটিতে মারলেন। তারপর তা ঝেড়ে ফেললেন। অত :পর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের পিঠ মসেহ করে নিলেন অথবা বাম হাত দ্বারা ডান হাতের পিঠ মসেহ করে নিলেন। তারপর উভয় দিয়ে মুখমন্ডল মসেহ করে নিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. বললেন, আপনি কি দেখছেন না যে, হযরত উমর হযরত আম্মারের কথার উপর তৃপ্ত হননি?

ইয়া'লা বিন উবাইদ আ'মাশের বরাতে শকীক হতে বৃদ্ধি করে বলেন, আমি আব্দুল্লাহ এবং আবু মুসার নিকট ছিলাম। তখন আবু মুসা বললেন, আপনি কি হযরত উমরকে বলা হযরত আম্মারের কথা শুনেননি? (তিনি

বলেছিলেন,) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এবং আপনাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি জুনুবী হয়ে পড়লাম। তাই মাটিতে গড়াগড়ি খেলাম। আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলাম। তাকে এ বিষয়ে জানানো হলে তিনি বললেন, তোমার জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। এ কথা বলে তিনি তার চেহারা এবং উভয় হাতলী একবার মসেহ করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হল হাদিসের শেষাংশ তথা فقال انما كان يكفيك هكذا و مسح وجهه و كفيه و احدة দ্বারা।

উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেসে দেহলভী রহ. বলেন,

غرضه اثبات ما يقوله بعض العلماء خلافا للجمهور.

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল কিছু সংখ্যক উলামা তথা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. প্রমুখের সমর্থন এবং আনুকূল্য প্রকাশ করা যে, তায়াম্মুমে একবারই জমিনে হাত মেরে চেহারা এবং হাত মসেহ করবে। এ আলোচনা আগেই করা হয়েছে যে, জমহুরের মতে তায়াম্মুমে দু'বার মাটিতে হাত মারতে হয়।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখরী রহ. তায়াম্মুমের মধ্যে এক 'যারবা' (মাটিতে হাত মারা) প্রমাণ করার জন্য এ শিরোনামে আলাদা একটি বাব সাজিয়েছেন। তায়াম্মুমের পদ্ধতি নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং এতে দু'টি বিষয়ে ইখতিলাফ রয়েছে।

১. দুই হাতে মসেহর পরিমাণ নিয়ে - যে, মসেহ দুই হাতের হাতলী পর্যন্ত করবে না কনুই পর্যন্ত করবে। এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনার জন্য ২৩৬ নং অধ্যায় বিশেষ করে ৩৩৫ নং হাদিসের আলোচনা দেখা যেতে পারে।

২. 'যারবা'র সংখ্যা নিয়ে। ইহাই এ অধ্যায়ের মুল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

১.ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. ইসহাক বিন রাহওয়েহ রহ. এবং ইমাম বুখারী রহ.র মত হল, তায়াম্মুমের জন্য এক 'যারবা'ই যথেষ্ট।

২.ইমাম আবু হানিফা রহ. ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং সুফিয়ান সওরী রহ. প্রমুখের মতে দুই যারবা।

৩. ইমাম মালেক রহ.র মতেও দুই যারবা। তবে প্রথমটি ওয়াজিব এবং দ্বিতীয়টি সুন্নাত।

৪.মুহাম্মদ বিন সিরীন রহ. হতে দু'ধরণের রেওয়ায়াত পাওয়া যায়। প্রথমটি হল, প্রথম যারবা চেহারার জন্য, দ্বিতীয় যারবা দুই হাতলীর জন্য এবং তৃতীয় যারবা দুই বাহুর জন্য। আর দ্বিতীয়টি হল, তৃতীয় যারবা দ্বারা হাত এবং মুখ উভয়টি মসেহ করা হবে।

হানাফী এবং শাফে'য়ীদের দলীল : হানাফী এবং শাফে'য়ীদের দলীল হল হযরত জাবের রাযি. এবং হযরত ইবনে উমর রাযি.র রেওয়ায়াত।

হযরত জাবের রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة لليدين الى المرفقين.

হাদিসটি দারকুতনী, বায়হাকী এবং হাকিম রেওয়ায়াত করেছেন। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ হাদিসের শুদ্ধতা অস্বীকারকারীর কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতেও এ আলফাযেই হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাম্বলীদের এবং ইমাম বুখারী রহ.র দলীল হল হযরত আম্মার রাযি.র বর্ণিত হাদিস। এর উত্তর উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদিসে যথেষ্ট اضطراب রয়েছে। যার ফলে হাদিসটি আর দলীলের যোগ্য থাকেনি।

আরেকটি উত্তরে আল্লামা কিরমানী রহ. বলেন, এ হাদিসের و احدة শব্দদ্বারা এক যারবার সমর্থনে দলীল পেশ করাটা ততটা শক্তিশালী নয়। কারণ ইহা যেমনিভাবে ضربة এর সিফাত হতে পারে তেমনিভাবে مسحةএরও সিফাত হতে পারে। তখন অর্থ হবে উভয় অঙ্গকে একবার করে মসেহ করা হয়েছে। আর হাদিসের শব্দ দ্বারা ইহা বুঝাও যায়। কারণ ইহা মসেহর পর উল্লেখ হয়েছে। তাই তায়াম্মুম দুই যারবা দ্বারাই করা হয়েছে। হাফেয রহ.ও و احدةএর ব্যাখ্যা مسحة و احدة করেছেন।

بَاب

অধ্যায় ২৪০ : এ বাবে কোন শিরোনাম নেই। আর উসাইলীর রেওয়ায়াতে باب শব্দটি অনুল্লেখিত। সে ক্ষেত্রে এ হাদিসটি পূর্বের অধ্যায়ের অর্ন্তভুক্ত হবে

٣٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّه قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الْخُزَاعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ *

৩৪০. হযরত ইমরান বিন হুসাইন খাযা'য়ী রহ. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূরে বসা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! লোকদের সাথে নামায পড়ার ক্ষেত্রে কোন বস্তু তোমার প্রতিবন্ধক হয়েছে? সে বলল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমার জানাবত হয়ে গেছে এবং পানি নেই। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও। ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট।

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ নুসখায় এ বাবটি শিরোনাম ছাড়া। সে ক্ষেত্রে ইহা পূর্বের বাবের একটি অনুচ্ছেদ ধরা যেতে পারে। অথবা এমনও হতে পারে যে, বাব কায়েম করে শিরোনাম পাঠকদের উপর ন্যস্ত করে দিয়ে তাদের বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি করছেন - রেওয়ায়াত তো উল্লেখ করা হল, এর উপযোগী শিরোনাম কায়েম কর। যেমন, এখানে এ শিরোনাম দেয়া যেতে পারে. باب الجنب اذا لم يجد ماء تيمم و صلى

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, অধিকাংশ নুসখায় باب শব্দটি নেই। আর ইহাই সঠিক। সে ক্ষেত্রে এ হাদিস পূর্বের অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ইঙ্গিতপূর্ণ পরিসমাপ্তি : হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. প্রত্যেক 'কিতাব'এর শেষে এমন একটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেন যা 'কিতাব' শেষ প্রতি ইঙ্গিত করে। যেমন এখানে فانه يكفيك রয়েছে অর্থাৎ তায়াম্মুমে তোমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। সামনে অন্য 'কিতাব' তথা 'কিতাবুস্‌সালাত' আরম্ভ হচ্ছে।

শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন,ইমাম বুখারী রহ. 'কিতাবে'র শেষে মানুষের শেষ পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করছেন যার দ্বারা মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। عليك بالصعيد। মাটি আবশ্যকীয় করে নাও। এর দ্বারা কবরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোরআন করীমে রয়েছে, منها خلقناكم و فيها نعيدكم الخ

كتاب الصلوة
নামায পর্ব

كتاب الصلوة অর্থাৎ هذا كتاب الصلوة । كتابশব্দটি মরফূ' হয়েছে মুবতাদা মাহযুফের خبر হওয়া হিসেবে যেমন এখানে উহ্য মেনে নেয়া হয়েছে। ইহাকে মুবতাদা মেনে তার خبر মাহযুফ মানা যেতে পারে। অর্থাৎ كتاب الصلوة هذا। আবার উহ্য ইবারত خذ كتاب الصلوة মেনে নিয়ে নসবও পড়া যেতে পারে।

পূর্বের সাথে যোগসূত্র : ইমাম বুখারী রহ. সালাতের শর্ত অর্থাৎ ত্বাহারাতে সুগরা (অযু) এবং ত্বাহারাতে কুবরা (গোসল), ত্বাহারাতে মা-ইয়্যা (পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন) এবং ত্বাহারাতে তুরাবিয়্যা (মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন)-এর আলোচনা শেষ করে مشروط (শর্তারোপিত)-এর আলোচনা শুরু করছেন যা মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নামাযের আলোচনা শুরু করছেন। ত্বাহারাত হল নামাযের শর্ত এবং ওসিলা। আর যেহেতু শর্ত শর্তযুক্ত বিষয়ের পূর্বে এবং ওসিলা মুখ্য উদ্দেশ্যের পূর্বে থাকে তাই শর্ত এবং ওসিলার পর শর্তযুক্ত বিষয় এবং মুল উদ্দেশ্য আলোচনা করা হচ্ছে।

صلوة-শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দু'আর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী وصل عليهم অর্থাৎ আপনি তাদের জন্য দু'আ করুন। (উমদা)

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ, اذا دعى احدكم الى طعام فليجب وان كان صائما فليصل যখন তোমাদের কাউকে খাওয়ার জন্য আহ্বান করা হয় তবে তা কবুল চাই। আর যদি সে রোযাদার হয় তবে দাওয়াতকারীর জন্য দু'আ করা চাই। صلوة শব্দটি রহমত এবং ইসতিগফারের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। শরীয়তের পরিভাষায় সালাত ঐ বিশেষ ইবাদতকে বলা হয় যা তাকবীর দিয়ে শুরু হয়ে তাসলীম দিয়ে শেষ হয়। আর যেহেতু এ ইবাদতটি দু'আর সমষ্টি সম্বলিত হয় তাই একে সালাত বলা হয়।

শব্দমূল : এ বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে। কেউ বলেন, ইহা صليت العود على النار (বক্রকাঠ আগুনের তাপে সরল করা) হতে নির্গত হয়েছে। নামাযকে এ কারণে সালাত বলা হয়েছে যে, মানুষের বাতেনী বক্রতা যা নফসে আম্মারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে তা নামায দ্বারা সোজা হয়ে যায়।

ইমাম নবুবী রহ. বলেন, এ মতটি সঠিক নয়। কারণ صلوة শব্দের লাম কলেমা واؤ আর صليت-এর মধ্যে ياء। আর শব্দমুলের মধ্যে যখন পার্থক্য রয়েছে সে ক্ষেত্রে কী করে নির্গত হওয়া সঠিক হতে পারে?

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ইমাম নবুবীর এ ইসতেকাককে বাতিল বলা সঠিক নয়। কারণ আসলী হরফের মিল শুধুমাত্র ইসতিকাকে সগীরের মধ্যে থাকা জরুরী, ইসতিকাকে কবীরের মধ্যে থাকা শর্ত নয়।

ইসতিকাক কয়েক প্রকার : ইসতিকাকে সগীর, ইসতিকাকে কবীর এবং ইসতিকাকে আকবর। প্রকাশ থাকে যে, শেষ দু'টির মধ্যে মিল থাকা শর্ত নয়।

দ্বিতীয় মত হল, صلوة শব্দটি صلوين হতে নির্গত হয়েছে যা صلا-এর দ্বি-বচন। অর্থ নিতম্বের হাঁড়। নামাযের মধ্যে যেহেতু নিতম্বের নড়াচড়া হয় তাই এর নাম صلوة। তৃতীয় মত হল ইহা مصلى শব্দ হতে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হল ঘোড় দোড় প্রতিযোগীতার দ্বিতীয় ঘোড়া। আর প্রথমটিকে বলা হয় مجلى। مصلى-র মাথা مجلى-র পিছনে থাকে। অর্থাৎ দ্বিতীয় নম্বরে থাকে। যেহেতু শাহাদাতাইনের পরই নামাযের স্থান। তাই এর নাম صلوة রাখা হয়েছে।

অধ্যায় ২৪১

بَاب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْإِسْرَاءِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ *

মে'রাজের রাত কীভাবে নামায ফরয হয়েছে? হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আবু সুফিয়ান বিন হরব হেরাক্লিয়াসের হাদিসে আমার নিকট বলেছেন, তিনি (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নামায পড়ার, সত্য বলার এবং পবিত্র (হারাম থেকে বেঁচে) থাকার নির্দেশ দেন

٣٤١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَجَ صَدْرِي ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنِهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ فَفَتَحَ قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوًى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ *

৩৪১. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, হযরত আবু যর হাদিস বর্ণনা করতেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার ঘরের ছাদ খুলে গেল। তখন আমি মক্কায়। জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম অবতরণ করলেন এবং আমার সিনা বিদীর্ণ করলেন। তারপর তা যমযমের পানি দ্বারা ধুলেন। অত :পর হেকমত এবং ঈমানপূর্ণ একটি স্বর্ণের তশতরী আনলেন। অত :পর তা আমার বুকে ঢেলে দিলেন। তারপর তা বন্ধ করে দিলেন। এরপর আমার হাত ধরে দুনিয়ার আসমানের দিকে উঠলেন। যখন দুনিয়ার আসমানে পৌঁছলাম হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম আসমানের দারোগাকে বললেন, খোল। তিনি বললেন, কে? উত্তর দিলেন জিবরাঈল। তিনি বললেন, তোমার সাথে কেউ কি আছে? জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রয়েছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাকে কি আহ্বান করা হয়েছে? জিবরাঈল আলাইহস্‌সালাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি দরওয়াযা খুলে দিলে আমরা দুনিয়ার আসমানের উপর উঠলাম। সেখানে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি বসে আছে। তার ডান দিকেও অনেক লোক। আবার বাম দিকেও অনেক লোক। ঐ ব্যক্তি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন। আর বাম দিকে তাকালে কাঁদেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, হে নেককার নবী, হে নেককার সন্তান, তোমাকে স্বাগতম। আমি জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি হলেন আদম আলাইহিস্‌সালাম। আর তার ডানে-বাঁয়ে যারা আছে তারা হল আর আওলাদের রুহ। এদের মধ্যে যারা ডানে আছে তারা হল জান্নাতী। আর যারা বাম দিকে আছে তারা হল জাহান্নামী। তাই তিনি ডান দিকে যখন তাকান তখন আনন্দে হাসেন। আর বাম দিকে যখন তাকান তখন দু :খে কাঁদেন। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন এবং তার দারোগাকে বললেন, খোল। তিনি তার সাথে ঐ ধরণের কথা-বার্তা করলেন যে ধরণের কথা-বার্তা প্রথম আসমানে বলা হয়েছে। তারপর তিনি দরওয়াযা খুলে দিলেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, হযরত আবু যর রাযি. তো বলেছেন যে, হুযুর সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম আসমানসমূহে হযরত আদম আলাইহিস্‌সালাম, হযরত ইদরিস আলাইহিস্‌সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস্‌সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস্‌সালাম, এবং হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামকে দেখেছেন। কিন্তু হযরত আবু যর রাযি. এ কথা বলেননি যে, তাদের মানযিল কেমন? এতটুকু বলেছেন যে, তিনি প্রথম আসমানে হযরত আদম আলাইহিস্‌সালামকে পেয়েছেন এবং ষষ্ঠ আসমানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামকে দেখেছেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম যখন হুযুর সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে যখন ইদরিস আলাইস্‌সালামের নিকট দিয়ে গেলেন তখন তিনি বললেন, খোশ আমদেদ হে নেক পয়গাম্বর, নেক ভাই। আমি (জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালামকে) করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি ইদরিস আলাইহিস্‌সালাম। এরপর মুসা আলাইহিস্‌সালামের নিকট দিয়ে যাওয়া হল। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ! হে নেক পয়গাম্বর, নেক ভাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম বললেন, ইনি মুসা আলাইহিস্‌সালাম। এরপর ঈসা আলাইহিস্‌সালামের নিকট দিয়ে আমার যাওয়া হলে তিনি বললেন, খোশ আমদেদ হে নেক ভাই নেক পয়গাম্বর। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি ঈসা আলাইহিস্‌সালাম। তারপর ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামের নিকট দিয়ে আমার যাওয়া হল। তিনি বললেন, স্বাগতম হে নেক পয়গাম্বর, নেক সন্তান। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি ইবরাইহীম আলাইহিস্‌সালাম।

ইবনে শিহাব রহ. বলেন, আমার নিকট আবু বকর বিন হযম বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এবং আবু হাব্বা আনসারী রাযি. উভয়ে এরূপ বর্ণনা করতেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরপর আমাকে আরো উর্দ্ধে উঠানো হয়েছে। সেখানে একটি সমতলভূমিতে পৌঁছলাম। সেখান থেকে কলম চলার আওয়ায শুনা যেত। ইবনে হযম রাযি. এবং ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। আমি আল্লাহর হুকুম নিয়ে ফিরে এলাম। মুসা আলাইহিস্‌সালামের নিকট দিয়ে আমার যাওয়া হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার উম্মতের উপর কী ফরয করেছেন? আমি বললাম, ৫০ ওয়াক্ত নামায। মুসা আলাইহিস্‌সালাম বললেন, আপনি আবার আল্লাহর দরবারে যান। কারণ আপনার উম্মতের ইহা আদায় করার শক্তি নেই। আমি ফিরত এলাম। আল্লাহ তা'আলা উহার একটি অংশ ক্ষমা কমিয়ে দিলেন। এরপর

তার নিকট এলে তিনি বললেন, ফিরত যান। আপনার উম্মত উহাও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি আবার ফিরত এলাম। (এভাবে কয়েকবার করা হল।) সর্বশেষে আল্লাহ তা'আলা বললেন, ইহা পাঁচ ওয়াক্ত। আর (কিন্তু সওয়াবের হিসাবে) ইহা পঞ্চাশ ওয়াক্ত। আমার নিকট কথা পরিবর্তন হয় না। এরপর মুসা আলাইহিস্‌সালামের নিকট এলে তিনি বললেন, আবার আপনার প্রভূর নিকট যান। আমি বললাম, আমার আল্লাহর নিকট (এ ব্যাপারে আবেদন করতে) লজ্জাবোধ করছি। অত :পর জিবরাঈল আলাইহস্‌সালাম আমাকে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। উহাকে কয়েকটি রং ঢেকে রেখেছে। সেগুলো কী ছিল আমার জানা নেই। এরপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হল। দেখতে পেলাম, সেখানে মুতির মালা রয়েছে। আর উহার মাটি ছিল মিশকের।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হল.فقال هى خمس و هى خمسون

হাদিসের শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ : فرج- ফার মধ্যে পেশ, রা-র মধ্যে যের। অর্থ উন্মুক্ত করা হল। ففرج صدرى- ফা এবং রা-র মধ্যে যবর। মাযী মা'রূফের সিগা। অর্থ তাকে বিদীর্ণ করল। অর্থাৎ আমার বক্ষ বিদীর্ণ করা হল।

বক্ষ বিদারণ : হাফেয ইবনে হজর আসকালানী রহ. লিখেন, বক্ষ বিদীর্ণকরণের ঘটনা মোট চারবার হয়েছে। ১.শিশুকালে হযরত হালীমা রাযি.-এর নিকট থাকার সময়। তখন করা হয়েছিল আলাকা বের করার জন্য। (যা জমাট রক্ত মানব দেহ বিনষ্টের মূল কারণ এবং পাপ-পংকিলতার মূল কারণ। তা বের করা হয়েছিল।) এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে বলা হয়েছিল, هذا حظ الشيطان (ইহা শয়তনের অংশ ছিল।) ফলে তিনি শয়তানের প্রভাব হতে মুক্ত ছিলেন। ২. দ্বিতীয়বার হয়েছিল দশ বছর বয়সে। ৩.রিসালত প্রাপ্তির সময়ে, চল্লিশ বছর বয়সে, যখন জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম ওহী নিয়ে গারে হেরায় এসেছিলেন। ৪.চতুর্থবার শবে মে'রাজের সময় করা হয়েছিল, যেন হুযুর সাল্লামের মধ্যে এ রাতের দেখা বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ করার এবং আল্লাহর সাথে কথোপকথনের শক্তি অর্জিত হয়।

আল্লামা আইনী রহ.র বর্ণনা প্রায় এ রকম।

اسوده- سواد এর বহুবচন। যেমন ازمنة-زمان এর বহুবচন। سواد অর্থ ব্যক্তি, অবয়ব। صالح- ঐ ব্যক্তি যে হুকুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদ আদায়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। نسم بنيه অর্থ রূহসমূহ। এর এক বচন হল نسمة অর্থ প্রাণ। প্রত্যেক প্রাণী চাই মানুষ হোক বা পশু হোক। صريف الاقلام- কলম চলার আওয়ায। (যা লওহে মাহফুয থেকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে ফেরেশতারা নকল করছেন।) فوضع شطرها- এখানে شطر অর্থ 'অর্ধেক' নয়। বরং অংশ। যদিও প্রথমবার অর্ধেক কমানোর একটি মত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা একটি অংশ কমিয়ে দিলেন। নাসাঈ শরীফের এবং বুখারী শরীফের বাবুল মি'রাজের রেওয়ায়াতে ১০ ওয়াক্ত করে কমানোর কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রমাণিত রেওয়ায়াতে ৫ ওয়াক্ত করে কমানোর কথা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেকবার ৫ ওয়াক্ত করে কমানো হয়েছিল। حبائل-حبالة এর বহুবচন যা حبل এর খেলাফে কিয়াস বহুবচন। অর্থ ان فيها عقودا و قلائد مبث اللؤلؤ وقلائد من اللؤلؤ। কিন্তু অধিকাংশ হাদিসবিশারদদের মতে এখানে মুলত : হবে جنابذ যা جنبذ এর বহুবচন। অর্থ মোতির কোব্বা এবং গম্বুয।

মে'রাজের ঘটনার সার সংক্ষেপ : এখানে সংক্ষিপ্তভাবে মে'রাজের ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে যেন পাঠকবর্গ পুরো ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ পেয়ে যান।

হিজরতের প্রায় তিন বৎসর পূর্বে যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ৫১ বছর ৯ মাস হল তখন তিনি এ ঘটনার সম্মুখীন হন। তিনি ইশার নামায আদায় করে উম্মে হানী বিনতে আবু তালেবের ঘরে শায়িত ছিলেন। একেই তিনি سقف بيتى (আমার ঘরের ছাদ) বলেছিলেন। যেহেতু উম্মে হানী তার আত্মীয় ছিলেন এ জন্য তার ঘরকে নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম ফেরেশতাদের এক জামাত নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলেন। সাধারণ নিয়মে না এসে তিনি ছাদ খুলে সেখান দিয়ে প্রবেশ করলেন। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত ছিল যে, আজ আশ্চার্যসব ঘটনা ঘটবে। পরে উম্মে হানীর ঘর হতে মসজিদে হারামে নিয়ে গেলেন। সেখানে তার সিনা বিদীর্ণ করা হল এবং কলব মুবারক যমযমের পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে সেখানে রেখে দেয়া হল। তারপর তাকে বোরাকে চড়িয়ে বাইতুল মুকাদ্দসে নেয়া হল। সেখানে পৌছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোরাক থেকে অবতরণ করলে হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্‌সালাম

বোরাককে একটি হলকায় বেঁধে নিলেন। মসজিদে আকসায় সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম তার অপেক্ষায় ছিলেন। আসমান হতেও কিছু ফেরেশতা এসেছিলেন। তারা সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো ছিলেন। জিবরাঈল আলাইহিস্সালাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দিলেন। তিনি সবার ইমামতি করলেন।

তারপর তার জন্য একটি মে'রাজ (সিঁড়ি) আনা হল। ইবনে সা'দের বর্ণনানুসারে ইহা জান্নাতুল ফিরদাউস হতে আনা হয়েছিল। অত :পর ইহাতে আরোহন করে জিবরাঈল আলাইহিস্সালাম এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় প্রথম আকাশে উঠলেন এবং এর দরওয়াযা খুলিয়ে নিলেন।

এ সিঁড়ি দিয়েই আসমানে উঠা হয়েছে। বোরাককে বাইতুল মুকাদ্দাসে রেখে দেয়া হয়েছে। প্রথম আসমানে হযরত আদম আলাইহস্সালামের সাথে সাক্ষাত হয়েছে, দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈসা আলইহস্সালামের সাথে সাক্ষাত হয়েছে। সেখানে তার খালাত ভাই হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস্সালামও ছিলেন। তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ আলাইহিস্সালাম, চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরিস আলাইহিস্সালাম, পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন আলাইহিস্সালাম, ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা আলাইহিস্সালাম এবং সপ্তম আসমানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্সালামের সাথে তার সাক্ষাত হয়। অত :পর তিনি বাইতুল মা'মুরে প্রবেশ করলেন - যা ফেরেশতাদের ক্বিবলা। সেখানে প্রত্যহ সত্তর হাযার ফেরেশতা তাওয়াফ করেন এবং তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত পুনরায় তওয়াফ করতে আসবেন না। আর বাইতুল মা'মুর - যেখানে হুযুর সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েছেন - সপ্তম আসমানে অবস্থিত। ইহা বাইতুল্লাহ বরাবর আরশের নিচে অবস্থিত। যদি মেনে নেয়া যায় যে,কখনো বাইতুল মা'মুর স্বস্থান হতে পড়ে যাবে তবে তা বাইতুল্লাহর উপর এসে পড়বে। বাইতুল্লাহর যে হুকুম বাইতুল মা'মুরেরও সে হুকুম। তারপর জিবরাঈল আলাইহিস্সালাম হুযুর সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন। সিদরাতুল মুনতাহা হল একটি বৃক্ষ যাকে আল্লাহর তা'আলার নূর ঢেকে রেখেছে। তার চারদিকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে আছে। ইহা উপর হতে অরতরণকারীর জন্য এবং নিচ হতে উর্দ্ধগামীদের জন্য শেষ প্রান্ত। কেরামান কাতেবীন এর উপর যেতে পারেন না। হযরত জিবরাঈল আলাইহিস্সালামের অবস্থান এখানেই। এখানেই হুযুর সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস্সালামকে ছয় শত পাখা বিশিষ্ট তার আসল আকৃতিতে দেখতে পেয়েছেন। সিদরাতুল মুনতাহার নিকটেই হুযুর সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাত মুশাহাদা করেছেন এবং সেখানে প্রবেশ করেছেন ভ্রমণ করেছেন। সেখানেই তিনি মোতির গম্বুজ এবং মিশকের মাটি দেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ولقد رأه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى اذ يغشى السدرة ما يغشى

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাত সিদরাতুল মুনতাহার নিকটেই অবস্থিত। হাউযে কাউসারও সেখানে অবস্থিত যার অঙ্গীকার আল্লাহ তা'আলা করেছেন। তদ্রূপ কোরআনে বর্ণিত নহর চারটিও সেখানে।

فيها انهر من ماء غير آسن و انهر من لبن لم يتغير طعمه و انهر من لذة للشربين و انهر من عسل مصفى

এ নহর চারটি সিদরাতুল মুনতাহার কেন্দ্র হতে প্রবাহিত হয়েছে। হুযুর সালালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে সেগুলো প্রত্যক্ষ করেছেন।

তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাহান্নাম দেখানো হল। এতে তিনি আল্লাহ তা'আলার কহ্‌র এবং গযব দেখতে পেলেন। তারপর তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরপর তার জন্য একটি সবুজ রফরফ আনা হল। তিনি তাতে আসীন হলেন। জিবরাঈল আলাইহিস্সালাম তাকে রফরফের সাথে আগত ফেরেশতার সোপর্দ করে দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে চলার জন্য জিবরাঈল আমীনকে আহ্বান করলেন। জিবরাঈল আলাইহিস্সালাম বললেন, আমার আর সামনে যাওয়ার আনুমতি নেই। যদি এক কদমও সামনে আমি অগ্রসর হই তা হলে আমি জ্বলে যাব। আমাদের প্রত্যেকের একটি স্থান নির্ধারিত আছে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার কুদরতের নিদর্শন দেখানোর জন্য আহ্বান করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস্সালামকে আল্-বিদা' জানিয়ে রফরফের সাথে আগত ফেরেশতার সাথে রওয়ানা হলেন। তার সাথে একটি উঁচু সমতল স্থানে এসে পৌঁছলেন। সেখানেই তিনি কলম চলার আওয়ায শুনতে পেলেন। এ

কলমগুলো দ্বারা আল্লাহ তা'আলার আহকাম এবং তাকদীর লিখা হচ্ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এ সময়ে হঠাৎ একটি নুরাণী আবর এসে আমাকে বেষ্টন করে ফেলল। আমি একাকী হয়ে গেলাম। রফরফের সাথে আগত ফেরেশতা পশ্চাতে থেকে গেলেন। এ সময়ে ফেরেশতাদের শ্রুত আওয়াযও আর শোনা যাচ্ছিল না। সেগুলোও বন্ধ হয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ তা'আলার আরশে আযীমের নিকট এসে পৌঁছলামন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নৈকট্যে নিয়ে আমার সাথে কালাম করেছেন এবং ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারপর আল্লাহর দরবার হতে ফেরত আসলাম। আসার পথে মুসা আলাইহিস্‌সালামের পরামর্শক্রমে আল্লাহর দরবারে ফেরত গেলাম এবং সহজ করার দরখাস্ত করলাম। এভাবে দশ মে'রাজ হয়েছে। সাত মে'রাজ তো সাত আসমান পর্যন্ত। অষ্টম মে'রাজ হয়েছে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত যেখানে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত এবং তার সাথে কথা বলা দ্বারা সৌভাগ্যবান হয়েছেন। তারপর আসমান হতে বাইতুল মুকাদ্দাস ফেরত এলেন। তারপর পূর্বের মত বোরাকে আসীন হয়ে মক্কা মু'আয্‌যামায় সকালের পূর্বেই পৌঁছলেন এবং ফজরের নামায মক্কা মু'আয্‌যামায় আদায় করলেন। ফজরের নামাযের পর তিনি কুরাইশদেরকে তার বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর এবং সেখান হতে আরশে আযীম পর্যন্ত মে'রাজের সংবাদ জানালেন। কেউ তা বিশ্বাস করল আর কেউ তা করল না। (অর্থাৎ মু'মিনরা বিশ্বাস করল আর মুশরিকরা মিথ্যা বলল।)

ফায়দা : ১. বাইতুল মুকাদ্দাসকে মসজিদে আকসা এ কারণে বলা হয়, আকসা শব্দের অর্থ অধিকতর দূর। মসজিদে বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে হারাম হতে অনেক দূরে অবস্থিত। ওহী নাযিল হওয়ার সময়ে পৃথিবীতে আর কোন মসজিদ ছিল না। তাই বাইতুল মুকাদ্দাস হতে দূরবর্তী কোন মসজিদ ছিল না বলে ইহাকে মসজিদে আকসা বলা হয়।

২. উলামাদের পরিভাষায় মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে ইসরা এবং সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত সফরকে মে'রাজ বলা হয়। অনেক সময়ে উভয়টিকে একত্রে ইসরাও বলা হয় আবার মে'রাজও বলা হয়। ইসরা এবং মে'রাজ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য ছিল তার সরচেয়ে প্রিয় এবং মনোনিত বান্দাকে তার কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখানো।

সকল সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন এবং উলামাদের মতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ মি'রাজ দেহ এবং রুহ উভয়টির হয়েছিল। এ বিষয়টি এমনসব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যেগুলো অস্বীকার করার কোন সূযোগ নেই। অন্য কোন ব্যাখ্যা করারও সূযোগ নেই।

কোরআন করীমে এ ঘটনাকে বর্ণনা করা শুরু করেছেন سبحان الذى দ্বারা যেন কোন বদআকল, জ্ঞানপাপী একে অসম্ভব মনে করে না বসে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রকার দুর্বলতা এবং অপারগতা হতে মুক্ত এবং পবিত্র। আমাদের সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি যদিও কোন বিষয়কে অসম্ভব মনে করে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অশেষ এবং অসীম শক্তির সামনে তা মোটেই মুশকিল নয়।

نه هر جائى مركب توان تاختن + كه جاها سپر بايد انداختن

বিরুদ্ধাচরণকারী এবং মুশরিকদের তীব্র প্রতিবাদ এবং উপহাসও এ কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মি'রাজ রূহানী বা স্বপ্নযোগে ছিল না। তারাও এ মে'রাজকে দেহযোগে মনে করেই তাদের কাফেলা এবং বাইতুল মুকাদ্দাস সম্বন্ধে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিল।

তো এ মু'তাযেলাদের এবং দার্শনিকদের বোকামী এবং অজ্ঞতা ঐ সকল মুশরিকদেরকেও ছড়িয়ে গেছে। এর মূল কারণ হল, সীমিত জ্ঞানের বান্দা তাদের বিবেক বুদ্ধি সবটাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জৈবিক দেহ নিয়ে গবেষণা করে শেষ করেছে। অথচ কোরআনে করীমের আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের এ ব্যাপারে সামান্যতমও প্রশ্ন জাগত না। কোরআন এ কথা বলে না যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসমানে গমন করেছেন। বরং কোরআন বলে, اسرى بعبده অর্থাৎ সে পবিত্র সত্ত্বা তার স্বীয় বান্দাকে নিয়েছেন। তাই চিন্তা-ফিকিরের বিষয় আল্লাহ তা'আলাকে বানানো চাই যে, তার শক্তি কতটুকু আছে? তা হলে নি :সন্দেহে আর কোন প্রশ্নও থাকবে না, আর কোন অভিযোগ থাকবে না।

কোরআন করীমের اسرى بعبده এর এ অর্থ নেয়া যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাকে স্বপ্নযোগে বা শুধু রুহানীভাবে মক্কা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেছেন, এ অর্থ নেয়া ঠিক তদ্রূপ হবে যেমন কেউ اسر بعبادى এর অর্থ নিল, হে মুসা তুমি স্বপ্নযোগে কিংবা শুধু রুহানীভাবে আমার বান্দাদের (বনী ইসরায়েলকে) নিয়ে মিসর থেকে বেরিয়ে যাও।

আর رؤيا শব্দটি যা এ আয়াতে وما جعلنا الرؤيا التى ارينك الخ রয়েছে, এ সম্বন্ধে ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, رؤيا عين اريها رسول الله صلى الله عليه وسلم আশ্চার্যজনক বিষয় চাক্ষুষ করা। স্বপ্ন দেখা নয়। স্বপ্ন এবং চাক্ষুষ করার মধ্যে মিল হল এতটুকু যে, স্বপ্নের বিষয় যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না তদ্রূপ অলৌকিক বিষয়াবলীও বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ দেখতে পায় না। তাই আশ্চার্য বিষয়াবলী প্রত্যক্ষ করাকে - যদি তা জাগ্রত্াবস্থায় হয় - رؤيا বলা হয়েছে। فتنة শব্দটি এর উপর আলামত হিসেবে রয়েছে। কারণ এ আশ্চার্য ঘটনা তাদের জন্য পরীক্ষা হিসেবে ছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শবে মে'রাজে মসজিদে আকসা গমন, সেখান থেকে আসমানে গমনের কথা যখন পরদিন প্রাতে বললেন তখন অনেক নও মুসলিম যাদের ঈমান এখনো দৃঢ় হয়নি এ ঘটনার মিথ্যারোপ করে মুরতাদ হয়ে গেছে।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাগ্রতাবস্থায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন। নচেৎ তাদের মুরতাদ হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কারণ রূহানী ভ্রমণ বা কাশফের নমুনায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবী নবুওয়াতের শুরু হতেই ছিল। তাই মে'রাজের রূহানীভাবে হওয়া বা স্বপ্নযোগে হওয়ার দাবী লোকদের জন্য আশ্চার্যজনক ছিল না - যা বিশেষ করে লোকদের মুরতাদ কারণ হয়েছে।

তবে শরীকের রেওয়ায়াতে কোন কোন শব্দ দ্বারা যেমন, استيقظت দ্বারা বুঝা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসরা নিদ্রিত অবস্থায় হয়েছে বলে বুঝা যায়। কিন্তু মুহাদ্দিসিনদের মতে শরীক ছিলেন سئ الحفظ (খারাপ স্মরণশক্তিওয়ালা) রাবী।

وقال النسائى ليس بالقوى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال ربما اخطأ و قال ابن الجارود ليس بالقوى وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه قال الساجى كان يرى القدر

এজন্য বড় বড় হাফেযে হাদিসের বিপরীতে তার হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম মুসলিম রহ. তার হাদিসের সমালোচনা করে বলেন, قدم فيه و اخر و زاد و نقص. অর্থাৎ সে হাদিস বর্ণনায় আগ-পর এবং কম-বেশী করে ফেলে।

অধিকন্তু কাযী ইয়ায, হাফেয আসকালানী প্রমুখও এ হাদিসের সমালোচনা করেছেন। তা ছাড়া এ হাদিস ভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ হতে পারে। কারণ কয়েকবারই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্বপ্নযোগে এবং রূহানীভাবে মে'রাজ হয়েছিল।

আর হযরত মুয়াবিয়া রাযি.র উক্তি انها رؤيا সম্বন্ধে এ কথা বলা যেতে পারে যে, মে'রাজের সময় তিনি মুসলমান ছিলেন না। তাই কারো থেকে শুনে কিংবা নিজের পক্ষ হতে ইজতিহাদ করে বলেছেন। অথবা অন্য কোন স্বপ্নের বিষয় সম্পর্কে বলেছেন - এধরণের বিভিন্ন সম্ভাবনা থাকে। তাই এর দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।

হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত আছে

ما فقدت جسد محمد صلى الله عليه وسلم ولكن اسرى بروحه.

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. তখনো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহে আসেননি। তাই তার বর্ণনার বিপরীতে অন্যান্য সাহাবীর রেওয়ায়াত এবং তাহকীকাত অগ্রগন্য। অথবা এখানে فقدان অর্থ তালাশ করা, অন্বেষণ করা। যেমন কোরআন করীমে আছে, ما ذا تفقدون قالوا نفقد অর্থাৎ তোমরা কি অন্বেষণ কর। তারা বলল, আমরা অন্বেষণ করি ...। সে ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি.র উক্তির অর্থ হল, মে'রাজ হতে এত দ্রুত ফেরত এলেন যে, তার দেহ মুবারক অদৃশ্য হবার খবরই কারো হয়নি। তা হলে চিন্তা করে তাকে খোঁজ করার সুযোগ হত।

অধিকন্তু তার এ হাদিসের সনদে بعض ال ابى بكر অজানা রাবী। সামষ্টিক উত্তর আগেই দেয়া হয়েছে যে, ইহা অন্য কোন স্বপ্নযোগের মে'রাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

মোট কথা, সহীহ এবং বিশুদ্ধ মত হল, মে'রাজ এবং ইসরার ঘটনা জাগ্রতাবস্থায় সশরীরে হয়েছে। হ্যাঁ, এর পূর্বে বা পরে যদি স্বপ্নযোগে এ ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে, তবে তা অসম্ভব নয়।

قال ابن شهاب فاخبرنى ابن حزم الخ এ ইবনে হযম হলেন আবু বকর বিন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হযম আনসারী। এখান হতে ইমাম যুহরী রহ. সামনে ঘটনা আরেক সনদ দ্বারা বর্ণনা করছেন। বলছেন আমার নিকট ইবনে হযম বর্ণনা করেছেন। ابو حبة হা-র উপর যবর। বা-র মধ্যে তাশদীদ। ইহাই প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ বলেন, حنة। কেউ কেউ বলেন, حية। কিন্তু এ মতগুলো সঠিক নয়।

٣٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ *

৩৪২. উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, যখন আল্লাহ তা'আলা (শবে মে'রাজে) নামায ফরয করলেন, তখন দুই দুই রাকাত ফরয করলেন। পরবর্তীতে সফরের তা বহাল থাকল। কিন্তু হযরের মধ্যে নামাযের রাকাত বৃদ্ধি করা হল।

শিরোনামের সাথে মিল : فرض الله الصلوة حين فرضها ركعتين ركعتين হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামে সাথে মিল হয়েছে। অর্থাৎ শিরোনামে রয়েছে كيف فرضت الصلوة আর এ হাদিসে সংখ্যাগত অবস্থা বলা হয়েছে যে নামায দুই দুই রাকাত করে ফরয হয়। অবশ্য মাগরিবের নামাযে শুরু হতে তিন রাকাতই ফরয হয়েছিল - এ মতটিই অগ্রগন্য।

কসরের নামাযের হুকুম : সফররত অবস্থায় কসর করা তথা চার রাকাত বিশিষ্ট নামায দুই রাকাত পড়া আযীমত না রুখসত? অর্থাৎ মুসাফিরের জন্য কসর করা কি ওয়াজিব এবং আবশ্যক না কি পূরোও করার অনুমতি আছে? যদি কোন মুসাফির নামায পুরো করে অর্থাৎ চার রাকাত পড়ে নেয় তবে চার রাকাতই কি ফরয হবে? না কি দুই রাকাত ফরয হবে আর বাকী দুই রাকাত নফল হবে?

হানাফীদের মতে মুসাফিরের উপর কসর করা ওয়াজিব। পুরো পড়া না জায়েয। হযরত আয়েশা রা. বর্ণিত আলোচ্য হাদিসটি হানাফীদের দলীল। কারণ এখানে বলা হয়েছে যে, সফররত অবস্থায় মুলত নামায দুই রাকাতই। আরো তফসীলের জন্য নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ৩৫৬ হতে ৩৬০ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

অধ্যায় ২৪২

بَاب وُجُوبِ الصَّلَاةِ فِي الثِّيَابِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) وَمَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ وَمَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ *

পোশাক পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী, তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় পোশাক পরিধান করে নাও। যে ব্যক্তি এক কাপড় মুড়ে নিয়ে নামায আদায় করে (সে ফরয আদায় করল)। হযরত সালমা বিন আকওয়া রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, (যদি এক কাপড়ে নামায পড়ে তবে) তা সেলাই কওে নিবে যদিও তা একটি কাঁটা দিয়ে হয়। যেন রুকুর সময় তার লজ্জাস্থান দৃষ্টিতে না আসে। এ হাদিসের সনদ প্রশ্নবিদ্ধ। যে ব্যক্তি সে কাপড়ে নামায আদায় করে যা পরিহিত অবস্থায় স্ত্রী-সঙ্গম করেছে - যদি তাতে কোন নাপাকী না থাকে। (তবে তা বৈধ।) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেন কোন বস্ত্রহীন ব্যক্তি বাইতুল্লার তওয়াফ না করে।

٣٤٣ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا *

৩৪৩.হযরত উম্মে আতিয়্যা রাযি. হতে বর্ণিত, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমাদের হায়েযা মহিলাদেরকে এবং পর্দানশীণ মহিলাদেরকে ঈদের দিন বের করা হয়। তারা মুসলমানদের জমাতে এবং দু'আয় উপস্থিত থাকবে। কিন্তু হায়েযা মহিলারা নামাযের স্থান হতে পৃথক থাকবে। একজন মহিলা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কারো কারো চাদর থাকে না। (সে কিভাবে বের হবে?) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার সঙ্গিনীরা তাকে চাদর পরিয়ে দিবে। আব্দুল্লাহ বিন রাজা বলেন, মুহাম্মদ বিন সিরীনের মাধ্যমে উম্মে আতিয়্যা হতে ইমরান বর্ণনা করেন যে, তিনি এ হাদিসটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শ্রবণ করেছি।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের মিলের অংশ হল لتلبسها صاحبها من جلجابها।

উদ্দেশ্য : এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল যে, নামাযের মধ্যে সতর ঢাকা ফরয। ইহাই জমহুর আইয়েম্মা তথা ইমাম আ'যম রহ. ইমাম শাফে'য়ী রহ. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. প্রমুখের মত। শুধু মালেকীদের নিকট সতর ঢাকা সুন্নাত। ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের আনুকূল্য করে বলছেন, باب وجوب الصلوٰة فى الثياب. ইমাম বুখারী রহ. মালেকীদের মত খন্ডনের জন্য এ বাব কায়েম করেছেন।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. নামাযের ফরযের বিবরণ শেষ করে নামাযের শর্তসমূহ বর্ণনা করা শুরু করেছেন। লজ্জাস্থান ঢাকা নামাযরত অবস্থায় এবং নামাযের বাইরে সর্বাবস্থায় আবশ্যক এবং জরুরী। তাই তার আলোচনা সর্বাগ্রে করা হয়েছে। আর সর্ব প্রথম কোরআনের আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত করেছেন।

خذوا زينتكم عند كل مسجد اى عند كل صلوة

আমাদের উপর ইমাম বুখারী রহ.র অবিস্মরণীয় ইহসান হল, তিনি শিরোনামগুলোয় যথাসম্ভব কোরআন করীমের আয়াত উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র কোরআনে করীমে জ্ঞানের গভীরতা প্রতিভাত হয়ে উঠে।

লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা সর্বসম্মতিক্রমে ফরয। তবে নামাযরত অবস্থায় ফরয কি না এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের ফলাফল প্রকাশ পাবে, যদি কেউ লজ্জাস্থান না ঢেকে কোন বন্ধ কক্ষে একাকী নামায পড়ে তবে জমহুর আইয়েম্মা এবং ইমাম বুখারী রহ.র মতে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কিন্তু মালেকীদের মতে তার নামায আদায় হয়ে যাবে - যদিও তা মাকরূহ হবে।

তবে মুতায়াখ্‌খেরীন মালেকীরা জমহুরের সাথে এক মত পোষণ করে নামাযের মধ্যে লজ্জাস্থান ঢাকাকে আবশ্যকীয় সাব্যস্থ করেছেন।

অধ্যায় ২৪৩

بَاب عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ *

নামাযের মধ্যে লুঙ্গি ঘাড়ের উপর বাঁধা যেন খুলে না যায়। সহল বিন সা'দ হতে আবু হাযেম বর্ণনা করেন যে, তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের চাদর স্বীয় স্কন্ধে বেঁধে নামায আদায় করেছেন।

٣٤٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

৩৪৪. হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির বলেন, হযরত জাবের রাযি. একদিন কাঁধের উপর লুঙ্গি বেঁধে নামায আদায় করছিলেন। অথচ তে-পায়ীর উপর তার কাপড় রাখা ছিল। এক ব্যক্তি (আব্বাদ বিন ওয়ালীদ) তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি মাত্র এক পোশাকে নামায আদায় করছেন। (অথচ তে-পায়ীর উপর আপনার কাপড় রাখা আছে?) হযরত জাবের রাযি. বললেন, আমি এরূপ এ কারণেই করেছি যেন তোমার মত কোন বোকা দেখে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায় আমাদের কার নিকট দুইটি পোশাক ছিল?

শিরোনামের সাথে মিল : صلى جابر فى ازار قد عقده من قبل قفاه দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٣٤٥ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ *

৩৪৫. হযরত মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির রহ. বলেন, আমি হযরত জাবের রাযি.কে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি। হযরত জাবের রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি।

শিরোনামের সাথে মিল : يصلى فى ثوب واحد দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

মূলত : ইহা এর পূর্বের রেওয়ায়াতের ব্যাখ্যা। কারণ প্রথম রেওয়ায়াতে হযরত জাবের রাযি.র আমল বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এক কাপড়ে নামায পড়েছেন। আর এ রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত জাবের রাযি. এক কাপড়ে নামায পড়ার কারণ হল তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছেন।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, কারো নিকট যদি একাধিক কাপড় থাকে তাবে তার জন্য এক কাপড়ে নামায পড়াও জায়েয আছে - যদিও উত্তম হল পুরো পোশাক পরিধান করে নামায পড়া। কিন্তু নামাযের শুদ্ধতা কাপড়ের সংখ্যার উপর নির্ভর করে না - নির্ভর করে লজ্জাস্থান ঢাকার উপর।

অধ্যায় ২৪৪

بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الِاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ الْتَحَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ *

শুধুমাত্র একটি কাপড় পেঁচিয়ে নামায পড়া। ইমাম যুহরী রহ. বলেছেন ملتحف অর্থ متوشح। ঐ متوشح ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি কাপড়ের উভয় প্রান্ত উল্টিয়ে স্বীয় কাঁধের উপর রাখে। (অর্থাৎ চাদরের ডান কিনারা বাম বগলের নিচ দিয়ে বের করে এবং বাম কিনারকে ডান বগলের নিচ দিয়ে বের করে সিনার উপর বেঁধে নিবে।) ইহাকে اشتمال على منكبيه বলা হয়। উম্মে হানী রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাপড় পেঁচিয়ে নিলেন এবং উহার উভয় কিনারাকে উভয় কাঁধের উপর উল্টিয়ে দিলেন। (অর্থাৎ ইলতিহাফ) করলেন।

٣٤٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللّٰه بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ *

৩৪৬. হযরত উমর বিন আবু সালামা রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কাপড় পরিধান করে নামায পড়েছেন। আর উহার উভয় প্রান্ত উল্টিয়ে ছেড়ে রেখেছিলেন। (অর্থাৎ উহার ডান কিনারা বাম কাধেঁর উপর এবং বাম কিনারা ডান কাঁধের উপর ঢেলে দিলেন।)

শিরোনামের সাথে মিল :

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فى ثوب واحد قد خالف بين طرفيه لان قوله قد خلف بين طرفيه هو الالتحاف الذى هو التوشح و الاشتمال على المنكبين.

অর্থাৎ এক কাপড়ের উভয় প্রান্ত উল্টিয়ে নামায পড়ার বিষয়ে হাদিস স্পষ্ট। কারণ রাবীর উক্তি قد خالف بين طرفيه ইহাই التحاف যার অপর নাম توشح এবং اشتمال على المنكبين

٣٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ *

৩৪৭.হযরত উমর বিন আবু সালামা হতে বর্ণিত, তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালমা রাযি.র ঘরে একটি মাত্র কাপড় পরে নামায পড়তে দেখেছেন যার উভয় প্রান্ত তিনি তার দুই কাঁধের উপর ছেড়ে রেখেছিলেন।

٣٤٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ *

৩৪৮. হযরত উমর বিন আবু সালামা রায়ি. হযরত উরওয়া হতে বর্ণনা করেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি যে তিনি একটি কাপড় পরিধান করে উম্মে সালমা রাযি.র ঘরে নামায পড়ছেন। কাপড়টির উভয় প্রান্ত তিনি তার কাঁধের উপর ছেড়ে রেখেছিলেন।

٣٤٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللّٰه أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى *

৩৪৯.হযরত উম্মে হানী বিনতে আবু তালেব রাযি. বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের বৎসর আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়েছিলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন আর তার কন্যা ফাতেমা তাকে ঢেকে রাখছিলেন। উম্মে বলেন, আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম আমি আবু তালেব তনয়া উম্মে হানী। তিনি বললেন, উম্মে হানীকে স্বাগতম। অত :পর তিনি গোসল শেষে নামায পড়তে দাঁড়ালেন। তিনি একটি কাপড় পেঁচিয়ে নিয়ে আট রাকাত নামায আদায় করলেন। তিনি নামায শেষ করলে আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার মায়ের ছেলে (হযরত আলী রাযি.) বলছেন তিনি হুবায়রার উমুক পুত্রকে হত্যা করবে, যাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ আমরাও তাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মে হানী বলেন, তখন চাশতের সময় ছিল।

শিরোনামের সাথে মিল : فصلى ثماني ركعات ملتحفا হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

٣٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ *

৩৫০. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, এক প্রশ্নকারী (হযরত ছাওবান রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে?

অর্থাৎ নি:সন্দেহে তা জায়েয। অবশ্য কারো নিকট একাধিক কাপড় থাকলে উত্তম হল সে পূর্ণ পোশাক পরিধান করবে। আল্লাহ কা'আলা যেহেতু তাকে সামর্থ দিয়েছে তার জন্য উচিত হবে সে নে'য়ামত প্রকাশ করা। কিন্তু এক পোশাকে নামায জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কারো কোনো দ্বিমত বা সন্দেহ নেই।

শিরোনামের সাথে মিল :

مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة لان السؤال فيه عن الصلوة فى الثوب الواحد و الجواب فى الحقيقة ان الصلوة فى الثوب الواحد جائزة على ما تقرر عن قريب

শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কারণ প্রশ্ন ছিল এক পোশাকে নামায পড়া সম্পর্কে। আর মূলত : উত্তর ছিল যে, এক পোশাকে নামায পড়া জায়েয ।

উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, যখন শুধুমাত্র একটি কাপড়ে নামায পড়বে তখন তা দেহের উপর লেপ্টিয়ে দিবে।

ব্যাখ্যা : ملتحف শব্দটি التحاف-এর ইসমে ফায়েলের সিগা। এর আভিধানিক অর্থ হল تغطى অর্থাৎ কাপড় দিয়ে পুরো দেহ ঢেকে ফেলা। ملتحف অর্থ হল কাপড় দ্বারা পুরো দেহ আচ্ছাদনকারী ব্যক্তি। ইমাম যুহরী রহ. বলেন, الملتحف المتوشح অর্থাৎ চাদরের ডান কিনারা বাম কাঁধের উপর এবং বাম কিনারা ডান কাঁধের উপর ছেড়ে দেয়া। ইহাকেই اشتمال বলা হয়। ইবলে বাত্তাল রহ. বলেন, এভাবে চাদর ব্যবহারের ফায়দা হল, যে অঙ্গ ঢেকে রাখা ওয়াজিব অর্থাৎ লজ্জাস্থান রুকুর সময় তা দৃষ্টিতে না আসা। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, আরেকটি ফায়দা হল, রুকু-সেজদার সময় দেহ থেকে কাপড় খসে পড়বে না।

সার কথা হল, কাপড় তথা চাদর তিন প্রকার : ১. সংকীর্ণ ২. প্রশস্ত ৩. প্রশস্ততর।

১. সংকীর্ণ : কাপড় যদি সংকীর্ণ হয় তা হলে লুঙ্গির মত কোমরে বেঁধে নিবে - যেমন এক বাব পরই তার আলোচনা আসছে।

২. প্রশস্ত : চাদর যদি প্রশস্ত হয় তা হলে ইলতিহাফ করবে। অর্থাৎ উভয় কিনারা কাঁধের উপর নিয়ে সিনার উপর বেঁধে নিবে যেন লজ্জাস্থান দৃষ্টিভূত না হয় এবং রুকু-সেজদার সময় কাপড় দেহ হতে খসে পড়ে না যায়।

৩. প্রশস্ততর : কাপড় যদি অধিকতর প্রশস্ত হয় তবে তা দেহে পেঁচিয়ে নিলেই যথেষ্ট। এ সম্বন্ধে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে।

হাদিসের ব্যাখ্যা : زعم ابن امى الخ হযরত আলী রাযি. হযরত উম্মে হানী রাযি.র সহোদর ভাই ছিলেন অর্থাৎ উভয়ের পিতা-মাতা এক। হযরত উম্মে হানী রাযি. হযরত আলী রাযি.কে মায়ের ছেলে এ জন্য বলেছেন যে, বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকে। একে অপরের প্রতি দয়াশীল হয়ে থাকে। হযরত উম্মে হানী রাযি. যেন এ কথাই বলতে চাইছেন যে, হযরত আলী রাযি. আমার সহোদর ভাই হওয়া সত্ত্বেও আমার প্রতি দয়াশীল নয়।

এ হাদিস হতে আল্লামা আইনী রহ. এ মাসয়ালা বের করেছেন যে, কোন স্বাধীন পুরুষ বা মহিলা যদি কোন কাফেরকে নিরাপত্তা প্রদান করে তবে তাকে হত্যা করার অধিকার কারো থাকে না। কিন্তু যদি কোন ফ্যাসাদের কারণে তাকে যদি হত্যা করতে হয় তা হলে আগে তাকে তাকে নিরাপত্তা ভঙ্গের ঘোষণা দিতে হবে। তা হলে সে তার ভবিষ্যত ভেবে নিতে পারবে। হতে পারে সে মুসলমান হয়ে যাবে।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ দ্বারা এ সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, পূর্বে নিরাপত্তা ছিল না। বরং নিরাপত্তা পূর্ব হতেই ছিল। তিনি উম্মে হানীর মন শান্ত করার জন্য নিয়মমাফিক বলে দিয়েছেন যে, আমরা তোমার নিরাপত্তা ভঙ্গ করব না।

بَاب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

অধ্যায় ২৪৫ : এক কাপড়ে নামায পড়লে তার কিছু অংশ কাঁধের উপর রেখে দিবে

٣٥١ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ *

৩৫১.হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড়ে নামায পড়লে এমন যেন না হয় যে, তার কাঁধের উপর কোন কিছু নেই।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে لا يصلى احدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه شئ দ্বারা।

٣٥٢ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ *

৩৫২. ইয়াহইয়া বলেন, আমি ইকরামা হতে শুনেছি অথবা তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বললেন, আমি আবু হুরায়রা রাযি. বলতে শুনেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এক কাপড়ে নামায পড়বে সে যেন তার উভয় প্রান্ত পাল্টিয়ে দেয়। (অর্থাৎ ডান দিক বাম দিকে এবং বাম দিক ডান দিকে উল্টিয়ে দিবে।)

শিরোনামের সাথে মিল : فليخالف بين طرفيه দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, এ নির্দেশটি ইসতিহবাবী। সে ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী রহ.র মত এবং আইয়েম্মায়ে ছালাছার মত এক। কিন্তু এ নির্দেশটি ওজুবী মেনে নেয়া হয় যেমন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. হতে বর্ণিত রয়েছে যে কাঁধ ঢেকে রাখা ওয়াজিব। কিন্তু জমহুর এ কথাই বলেন যে, কাপড় যদি প্রশস্ত হয় তা হলে কাঁধের উপর ছেড়ে দিয়ে নামায পড়ে নিবে। কিন্তু কাপড় যদি ছোট হয় তা হলে লুঙ্গির মত করে কোমরে বেঁধে নিবে। তাতে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ নামাযের শর্ত হল সতর ঢাকা - যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে।

قال سمعته او كنت سئلته ইহা ইয়াহইয়া বিন আবু কাসীরের সন্দেহ যে, ইকরামা এ হাদিস আমি জিজ্ঞাসা করা ব্যতীতই বর্ণনা করেছিলেন এবং তা শ্রবণ করেছি না কি আমি জিজ্ঞাসা করার পর বলেছিলেন - যেমনটা শিরোনাম দ্বারা স্পষ্ট।

بَاب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

অধ্যায় ২৪৬ : কাপড় যদি সংকীর্ণ তথা ছোট হয় (তখন নামাযী ব্যক্তি কী করবে)?

٣٥٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِي ضَاقَ قَالَ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ *

৩৫৩.হযরত সা'য়ীদ বিন হারেস রহ. বলেন, আমরা হযরত জাবের রাযি.কে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি এক সফরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হলাম। এক রাত্রে কোন এক প্রয়োজনে তার নিকট আগমন করলাম। এসে দেখতে পেলাম তিনি নামায আদায় করছেন। আমার দেহে তখন একটি মাত্র কাপড় ছিল। আমি তা আমার দেহে পেঁচিয়ে নিয়ে তার পাশে (দাঁড়িয়ে) নামায আদায় করলাম। তিনি যখন নামায থেকে অবসর হলেন বললেন, হে জাবের! রাত্রে আসার কারণ কি? আমি আমার প্রয়োজন জানালাম। প্রয়োজন পূরণ শেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ইশতিমাল কী - যা দেখেছি। আমি বললাম, একটিমাত্র কাপড় ছিল । তিনি ইরশাদ করলেন, তা যদি প্রশস্ত হয় তা হলে ইলতিহাফ করো। আর যদি সংকীর্ণ হয় তাহলে লুঙ্গির মত পরিধান করো।

শিরোনামের সাথে মিল : وان كان ضيقا فاتزر به হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের মিল হয়েছে।

٣٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا *

৩৫৪.হযরত সহল বিন সা'দ সা'য়েদী রহ. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কিছু সংখ্যক লোক এভাবে নামায পড়ত যে, তারা শিশুদের মত তাদের লুঙ্গি কাঁধে বেঁধে নিত। আর মেয়েদেরকে বলা হত তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা তুলবে না যতক্ষণ না পুরুষরা সোজা হয়ে বসে।

শিরোনামের সাথে মিল : عاقدى ازرهم الخ দ্বারা শিরোনামের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, কাপড় যদি সংকীর্ণ এবং ছোট হয় এবং তা পেঁচিয়ে নেয়া সম্ভব না হয় তাহলে কী ভাবে নামায পড়বে। ইমাম বুখারী রহ. হাদিস উল্লেখ করে বলে দিলেন যে, যদি তা সংকীর্ণ হয় তা হলে তা লুঙ্গির মত পরিধান করবে।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, اى ينبغى حينئذ ان يتزر به و لا يلتحف الخ অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লুঙ্গির মত পরিধান করাই সমীচীন।

ব্যাখ্যা : ২৪৪ নং অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, কাপড় তিন ধরণের : ১.সংকীর্ণ ২.প্রশস্থ ৩.প্রশস্থতর। তিন প্রকার আগে বর্ণিত হয়েছে।

قال ما هذا الاشتمال الخ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জাবের রাযি.র উপর এ কারণে প্রতিবাদ করেছিলেন যে, তিনি তার পুরো দেহে কাপড় এভাবে পেঁচিয়ে নিয়েছিলেন যে তার হাত ইত্যাদি ভিতরে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকবে। এক اشمال الصما বলা হয়। ইহা নিষিদ্ধ যেমন অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম শরীফের হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, কাপড়টি ছোট ছিল। হযরত জাবের রাযি. উভয় কিনারাকে উল্টিয়ে দিয়েছিলেন। প্রশস্থ না হওয়ার কারণে চিবুক দিয়ে চেপে রেখেছিলেন। ফলে নামাযের মধ্যে একদিকে ঝুঁকে ছিলেন যেন সতর না খুলে যায়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বাতলে দিলেন যে, এরূপ তখনই করা যায় যখন কাপড় প্রশস্থ হয়। কিন্তু যদি সংকীর্ণ হয় তাহলে লুঙ্গি বানিয়ে নিবে।

অধ্যায় ২৪৭

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسِيُّ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا وَقَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُورٍ *

শামী জুব্বায় নামায পড়ার বিবরণ। হাসান বসরী রহ. বলেন, অগ্নিপূজকদের বুননকৃত কাপড়ে নামায পড়ার মধ্যে কোন অসুবিধে নেই। মা'মার বলেন, আমি যুহরীকে দেখেছি, তিনি ইয়ামানের কাপড় যা প্রসাব দ্বারা রঙ্গিন করা হয়েছে নামায পড়ছেন। হযরত আলী রাযি. একটি অধৌত কাপড় পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ছেন।

٣٥٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَأْمِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى *

৩৫৫. হযরত মুগীরা বিন শো'বা হতে বর্ণিত, আমি এক সফরে (তাবুকের যুদ্ধে) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে মুগীরা! লোটা নিয়ে নাও। আমি তাই নিয়ে নিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলতে লাগলেন। চলতে চলতে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন। সেখানে তিনি কাযায়ে হাজত সেরে নিলেন। এ সময়ে তার পরিধানে একটি শামী জুব্বা ছিল। তিনি জুব্বার আস্তিন হতে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে পারলেন না। ফলে নিচে দিয়ে হাত বের করলেন। তারপর আমি পানি ঢাললাম। তিনি নামাযের জন্য অযু করলেন। তারপর মোজার উপর মসেহ করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : وعليه جبة شامية দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা প্রমাণ করা যে, কাফেরের তৈরী পোশাক ব্যবহার করা জায়েয। কাফেরের তৈরী পোশাকেও নামায পড়া জায়েয আছে। তদ্রূপ কাফেরদের দেশে তৈরী পোশাকও ব্যবহার করা জায়িয় আছে-চাই তা অগ্নিপূজকের বুননকৃত হোক বা ইয়াহুদী-খৃস্টানের বুননকৃত হোক। কাপড় পাক হলে সর্বাবস্থায় ব্যবহার করা জায়েয। কাপড় ব্যবহারের ভিত্তি হল পবিত্রতা-অপবিত্রতার উপর। বুননকারীর দোষ-গুণ বা অবস্থার উপর কিংবা তার দেশ বা স্থানের উপর নয়।

যেমন আল্লামা আইনী রহ. লিখেন :

اذذاك كانت بلاد كفر فلم تفتح بعد وانما اولنا بهذا لان الباب معقود لجواز الصلوة فى الثياب التى تنسجها الكفار ما لم تتحقق نجاستها.

সার কথা হল শাম দেশ তখনও বিজয় হয়নি - দারুল কুফর ছিল। যেহেতু কাফের-মুশরিকরা পবিত্রতা-অপবিত্রতার কোন প্রকার পরওয়া করে না, বরং কোন কোন নাপাকীকে পবিত্র তো বটেই সম্মানীও মনে করে, তাই তাদের বানানো পোশাক ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়াই সমীচীন ছিল। ইমাম বুখারী রহ. হাদিস এবং আসর দ্বারা উহার ব্যবহারের বৈধতা প্রমাণ করছেন। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য ইহাই।

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. লিখেন,

المقصود بهذا الباب جواز الصلوة فى الثياب التي ينسجها الكفار وسواء نسجوها فى بلادهم وجلبت منها او نسجت فى بلاد المسلمين.

কেউ কেউ আল্লামা কাশ্মীরী রহ. হতে তার মত নকল করেন যে, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল কাফেরদের আকার-আকৃতিতে (ঢংয়ে) তৈরী পোশাকে নামায পড়া যেতে পারে। কয়েকটি কারণে তার এমত গ্রহণযোগ্য নয়। ১.ইমাম বুখারী রহ. এ শিরোনামে যে আসর নকল করেছেন তার সাথে কোন মিল বা সমর্থন নেই। ২.বুখারী শরীফের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থের পরিপন্থী। ৩. এ হাদিসেরও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী من تشبه بقوم فانه منهم এবং اياكم وزى الاعاجم.

ব্যাখ্যা : وقال الحسن হযরত হাসান বসরী রহ.র এ উক্তি সনদ মুত্তাসিল সহকারে এভাবে বর্ণিত রয়েছে :

لا بأس بالصلوة فى الثوب الذى ينسجه المجوس قبل ان يغسل

মাজুস বলা হয় অগ্নিপূজককে। অর্থাৎ মুর্তিপূজারী ও মুশরিক। জানা গেল যে, মুশরিকদের বুনন করা কাপড় ধোয়া ব্যতীত পরিধান করে নামায পড়া জায়েয ।

رأيت الزهرى الخ - ইমাম বুখারী রহ.র সম্পর্কে মা'মার বলেন যে, আমি দেখেছি .....। কিন্তু এতে প্রথমত : নামাযের আলোচনা নেই। দ্বিতীয়ত, হতে পারে যে, তিনি ধোয়ার পর ব্যবহার করেছেন। আর এ সম্ভাবনাই অধিক। তৃতীয়ত : এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, পেশাব দ্বারা হালাল পশুর পেশাব উদ্দেশ্য। কারণ ইমাম যুহরী রহ. প্রমুখের মতে হালাল জানোয়ারের পেশাব পাক। যেমন, হাফেয আসকালানী রহ. বলেন,

وقوله بالبول ان كان للجنس فمحمول على انه كان يغسله قبل لبسه وان كان للعهد والمراد بول ما يؤكل لحمه لانه كان يقول بطهارته

অর্থাৎ البول এর আলিফ-লাম যদি জিন্‌সের জন্য হয় তবে অর্থ হবে তিনি তা ব্যবহারের পূর্বে ধোয়ে নিতেন। আর যদি আহদের জন্য হয় তবে সে ক্ষেত্রে অর্থ হবে হালাল জানোয়ারের পেশাব। কারণ তার মতে হালাল জানোয়ারের পেশাব পাক।

وصلى عليه হযরত আলী রাযি. একটি নতুন কাপড়ে (ধোয়া ব্যতীত) নামায পড়েছেন। এর দ্বারা বুঝা গেল দোকান হতে কেনা কাপড়ে অনুসন্ধানের দরকার নেই যে ইহা কোথাকার? দারুল ইসালামের না দারুল কুফরের? এতটুকুই যথেষ্ট যে, এর মধ্যে বাহ্যত: কোন নাপাকী নেই। আর প্রত্যেক জিনিস মূলত পাক থাকে। তাই তার ব্যবহার জায়েয। তবে কাফিরদের ব্যবহৃত কাপড় ধোয়ে ব্যবহার করা চাই। কারণ তা কারাহাত হতে খালি নয়।

بَاب كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّي فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

অধ্যায় ২৪৮ : নামাযের মধ্যে এবং নামাযের বাইরে উলঙ্গ থাকা মাকরূহ হওয়ার বর্ণনা

٣٥٦ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

৩৫৬. হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন, নবুওয়্যতের পূর্বে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাথে বাইতুল্লাহ নির্মাণে পাথর বহন করছিলেন। তার পরিধানে একটি লুঙ্গি ছিল। তখন তার চাচা হযরত আব্বাস রাযি. তাকে বললেন, ভাতিজা! তুমি যদি লুঙ্গিটি খুলে কাঁধের উপর পাথরের নিচে রাখতে! হযরত জাবের রাযি. বলেন, তিনি লুঙ্গি খুলে কাঁধের উপর রাখলেন। কিন্তু তিনি সাথে সাথেই বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কখনো উলঙ্গ দেখা যায়নি।

শিরোনামের সাথে মিল : فما رأى بعد ذالك عريانا হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে কারণ এখানে ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে। তাই নবুওয়্যাতের পূর্বের এবং পরের সকল সময় তার অর্ন্তভূক্ত হয়ে নামাযের সময় এবং নামাযের বাইরের সময় সবই তার আওতায় এসে গেছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, নামাযের সময় এবং নামাযের বাইরের সময় সর্বাবস্থায় উলঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ। ইমাম বুখারী রহ. এভাবে দলীল উপস্থাপন করছেন যে, নামাযের বাইরে যদি উলঙ্গ হওয়া নিষিদ্ধ হয় তবে নামাযের তা উত্তমরূপেই নিষিদ্ধ হবে। সম্ভবত ইমাম বুখারী রহ. মালেকীদের মত - যারা বলে যে,নামাযের মাধ্যে লজ্জাস্থান ঢাকা সুন্নাত - খন্ডন করার জন্য এ বাব কায়েম করেছেন। ইমাম বুখারী রহ. فى الصلوة وغيرها দ্বারা বলে দিচ্ছেন যে, সতরে আওরাত নামাযের মধ্যে আবশ্যকীয় এবং ফরয। প্রশ্ন থেকে যায়, ইমাম বুখারী রহ. 'কারাহাত' শব্দ ব্যবহার করেছেন। উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এখানে 'কারাহাত'এর পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। বরং আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ নিষিদ্ধ এবং অপসন্দনীয়। এর আওতায় সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ বিষয় এসে গেছে চাই মাকরূহ হোক বা হারাম হোক।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, কুরাইশরা যখন বাইতুল্লাহ নির্মাণ শুরু করল সেখানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও পাথর বহন করতে লাগলেন। পাথরের ঘর্ষণে তার কাঁধের চামড়া ছিলে যাওয়ার আশংকা ছিল। তখনও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়্যাতপ্রাপ্তি হয়নি। তখন মক্কার কুরাইশরা লজ্জাবরণ করার পরওয়া করত না। এমনকি কা'বার তওয়াফও তারা উলঙ্গাবস্থায় করত। এ জন্য তার চাচা দয়াপরশ হয়ে তাকে বললেন, ভাতিজা! স্বীয় লুঙ্গি খুলে কাঁধে রেখে নাও এবং তার উপর পাথর রাখ তাহলে সহজ হবে। তিনি চাচার কথা মেনে নিলেন এবং লুঙ্গি খুলে কাঁধের উপর রাখতে চাইলেন। এ সময়ে তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।

এ বিষয়ে মুহাদ্দেসীনদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে যে, এ ঘটনার সময় তার বয়স কত ছিল? আল্লামা আইনী রহ. বিভিন্ন মত নকল করেছেন :

১. ইমাম যুহরী রহ. বলেন, কুরাইশরা যখন কা'বা নির্মাণ করে তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হননি।
২. ইবনে বাত্তাল এবং ইবনে তীন বলেন, তখন তার বয়স ছিল পনের বছর।
৩. হিশাম বলেন, কা'বা নির্মাণ এবং নবুওয়্যাত প্রাপ্তির মাঝে পাঁচ বছরের ব্যবধান।

অর্থাৎ এক মতে তখন তার বয়স পনের বছর। ইমাম যুহরীর মতও এর কাছাকাছি। আর হিশামের মতানুসারে তখন তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

রাবী বলেন, এরপর তাকে আর কখনও উলঙ্গ দেখা যায়নি। নবুওয়্যাতের পূর্বেও নয়, পরেও নয়। সকল আলেম এ বিষয়ে একমত যে, এ উলঙ্গ হওয়া নবুওয়্যাতের পূর্বের ঘটনা। এরপর তিনি বেঁহুশ হয়ে পড়েন। যেন ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না হয়। এক রেওয়ায়াতে এমনও রয়েছে, তারপর আসমান হতে এক ফেরেশ্‌তা এসে তার লুঙ্গি বেঁধে দেন।

আর এরূপ সম্ভাবনাও আছে যে, হযরত আব্বাস রাযি. লুঙ্গি খুলে কাঁধে রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে জামার উল্লেখ নেই। তাই এমন হতে পারে যে, তিনি পূর্ণরূপে উলঙ্গ হননি।

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ

অধ্যায় ২৪৯ : জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া এবং কাবা পরিধান করে নামায পড়া অর্থাৎ নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিশেষ কোন পোশাকের প্রয়োজন নেই সতর ঢাকা গেলে প্রত্যেক কাপড় দিয়েই সহীহ হবে

٣٥٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ

وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ *

৩৫৭. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট দাঁড়াল। অত :পর তাকে এক কাপড়ে নামায পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে? পরবর্তীতে এক ব্যক্তি হযরত উমর রাযি.কে (এ প্রশ্ন) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যদি কাউকে সচ্ছলতা দান করেন তবে সচ্ছলতা (প্রকাশ) করবে। লোকের উচিত নিজের দেহে তার কাপড়গুলোর সমাবেশ করা। কেহ লুঙ্গি এবং চাদর পরে নামায পড়বে। কেহ লুঙ্গি এবং জামা পরে, কেহ লুঙ্গি এবং শেরওয়ানী পরে, কেহ পাজামা এবং চাদর পরে, কেহ পাজামা এবং জামা পরে, কেহ জাঙ্গিয়া এবং শেরওয়ানী পরে আবার কেহ জাঙ্গিয়া এবং জামা পরে (নামায আদায় করবে)। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমার ধারণা তিনি জাঙ্গিয়া এবং চাদরের কথাও উল্লেখ করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট। কারণ শিরোনামের চারটি বস্তুই হাদিসে উল্লেখ হয়েছে।

٣٥٨ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ *

৩৫৮.হযরত ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, মুহরিম ব্যক্তি কী পরিধান করবে? তিনি ইরশাদ করলেন, মুহরিম ব্যক্তি জামা পরিধান করবে না,পাজামা পরিধান করবে না, বুরনুস (আরবদের পরিহিত লম্বা টুপিবিশেষ) পরবে না, জা'ফরান মিশ্রিত বা ওরস (এক প্রকার ঘাস যা দ্বারা কাপড় রঙ্গানো হয়) মিশ্রিত কাপড় পরিধান করবে না। আর যার জুতো নেই সে মোজা পরিধান করবে এবং সে দু'টোকে এমনভাবে কেটে নিবে যেন টাখনুর নিচে এসে যায়। ইবনে আবু যিয়্‌ব এ হাদিসটি নাফে'র মাধ্যমে হযরত ইবনে উমর হতে বর্ণনা করেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপই বলেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে এ হিসেবে মিল রয়েছে যে, জামা, পাজামা প্রভৃতি ব্যতীতও নামায জায়েয হয়। অর্থাৎ ইহরামরত অবস্থায় জামা, পাজামা প্রভৃতি ব্যবহার করবে না। বরং সেলাই ছাড়া কাপড় ব্যবহার করবে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুহরিম ব্যক্তি সেলাইহীন কাপড়ে নামায পড়ে। তাই বুঝা গেল, নামাযের জন্য কাপড় সেলানো থাকা জরুরী নয়। দ্বিতীয়ত : হাদিসে উল্লেখিত জামা, পাজামা ইত্যাদির নিষেধাজ্ঞা ইহরামরত অবস্থায়। ইহরামের বাইরে নিষেধ নয়। তাই বুঝা গেল, গায়রে মুহরিম এগুলো পরিধান করে নামায পড়তে পারবে।

ইমাম বুখারী রহ.র এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, এক কাপড়ের পরিবর্তে দুই কাপড়ে নামায পড়া উত্তম - যার নয়টি সূরত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : প্রথম খন্ডের ১৩৪ নং হাদিসে শব্দের তাহকীক আলোচিত হয়েছে। এ হাদিসদ্বারা অবশ্যই এ বিষয়টির অনুধাবন হয়েছে যে, কোন প্রকার অপারগতা বা সংকীর্ণতা না থাকলে কমপক্ষে দু'টি পোশাকে নামায পড়া উত্তম। যেমন আবু দাউদ শরীফের এক রেওয়ায়াতে রয়েছে,

اذا كان لاحدكم ثوبان فليصل فيهما فان لم يكن الا ثوب فليتزر به و لا يشتمل اشتمال اليهود.

অর্থাৎ তোমাদের কারো যদি দু'টি কাপড় থাকে তবে উভয়টি পরে নামায পড়বে। আর যদি একটি থাকে তা হলে তা লুঙ্গির মত করে বেঁধে নিবে। ইয়াহুদীদের মত 'ইশতিমাল' করবে না।

ঐ বাবেই আরেকটি হাদিস রয়েছে-

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى فى لحاف لا يتوشح به والاخر ان يصلى فى سراويل و ليس عليه رداء

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র চাদর পেঁচিয়ে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। আর শুধুমাত্র পাজামা পরে নামায পড়তেও নিষেধ করেছেন।

পাজামা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালামের সুন্নাত : আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

قال شيخنا زين الدين رحمه الله تعالى روينا من حديث ابى هريرة رض مرفوعا ان اول من لبس سراويل ابراهيم عليه السلام رواه ابو نعيم الاصبهاني و قيل هذا هو السبب فى اول من يكسى يوم القيامة كما ثبت فى الصحيحين الخ

অর্থাৎ শায়খ যাইনুদ্দীন রহ. বলেন, মরফূ' হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে, সর্বপ্রথম পাজামা পরিধান করেন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম।

কেহ কেহ বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তাকে পোশাক পরিধান করানোর কারণ ইহাই।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাজামা পরিধান করার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে ইহা প্রমাণিত যে, তিনি ইহা ক্রয় করেছেন এবং পসন্দ করেছেন। আর এতেও কারো দ্বিমত নেই যে, পাজামা সতর ঢাকার ব্যাপারে অধিকতর কার্যকরী।

قبا ক্বাফে যবর। অর্থ আচকান, শেরওয়ানী। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, শেরওয়ানী সর্বপ্রথম পরিধান করেন হযরত সুলাইমান আলাইহিস্‌সালাম।

بَاب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

অধ্যায় ২৫০ : সতরে আওরাতের বর্ণনা

٣٥٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ *

৩৫৯. হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশতিমালে চাম্মা হতে নিষেধ করেছেন। তদ্রূপ এভাবে ইহতিবা করা থেকে নিষেধ করেছেন যে, তার লজ্জাস্থানে কোন আবরণ নেই।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদিসের অংশ হল ليس على فرجه منه شئ। হাদিস দ্বারা যেহেতু লজ্জাস্থান খোলা হওয়া বুঝায় তাই প্রমাণ হয়ে গেল যে, লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর শিরোনাম হচ্ছে লজ্জাস্থান ঢাকার ব্যাপারে।

٣٦٠ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ *

৩৬০. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'ধরণের বেচা-কেনা - মুলামাসা ও মুনাবাযা- হতে নিষেধ করেছেন। আর (নিষেধ করেছেন) ইশতিমালে চাম্মা এবং এক কাপড়ে ইহতিবা করা হতে।

শিরোনামের সাথে মিল : ان يحتبى الرجل فى ثوب واحد হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। ইহতিবা করা হলে লজ্জাস্থানের উপর - যা ঢেকে রাখা ওয়াজিব - কোন আবরণ থাকে না।

٣٦١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ *

৩৬১. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমাকে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ঐ হজ্জে (যা বিদায় হজ্জের এক বৎসর পূর্বে করেছিলেন) কোরবানীর দিন (যুল হজ্জের দশ তারিখ) ঘোষণাকারীদের সাথে পাঠালেন, যেন আমরা মিনার মধ্যে এ ঘোষণা করে দেই যে, এ বৎসরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করবে না। কোন উলঙ্গ ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে না। হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বলেন, পরবর্তীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হযরত আবু বকর রাযি.র প্রেরণের পর) তার পিছনে হযরত আলী রাযি.কে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে, সুরায়ে বারাআয়াতের (প্রথম দিকের আয়াতগুলো) ঘোষণা দিয়ে দাও। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, হযরত আলী রাযি. কুরবানীর দিন আমাদের সাথে মিনাবাসীদের মধ্যে এ ঘোষণা করলেন যে, এ বৎসরের পর আর কোন মুশরিক যেন হজ্জ না করে এবং কোন ব্যক্তি যেন উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লার তওয়াফ না করে।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে ولا يطوف بالبيت عريان হাদিসের অংশ দ্বারা। কারণ এখানে উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই বুঝা গেল সতর ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল সতরে আওরাতের বর্ণনা করা। অর্থাৎ দেহের সে অঙ্গ কী যা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। তা হল 'আওরাত'। আর এ 'আওরাত' নির্দিষ্টকরণে এবং চিহ্নিতকরণে ফিকহবিদগণের মতভেদ রয়েছে। হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য নামাযের বাইরের মাসয়ালা বর্ণনা করা। কারণ নামাযের মধ্যে সতর কতটুকু ঢাকা জরুরী তা আগে আলোচিত হয়েছে। বাবের প্রথম হাদিসে 'ইহতিবা'র উল্লেখ রয়েছে। আর ইহা নামাযের বাইরেই হতে পারে নামাযের এর কল্পনাও করা যায় না। কিন্তু আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ইহা নামাযের ভিতর বাহির উভয়টির ক্ষেত্রে ব্যাপক।

ব্যাখ্যা : শিরোনামে রয়েছে ما يستر من العورة - এখানে ما শব্দটি মাসদারিয়া। মওসূলাও হতে পারে। يستر - মা'রূফ এবং মজহুল উভয় রকমেই পড়া যেতে পারে এবং উভয়টিই সঠিক। من العورة -এখানে من শব্দটি আল্লামা আইনী এবং আসকালানী উভয়ের মতে بيانيه। আর মিন বয়ানিয়ার মধ্যে মদখূলের সমস্ত আফরাদের মধ্যে হুকুম হয়। কিন মিন তাব'য়িযিয়া হলে কতক ফরদের উপর হুকুম হয়। তাই এখানে মিন শব্দটি বয়ানিয়া হওয়াটাই স্পষ্ট। কারণ 'আওরাত' তথা লজ্জাস্থান ঢাকা ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে সকল ইমাম একমত। অবশ্য লজ্জাস্থানের পরিধি নির্ধারণে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

সতর নির্ধারণে ইমামগণের মত :

১. হানাফীদের নিকট নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত। নাভী সতরের অর্ন্তভূক্ত নয়। কিন্তু হাঁটু সতরের অর্ন্তভূক্ত। স্বাধীন রমণীর জন্য চেহারা, উভয় হাতলী এবং উভয় পা ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতর। নামাযের ভিতরেও সতর। বাইরেও সতর। তবে নামাযের বাইরে মাহরাম অর্থাৎ পিতা, দাদা, ভাই, ছেলে প্রভৃতিরা মাথা, বাযু ইত্যাদির উপর দৃষ্টিপাত করতে পারবে।

২. শাফে'য়ীদের মতে পুরুষের জন্য সতর হল নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। এক কওল অনুযায়ী নাভী এবং হাঁটু সতরের বাইরে। ইহা হাম্বলীদের এক মত।

৩. আহলে যাহেরদের নিকট অর্থাৎ দাউদ যাহেরী রহ. প্রমুখের মতে শুধুমাত্র সাবিলাইন তথা পেশাবের এবং পায়খানার রাস্তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। দেহের অন্য কোন অঙ্গ ঢাকা ওয়াজিব নয়। ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম

আহমদ বিন হাম্বল রহ.রও এক রেওয়ায়াত। বরং শাইখুল হাদিস (মাওলানা যাকারিয়া রহ.) ইহাকে ইমাম মালেক রহ.র মযহাব সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম বুখারী রহ.রও মাযহাব বাহ্যত : ইহাই বুঝা যায়। কারণ তিনি ইহতিবা নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল হিসেবে ليس على فرجه منه شيئ বলেছেন।

বাই'য়ে মুলাবাসা ও মুনাবাযা : এর জন্য অধমের নসরুল মুন'য়িম কিতাবটি দেখা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা কিতাবুল বুয়ূ'তে উল্লেখ হবে ইনশা-আল্লাহ।

اشتمال الصماء : আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

قلت تحقيق هذه الكلمة ان الاشتمال مضاف الى الصماء و الصماء فى الاصل صفة يقال صخرة صماء اذا لم يكن خرق و لا منفذ

অর্থাৎ اشتمال الصماء শব্দটির মধ্যে সিফাতের ইযাফত মওসুফের দিকে হয়েছে। اشتمال এর অর্থ আগেই বর্ণিত হয়েছে। ২৪৬ নং বাবের শেষ হাদিসটি দেখা যেতে পারে।

অর্থাৎ এমনভাবে চাদর পেঁচানো থেকে নিষেধ করেছেন যা صماء অর্থাৎ চাদর এভাবে পেঁচানো যে, কোন ফাঁক থাকবে না। হাত আবদ্ধ হয়ে যাবে - বের করা কষ্টসাধ্য হবে। এরূপ অবস্থায় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এবং ক্ষতিকর কোন কিছুকে প্রতিহতও করতে পারবে না। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্নেহবশত: এরূপ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

ان يحتبى الرجل الخ - ان শব্দটি মাসদারিয়া। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহতিবা করা থেকে নিষেধ করেছেন। ইহতিবা হল, নিতম্বের উপর বসে উভয় হাঁটুকে দাঁড় করিয়ে হাত দ্বারা পায়ের গোছা বেঁধে নিবে অথবা কোন কাপড় দ্বারা পিঠ এবং পায়ের গোছা বেঁধে নিবে।

এ ইহতিবা নিষেধ তখন, যখন তার নিম্নাঙ্গে কোন পাজামা বা লুঙ্গি না থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে লজ্জাস্থান খোলা থাকার কারণে তা হারাম। কিন্তু যদি এরূপ কোন কিছু দ্বারা ঢাকা থাকে তবে এভাবে বসা নিষেধ নয়।

এ হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য নসরুল বারীর কিতাবুত্তাফসীর দেখুন।

بَاب الصَّلَاةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

অধ্যায় ২৫১ : চাদর ব্যতীত নামায পড়া

٣٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ تُصَلِّي وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَكَذَا *

৩৬২. মুহাম্মদ বিন মুনকাদির হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত জাবের রাযি.র নিকট গেলাম। তিনি তখন একটি চাদর পেঁচিয়ে নামায পড়ছিলেন। আরেকটি চাদর পাশে রাখা ছিল। তিনি নামায শেষ করলে আমরা তাকে বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! (ইহা জাবের রাযি.র উপনাম।) আপনি (একটি চাদরে) নামায পড়ে নিচ্ছেন। অথচ আপনার চাদর আলাদাভাবে পড়ে আছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি ইহা চেয়েছিলাম যে, তোমদের মত অজ্ঞ লোকেরা আমাকে দেখে নেয়। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি।

শিরোনামের সাথে মিল : وردائه موضوع এ হাদিসাংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : হযরত শায়খুল হাদিস (মাওলানা যাকারিয়া রহ.) বলেন, পূর্বে হযরত উমর রাযি.র একটি উক্তি اذا وسع الله فاوسعوا উল্লেখ হয়েছে। এতে এ ধারণা হতে পারে যে, সচ্ছলতা থাকা অবস্থায় এক কাপড়ে নামায পড়া না-জায়েয ।

ইমাম বুখারী রহ. এ ধারণা দূর করার জন্য এই বাব কায়েম করেছেন এবং ইহা প্রমাণ করেছেন যে, কারো যদি দু'টি কাপড় থাকা সত্ত্বেও একটি কাপড়ে নামায পড়ে তবে নামায হয়ে যাবে। দলীল হল, হযরত জাবের রাযি.র আরেকটি কাপড় থাকা সত্ত্বেও তিনি এক কাপড়ে নামায আদায় করেছেন। তাই বুঝা গেল, সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও এরূপ করা জায়েয আছে।

ব্যাখ্যা : এখানে একটি সন্দেহ হয় যে, কাপড় থাকা সত্ত্বেও এক কাপড়ে নামায পড়া কারাহাত হতে মুক্ত নয়। এর উত্তর হযরত গঙ্গুহী রহ. এভাবে দিচ্ছেন :

ويرتفع الكراهة اذا كان الاقتصار على ثوب واحد للتعليم فان العامة تعامل بالسنن والادب معاملة الواجب الخ

অর্থাৎ হযরত জাবের রাযি. চাদর থাকা সত্ত্বেও চাদর ছাড়া নামায আদায় করেছেন। এতে তার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা দেয়া। কারণ সাধারণ লোকেরা সুন্নাত, আদাব এবং মুস্তাহাবের সাথে ফরয-ওয়াজিবের মত আচরণ করে থাকে। (অথচ প্রত্যেক বিষয়কে তার স্ব-স্ব স্থানে রাখা আবশ্যক।) তাই শিক্ষা দেয়া জরুরী। কওলী তা'লীম হতে আমলী তা'লীম অধিকতর উপকারী। তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বৈধতা বুঝানোর জন্য এরূপ করেছেন।

অধ্যায় ২৫২

بَاب مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ قَالَ أَبو عَبْد اللَّه وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ حَسَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَخِذِهِ قَالَ أَبو عَبْد اللَّه وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ فَخِذِي

উরু সম্বন্ধে যা বর্ণিত হয়েছে। আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারী রহ.বলেন, ইবনে আব্বাস, জারহাদ এবং মুহাম্মদ বিন জাহশ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, উরু হল 'আওরাত'। হযরত আনাস রাযি. বলেন, (খায়বরের যুদ্ধের সময়) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উরু হতে কাপড় খুলে দিয়েছিলেন। আবু আব্দুল্লাহ ইমাম বুখারী রহ. বলেন, হযরত আনাস বর্ণিত হাদিসের সনদ অধিকতর শক্তিশালী। আর জারহাদ বর্ণিত হাদিস (দ্বীনের বিষয়ে) অধিকতর সতর্কতামূলক। এতে মতভেদ থেকে বের হয়ে যাওয়া যায়। হযরত আবু মুসা আশ'য়ারী রাযি. বলেন, হযরত উসমান রাযি. প্রবেশ করলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাঁটু ঢেকে ফেললেন। হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাযি. বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উরু আমার উরুর উপর ছিল। এ সময়ে তার উপর ওহী নাযিল হল। তা আমার উপর এত ভারী মনে হল যে, আমি আশংকা করলাম যে আমার উরু ভেঙ্গে যাবে।

উল্লেখিত আসর দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

٣٦٣ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ثُمَّ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ (فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ قَالَ عَبْدُالْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْخَمِيسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ رَضِي اللَّهم عَنْهم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ ادْعُوهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ قَالَ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

৩৬৩.হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বরে জিহাদ করলেন। আমরা ফজরের নামায খায়বরের নিকট অন্ধকার থাকতেই পড়ে নিলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ার হলেন। আবু তালহাও সওয়ার হলেন। আমি আবু তালহার সাথে একই সওয়ারীতে তার পিছনে আরোহন করলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বরের গলিতে তার সওয়ারী দৌড়ালেন। আমার হাঁটু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাঁটুর সাথে স্পর্শ করে যেত। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাঁটু হতে লুঙ্গি সরিয়ে দিলেন। এতে আমি তার উরুর শুভ্রতা দেখতে পেলাম। অত :পর তিনি খায়বরের বস্তিতে প্রবেশ করলেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার! খায়বর ধ্বংশ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের ভূমিতে অবতরন করি তখন যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়োছিল, তাদের সকাল বরবাদ হয়ে যায়। তিনি এ কথা তিনবার বললেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, খায়বরবাসীরা তাদের কাজে বের হয়েছিল। তারা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেয়েই) বলতে লাগল, মুহাম্মদ এসে গেছে! রাবীয়ে হাদিস আব্দুল আযীয বলেন, আমাদের জনৈক সাথী বর্ণনা করেছেন, খামীস অর্থাৎ লস্কর এসে গেছে। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমরা খায়বর জোরপূর্বক বিজয় করেছি। তারপর বন্দীদের একত্রিত করা হল। এ সময় দেহইয়া এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বন্দীদের থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও, একজন নিয়ে নাও। তিনি গিয়ে ছফিয়্যা বিনতে হুয়াইকে নিলেন। এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসল। বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি ছফিয়্যাকে দিয়ে দিলেন যে কুরাইযা এবং নযীরের সর্দার ছিল? আপনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য সে উপযোগী হবে না। তিনি বললেন, দেহইয়াকে ছফিয়্যাসহ ডেকে নিয়ে আস। সে ব্যক্তি তাকে নিয়ে আসল। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন, একে বাদ দিয়ে অন্য একজন দাসী নিয়ে নাও। রাবী বলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দিলেন এবং তাকে বিবাহ করলেন। এতে সাবিত হযরত আনাস রাযি.কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা! (হযরত আনাস রাযি.র উপনাম) তার মোহর কী ছিল? তিনি বললেন, তার সত্ত্বাই তার জন্য মোহর ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে বিবাহ করলেন। পরবর্তীতে (খায়বর হতে ফেরার পথে) রাস্ত

ার মধ্যেই উম্মে সুলাইম রাযি. তাকে সাজিয়ে রাতের বেলায় তার নিকট প্রেরণ করলেন। সকাল বেলায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুলহা ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারো নিকট খাবারের কোন কিছু থাকলে সে যেন নিয়ে আসে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চামড়ার একটি দস্তরখান বিছিয়ে দিলেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসল। কেউ ঘি নিয়ে আসল। আব্দুল আযীয বলেন, আমার ধারণা, হযরত আনাস চাতুরও উল্লেখ করেছেন। হযরত আনাস বর্ণনা করেন, পরে (সবগুলো মিলিয়ে) তারা হাইস তৈরী করল। ইহাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবাহের ওলীমা ছিল।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ ثم حسر الازار عن فخذه الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এখানে শিরোনাম সংক্ষেপ করেছেন। ইমাম বুখারী রহ.র নিয়ম হল, যে বিরোধপূর্ণ মাসয়ালায় কোন অকাট্য দলীল না থাকে সেখানে কোন সিদ্ধান্তমূলক শিরোনাম কায়েম করবেন না। যেমন এখানেও باب الفخذ عورة অথবা باب الفخذ ليس بعورة বলেননি। বরং বলেছেন باب ما يذكرفى الفخذ।

ব্যাখ্যা : উরু সতর কি-না, তার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। আল্লামা আসকালানী লিখেন,

فقال الجمهور من التابعين و ابو حنيفة و مالك فى اصح اقواله و الشافعي واحمد فى اصح روايته و ابو يوسف و محمد الفخذ عورة و ذهب ابن ابى ذئب وداؤد و احمدفى احدى روايته و الاصطخرى من الشافعية و ابن حزم الى انه ليس تعورة.

অর্থাৎ সকল তাবে'য়ী, ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ.র বিশুদ্ধতম মত, ইমাম শাফে'য়ী রহ. ইমাম আহমদ রহ.র বিশুদ্ধতম রেওয়ায়াত, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ.র মতানুসারে উরু সতরের আর্ন্তভুক্ত। আর ইবনে আবু যিয়্ব, দাউদ, ইমাম আহমদ রহ.র এক রেওয়ায়াতানুসারে, ইসতাখরী শাফে'য়ী এবং ইবনে হযমের মতানুসারে উরু সতর নয়। কেহ কেহ ইবনে জরীরকে দাউদে যাহেরীর সাথে উল্লেখ করেছেন। হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, ইবনে জরীর হতে ইহা প্রমাণের বিষয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ তিনি এ মাসয়ালাটি তার রচিত 'তাহযীব' কিতাবে উল্লেখ করে যারা একে সতর বলেননি তাদের মত খন্ডন করেছেন।

শায়খুল মাশায়েখ শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. লিখেন, এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং ইমাম আবু হানিফা রহ. মতে উরু সতর। নাভী এবং হাঁটু নিয়ে মতভেদ আছে। ইমাম মালেক রহ.র মতে উরু সতর নয়। এ বিষয়ে হাদিস বিরোধপূর্ণ। হাদিসের রেওয়ায়াত হিসেবে ইমাম মালেক রহ.র মত শক্তিশালী।

আল্লামা ইবনে রুশদ মালেকী রহ. লিখেন, ইমাম মালেক রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম শাফে'য়ী রহ. সতরের সীমা নির্ধারণ করেছেন নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত। কেউ কেউ শুধুমাত্র লজ্জাস্থান দু'টিকে সতর সাব্যস্থ করেছেন।

উপরের আলোচনা দ্বারা যেমনিভাবে ইবনে জরীর রহ. সম্বন্ধে ভুল কেটে যায় তেমনিভাবে ইমাম মালেক রহ. সম্বন্ধেও ভুল কেটে যাওয়া চাই। কারণ ইবনে রুশদ মালেকী তিন ইমামেরই একই মাযহাব উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় মাযহাব নাম উল্লেখ না করেই কিছু সংখ্যক লোকের উল্লেখ করেছেন। অন্যান্যরাও ইমাম মালেক রহ.র মত ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম শাফে'য়ী রহ. মতানুসারে উল্লেখ করেছেন।

কাজেই শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.র ইমাম মালেক রহ. সম্বন্ধে উরুকে নি :শর্তভাবে সতর না হওয়া উল্লেখ করা এবং তাকে আবার রেওয়ায়াত হিসেবে শক্তিশালী বলা তাহকীকের পরিপন্থী।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, উরু সতর হওয়া বা না-হওয়ার ব্যাপারে ইমাম বুখারী রহ. কোন সিদ্ধান্ত দেননি। বরং তিনি সাহাবাদের থেকে যে তিনটি তা'লীক উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। প্রথমটি হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, الفخذ عورة. আর এ হাদিসটি হাদিসের বিভিন্ন কিতাবে মুত্তাসিল সনদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসের জন্য তিরমিযী শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের ১০৩ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে। সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة। দ্বিতীয় তা'লীকটি হযরত জারহাদ রাযি.র। এটিও তিরমিযী

শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের ১০৩ পৃষ্ঠায় পৃথক সনদে উল্লেখ হয়েছে যার সার কথা হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জারহাদ রাযি.কে বলেছেন غط فخذك فانها من العورة. আর তৃতীয় রেওয়ায়াতটি হল মুহাম্মদ বিন জাহ্‌শ রাযি.র, যা তাবরানী শরীফে মুত্তাসিল সনদ সহকারে উল্লেখ হয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মা'মার রাযি.কে বলেছেন, তোমার উরুদ্বয় ঢেকে রাখ। কারণ উভয়টি সতর। এ রেওয়ায়াতটি ইমাম আহমদ রহ. তার মুসনাদে এবং ইমাম হাকেম রহ. তার মুস্‌তাদরাকে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী রহ. উভয় প্রকার রেওয়ায়াত উল্লেখ করার পর বলেন, হযরত আনাস বর্ণিত হাদিসটি সনদের দিক দিয়ে শক্তিশালী। আর জারহাদের রেওয়ায়াতটি অধিক সর্তকতামূলক। অর্থাৎ আমালের দিক দিয়ে এ হাদিসে অধিকতর এহ্‌তিয়াত। এ কথা বলে তিনি উলামাদের মতভেদ থেকে বেঁছে গেলেন। কারণ উলামাদের মতভেদের সময় ঐ সূরতের উপর আমল করা অধিকতর মুনাসিব যা সর্বজনসম্মত হয়। কাজেই এহতিয়াত ইহাই যে, উরুকে সতর মেনে নিয়ে ঢেকে রাখবে।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী রহ.র ঝোঁক জমহুরের দিকেই। আর 'আহ্‌ওয়াত'এর উদ্দেশ্য যদি তাকওয়া এবং সাধুতা হয় তা হলে অর্থ হবে, উরু যদিও সতর নয়, কিন্তু এহতিয়াত এতেই যে তা খুলবে না।

বিরোধীমতাবলম্বীদের দলীলের জওয়াব : ১. হযরত আনাস রাযি.র রেওয়ায়াতে রয়েছে,

وان ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه و سلم ثم حسر الازار عن فخذ الخ

এর দ্বারা ফরীকে মুখালিফ দু'ভাবে দলীল পেশ করে। এক.হযরত আনাস রাযি. হাঁটুর স্পর্শ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উরুর সাথে হচ্ছিল। দুই.حسر الازار তথা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উরু হতে কাপড় সরিয়ে ফেলেছিলেন।

প্রথম দলীল এ কারণে সঠিক নয় যে, অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم অর্থাৎ আমার পা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ের সার্থে স্পর্শ হত।

বুঝা গেল রেওয়ায়াত বিল-মা'না করতে গিয়ে فخذ দ্বারা পা উদ্দেশ্য। এ সম্ভাবনা থাকার কারণে হাদিস দ্বারা দলীল পেশ করা সঠিক হবে না। দ্বিতীয়ত : কাপড়ের উপর দিয়ে স্পর্শ করার সম্ভাবনাও রয়েছে যা সতর খোলাকে আবশ্যক করে না। তাই এ দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। আর তাদের দ্বিতীয় দলীল حسر الازار দ্বারা দেওয়া হয়েছিল। জমহুর এর উত্তর এভাবে দেন যে, শব্দটি حسر হা-র মধ্যে পেশ দিয়ে মজহুলের সীগা। অর্থ অনিচ্ছাকৃতভাবে খুলে গিয়েছিল, কাপড় সরে গিয়েছিল। এর সমর্থন পাওয়া যায় মুসলিম শরীফের প্রথম খন্ডের ৪৫৮ পৃষ্ঠার একটি রেওয়ায়াত দ্বারা। সেখানে বর্ণিত হয়েছে, وانحسر الازار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উরু হতে লুঙ্গি সরে গিয়েছিল। তিনি সরাননি।

আর যদি বুখারী রহ. বর্ণিত শব্দই حسر الازار গ্রহণ করা হয় এবং ফা'য়েল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাব্যস্ত করা হয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ 'কামূস'এর লিখক বলেন, حسر শব্দটি نصر এবং ضرب উভয় বাব হতে লাযিম এবং মুতা'আদ্দী ব্যবহৃত হয়। আবার 'মিসবাহুল লুগাত' কিতাবেও উভয় অর্থ লিখেছে। অর্থ খোলা, খুলে যাওয়া। কাজেই যদি এখান হতে যদি লাযিমের অর্থ নেয়া হয় তা হলে অন্যান্য হাদিসের সাথে মিল হয়ে যায়। এক রেওয়ায়াতে রয়েছে : فاجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر اذ خر الازار الخ এখানে خر শব্দের অর্থ হল উপর নিচে পড়ে যাওয়া। হাদিসের অর্থ হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বরের গলিতে ঘোড়া দৌড়াইলেন। দ্রুত দৌড়ের কারণে লুঙ্গি সরে গিয়ে উরু প্রকাশ হয়ে পড়েছিল।

এখন একটি প্রশ্ন থেকে যায়, অনিচ্ছাকৃতভাবে লুঙ্গি সরে গিয়ে থাকলেও উরু সতর হওয়ার কারণে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচিত ছিল দ্রুত ঢেকে ফেলা। তিনি তা করেননি। যেমন রাবী বলছেন حتى انى انظر الى بياض فخذه। আর পরবর্তীতে সর্তকও করেননি।

উত্তর হল, কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে হলে বিষয়ের এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং অবস্থা হিসাব করতে করতে হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রু এলাকায় জিহাদের জন্য গিয়েছেন। তাদের গলির ভিতর ঢুকে পড়েছেন। মনের মধ্যে তখন শুধু মাত্র জিহাদেরই চিন্তা। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মনযোগ থাকার ফলে যদি এ দিকে মনযোগ আসতে একটু বিলম্ব হয় তবে তা কি অসম্ভব?

দ্বিতীয়ত : উরুর সতর হওয়ার বিষয়টা অস্বীকারকারীদের উপস্থাপিত রেওয়ায়াত হল ফে'লী। আর ইবনে আব্বাস রাযি. এবং হযরত জারহাদ রাযি.র বর্ণিত হাদিস কওলী। আর কওলী হাদিস ফে'লী হাদিসের উপর মুকাদ্দম হয়। অধিকন্তু হযরত আনাস রাযি. বর্ণিত লুঙ্গি সরে যাওয়া একটি সাময়িকী এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনা। পক্ষান্তরে হযরত জারহাদ রাযি. প্রমুখের বর্ণিত হাদিস হুকমে কুল্লী। তা ছাড়া কোন বিক্ষিপ্ত ঘটনা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্ভবত এ সব কারণেই ইমাম বুখারী রহ. স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন আমলের দিক দিয়ে হযরত জারহাদ রাযি. বর্ণিত হাদিস সতর্কতামূলক।

আর গযওয়ায়ে খায়বরের সবিস্তার আলোচনার জন্য অধমের রচিত নসরুল বারীর সপ্তম খন্ড পাঠ করা যেতে পারে।

بَاب فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الثِّيَابِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجَزْتُهُ

অধ্যায় ২৫৩ : মহিলারা কয়টি কাপড় পরে নামায পড়বে? ইকরামা বলেন মহিলা যদি এক কাপড় দ্বারা নিজেকে (সারা দেহ) ঢেকে নিতে পারে তবে জায়েয হবে (অর্থাৎ তার নামায দুরস্ত হবে)

٣٦٤ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ *

৩৬৪.হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায পড়তেন। তার সাথে মুসলমান মহিলারা নিজেদেরকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদন করে হাযির হত। তারপর (নামায শেষে) তারা নিজ ঘরে ফেরত আসত। তাদেরকে কেউ চিনতে পারত না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে হাদিসের متلفعات فى مروطهن - এ অংশ দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, মহিলারা যদি এক কাপড় দ্বারা নিজের পুরো দেহ ঢেকে নিতে পারে তা হলে তার নামায সহীহ হবে। হযরত ইকরামার আসর নকল করে তিনি এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যদি একটি কাপড়ই দেহ আচ্ছাদন করতে পারে তা হলে তা-ই নামায সহীহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে।

অধিকন্তু এ বাবের হাদিস দ্বারা এও স্পষ্ট হয়ে যায়, মহিলারা স্বীয় চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আসত এবং নামায পড়ত। তাই বুঝা গেল, নামাযের শুদ্ধতার ভিত্তি কাপড়ের সংখ্যা বা প্রকারের উপর নয়। বরং সতর ঢাকাই শর্ত।

ব্যাখ্যা : মেয়েদের সতর কতটুকু? মেয়েদের পুরো দেহই সতর। তবে চেহারা এবং দুই হাতলী সতর নয়। ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং সুফিয়ান সওরী রহ.র মতে কদম তথা পা-ও সতর নয়। তাই পা খোলা রেখে নামায পড়লে তার নামায হয়ে যাবে। তবে ইমাম সাহেব রহ. থেকে অন্য রেওয়ায়াতও বর্ণিত রয়েছে।

তাই জানা গেল, কাপড়ের ব্যাপারে সতর ঢাকা শর্ত - চাই পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। তবে পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর - যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে।

শব্দার্থ : متلفعات - حال হিসেবে نصب। অর্থ ملتحفات। অর্থাৎ মাথা হতে পা পর্যন্ত বড় চাদর দ্বারা আচ্ছাদনকারিণী। مروطهن-مرط এর বহুবচন। অর্থ চাদর।

ফজরের নামায গলস তথা অন্ধকারে পড়া উত্তম না ইসফার তথা আলো প্রকাশ পাওয়ার পর পড়া উত্তম তার আলোচনা কিতাবুল মাওয়াকিতে সবিস্তার আলোচিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

بَاب إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا

অধ্যায় ২৫৪ : যখন নকশা অঙ্কিত কাপড়ে নামায পড়ে এবং সে নকশার প্রতি দৃষ্টিপাত করে (তার হুকুম কি?)

٣٦٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي وَقَالَ هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِي *

৩৬৫. হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি নকশা-অঙ্কিত চাদরে নামায পড়লেন। সে নকশার দিকে একবার দৃষ্টি পড়ল। নামায শেষ করে তিনি বললেন, আমার এ চাদরটি আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার থেকে তার আনবেজানিয়া চাদর নিয়ে আস। কারণ ইহা আমাকে এ মাত্র নামাযে গাফেল করে দিয়েছে। হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার মাধ্যমে হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি নামাযরত অবস্থায় এর নকশার দিকে দেখতে ছিলাম। আমি আশঙ্কা করলাম ইহা আমাকে ফিতনার মধ্যে ফেলে দিবে। (অর্থাৎ নামাযের মধ্যে ত্রুটি সৃষ্টি করবে।)

শিরোনামের সাথে মিল : صلى فى خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন. اى لا تفسد صلوته لكن تركه اولى অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, নামাযের মধ্যে যদি মন এদিক-সেদিক চলে যায়, তবে সামান্য অমনোযোগের কারণে নামায বিনষ্ট হবে না। নামায হয়ে যাবে। যদি কোন নকশীদার কাপড়ে নামায পড়ে এবং নামাযের মধ্যে তার দিকে দৃষ্টিপাত হয়ে যায় তবে নামায হয়ে যাবে যদি কাপড় সতর ঢাকে এবং পবিত্র হয়।

কিন্তু যেহেতু নামাযের মধ্যে খুশু' - খুযু' কাম্য তাই যথা সম্ভব এগুলো পরিহার করে চলা উত্তম। এ জন্য ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত না করে সিজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে।

ব্যাখ্যা : خميصة - খার উপর যবর এবং মীমের নিচে যের। অর্থ নকশাদার পশমী কাল চাদর। এ চাদরটি আবু জাহম আমের বিন হুযাইফা রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়া হিসেবে দিয়েছিল। তিনি তা জড়িয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষেই তা খুলে ফেললেন এবং বললেন, এ ফুলদার চাদরটি আবু জাহমকে দিয়ে আস এবং তার থেকে তার আনবেজানিয়া অর্থাৎ নকশাহীন চাদরটি নিয়ে আস। এ দ্বিতীয় চাদরটি শুধুমাত্র এ কারণে চেয়েছেন যেন আবু জাহমের মনে ব্যাথা না আসে যে আমার হাদিয়াটুকু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে কবুল হয়নি।

আনবিজান একটি স্থানের নাম যার দিকে একে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অপসন্দনীয় ছিল, তা আবু জাহমের নিকট কেন পাঠালেন?

উত্তর : পাঠানোর উদ্দেশ্য এ ছিল না যে, তিনি তা পরিধান করে নামায পড়বেন। বরং এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, তিনি তা বিক্রয় করে উপকৃত হবেন। অথবা নামাযের বাইরের সময় তা পরিধান করবেন।

কেউ কেউ বলেন, আবু জাহমের দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। তাই তার মধ্যে উল্লেখিত সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন : فانهاالهتنى এবং اخاف ان تفتننى হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দু'টি উক্তির মধ্যে বাহ্যত : বৈপরিত্য রয়েছে।

উত্তর : الهتنى শব্দে قرب فعل এর উপর فعل এর ইতলাক করা হয়েছে। অর্থাৎ كادت ان يلهتنى অর্থাৎ আমাকে গাফেল করে দেয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। কাজেই হিশামের তা'লীকে اخاف ان تفتننى সাথে আর কোন বৈপরীত্য নেই।

সারকথা, সকল উলামার মতে নামাযের মধ্যে স্বাভাবিক মনের ধ্যান অন্যদিকে চলে যাওয়া দ্বারা নামায বিনষ্ট হবে না।

بَاب إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَمَا يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ

অধ্যায় ২৫৫ : যদি সলীব অঙ্কিত কিংবা অন্য কোন কিছুর চিত্র অঙ্কিত কাপড়ে নামায পড়ে তবে কি তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে? এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার বর্ণনা

٣٦٦ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُاللَّه بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي *

৩৬৬.হযরত আনাস রাযি. বলেন, হযরত আয়েশা রাযি.র নিকট পশমের একটি রঙ্গিন পর্দা ছিল। তিনি তা তার কক্ষের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (তা দেখে) বললেন, তুমি ইহা আমার সম্মুখ হতে সরিয়ে নাও। কারণ তা নামাযে বরাবর আমার সামনে থাকে।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ لا تزال تصاويره تعرض فى صلوتى দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. বলেন, يعنى لا تفسد صلوته و لكنه مكروه. অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায ভঙ্গ করেননি। দ্বিতীয়বার নামাযও পড়েননি। তাই বুঝা গেল নামায দুরস্ত হবে। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা অপসন্দ করেছেন। পর্দাটি নামিয়ে ফেড়ে ফেলেছেন। তাই বুঝা গেল ইহা মাকরূহ।

ব্যাখ্যা : ثوب مصلب-যে কাপড়ে সলীবের আকৃতি অঙ্কিত থাকে। সলীবের আকৃতি এরূপ +। খৃস্টানদের ঘরে, বিশেষ করে তাদের গির্জায় সাধারণত : এগুলো তৈরী করা থাকে এবং একে বরকতময় মনে করা হয়। قرام কাফের নিচে যের। অর্থ পাতলা পর্দা যা বিভিন্ন রঙ্গের পশম দ্বারা তৈরী করা হয়।

প্রশ্ন : এখানে প্রশ্ন জাগে যে, শিরোনামের মধ্যে দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এক.সলীব অঙ্কিত কাপড়। দুই.ছবি অঙ্কিত কাপড়। (কিন্তু হাদিসে একটির উল্লেখ রয়েছে।)

উত্তর : ইমাম বুখারী রহ. একটি নিয়ম এমনও আছে যে, তিনি শিরোনাম দ্বারা কোন রেওয়ায়াতের দিকে ইঙ্গিত করেন। যেমন এখানটায় তিনি হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণিত এ হাদিস দ্বারা দলীল দিয়েছেন যা কিতাবুললিবাসে ৮৮০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك فى بيته شيئا فيه تصاليب الا نقضه. কেউ কেউ বলেন, সলীবদের আকৃতি তাসবীর তথা ছবির অর্ন্তভূক্ত। কাজেই ছবির নিষেধাজ্ঞার সাথে তার নিষেধাজ্ঞাও হয়ে গেছে। আর তিনি যেহেতু ঝুলানো নিষেধ করেছেন, তাই ছবি অঙ্কিত কাপড় পরে নামায পড়া উত্তমরূপেই নিষিদ্ধ হবে।

মাযহাবের বর্ণনা : ছবি অঙ্কিত কাপড় পরিধান করে যদি কেউ নামায আদায় করে হানাফী এবং শাফে'য়ীদের তার নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরূহ হবে যেমন শিরোনামের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ.ও জমহুরের সমর্থন করেছেন। তবে হাম্বলীরা বলেন, তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। হতে পারে ইমাম বুখারী রহ. তাদের মত খন্ডন করার জন্য এ বাব কায়েম করেছেন।

بَاب مَنْ صَلَّى فِي فَرُّوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

অধ্যায় ২৫৬ : যে ব্যক্তি রেশমী কাবা (শেরওয়ানী) পরে নামায পড়ল এবং পরবর্তীতে খুলে ফেলল

٣٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ *

৩৬৭.হযরত উকবা বিন আমের রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি রেশমী কাবা হাদিয়া দেয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি তা সজোরে টেনে খুলে ফেললেন। যেন তিনি তা অপসন্দ করছেন এবং বললেন, ইহা মুত্তাকীদের জন্য সমীচীন নয়।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه الخ দ্বারা।

উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন ای لا تفسد صلوته لكنه مكروه لانه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلوة ولكن نزعه كالكاره له صريح فى الكراهية অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল রেশমী কাবা তথা রেশমী শেরওয়ানী পরে নামায পড়লে তার নামায মাকরূহ হবে।

ব্যাখ্যা : শাহ সাহেব রহ. শরহে তারাজিমে লিখেন, সর্বপ্রথম এ পোশাক পরিধানকারী হল ফেরআউন। فروج-ফার মধ্যে যবর এবং রা-র মধ্যে তাশদীদ এবং পেশ। আল্লামা নববী রহ. বলেন, এ শব্দের যবতের মধ্যে ইহাই প্রসিদ্ধ। ইহা হল এমন কাবা যার পিছনে ফাড়া থাকে। এ ধরণের পোশাক যুদ্ধক্ষেত্র এবং সফরে অধিক উপযোগী। বিশেষ করে ঘোড় সওয়ারীর জন্য।

اهدى-মাযী মজহুলের সীগা। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন যে, এ কাবাটি দুমাতুল জন্দলের বাদশাহ উকাইদার বিন আব্দুল মালেক হাদিয়া স্বরুপ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রেরণ করেছিল। للمتقين-অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য। এ হুকুম পুরুষদের জন্য। কারণ মহিলাদের জন্য ইহার ব্যবহার হালাল। তাবুকের যুদ্ধের সফরে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে হযরত খালিদ রাযি. উকাইদারকে দুমাতুল জন্দল হতে বন্দি করে নিয়ে আসেন। তিনি খৃস্টান ছিলেন। বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি মুসলমান হননি। তবে মুসলমানদের সাথে সন্ধি করে নিয়েছিলেন। আরো বিস্তারিত জানতে নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযী পাঠ করুন।

মাযহাবের বিবরণ : ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র মতে রেশমী কাবা পরে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে না। ২.ইমাম মালেক রহ.র মতে অন্য পোশাক পেলে ওয়াক্তের মধ্যে নামায পুনরায় পড়বে। ৩.হানাফী এবং শাফে'য়ীদের মতে মাকরূহ হয়ে নামায আদায় হবে। কিন্তু সে গুনাহগার হবে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষে তৎক্ষণাৎ তা খুলে ফেলেন এবং বলেছিলেন, আমাকে জিবরাঈল নিষেধ করেছে...। এর নিষেধাজ্ঞা নামাযের পরই হয়েছিল। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পুনরায় পড়েননি।

যা হোক, রেশমী কাপড় পুরুষদের জন্য হারাম এবং মহিলাদের জন্য জায়েয । হযরত আলী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতে রেশম নিলেন এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিলেন, তারপর ইরশাদ করলেন, ان هذين حرام على ذكور امتى. অর্থাৎ এ দু'টি বস্তুর ব্যবহার আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। হযরত আবু মুসা আস'য়ারী রাযি. হতে বর্ণিত. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, حرم لباس الحرير و الذهب على ذكور امتى و احل لاناثهم. অর্থাৎ রেশম এবং স্বর্ণ ব্যবহার করা আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং মহিলাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।

بَاب الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ

অধ্যায় ২৫৭ : লাল পোশাক পরিধান করে নামায পড়ার বর্ণনা

٣٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْعَنَزَةِ *

৩৬৮. হযরত আবু জুহাইফা রাযি. বর্ণনা করেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখতে পেলাম। আর দেখতে পেলাম হযরত বেলাল রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযুর পানি নিয়েছেন। আর দেখতে পেলাম লোকেরা অযুর সে পানির জন্য প্রতিযোগিতা করছে। যে ব্যক্তি তার থেকে কিছুটা পেল সে তা (তার চেহারায়) মুছে নিতে লাগল। যে পেত না সে তার সঙ্গীর হাত থেকে আর্দ্রতা নিত। তারপর আমি হযরত বেলালকে দেখতে পেলাম যে একটি নেযা নিয়ে মাটিতে পুঁতে দিল। (আর দেখতে পেলাম) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লাল জোড়া পরিধান করে লুঙ্গি উঠিয়ে আগমন করেছেন। তিনি সে নেযার দিকে ফিরে (সুতরা বানিয়ে) লোকদেরকে দুই রাকাত নামায পড়ালেন। আর আমি দেখতে পেলাম ঐ নেযা সম্মুখ দিয়ে লোকেরা এবং জানোয়ার সকল যাতায়াত করছিল।

শিরোনামের সাথে মিল : خرج النبى صلى الله عليه و سلم فى حلة حمراء দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন,

اى هى جائزة بلا كراهية ان كان الاحمر غير معصفر

অর্থাৎ যদি জা'ফরান মিশ্রিত না হয় তা হলে লাল পোশাকে নামায পড়ায় কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা নেই।

ব্যাখ্যা : ويبتدرون ذاك الوضوء অর্থাৎ লোকেরা সে পানি সংগ্রহের জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। এ পানি দ্বারা উদ্দেশ্য হল হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অযুর অঙ্গ হতে ঝরে পড়া পানি।

এ হাদিসটি হানাফীদের পরিপন্থী নয়। কারণ হানাফীদের নিকট জা'ফরান মিশ্রিত লাল রং তাদের মতে মাকরূহতাহরীমী। এর ব্যবহারকারী গুনাহগার।

২.আর অন্য রং হলে যদি চমকানো গাঢ় লাল রং হয় তা হলে মাকরূহ তানযীহী।

৩.আর যদি হালকা এবং ফিকে রং হয় তা হলে কারাহাত ছাড়াই জায়েয হবে।

৪.আর যদি সাদা কাপড়ে লাল রেখা বিশিষ্ট হয় তবে কোনো কোনো বুযুর্গের মতে তা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরণের রেখা বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করেছেন।

حلة বলা হয় কাপড়ের জোড়াকে। যাকে আজকাল স্যুট বলা হয়। কাজেই কেউ যদি হালকা রঙ্গের জোড়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের নিয়তে পরিধান করে তবে নি :সন্দেহে তা সুন্নত হবে এবং সওয়াবের কারণ হবে। হাফেয আসকালানী রহ. ফতহুল বারী কিতাবে এ মাসয়ালায় এসে হানাফীদের সাথে ইনসাফ করেননি। এ মাসয়ালায় হানাফীদের মাযহাব সম্বন্ধে তার পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত ছিল না।

মাসয়ালা উদঘাটন : আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, এর দ্বারা লাল পোশাক পরিধান করা এবং তা পরিধান করে নামায পড়ার বৈধতা বুঝা যায়। শিরোনামের উদ্দেশ্যও ইহাই। ২.এর দ্বারা নেককারদের চিহ্ন দ্বারা বরকত নেয়ার বৈধতা বুঝা যায়। ৩.খোলা মাঠে ময়দানে নামায পড়ার জন্য সুতরার ব্যবহার, ইত্যাদি।

অধ্যায় ২৫৮

بَاب الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ *

ছাদ, মিম্বর এবং কাঠের উপর নামায পড়ার বিবরণ। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, হযরত হাসান বসরী রহ. জমাট পানির (বরফের) উপর, পুলের উপর নামায পড়ার মধ্যে কোন সমস্যা মনে করতেন না যদিও তার নিচ দিয়ে অথবা উপর দিয়ে অথবা সম্মুখ দিয়ে পেশাব প্রবাহিত - যদি নামাযী ব্যক্তি এবং উহার মাঝে কোন আড়াল থাকবে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. মসজিদের ছাদ হতে ইমামের পিছনে ইকতিদা করে নামায পড়েছেন। হযরত ইবনে উমর রাযি. বরফের উপর নামায আদায় করেছেন।

٣٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّه قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّي هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ فَهَذَا شَأْنُهُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا *

৩৬৯. হযরত আবু হাযেম বর্ণনা করেন, লোকেরা সহল বিন সা'দকে জিজ্ঞেস করেছিল, মিম্বার কী দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল? তিনি বললেন, এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কেউ বাকী নেই। উহা ছিল ঝাউ গাছের কাঠের তৈরী। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য উহা অমুক মহিলার আযাদকৃত দাস তৈরী করেছিল। উহা তৈরী করে রাখা হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর দাঁড়ালেন। কিবলামুখী হয়ে তাকবীরে তাহরীমা বললেন। লোকেরা তার পিছনে দাঁড়ালো। তারপর তিনি কিরাআত পড়লেন এবং রুকু করলেন। লোকেরা তার পিছনে রুকু করল। তারপর তিনি (রুকু হতে) মাথা উঠালেন। তারপর তিনি পিছনের দিকে সরে এলেন। তারপর তিনি মাটির উপর সিজদা করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে ফিরে এলেন। তারপর তিনি কিরাআত পাঠ করলেন। রুকু করলেন। তারপর (রুকু হতে) মাথা উঠালেন। অত :পর পিছনের দিকে সরে এলেন এবং যমীনের উপর সিজদা করলেন। এ হল মিম্বরের অবস্থা (যে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞেস করেছিলে)। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, হযরত আলী বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমাকে আহমদ বিন হাম্বল এ হাদিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। বললেন, আমার উদ্দেশ্য হল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে লোকদের থেকে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাই এ হাদিসের দৃষ্টিতে বুঝা যায় যে, ইমাম মুক্তাদীর থেকে উঁচু স্থানে দাঁড়ানোর মধ্যে কোন অসুবিধে নেই। আলী বিন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি (ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে) জিজ্ঞেস করলাম, (আপনার উস্তাদ) সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে তো এ হাদিস সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞেস করা হত। আপনি কি তার থেকে শুনেননি? তিনি বললেন, না।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ইমাম আহমদ রহ. যখন সুফিয়ান থেকে এ হাদিস শ্রবণ করেননি, তা হলে কী করে তিনি তার মুসনাদে এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন? আল্লামা আইনী রহ. উত্তর দেন যে, ثم ان المنفى

هو جميع الحديث لانه صريح فى ذالك و لا يلزم من ذالك عدم سماع البعض الخ অর্থাৎ তিনি পুরো হাদিস শ্রবণ করেননি। এর দ্বারা অংশ বিশেষ শুনার নফী হয় না। অর্থাৎ সংক্ষিপ্তভাবে শ্রবণ করেছেন। সুফিয়ান হতে সবিস্তারে শ্রবণ করেননি।

هو من اثل الغابة -সহল উত্তর দিলেন যে, সে মিম্বরটি গাবার ঝাউ কাঠের।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের মধ্যে তিনটি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। ছাদ, মিম্বর, কাঠ। এ হাদিসের মধ্যে তিনটির আলোচনা এসে গেছে। তিনি মিম্বরের উপর নামায পড়েছেন যা কাঠের তৈরী ছিল এবং সমতল ভূমি হতে উঁচু ছিল।

٣٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ *

৩৭০.হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) ঘোড়া হতে পড়ে গিয়েছিলেন। এতে তার পায়ের গোছা অথবা কাঁধ ছিলে গিয়েছিল। আর তিনি এক মাস পর্যন্ত সহধর্মিনীদের নিকট না যাওয়ার কসম করেছিলেন। তাই একটি উপর তলার কক্ষে বসে ছিলেন। এর সিঁড়ি ছিল গাছের গুড়ির। সাহাবায়ে কিরাম তার সেবার জন্য গেলেন। তিনি তাদের নিয়ে বসে বসে নামায আদায় করলেন। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করল। তিনি যখন সালাম ফিরালেন বললেন, ইমাম এ জন্যই বানানো হয়েছে যে, তার অনুসরণ করা হবে। কাজেই সে যখন তাকবীর বলে তোমরাও তাকবীর বলবে। সে যখন রুকু করবে তোমরাও রুকু করবে। সে যখন সেজদা করবে তোমরাও সেজদা করবে। সে যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। উনত্রিশ দিন হলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে এলেন। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এক মাসের কসম করেছিলেন। তিনি বললেন, (এ) মাস উনত্রিশ দিনের।

শিরোনামের সাথে মিল : এ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে বালাখানার কাঠের উপর নামায আদায় করেছেন। এর দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট।

শিরোনামে উদ্দেশ্য : এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল - হাদিসে যা উল্লেখ হয়েছে - انما جعلت لى الارض مسجدا و طهورا এর অর্থ এই নয় যে নামায শুধুমাত্র জমিনের উপরই পড়তে হবে - ভুমি ছাড়া অন্য কোন কিছুর উপর জায়েয হবে না। মাটি ছাড়াও অন্য বস্তু যেমন ছাদ, মিম্বর এবং কাঠ প্রভৃতির উপর নামায পড়া দুরস্ত - যদি তা পবিত্র হয়।

এ হাদিসের উদ্দেশ্য হল, পুরো জমিনের উপরই নামায পড়া জায়েয আছে। নামায জায়েয হওয়ার জন্য মসজিদ শর্ত নয়।

২.ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল তাদেও মত খন্ডন করা যারা বলেন, নামায মাটির উপরই পড়তে হবে। যেমন হাসান বসরী রহ., ও ইবনে সিরীন রহ.র মত হল কাঠের উপর নামায পড়া মাকরূহ। কোনো কোনো তাবে'য়ী হতে বর্ণিত, তাদের মতে ছাদের উপর নামায পড়া মাকরূহ। ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের বিষয় প্রমাণ করার জন্য তিনটি আসর নকল করেছেন - যার দ্বারা শিরোনামের তিনটি অংশই ভালভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা : جمد-জিমের মধ্যে যবর এবং মীম সাকিন। শেষ অক্ষর দাল। এর আর্থ জমাট পানি, বরফ।

যদি বরফের তলদেশ জমাট এবং শক্ত হয় যে, মাথা সেখানে ঠেকানো যায় তবে হানাফীদের মতেও নামায হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল মাথা স্থির থাকতে হবে। কিন্তু যদি বরফের শীতলতা কঠিন না হওয়ার কারণে হাতের উপর ভর দিয়ে মাথাটা জমিনে স্পর্শ করিয়ে দেয় তা হলে নামায হবে না।

اثل الغابة- গাবা মদিনার নিকটবর্তী একটি স্থান। এখানেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ উট চরত যেগুলো নিয়ে উকল এবং উরাইনার লোকদের ভেগে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। اثل-হামযার উপর যবর এবং ছা-র উপর সাকিন। অর্থ বড় ঝাউ গাছ। এর ছোট গাছকে طرفاء বলা হয়। مولى فلانة মুয়ান্নাছের নাম থেকে কেনায়া করা হয়েছে। تانيث এবং علميت-এর কারণে غير منصرف।

المنبر- অভিধান বিশারদগণ বলেছেন, এ শব্দটি نبر হতে নির্গত হয়েছে - যার অর্থ হল উঁচু স্থান।

ইমাম নবুবী রহ. বলেন, وكان المنبر ثلاث دردجات الخ অর্থাৎ মিম্বরের তিনটি সিঁড়ি এবং একটি বসার আসন ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোচ্চ সিঁড়ির উপর দাঁড়াতেন এবং দুই খুতবার মাঝে বসার আসনে বসতেন। তারপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. দ্বিতীয় সিঁড়িতে দাঁড়াতেন এবং হযরত উমর ফারুক রাযি. তৃতীয় সিঁড়িতে অর্থাৎ সর্বনিম্ন সিঁড়িতে দাঁড়াতেন। পরবর্তীতে হযরত উসমান রাযি.র জন্য কোন সিঁড়ি বাকী রইল না। তাই সর্বোচ্চ সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে খুতবা পড়লেন। লোকেরা প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, আমি যদি দ্বিতীয় সিঁড়িতে দাঁড়ালে ধারণা করা হত আমি সিদ্দীকে আকবারের সমপর্যায়ের, আর দ্বিতীয় সিঁড়িতে দাঁড়ালে লোকেরা ধারণা করত আমি ফারুকে আযমের সমপর্যায়ের। তাই আমি এমন স্থানে দাঁড়িয়েছি যেখানে সমান হওয়ার কল্পনা করা যাবে না।

মিম্বর বানানোর তারিখ নিয়ে মতভেদ আছে। হাফেয আসকালানী দু'টি মত উল্লেখ করেছেন। ১.ইবনে সা'য়ীদ হতে সপ্তম হিজরী। তবে তাতে প্রশ্ন আছে বলে তিনি বলেছেন। ২.দ্বিতীয় মত তিনি অষ্টম হিজরীর বর্ণনা করে বলেন, এতে প্রশ্ন আছে। হাফেয আসকালানীর মত নবম হিজরীর দিকেই বেশী। কিন্তু এর শুদ্ধতা প্রশ্নের সম্মুখীন। কারণ বুখারী শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, তিনি ইফকের ঘটনার সময় মিম্বরে বসেছিলেন। আর এ ঘটনা গযওয়ায়ে মুরাইসী'র, যা বিশুদ্ধতম মতানুসারে পঞ্চম হিজরীর ঘটনা। কিন্তু যদি মিম্বর বানানো যদি পঞ্চম হিজরীর পূর্বে মেনে নেয়া হয় তবে আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

وصلى ابو هريرة এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, যদি ইমাম নিচে থাকে এবং মুকতাদী উপরে দ্বিতীয় তলায় বা ছাদের উপর থাকে তা হলেও নামায সহীহ হবে। হানাফীদের মাযহাবও ইহাই। যদি ইমামের নামাযে পরিবর্তনের অবস্থা মুকতাদীর জানার কোন ব্যবস্থা থাকে তবে ইকতিদা করা সহীহ হবে। যেমন আজকাল মসজিদসমূহে এর উপরই আমল করা হচ্ছে।

হাদিসের ব্যাখ্যা : سقط من فرسه الخ وكان ذالك فى ذى الحجة سنة خمس من الهجرة (عمدة)। হাফেয আসকালানী রহ.ও ইবনে হিব্বান হতে এরূপই নকল করেছেন।

পঞ্চম হিজরীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দ্রুতগামী ঘোড়ার উপর আসীন হয়ে গাবায় গমন করেছিলেন। ঘোড়া লাফিয়ে উঠার কারণে তিনি একটি খেজুর গাছের গোড়ায় পড়ে গিয়েছিলেন। এ রেওয়ায়াতে সন্দেহ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে পায়ের গোছা অথবা কাঁধ। কিন্তু বুখারী শরীফের ৯৬ পৃষ্ঠায় এবং আবু দাউদ শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, فجحش شقه الايمن অর্থাৎ তার ডান পাঁজর চিলে গিয়েছিল। আবার আবু দাউদের অপর রেওয়ায়াতে রয়েছে انفكت قدمه অর্থাৎ তার পা মচকে গিয়েছিল। হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, এ দু'য়ের মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ উভয়টিই ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধ এবং পায়ের গোছা চিলে গিয়েছিল এবং কদম মুবারক মচকে গিয়েছিল, তাই তিন উপরতলায় থাকতেন। সাহাবায়ে কিরাম তার পরিদর্শনে গেলে তিনি বসে বসে নামায পড়ার সময় তারা তার পিছনে ইকতিদা করেছিলেন।

এ রেওয়ায়াতে আরেকটি ঘটনার উল্লেখ আছে যা নবম হিজরীতে ঘটেছিল। তা হল ইলার ঘটনা।

ايلاء-শব্দটি الية-عطية এর ওযন হতে নির্গত। অর্থ কসম করা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট চার মাস বা তার বেশী সময় না যাওয়ার কসম করাকে ইলা বলা হয়। এর আলোচনা যথাস্থানে হবে ইনশা-আল্লাহ।

এ ইলা যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছিলেন তা আভিধানিক ইলা ছিল। তিনি এক মাস পর্যন্ত তার স্ত্রীদের নিকট না যাওয়ার কসম করেছিলেন এবং নির্জনে থাকার জন্য বালাখানা তথা উপর তলায় অবস্থান করছিলেন। এ হাদিস দ্বারা বাহ্যত: বুঝা যায়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইলা এবং ঘোড়া হতে পড়ে আঘাত পাওয়া একই সময়ের ঘটনা। যার ফলে অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব - যেমন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা আল্লামা কুসতুল্লানী, মুয়াত্তা মালেকের ব্যাখ্যাতা আল্লামা যুরকানী, উর্দূ ভাষার সিরত লিখক আল্লামা শিবলী প্রমুখ - এখানে ধোকায় পড়েছেন। বস্তুত : এ দু'টি আলাদা আলাদা ঘটনা। কিন্তু উভয় ঘটনা দু'টি বিষয়ে মিল থাকার কারণে ধোকায় পড়তে হয়েছে। ১. উভয় ঘটনার সময় বালাখানায় অবস্থান। ২.অবস্থানকাল উনত্রিশ দিন।

অথচ ঘটনা দু'টির মাঝে পার্থক্য হল চার বছরের। তা ছাড়া অবস্থান পদ্ধতিও ভিন্ন ছিল। যেমন ঘোড়া হতে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় পা মচকে যাওয়ার কারণে তিনি মসজিদে যেতে পারেননি। উপর তলায়ই নামায আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ইলার ঘটনার সময় তিনি মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করেছেন।

وان صلى قائما فصلوا قياما এর সবিস্তার আলোচনা বুখারী শরীফের ৯৬ নং পৃষ্ঠার হাদিসে করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

بَاب إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّي امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

অধ্যায় ২৫৯ : সিজদার সময় যখন তার কাপড় তার স্ত্রীর দেহে স্পর্শ হয় (তখন কী করবে?)

٣٧١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ *

৩৭১.হযরত মায়মুনা রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তেন আর আমি হায়েযের অবস্থায় তার সম্মুখে শুয়ে থাকতাম। অনেক সময় সিজদাকালে তার কাপড় আমার দেহে লাগত। হযরত মায়মুনা আরো বলেন, তিনি ছোট চটের উপর নামায আদায় করতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল স্পষ্ট ربما اصابنى ثوبه اذا سجد হাদিসের অংশ দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হল, যদি নামাযী ব্যক্তির নিকট তার স্ত্রী শুয়ে থাকে চাই সামনে হোক বা ডানে-বাঁয়ে হোক এবং নামাযী ব্যক্তির বস্ত্র তার দেহে লেগে যায় - সিজদার সময় বা অন্য সময় - তা হলে তার নামায ফাসিদ হবে না। এ মাসয়ালাটি সর্বজন স্বীকৃত। এ মুল্যবান কায়দাটি মনে বসিয়ে নেয়া চাই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপরীতে কারো কোন কথা বা কাজ প্রমাণ হতে পারে না।

২. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল হানাফীদের মত খন্ডন করা। কারণ হানাফীরা মেয়েদের 'মুহাযাত'কে নামায বিনষ্টকারী সাব্যস্ত করেছে। আর এ হাদিসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মায়মুনা রাযি. তার সম্মুখে থাকতেন বরং হাদিসে حذاء তথা 'বরাবর' শব্দ উল্লেখ রয়েছে।

উত্তর : প্রথমত: এ কথা সঠিক নয় যে হানাফীরেদ মত খন্ডন করা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য। কারণ তিনি এ কথা আকার-ইঙ্গিতেও বুঝাননি। দ্বিতীয়ত : হানাফীদের মতে সকল মুহাযাতই নামায বিনষ্টকারী নয়। বরং তার জন্য শর্ত হল মহিলা নামাযের মধ্যে শরীক হবে ইত্যাদি। বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে হবে ইনশা-আল্লাহ।

অধ্যায় ২৬০

بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا وَقَالَ الْحَسَنُ قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَهَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا *

চাটাইয়ের উপর নামায পড়ার বর্ণনা। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ এবং হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন। (হাসান বসরী রহ.কে যখন জিজ্ঞেস করা হল, নৌকার মধ্যে কীভাবে নামায আদায় করবে?) হাসান বসরী রহ. বললেন, নৌকার মধ্যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে যতক্ষণ না তোমর সঙ্গীদের কষ্ট হয়। নৌকার ঘুরার সাথে সেও কিবলার দিকে ঘুরবে। নচেৎ বসে বসে নামায পড়বে।

٣٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ *

৩৭২. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. রেওয়ায়াত করেন যে, তার নানী মুলাইকা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বিশেষ কিছু তৈরী করে দাওয়াত করেছিলেন। তিনি খানা খেয়ে বললেন, দাঁড়াও! আমি তোমাদের ঘরে বরকতের জন্য নামায পড়ব। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি আমাদের একটি চাটাইয়ের দিকে মনোযোগী হলাম যা অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে কালো হয়ে গিয়েছিল। আমি তা পানি দিয়ে ধুয়ে নিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর দাঁড়ালেন। আমি এবং ইয়াতীম তার পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। আর বৃদ্ধা (নানী) আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকাত নামায পড়ালেন। তারপর চলে গেলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ فقمت الى حصير لنا الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হল, নামাযের শুদ্ধতার জন্য মাটিই জরুরী বা ওয়াজেব নয়। জমিন ব্যতীত চাটাই, চট, ফরশ প্রভৃতির উপরও নামায পড়া দুরস্ত। এ জন্য এর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা বাব কায়েম করেছেন যা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত আছে। তাই এখানে باب الصلوة على الحصير কায়েম করেছেন। তারপর باب الصلوة على الخمرة এবং باب الصلوة على الفراش উল্লেখ করেছেন।

আর শিরোনামের মধ্যে ইমাম বুখারী রহ. হযরত জাবের রাযি. এবং হযরত আবু সা'য়ীদ রাযি.র আসর উল্লেখ করেছেন। উদ্দেশ্য নামায চাটাইয়ের উপর হোক বা নৌকার কাঠের উপর হোক উভয়টিই মাটির থেকে আলাদা বস্তু।

২ কেউ কেউ বলেন, ইমাম বুখারী রহ. সন্দেহ নিরসনের জন্য এ অধ্যায় কায়েম করেছেন। কারণ হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. হতে বর্ণিত তিনি যদি চাটাইয়ের উপর নামায পড়তেন তখন মাটিতেই সিজদা করতেন। আর চাটাই যদি বড় হত তা হলে সিজদার স্থানে মাটি রেখে দিতেন। হযরত উরওয়া রহ. হতেও এরূপ আমল বর্ণিত।

তা ছাড়াও এক রেওয়ায়াতে এ রূপ রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত রাবাহ রাযি.কে বলেছেন ترب ترب অর্থাৎ তোমার কপাল মাটি মিশ্রিত কর। ইমাম বুখারী রহ. এ বাবসমূহ দ্বারা ইহা বলতে চান যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে চাটাই ফরশ প্রভৃতিতে নামায পড়া প্রমাণিত রয়েছে। মাটি হওয়া শর্ত নয়। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ কথা প্রমাণ করা যে চাটাই প্রভৃতির উপর নামায পড়া জায়েয আছে। আর উমর বিন আযীয রহ. এবং হযরত উরওয়া রাযি. বিনয়বশত : মাটিতে সিজদা করেছেন। অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. জমহুরের সাথে একমত।

হাদিসের ব্যাখ্যা : جدته مليكة যমীরের মারজে' নিরূপনের বিষয়ে আল্লামা আইনী রহ. দু'টি মত নকল করেছেন। ১.ইবনু আব্দি বারর প্রমুখের বলেন, এর মারজে' হল ইসহাক। ইমাম নববী রহ. এ মতকে শুদ্ধ

বলেছেন। ২.ইবনু সা'দ, ইবনু মান্দাহ প্রমুখ বলেন, যমীরের মারজে' হল আনাস। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এ দু'মতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। مليكة হযরত আনাস রাযি.র মাতা উম্মে সুলাইমের মা। অর্থাৎ হযরত আনাস রাযি.র নানী। উম্মে সুলাইমের প্রথম স্বামী মালেক বিন নযর হতে হযরত আনাসের জন্ম। তারপর হযরত আবু তালহার সাথে উম্মে সুলাইমের বিবাহ হয় যার থেকে হযরত আব্দুল্লাহ প্রমুখের জন্ম হয়। আর এ আব্দুল্লারই ছেলে হলেন এ হাদিসের রাবী ইসহাক।

دعت رسول الله الخ এ দাওয়াতের মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে আহার করেন এবং পরে নামায পড়েন। আর হযরত উতবান বিন মালিকের ঘরে প্রথমে নামায পড়েন এবং পরে খানা খান। হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, فبدأ في كل منهما باصل ما دعى اليه অর্থাৎ উভয় দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পার্থক্য আছে। উতবান রাযি.র এখানে মুল উদ্দেশ্য ছিল নামায। আর মুলাইকা রাযি.র এখানে মুল ছিল খাওয়ার দাওয়াত।

নৌকার মধ্যে নামায : নদীর মাঝে যদি নামায পড়ার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং মাথা ঘুরার সম্ভাবনা বেশী থাকে তবে বসে নামায পড়া জায়েয আছে। কিন্তু নৌকা যদি কিনারে থাকে তবে মাটিতে নেমে নামায পড়তে হবে। আর যদি বাঁধা থাকে এবং স্থির থাকে তবে নৌকাতে নামায পড়া জায়েয আছে। তবে বাইরে নেমে নামায পড়া উত্তম। কারণ এখানে কোন উযর নেই। ইমাম আবু হানিফা রহ. হতে বর্ণিত আছে, চলমান নৌকায় বসে নামায পড়া জায়েয আছে। কারণ নৌকায় ভ্রমণ অধিকাংশ সময়ই কষ্টকর হয়ে থাকে। মাথা ঘুরার পেরেশানী থাকে। তাই সববকে মুসাব্ববের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্থ করা হয়েছে যেমনিভাবে সফরকে কষ্টের স্থলাভিষিক্ত করে প্রতিটি সফরেই কসরের হুকুম দেয়া হয়েছে। ইমাম সাহেবের দলীল হল হযরত আনাস রাযি.র হাদিস। দ্বিতীয়ত : হাসান বিন যিয়াদ তার কিতাবে সুয়াইদ বিন গাফালা হতে বর্ণনা করেন, আমি হযরত আবু বকর এবং হযরত উমরকে নৌকার মধ্যে নামায পড়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তারা উভয়ই বলেছেন যে, নৌকার মধ্যে বসে নামায পড়বে।

بَاب الصَّلَاة عَلَى الْخُمْرَة

অধ্যায় ২৬১ : ছোট চাটাইয়ের মধ্যে নামায পড়ার বর্ণনা

৩৭৩ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَال حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ شَدَّاد عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَة *

৩৭৩.উম্মুল মু'মেনীন হযরত মায়মুনা হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছোট চাটাইয়ে নামায পড়তেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের মিল স্পষ্ট يصلى على الخمرة দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : পূর্বের বাবে চাটাইয়ের উপর নামায পড়ার আলোচনা হয়েছে। এখন এ বাবে 'খুমরা' তথা ছোট চাটাইয়ের উপর নামায পড়ার প্রমাণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

حصير-অর্থ বড় চাটাই যা পা হতে সিজদার জায়গা পর্যন্ত হয়। অর্থাৎ মুসল্লা। আর خمرة অর্থ ছোট চাটাই বা অর্ধ-মুসল্লা। হাত এবং কপাল চাটাইয়ের উপর হলে পা বাইরে থাকে। আর পা যদি চাটাইয়ের উপর থাকে তা হলে সিজদার সময় হাত এবং মাটিতে থাকে।

ইমাম বুখারী রহ. এ বাব দ্বারা ইহা প্রমাণ করছেন যে, উভয় প্রকার চাটাইয়ের উপর নামায জায়েয। প্রশ্ন জাগে যে, এক বাব পূর্বে এ হাদিস উল্লেখ হয়েছে। আবার সে হাদিসের অংশ বিশেষ আলাদা শিরোনামে এখানে আনার কী প্রয়োজন ছিল? জবাব স্পষ্ট। ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য শুধুমাত্র হাদিস সংকলন করা নয়। বরং হাদিস সংকলন ছাড়াও সনদের পার্থক্য, মাসয়ালা এবং আহকামের গবেষণাও তার উদ্দেশ্য। তাই কোথাও সবিস্তারে আর কোথাও সংক্ষেপে হাদিসের উল্লেখ করেন। তাই দ্বিরুক্তির সন্দেহ এবং প্রশ্ন সহীহ নয় যেমন উভয়টির উদ্দেশ্য শিরোনাম দ্বারা স্পষ্ট।

অধ্যায় ২৬২

بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسٌ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ *

ফরশের (বিছানার) উপর নামায পড়ার বর্ণনা। হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. তার বিছানার উপর নামায পড়েছেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ তার পোশাকের উপরও সিজদা করত।

٣٧٤ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ *

৩৭৪.উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে ঘুমাতাম। এ সময়ে আমার উভয় পা তার কিবলার দিকে থাকত। তিনি সিজদা দিলে আমাকে খোঁচা দিতেন। আমি আমার পা টেনে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'টি আবার ছড়িয়ে দিতাম। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তখন ঘরে কোন চেরাগ ছিল না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট كنت انام দ্বারা। কারণ তিনি বিছানার উপর ঘুমোতেন যেমন অপর এক হাদিসে উদ্ধৃত রয়েছে।

٣٧٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ *

৩৭৫.হযরত আয়েশা রাযি. বলেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তেন আর তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কিবলাম মাঝে জানাযার ন্যায় বিছানার উপর শুয়ে থাকতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : على فراش اهله দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٣٧٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ *

৩৭৬.হযরত উরওয়া রেওয়ায়াত করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়তেন আর হযরত আয়েশা রাযি. তার মাঝে এবং কিবলার মাঝে তাদের ঘুমানোর বিছানায় শুয়ে থাকতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে على الفراش الذى ينامان فيه দ্বারা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল নামাযের জন্য ছোট বা বড় ছাটাই নির্ধারিত নয়। যে কোন ধরণের বিছানার উপর নামায পড়া জায়েয আছে। কোন কোন সাহাবাদের থেকে যে বর্ণিত আছে তারা টাট, চাটাই বা ফরশ প্রভৃতির উপর নামায পড়তেন না। তার এক উত্তর আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা বিনয়ের কারণে এরূপ করেছেন। তাদের থেকে এও বর্ণিত আছে যে তারা ফরশ, কালীন প্রভৃতির উপর নামায পড়া মাকরূহ মনে করতেন। তার উত্তরে বলা যাবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মাকরূহে তানযীহি। আর মাকরূহে তানযীহি বৈধতার পরিপন্থী নয়।

ব্যাখ্যা : বাবের প্রথম হাদিস তথা ৩৭৪ নং হাদিসের রয়েছে والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح । এর দ্বারা হযরত আয়েশা রাযি. একটি অনুক্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন যে, আমার উপর এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, আমি কেন পা গুটিয়ে নিতাম না? কারণ তখন বাতি ছিল না। তাই জানা যেত না হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখন রুকুতে বা সিজদায় যাবেন? কারণ তার কিরাআত অনেক দীর্ঘ হত। চার চার পারা করে তিনি তিলাওয়াত করতেন। এ জন্য পুনরায় পা মেলে দিতাম।

عن عراك عن عروة - এ বাবের তৃতীয় তথা শেষ হাদিস দ্বারা মুসান্নেফ রহ.র উপর প্রশ্ন জাগে যে, তিনি মুরসাল হাদিস কেন নকল করলেন?

উত্তর হল এ মুরসাল হাদিসটি পূর্বের হাদিসের সমর্থনে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্বের হাদিসে শুধুমাত্র ফরশের কথা বলা হয়েছে। এ হাদিসে বলা হয়েছে যে ফরশটি নরম ছিল।

بَاب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ

অধ্যায় ২৬৩ : গরমের তীব্রতার সময়ে পোশাকের উপর সিজদা করা হাসান বসরী রহ. বলেন, লোকেরা (সাহাবায়ে কিরাম) পাগড়ী এবং টুপির উপর সিজদা করতেন আর তাদের হাত থাকত আস্তিনের ভিত

৩৭৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِي غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ *

৩৭৭.হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, আমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ কেউ গরমের তীব্রতার কারণে কাপড়ের কিনারা সিজদা জায়গায় রেখে দিত।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হাদিসের অংশ হল

فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হল প্রচন্ড গরম বা ঠান্ডার কারণে যদি মাটিতে সিজদা করা কষ্টকর হয় তবে কাপড়ের উপর সিজদা করতে পারবে। যদি আলাদা কোন কাপড় সিজদার স্থানে রেখে দেয়া হয় - যেমন রুমাল তোয়ালে ইত্যাদি তবে তার উপর সিজদা করবে। এতে কারো দ্বিমত নেই।

কিন্তু যদি কাপড় আলাদা না হয় বরং নামাযীর পরিধানের হয় তবু সিজদা করা জায়েয হবে। যেমন পাগড়ীর একটি পেঁচ কপালের দিকে বাড়িয়ে নিবে। অথবা টুপি বাড়ানো গেলে বাড়িয়ে নিবে। আর যদি হাত রাখা কষ্টকর হয় তবে আস্তিন বাড়িয়ে হাত রাখবে। ইহাই হানাফী এবং মালেকীদের মাযহাব। কিন্তু ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতে আলাদা কাপড়ে সিজদা করা জায়েয। যেমন আল্লামা নবুবী রহ. বলেন, ইহা তাদের দলীল যারা নামাযীর পরিধেয় বস্ত্রের উপর সিজদা করা জায়েয বলেন। আর ইহা আবু হানিফা রহ. জমহুরের মত। ইমাম শাফে'য়ী রহ. ইহাকে জায়েয বলেন না। তিনি এ হাদিসে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং পৃথক কাপড়ের উপর সিজদার করার সাথে তুলনা করেছেন।

এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হল জমহুরের সমর্থন করা এবং ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মত খন্ডন করা।

ইমাম বুখারী রহ. এ শিরোনামের অধীনে সর্বপ্রথম হাসান বসরী রহ.র আসর নকল করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানে একটি টুকরা এনেছেন মাত্র। পুরো আসরটি হল - যেমন আল্লামা আইনী রহ. নকল করেছেন

ان اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم کانوا یسجدون و ایدیهم فی ثیابهم ویسجد الرجل منهم علی قلنسوته و عمامته

অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম এ অবস্থায় সেজদা করতেন যে, তাদের হাত কাপড়ের ভিতরে থাকত আর তাদের মধ্য হতে কিছু লোক তাদের টুপি এবং পাগড়ির উপর সিজদা করত।

হানাফী এবং মালেকীদের মতে পাগড়ীর প্রান্তে সিজদা করা মাকরূহ। তবে জায়েয । ইমাম শাফে'য়ী রহ., দাউদ যাহেরী এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.র এক রেওয়ায়াত অনুসারে সিজদা জায়েয হবে না। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন যে, হযরত আলী রাযি., হযরত উবাদা বিন সামিত রাযি., হযরত ইবনে উমর রাযি., ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. ও ইবনে সিরীন রহ. প্রমুখ পাগড়ীর উপর সিজদা করা অপসন্দ তথা মাকরূহ মনে করতেন।

হযরত আনাস রাযি.র রেওয়ায়াত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এবং সম্মুখে থেকে কাপড়ের কিনারায় সিজদা করতেন। আর এও স্পষ্ট যে, কাপড়ের কিনারা দ্বারা উদ্দেশ্য পরিধেয় কাপড়ের কিনারা।

শাফে'য়ীরা একে এ ভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, ইহা এমন লম্বা কাপড় হয়ে থাকবে যে, তা সিজদার স্থানে পড়ে থাকত এবং নামাযীর নড়া-চড়ার কারণে তা নড়ত না। যদি নড়ত তা হলে নামায সহীহ হত না।

بَاب الصَّلَاةِ فِي النِّعَالِ

অধ্যায় ২৬৪ : সেন্ডেল পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া

এ বাব দু'টির মধ্যে মিল রয়েছে এ হিসেবে যে পূর্বের বাবে - যে কাপড়ের উপর সিজদা করবে তা দ্বারা - চেহারার কিছু অংশ ঢেকে থাকার বিবরণ রয়েছে। আর এ বাবে পায়ের কিছু অংশ ঢেকে থাকার বর্ণনা রয়েছে।

٣٧٨ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْلَمَةَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ *

৩৭৮.আবু মাসলামা সা'য়ীদ বিন ইয়াযীদ ইজদী রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস বিন মালেক রাযি.কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কখনো সেন্ডেল পরিহিত অবস্থায় নামায আদায় করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিলের অংশ হল یصلی فی نعلیه قال نعم।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : যেহেতু কোরআনে করীমে ইরশাদ হয়েছে

انی انا ربك فاخلع نعلیك انك بالواد المقدس طوی

তাই সন্দেহ হতে পারে যে, তুয়া ময়দানে আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের সময়ে জুতো খোলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই মসজিদে আরো উত্তম রূপেই জুতো খুলে যাওয়া চাই। আর জুতা পরে নামায জায়েয না হওয়া চাই। ইমাম বুখারী রহ. এ বাবের মাধ্যমে এ সন্দেহ নিরসন করছেন যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া প্রমাণিত আছে। অবশ্য নামাযের শর্তের প্রতি লক্ষ্য রেখে জুতা পাক হতে হবে। না-পাক হলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। ২.সিজদা সহীহ হতে হবে। তাই সেন্ডেল এমন হতে হবে যে পায়ের আঙ্গুল যমীনের সাথে লাগতে পারবে। কিন্তু আমাদের এখানকার জুতা-সেন্ডেল পরে সিজদা করলে সিজদা হবে না। তাই নামাযও হবে না। তবে যদি এমন সেন্ডেল হয় যে, মাটিতে পা রাখা যায় এবং তা পাক হয় তবে নামায সহীহ হবে। বরং এ হাদিসানুসারে আমলের নিয়্যতে যদি মসজিদ বা ঘরে দু'একবার পড়ে নেয় তবে তা সওয়াবেরও কারণ হবে।

بَاب الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

অধ্যায় ২৬৫ : মোজা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ার বর্ণনা

٣٧٩ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ

৩৭৯. হাম্মাম বিন হারিস বলেন, আমি জরীর বিন আব্দুল্লাহকে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন। তারপর অযু করলেন। আর স্বীয় মোজার উপর মসেহ করলেন। তারপর দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন। (অর্থাৎ মোজা সহকারে)। অত :পর তিনি বললেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। হযরত ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. বলেন, লোকদের নিকট তার এ হাদিসটি বেশ পসন্দনীয় ছিল। কারণ জরীর রাযি. শেষদিকে ঈমান আনয়নকারীদের মধ্য হতে ছিলেন। (অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের কয়েক মাস পূর্বে ঈমান এনেছিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : ومسح على خفيه দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٣٨٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى *

৩৮০. হযরত মুগীরা বিন শো'বা রাযি. বলেন, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অযু করালাম। তিনি মোজার উপর মসেহ করলেন এবং নামায পড়লেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিলের অংশ হল فمسح على خفيه ও مسح

শিরোনামের উদ্দেশ্য : বাবের উভয় হাদিস দ্বারাই মোজার উপর মসেহ প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী রহ. জুতার পর মোজার উল্লেখ করে শিয়াদেরসহ অন্যান্যদের মত খন্ডন করছেন যারা বলে যে অযুর আয়াত দ্বারা মোজার উপর মসেহর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। ইমাম বুখারী রহ. হযরত জারীর রাযি.র এ হাদিস এনে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তা মনসূখ হয়নি। কারণ জারীর রাযি. মায়েদার আয়াত (অযুর আয়াত) নাযেল হওয়ার পর দশম হিজরীর রমযান মাসে ঈমান আনয়ন করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম জরীর রাযি.র হাদিসটি শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। কারণ এ হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, মোজার উপর মসেহ করার হুকুম বহাল রয়েছে। সাথে সাথে শিয়াদের মতও সম্পূর্ণরূপে খন্ডন হয়ে গেছে।

بَاب إِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُودَ

অধ্যায় ২৬৬ : নামাযী ব্যক্তি যদি সেজদা পূর্ণভাবে না করে (তা হলে কী হুকুম?)

٣٨١ أَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *

৩৮১. হযরত হুযাইফা রাযি. বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছেন যে সে নামাযের রুকু সেজদা পুরোভাবে আদায় করছে না। সে যখন নামায সম্পন্ন করল তখন হুযাইফা রাযি. তাকে বললেন, তুমি নামায

পড়নি। (অর্থাৎ তোমার নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।) আবু ওয়ায়িল বলেন, আমার ধারণা হচ্ছে তিনি এও বলেছিলেন, তুমি যদি এ অবস্থায় মারা যাও তবে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকার উপর মারা যাবে না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের অংশ لا يتم ركوعه و لا سجوده দ্বারা মিল রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, যেমনিভাবে নামাযের জন্য সতর ঢাকা শর্ত - যা না হলে নামাযই হবে না - অন্যান্য অঙ্গ ঢাকাও কাঙ্খিত যদিও তা শর্তের পর্যায়ে না হয়। তেমনিভাবে নামাযের মধ্যে রুকু সিজদাও নামাযের রুকন এবং অংশ - যা না হলে নামাযই হবে না। তাই সেজদা পূর্ণ করা জরুরী। তা ছাড়া সেজদা সহীহ হওয়ার জন্য দু'টি মৌলিক শর্ত আছে। ১.কপাল মাটির উপর রাখা। ২.সেজদার সময় পা মাটিতে থাকা। যদি পুরো সেজদার সময় পা মাটি হতে উপরে থাকে তা হলে সেজদা হবে না। এ জন্য ইমাম বুখারী রহ. সেজদা পূর্ণ করার আলোচনা এখানে উল্লেখ করেছেন। আর এ মুনাসাবাতেই পরবর্তী বাব উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা : এ বাব তথা باب اذا لم يتم الصلوة এবং তার সাথে সংযুক্ত বাব باب يبدئ ضبعيه و يجافى جنبيه فى السجود এ বাব দু'টি হাদিস সহকারে ১১২ পৃষ্ঠায় আসবে। এ জন্য বুখারীর ব্যাখ্যাতাগণ অর্থাৎ আল্লামা আইনী রহ. এবং হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, এ বাবগুলো মুস্তামলীর নুসখায় নেই। হাফেয আসকালানী রহ. আরো বলেন, 'ইহাই সঠিক।' কারণ এ বাবগুলোর সম্পর্ক সিফাতে সালাতের সাথে। তাই সেগুলোর স্থানও সেখানে। এ বাবগুলোর এখানে উল্লেখ করাটা লিখকদের ভুল। এ কারণে ইবনে রজব হাম্বলী রচিত বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফতহুল বারী'তে এ বাবগুলো এখানে লিখা হয়নি।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.র মতও ইহাই। তিনি 'শরহে তারাজিম'-এ লিখেন, ফিরাবরী হতে বর্ণনা করেন যে কিতাব অর্থাৎ বুখারীর কিছু পাতা কিতাব হতে পৃথক ছিল। কোন কোন অনুলিপিকারী লিখকের উদ্দেশ্যের বিপরীত স্থানে সংযুক্ত করে দিয়েছেন। ১১২ পৃষ্ঠা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ বাস্তবতাই ফুটে উঠবে।

بَاب يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِي فِي السُّجُودِ

অধ্যায় ২৬৭ : সেজদার মধ্যে (নামাযী ব্যক্তি) স্বীয় বাযু প্রকাশ করবে এবং বাযুকে পাঁজর হতে পৃথক রাখবে

٣٨٢ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ *

৩৮২.হযরত আব্দুল্লাহ বিন মালেক বিন বুহাইনা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায পড়তেন তখন (সেজদার মধ্যে) তার দুই হাত এ পরিমাণ ফাঁক করতেন যে তার বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে যেত। লাইস বলেন, আমার নিকট জা'ফর বিন রবী'য়া এরূপই বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : كان اذا صلى فرج দ্বারা শিরোনামের সাথ মিল হয়েছে। কারণ এখানে صلى দ্বারা سجد উদ্দেশ্য। كل দ্বারা جزء উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এ আব্দুল্লাহ বিন মালেক ইবনে বুহাইনার রেওয়ায়াতটিই ৫০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। সেখানে صلى-র স্থলে سجد রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এ বাবে পূর্বের বাবের রেওয়ায়াতের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করছেন। অর্থাৎ সেজদার মধ্যে হাত খুলে পাঁজর হতে দুরে রাখবে যেমনটি উল্লেখিত হাদিস দ্বারা স্পষ্ট।

ব্যাখ্যা : عبد الله بن مالك ابن بحينة আল্লামা নবুবী রহ. বলেন, الصواب فيه ان ينون مالك ويكتب ابن بالالف الخ অর্থাৎ مالك শব্দটি তানবীন সহকারে পড়া চাই। আর ابن بحينة-র মধ্যে আলিফ দিয়ে লিখা চাই।

কারণ ابن শব্দটি এখানে مالك শব্দের সিফত নয়। কারণ বুহাইনা হলেন আব্দুল্লাহর মাতা এবং মালেক হলেন পিতা। সাধারণ নিয়মবর্হির্ভূতভাবে আব্দুল্লাহ বিন মালিকের নিসবত পিতা-মাতা উভয়ের দিকেই করা হয়। فرج بين يديه - এ নির্দেশটি শুধুমাত্র পুরুষের জন্য। এর পদ্ধতি হল উভয় হাতের কনুইর দিক উপরে এবং হাতলীর দিক নিচের দিকে থাকবে। কারণ পুরুষের জন্য দুই বাযু বিছিয়ে রাখা নিষেধ। কিন্তু মহিলাদের জন্য যেহেতু যথা সম্ভব ঢেকে রাখা কাম্য তাই সহজ করে রাখা হয়েছে। সবিস্তার আলোচনা 'সিফাতে সালাত'-এর মধ্যে করা হবে।

بَاب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ
قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অধ্যায় ২৬৮ : ইসতিকবালে কিবলার ফযিলতের বর্ণনা। নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে মুখ করে রাখবে। ইহা আবু হুমাইদ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে রেওয়ায়াত করেছেন

٣٨٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ *

৩৮৩.হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে (নামাযের মধ্যে) মুখ করে এবং আমাদের জবাই করা পশু খায় সে ঐ মুসলমান যার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলের যিম্মা রয়েছে। তাই আল্লাহর যিম্মাদারীর মধ্যে খিয়ানত করো না।

শিরোনামের সাথে মিল : واستقبل قبلتنا দ্বারা শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে।

٣٨٤ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ قَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ * وقال ابن ابى مريم انا يحيى بن ايوب قال نا انس عن النبى صلى الله عليه وسلم

৩৮৪. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. রেওয়ায়াত করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা لا اله الا الله না বলে। তারা যখন এ কালেমা বলবে এবং আমাদের মত নামায পড়বে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করবে এবং

আমাদের জবাইকৃত পশু খাবে নি:সন্দেহে আমাদের উপর তাদের রক্ত এবং মাল হারাম হয়ে যায়। কিন্তু সে (মাল এবং জানের) হকের ভিত্তিতে এবং তাদের হিসাব আল্লাহর উপর। আলী বিন আব্দুল্লাহ বলেন, খালেদ বিন হারেস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদের নিকট হুমাইদ তবীল বর্ণনা করেছেন যে, মায়মুন বিন সিয়াহ হযরত আনাস রাযি.কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আবু হামযা! (হযরত আনাস রাযি.র উপনাম) কোন বিষয় মানুষের জান-মাল হারাম করে দেয়? (নিরাপত্তা প্রদান করে?) হযরত আনাস রাযি. বললেন, যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত নামায পড়ে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায় তবে সে ব্যক্তি মুসলমান। মুসলামানের যে অধিকার তারও সে অধিকার। মুসলমানদের উপর যা আবশ্যক তার উপরও তা আবশ্যক। ইবনে আবু মারয়াম বলেন, ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব বলেছেন যে হুমাইদ বলেছেন, হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

শিরোনামের সাথে মিল : .... واستقبل قبلتنا দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ. বলেন, মুসান্নেফ রহ. সতর ঢাকার বিভিন্ন হুকুম বর্ণনা করার পর নামাযের আরেকটি শর্ত 'ইসতিকবালে কিবলা'র আলোচনা শুরু করছেন। এ ধারাবাহিকতার মধ্যেও ইমাম বুখারী রহ.র সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ মানুষ যখন নামায শুরু করার ইচ্ছা করে তখন সর্বপ্রথম সতর ঢাকার প্রয়োজন হয়। তারপর কিবলামুখী হয়ে নামায পড়া শুরু করবে। এ প্রসঙ্গে মসজিদের আহকামও বর্ণনা করবেন।

ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য কিবলার সম্মান এবং মর্যাদা বর্ণনা করা। যেমন এ বাবের হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, ইসতিকবালে কিবলা ঐ বৈশিষ্টগুলোর অর্ন্তভূক্ত যেগুলো ইসলাম এবং কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী। قال ابو حميد-এ হাদিসটি কিতাবের ১১৪ পৃষ্ঠায় আসছে।

ব্যাখ্যা : আমাদের হিন্দুস্থানী নুসখাগুলোয় এ বাবের শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم রয়েছে। বুখারী শরীফে بسم الله-র কয়েকটি ধরণ আছে যার কিছুটা আলোচনা নসরুল বারীর প্রথম খন্ডের ১৭২ পৃষ্ঠায় দেখা যেতে পারে।

সংক্ষেপ হল, ইহা কিতাবুস্‌সালাতের শুরুও নয় শেষও নয়। কিতাবের মধ্যখানে বিসমিল্লাহ কেন? সংক্ষেপ উত্তর হল, ইমাম বুখারী রহ. কোন প্রয়োজন বা অপারগতার কারণে লিখা স্থগিত হলে পরবর্তীতে লিখার সময় বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন। ফল কথা হল, কোন বিরতির পর লিখা শুরু হচ্ছে।

ইমাম বুখারী রহ. এ বাবে দু'টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। হাদিস দু'টোর ভাষ্য দ্বারা ইহা প্রতিভাত হয় যে, যে ব্যক্তি ইসলামী কালিমার স্বীকারোক্তি করে, ইসলামী চাল-চলন প্রকাশ করে, যেমন সে মুখ দ্বারা শুধু বলে আমি মুসলমান হয়েছি, অথবা আমি মুসলমান, বা ঈমানী কালিমা পড়ে নেয়, তবে তার পিছনে আর লাগা যাবে না। তবে তার মনের অবস্থা আল্লাহর উপর সোপর্দ থাকবে।

الا بحقها اى الا بحق الدماء و الاموال (عمده) অর্থাৎ এমন ব্যক্তির উপর যদি জানের বদলা কিসাস বা মালের জরিমানা ওয়াজিব হয় তবে অবশ্যই তার থেকে আদায় করা হবে। যেমন এমন কোন কাজ করল যার কারণে ইসলামে তার জানের নিরাপত্তা নেই তবে তার জানের নিরাপত্তা ইসলাম তাকে দিবে না। যেমন সে কাউকে হত্যা করে ফেলল তো সে ক্ষেত্রে তাকে কিসাস হিসেবে কতল করা হবে। বা কোন 'মুহসিন' যিনা করে ফেলে তো তাকে 'রজম' করা হবে।

وقال ابن ابى مريم اخبرنى يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا انس

ইমাম বুখারী রহ. এ তা'লীকটি উল্লেখ করার কারণ হল, হুমাইদ তবীল সম্বন্ধে কথিত আছে তিনি নাকি তাদলীস করতেন। তিনি আনাস রাযি. হতে عن শব্দ দিয়ে হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন। আর মুদাল্লিসের মু'আন'আন হাদিসের মধ্যে হাদিস মুনকাতি' হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ জন্য ইমাম বুখারী রহ. সরাসরি শ্রবণ প্রমাণের জন্য حدثنا انس উল্লেখ করেছেন।

অধ্যায় ২৬৯

بَاب قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَهْلِ الشَّأْمِ وَالْمَشْرِقِ لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلَا فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا *

মদিনাবাসী এবং শামবাসীদের কিবলার বর্ণনা। আর পূর্ব (এবং পশ্চিম)-এর বর্ণনা (অর্থাৎ মদিনার পূর্বে এবং পশ্চিমে অবস্থানকারীদের বর্ণনা) পূর্ব এবং পশ্চিমে (মদিনাবাসী এবং শামবাসীর) কিবলা নেই। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন (মদিনাবাসীদেরকে), পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ করবে না। বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে মুখ করে নিবে।

٣٨٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ *

৩৮৫.হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কাযায়ে হাজতের সময় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ দিবে না। বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে বসবে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রাযি. পরবর্তীতে যখন আমরা শাম গেলাম, দেখতে পেলাম সেখানকার পায়খানাগুলো কিবলার দিকে মুখ করে বানানো। তো আমরা সেখানে ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ইসতিগফার করতাম। যুহরী রহ. 'আতা রহ. মাধ্যমে আবু আইয়ুব আনসারী হতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (এ হাদিসটি) বর্ণনা করেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের شرقوا او غربوا অংশ দ্বারা মিল হয়েছে। কারণ এতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব বা পশ্চিমে কিবলা নেই। আর যদি সেদিকে কিবলা না থাকে তা হলে ইস্তিঞ্জাকারী ব্যক্তি হয়ত পূর্ব দিকে ফিরবে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরবে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইহা প্রমাণ করা যে, মদিনাবাসী কিংবা শামবাসীর কিবলা পূর্ব দিকও নয় পশ্চিম দিকও নয়। বরং তাদের কিবলা দক্ষিণদিকে।

والمشرق - এ কাফের নিচে যের। এর দ্বারা পূর্বদিকের সবাই উদ্দেশ্য নয়। বরং বিশেষ করে মদিনার ঠিক পূর্ব বা পশ্চিমে আছে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ليس فى المشرق ولا فى المغرب قبلة

অর্থাৎ পূর্বে বা পশ্চিমে কিবলা নেই। যেমন ইমাম বুখারী রহ.র দেশ বুখারা, মারভ প্রভৃতি দেশ। নচেৎ তো পূর্ব দিকে অবস্থানকারীদের জন্য কিবলা পশ্চিম দিকে। আমরা যারা পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে তথা পূর্ব দিকে অবস্থানকারী আছি আমাদের কিবলা পশ্চিম দিকেই অবস্থিত। এখানে والمشرق শব্দটি বলে পূর্ব পশ্চিম উভয়টিই উদ্দেশ্য। ইহা বিপরীতমুখী দু'টির একটি উল্লেখ করে উভয়টি উদ্দেশ্য নেয়ার অর্ন্তভুক্ত। যেমন কোরআনে করীমে উল্লেখ হয়েছে وجعل لكم سرابيل تقيكم الحراى و البرد

কারো কারো মতে ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল আবু 'আওয়ানা প্রমুখের মত রদ করা যারা বলেন, কাযায়ে হাজতের সময় ইসতিকবাল এবং ইসতিদবার শুধুমাত্র মদিনাবাসীদের জন্য।

এ বিষয়ে ফকীহগণের মতামত এবং সবিস্তার বিবরণের জন্য ১০৬ নং অধ্যায়ে ১৪৪ নং হাদিস দেখুন।

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى)

অধ্যায় ২৭০ : আল্লাহ তা'আলার বাণী 'মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা বানাও

٣٨٦ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ *

৩৮৬.হযরত আমর বিন দিনার রহ. বলেন, আমরা ইবনে উমর রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম, এক ব্যক্তি উমরার জন্য বাইতুল্লাহর তওয়াফ করল। কিন্তু সাফা মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করেনি। সে ব্যক্তি তার স্ত্রীর নিকট যেতে পারবে? (অর্থাৎ সঙ্গম করতে কি পারবে?) হযরত ইবনে উমর রাযি. বললেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তাশরীফ আনলেন। তো তিনি সাতবার বাইতুল্লাহর তওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহীমের পিছে দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। আর সাফা মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করলেন। নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আমর বিন দীনার রহ. বলেন, আমরা এ মাসয়ালাটি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাযি.কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি সাফা মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করার পূর্ব পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করবে না।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে وصلى خلف المقام ركعتين দ্বারা।

٣٨٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سَيْفٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ *

৩৮৭. সাইফ বিন আবু সুলাইমান বর্ণিত, তিনি বলেন আমি মুজাহিদ হতে শ্রবণ করেছি যে, এক ব্যক্তি ইবনে উমর রাযি.র নিকট এসে বলল, এই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি কা'বার ভিতর প্রবেশ করেছেন। হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, (এ কথা শুনে) আমি এগিয়ে গেলাম। (কা'বা ঘরের নিকট গেলাম।) ততক্ষণে তিনি (কা'বা হতে) বেরিয়ে এসেছেন। আমি বেলালকে দুই দরওয়াযার মাঝে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কা'বার ভিতরে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। দু'রাকাত পড়েছেন ঐ খুঁটি দু'টির মাঝে যা তুমি ভিতরে প্রবেশ করার সময় বাঁ হাতের দিকে পড়ে। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হলেন এবং কা'বার সামনে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিলের অংশ হল فصلى فى وجه الكعبة।

٣٨٨ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ *

৩৮৮.হযরত আতা বিন আবু রাবাহ রহ. বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলেন তিনি বায়তুল্লাহর

প্রতিটি কোণে গিয়ে দু'আ করলেন। আর বেরিয়ে আসার আগ পর্যন্ত নামায পড়েননি। তিনি যখন বের হলেন, তখন বাইতুল্লাহর সামনে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন এবং বললেন, ইহাই কিবলা।

শিরোনামের সাথে মিল : ركع ركعتين فى قبل القبلة দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য, নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হওয়া জরুরী। আর এর দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী রহ.র মতে আয়াতে করীমার উল্লেখিত শব্দ واتخذوا আমরের সীগা এবং তা ওয়াজিব বুঝানোর জন্য আনা হয়েছে। আর এ ব্যাখ্যানুসারে মাকামে ইবরাহীম দ্বারা উদ্দেশ্য কা'বা শরীফ।

কোন কোন আলেমের মত হল, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল اتخذوا-র আমার ইসতিহবাবের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ হযরত বেলাল রাযি.র রেওয়ায়াতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার ভিতর নামায আদায় করেছেন। এতে স্পষ্টত : বুঝা গেছে যে, মাকামে ইবরাহীম কিবলা করা হয়নি। তাই বুঝা গেল এখানে আমরের সীগাটি ইসতিহবাবের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আমরকে ইসতিহবাবী মানার সূরতে অর্থ হবে নামায দ্বারা বিশেষ নামায তথা তওয়াফের দুই রাকাত নামায। অর্থাৎ তওয়াফে কা'বার পরে মাকামে ইবরাহীমের নিকট দুই রাকাত নামায পড়া উত্তম।

মাকামে ইবরাহীম : মাকামে ইবরাহীম দ্বারা কী উদ্দেশ্য, এ বিষয়ে মুফাসসেরীনে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা আইনী রহ. লিখেন, 'মাকাম দ্বারা উদ্দেশ্য কী - এতে মুফাসসেরীনের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।' তারপর তিনি বিভিন্ন মত সবিস্তার উল্লেখ করেন। ১.মাকামে ইবরাহীম দ্বারা পূরো হরম উদ্দেশ্য। ইহা মুজাহিদ, আতা প্রমুখের মত। ২.আরাফা, মুযদালিফা এবং মিনা। অর্থাৎ হজ্জের অবস্থানের স্থানসমূহ। ৩.সে স্থান যেখানে ঐ পাথরটি রাখা আছে যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্‌সালাম বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছেন এর উহার উপর তার পায়ের চিহ্ন ও রয়েছে। ৪.বাইতুল্লাহ শরীফ। আয়াতে করীমায় ইহাই উদ্দেশ্য। যেমন এ বাবের শেষ তথা তৃতীয় হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বার সামনে দু'রাকাত নামায আদায় করে বলেছেন 'ইহাই কিবলা'। এ ব্যাখ্যানুসারে বাবের উল্লেখিত হাদিসগুলো শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। আর যদি মাকামে ইবরাহীম দ্বারা উদ্দেশ্য নেয়া হয় সেই পাথরের স্থানটি তা হলে আমরের সীগা হবে ইসতিহবাবী। সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে তওয়াফের দুই রাকাত নামায। এ জন্য উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, বাইতুল্লাহ শরীফের যে কোন একটি অংশের দিকে ইসতিকবাল করা ফরয। তাই কেউ যদি এ ভাবে দাঁড়ায় যে, বাইতুল্লাহ শরীফের কোন অংশের দিকে তার ইসতিকবাল হয়নি তা হলে তার নামায সহীহ হবে। আর যদি দ্বিতীয় মত তথা আরাফা ইত্যাদি স্থান নেয়া হয় তা হলে অর্থ হবে 'তোমরা এ স্থানসমূহকে দু'আর স্থান বানাও'। কারণ এ স্থানসমূহে দু'আ কবুল হয়।

سألنا ابن عمر ইবনে উমর রাযি.র উত্তর দ্বারা বুঝা যায়, শুধুমাত্র তওয়াফ দ্বারা উমরা হতে হালাল হবে না। সাফা মারওয়ার মাঝে সা'য়ী করা জরুরী। কারণ হযরত ইবনে উমর রাযি. হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল উল্লেখ করে আয়াতে কোরআনী لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة তেলাওয়াত করেছেন।

ولم يصل তৃতীয় রেওয়ায়াত হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.র যার দ্বারা বুঝা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়েননি। কিন্তু তার পূর্বের রেওয়ায়াত - যা হযরত ইবনে উমর রাযি.র - দ্বারা জানা যায় যে, হযরত বেলাল রাযি. বলেছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকাত নামায আদায় করেছেন।

উত্তর : ১. নফী এবং ইসবাতের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে ইসবাত প্রাধান্য পায়। ২.নফল নামায পড়েছেন ফরয পড়েননি। ৩. হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইতুল্লায় প্রবেশ দু'বার হয়েছিল। একবার মক্কা বিজয়ের সময়। দ্বিতীয়বার হজ্জাতুল বিদা'র সময়। এ দু' সময়ের এক সময়ে তিনি নামায পড়েছেন যা ইবনে উমর রাযি.র হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। অন্য সময় পড়েননি যা ইবনে আব্বাস রাযি.র হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে উমর রাযি. বর্ণিত হাদিস দ্বারা বুঝা যায় যে, বাইতুল্লাহর ভিতরে নামায পড়া জায়েয আছে। অধিকন্তু হানাফী এবং শাফে'য়ী সকল আলেমগণের মতে বাইতুল্লাহর ছাদের উপরও নামায পড়া জায়েয । তবে বাইতুল্লাহর তা'যীম করা হচ্ছে না বিধায় তা মাকরূহ। কিন্তু হাম্বলীদের মতে ফরয নামায বাইতুল্লাহর ছাদে বা ভিতরে জায়েয হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহ্‌র কিতাব দেখা যেতে পারে।

অধ্যায় ২৭১

بَاب التَّوَجُّه نَحْوَ الْقِبْلَة حَيْثُ كَانَ

وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ

যেখানেই হোক (নামাযের মধ্যে) কিবলার দিকে মুখ করা। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, কিবলার ইসতিকবাল কর এবং তাকবীর বল। (অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তি মুখ কিবলার দিকে ফিরিয়ে তাকবীর বলবে।)

এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী ফরয নামাযের মধ্যে কিবলামুখী হওয়া ফরয প্রমাণ করেছেন। চাই নামাযী ব্যক্তি সফরে থাকুক বা মুকীম হোক। কা'বার দিকে হলেই হবে। কা'বা বরাবর হওয়া জরুরী নয়। কারণ আইনে কা'বার দিকে মুখ করা অন্য দেশের বাসিন্দাদের জন্য কষ্টসাধ্য। বরং অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু কা'বা শরীফ যাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে তাদের জন্য আইনে কা'বার দিকেই মুখ করতে হবে। জিহাতে কা'বায় মুখ করলেই হবে না।

قال ابو هريرة এ রেওয়ায়াতটি কিতাবুল ইসতিযান -এ সনদে মুত্তাসিলসহ উল্লেখ হবে।

٣٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ رَجَاء قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِي اللَّهم عَنْهمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ) فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُودُ (مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّه الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ *

৩৮৯. হযরত বরা বিন 'আযেব রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ষোল মাস বা সতের মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (মনে মনে) এ আকাঙ্খা ছিল যে, নামাযের মধ্যে কা'বার দিকে রুখ করার হুকুম এসে যাবে। তো আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন, قد نرى تقلب وجهك فى السماء (অর্থ : আমি আপনার বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখেছি।) ফলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলার (কা'বার) দিকে রুখ করে নিলেন। এতে নির্বোধ লোকেরা তথা ইয়াহুদরা বলে, তাদেরকে তাদের সে কিবলা হতে কিসে ফিরিয়ে দিল যে কিবলার দিকে তারা ফিরত? আপনি বলুন, পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। এক ব্যক্তি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ল। (অর্থাৎ তাহবীলে কিবলার পর কা'বা ঘরের দিকে ফিরে নামায পড়ল।) নামায পড়ার পর সে বের হল। কিছু সংখ্যক আনসার সাহাবীর নিকট দিয়ে গেল - যারা আসরের নামায বাইতুল মাকদেসের দিকে ফিরে পড়ছিল। সে বলল, সে অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি। আর তিনি কা'বার দিকে ফিরে নামায পড়েছেন। এ কথা শুনেই তারা সবাই নামাযের মধ্যে ফিরে গেল এবং কিবলার দিকে মুখ করল।

শিরোনামের সাথে মিল : توجه نحو الكعبة فتحرف القوم الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٣٩٠ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ *

৩৯০. হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সওয়ারীর উপর নামায পড়তে দেখেছি। সওয়ারী যে দিকেই যেত (সেদিকে ফিরেই তিনি নামায পড়তেন)। আর ফরয নামায পড়ার ইচ্ছা করলে তিনি সওয়ারী হতে নেমে যেতেন এবং কা'বার দিকে মুখ করে নিতেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فاستقبل القبلة - র মধ্যে হাদিসের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে।

٣٩١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ *

৩৯১. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়লেন। (অর্থাৎ পড়ালেন।) ইবরহীম নখ'য়ী রহ. বলেন, আমার ঠিক স্মরণ নেই (নামাযের মধ্যে) বেশী করলেন না কম করলেন। তিনি যখন সালাম ফিরালেন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামাযে কি নতুন কোন হুকুম নাযিল হয়েছে? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উহা কী? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আপনি এই এই ভাবে নামায পড়েছেন। (অর্থাৎ এত এত রাকাত নামায পড়িয়েছেন।) এ কথা শুনে তিনি তার উভয় পা মুড়ে কিবলার দিকে ফিরলেন এবং (সাহুর) দুই সিজদা করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। অত :পর যখন আমাদের দিকে ফিরলেন বললেন, নামাযের মধ্যে কোন নতুন হুকুম আসলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে জানাতাম। কিন্তু আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। যেমনিভাবে তোমরা ভুল কর তদ্রূপ আমারও ভুল হয়। কাজেই আমি যখন ভুল করি তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে। আর তোমাদের কারো যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তবে সে সঠিকটি জানার জন্য প্রচেষ্টা করবে। (অর্থাৎ চিন্তা করে প্রবল ধারণানুসারে আমল করবে।) তারপর ঐ সঠিকটি অনুসারে নামায পূর্ণ করবে। অত :পর সালাম ফিরাবে এবং দুইটি সিজদা (সিজদা সহু) করবে।

শিরোনামের সাথে মিল : فثنى رجليه و استقبل القبلة দ্বারা হাদিসের মিল রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোনামের সাথেই ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, নামাযী ব্যক্তি যেখানেই থাকুক সফরে থাকুক বা হযরে থাকুক, কা'বার নিকটে থাকুক বা দূরে থাকুক, প্রত্যেকের জন্যই সর্বাবস্থায় ফরয নামাযে কিবলার দিকে রুখ করা ফরয। তবে উযরের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। যেমন সওয়ারী হতে নামার ক্ষেত্রে জানের উপর আশঙ্কা হলে সওয়ারীর উপর থেকে ফরয নামাযও পড়তে পারবে।

বাকী রইল আইনে কা'বার ইসতিকবাল করা জরুরী না জিহাতে কা'বাই যথেষ্ট। এ ব্যাপারে জমহুরের মত হল, যদি কা'বা দৃষ্টিসীমায় থাকে তবে আইনে কা'বার দিকে ফিরা আবশ্যক। আর যদি দেখা না যায় তা হলে কা'বা যে দিকে সে দিকে ফিরলেই চলবে। যেমন ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম কায়েম করেছেন التوجه نحو القبلة। আর বলার অপেক্ষা রাখেনা نحو القبلة-র অর্থ হল কিবলার দিক। যেমন কোরআন করীমে রয়েছে حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره। আর شطره শব্দটির অর্থ অধিকাংশরাই 'দিক' নিয়েছেন।

হাদিসের ব্যাখ্যা : বাবের প্রথম হাদিস তথা ৩৮৯ নং হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য নসরুল বারী প্রথম খন্ডের ৩০১ পৃষ্ঠা হতে ৩০৭ পৃষ্ঠা দেখা যেতে পারে।

এরদ্বারা জানা গেল আহকামের নসখ হতে পারে এবং ইহাই জমহুরের মত।

দ্বিতীয় হাদিস তথা ৩৯০ নয় হাদিস বুঝা গেল সওয়ারীর উপর নফল নামায পড়া জায়েয আছে। সফর অবস্থায় তো সর্বসম্মতিক্রমে যেমনটা এ হাদিস দ্বারা স্পষ্ট। কিন্তু ফরয নামাযের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারী হতে নেমে যেতেন। বিতরের নামাযেরও এ হুকুম যে, সওয়ারীর উপর জায়েয নয়। ২.ইমাম আযম আবু হানিফা রহ. এবং ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতে 'হযর' অবস্থায় নফল নামাযও সওয়ারীর উপর জায়েয নয়। শুধুমাত্র ইমাম আবু ইউসুফ রহ.র মতে নফল নামায হযর অবস্থায়ও সওয়ারীর উপর জায়েয । তফসীল জানার জন্য ফিক্হর কিতাব মুতালা'য়া করা যেতে পারে।

৩৯১নং হাদিসের ব্যাখ্যা : قال ابراهيم لا ادرى زاد او نقص - মনসূর বলেন, ইবরহীম নখ'য়অ রহ.র সন্দেহ হয়েছিল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায কম পড়েছেন না বেশী পড়েছেন -যার কারণে সিজদাহে সাহুর প্রয়োজন হয়েছিল। পরবর্তী বাবের তৃতীয় হাদিস তথা ৩৯৪নং হাদিসে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায পাঁচ রাকাত আদায় করেছেন। প্রশ্ন জাগে, এ রেওয়ায়াতটিও ইবরাহীম নখ'য়ী রহ.র। এতে সন্দেহমুক্তভাবে নামায বেশী পড়ার উল্লেখ রয়েছে। উত্তর হল, ইবরাহীম নখ'য়ী রহ. মনসূরের নিকট রেওয়ায়াত করার সময় তার দ্বন্দ হয়ে গিয়েছিল। আর হাকামের নিকট বর্ণনা করার সময় তার সন্দেহ দূর হয়ে গিয়েছিল। নামায অধিক পড়াটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

فثنى رجليه و استقبل الخ এর দ্বারা জানা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসতিকবালে কিবলার এ পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন যে সিজদায়ে সাহুও কিবলার দিকে ফিরে আদায় করেছেন। তাই বুঝা গেল যে, ইসতিকবালে কিবলা নামাযের শর্ত। নামাযের শুরুতে হোক বা শেষে হোক কিবলার দিকে ফিরা চাই।

سجد سجدتين ثم سلم এ সালাম দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ সালাম যা সিজদায়ে সাহুর পর তাশাহ্হুদ পড়ে নামাযের শেষে দেয়া হয়।

এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে করবে না পরে করবে।

হানাফীদের মতে সিজদায়ে সাহু সর্বস্থায় সালামের পরে। আর ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মতে সর্বাবস্থায় সালামের পূর্বে। ইমাম মালেক রহ. নিকট এর তফসীল রয়েছে। যদি নামাযে কোন কিছু কম করার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় তা হলে সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে করতে হবে। আর যদি বেশী করার কারণে হয় তা হলে সালামের পরে সিজদা করবে। ইমাম মালেক রহ.র মাযহাব স্মরণ রাখার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল, القبل بالنقصان و البعد بالزيادة অর্থাৎ القاف بالقاف و الدال بالدال।

ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যে সব ক্ষেত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের পর সিজদা করেছেন আমরাও সে সব ক্ষেত্রে সালামের পর সিজদা করব। আর যে সব ক্ষেত্রে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের পূর্বে সিজদা করেছেন আমরাও সে সব ক্ষেত্রে সালামের পূর্বে সিজদা করব।

মনে রাখা চাই, এ মতভেদ শুধু উত্তম অনুত্তম নিয়ে। নচেৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সালামের পূর্বে-পরে সিজদা করা প্রমাণিত আছে।

انسى كما تنسون الخ - এখানে শুধুমাত্র ভুলের বিষয়ে উপমা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু নবীগণ মানুষ। আর মানুষের জন্য মানবীয় গুনাগুন আবশ্যক। তাই তাদের মধ্যেও এমন সব মানবীয় গুণাগুণ থাকতে পারে যা মাকামে নবুওয়্যতের পরিপন্থী নয়। আল্লামা নবুবী রহ. লিখেন, وفيه دليل على جواز النسيان عليه صلى الله عليه وسلم فى احكام الشرع و هو مذهب جمهور العلماء অর্থাৎ আহকামে শরইয়্যায় নবীগণের ভুল হতে পারে। ইহাই সকল উলামায়ে কিরামের মত। কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তাকে জ্ঞাত করে দেওয়া হয়। তবে 'আকওয়ালে বালাগিয়া'য় ভুল হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে অসম্ভব।

যাক, নবীগণের জন্য কাজ-কর্মে ভুল হওয়া সম্ভব এবং জায়েয । আর তা দ্বীনি সার্থেই হয়ে থাকে। যেমন এখানে সিজদায়ে সাহুর মাসয়ালা বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং সাহাবাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

اذا شك احدكم الخ অর্থাৎ তোমাদের কারো যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা হলে প্রকৃত রাকাত সংখ্যা নিরূপনের জন্য চিন্তা-ভাবনা করবে। তারপর প্রবল ধারণানুসারে নামায পূর্ণ করবে।

এ মাসয়ালায় রেওয়ায়াত ভিন্ন থাকার কারণে আইয়েম্মায়ে কিরামের মতও বিভিন্ন রকম হয়েছে।

হানাফীদের এখানে সন্দেহের তিনটি সুরত রয়েছে। যদি নামাযীর প্রথমবার সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা হলে নতুন করে নামায পড়বে। আর যদি বার বার সন্দেহ সৃষ্টি হয় তা হলে পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয়। বরং ভেবে দেখবে কত রাকাত পড়েছে। তারপর প্রবল ধারণা যা হয় তা ধরে নিয়ে বাকী নামায আদায় করবে। আর যদি কোন দিকেই ধারণা প্রবল না হয় তা হলে কম সংখ্যক রাকাত ধরে নিয়ে বাকী নামায় আদায় করবে।

ইমাম শাফে'য়ী রহ. এবং এক রেওয়ায়াতানুসারে ইমাম আহমদ রহ.র মতে কম সংখ্যক রাকাতের উপর বেনা করবে। যেমন কারো সন্দেহ হল যে সে তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত পড়েছে। তো শাফে'য়ীরা বলেন, তিন রাকাত যেহেতু নিশ্চিত তাই তিন রাকাত ধরে নিয়ে অবশিষ্ট নামায আদায় করবে।

অধ্যায় ২৭২

بَاب مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ *

ঐ সকল বিষয়ের বর্ণনা যেগুলো কিবলা সম্পর্কিত (উপরোল্লেখিত হুকুম ব্যতীত)। আর যারা ভুল বশত : কিবলা ছাড়া অন্য দিকে ফিরে নামায আদায়কারীদের জন্য পুনরায় নামায পড়া জরুরী মনে করেন না। আর নিশ্চয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন এবং লোকদের দিকে স্বীয় চেহারা ফিরিয়েছেন। অত :পর (স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে) বাকী নামায পুরা করলেন।

٣٩٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهم عَنْهم وَافَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ (عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ) فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ أَبمو عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا بِهَذَا *

৩৯২.হযরত আনাস রাযি. রেওয়ায়াত করেন, হযরত উমর রাযি. বলেন, তিনটি বিষয়ে আমি আমার প্রভূর সাথে আনুকুল্য করেছি। (একটি হল) আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি আমরা মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা বানাতাম! এতে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযেল করেছেন, واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى, (দ্বিতীয়টি হল) হিজাবের আয়াত নাযিল হয়েছে (আমার আকাঙ্খানুসারে), আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি আপনার সহধর্মিনীদের পর্দা করার নির্দেশ দিতেন! কারণ তাদের সাথে ভাল-মন্দ সবাই কথা বলে। পরবর্তীতে হিজাবের আয়াত নাযেল হল। আর (তৃতীয়টি হল) হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীরা তার উপর মহিলাসুলভ ঈর্ষায় এক হল। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, যদি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে সবাইকে তালাক দিয়ে দেন তা হলে ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে

এমন স্ত্রী দিবেন যারা তোমাদের থেকে উত্তম। তখন এ আয়াত নাযেল হল। আবু আব্দুল্লাহ অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. বলেন, ইবনে আবু মারয়াম বলেছেন, আমাকে এ হাদিসটি ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমার নিকট এ হাদিসটি হুমাইদ রেওয়ায়াত করেছেন, তিনি বলেন আমি আনাসকে বলতে শুনেছি।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে হাদিসের প্রথম অংশে। আর তা হল-

لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى

٣٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ *

৩৯৩.হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) লোকেরা মসজিদে কোবায় ফজরের নামায পড়ছিল। এ সময় এক আগন্তুক (উবাদা বিন বিশর রাযি.) তাদের নিকট এসে বলল, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর রাতের বেলায় কোরআন নাযিল হয়েছে। সেখানে তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, যেন নামাযের সময় কা'বার দিকে ইসতিকবাল করে নেয়। কাজেই তোমরাও কা'বার দিকে ফিরে নাও। তাদের মুখ ছিল শামের দিকে। তারা সবাই কা'বার দিকে ঘুরে গেল।

শিরোনামের সাথে মিল : وقد امر ان يستقبل القبلة দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। শেষ বাক্যটিও শিরোনামের মুতাবিক فاستداروا الى الكعبة।

٣٩٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَاب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ *

৩৯৪.হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি. বলেন, (একবার ভুলবশত :) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়েছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, আপনি নামায পাঁচ রাকাত পড়েছেন। ফলে (এ কথা শুনে) তিনি স্বীয় পা মুড়লেন এবং (সাহুর) দুইটি সিজদা করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের হাদিসের ومن لا يرى الاعادة على من سها فصلى অংশ দ্বারা মিল স্পষ্ট। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদা সাহু করেছেন। কিন্তু নামায দ্বিতীয়বার পড়েননি। অর্থাৎ শিরোনামের দ্বিতীয় অংশের সাথে তৃতীয় হাদিসের মিল রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে- ১.ما جاء فى القبلة ২.من لا يرى الاعادةالخ। হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, প্রথম অংশের উদ্দেশ্য হল, ইমাম বুখারী রহ. পূর্বোল্লেখিত কিবলা সম্পর্কিত মাসয়ালার অতিরিক্ত আরো কিছু মাসয়ালা বর্ণনা করতে চাইছেন। শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, ইহা কিবলা সম্পর্কিত বিক্ষিপ্ত মাসয়ালা (মাসায়েলে মুতাফাররিকা) স্বরূপ। আর দ্বিতীয় অংশটি তার জুযী স্বরূপ।

এ মত দু'টির মাঝে কোন প্রকার বৈপরিত্য নেই। কিবলা সম্পর্কিত মাসয়ালার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা এবং গুরুত্বপূর্ণ জুযী হল কিবলায় ভুল এবং সহু করার মাসয়ালা। যা শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ - من لا يرى الاعادة على من سها الخ। এ মাসয়ালায় মতভেদ রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি গায়রে কিবলাকে কিবলা মনে করে নামায পড়ে তা হলে তার কী হুকুম?

ইমামগণের মত : যদি তাহার্‌রী করে (ভেবে-চিন্তে) নামায পড়ে। যদি তা প্রকৃতই কিবলা হয়ে থাকে তবে এতে কারো মতভেদ বা প্রশ্ন নেই। কিন্তু যদি তাহার্‌রী ভুল প্রমাণিত হয় তা হলে ইমাম শাফে'য়ী রহ.র নতুন মতানুসারে তার উপর এ নামায পুনরায় পুনরায় পড়া ওয়াজিব - চাই ওয়াক্তের মধ্যে জানা যাক বা ওয়াক্ত শেষে জানা যাক। ২.ইমাম মালেক রহ. এবং ইমাম যুহরী রহ.র মতে ওয়াক্তের মধ্যে অবগত হলে নামায দ্বিতীয়বার পড়বে। ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর জানা গেলে পড়ার দরকার নেই। ৩.ইমাম আযম আবু হানিফা রহ., ইমাম শাফে'য়ী রহ.র পূর্বের মতানুসারে, ইমাম আহমদ রহ.র এক রেওয়ায়াতে, সা'য়ীদ বিন মুসাইয়্যাব, 'আতা বিন আবু রাবাহ রহ. প্রমুখের মতে পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয়। ইহাই ইমাম বুখারী রহ.র মত। এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল ইমাম আবু হানিফা রহ.র সমর্থন এবং আনুকূল্য প্রকাশ।

যেমন শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন,

ظاهر هذه الترجمة الاشارة الى ما ذهب اليه ابو حنيفة رضى الله عنه من ان المصلى لو اخطأ فى تحرى القبلة فى ليلة ظلماء وصلى الى عير القبلة فصلوته جائزة و ليس عليه ان يعيد الخ

অর্থাৎ এ শিরোনামের উদ্দেশ্য স্পষ্টত : উহাই যা ইমাম আবু হানিফা রহ.র মত। যদি নামাযী ব্যক্তি তাহার্‌রী করার ক্ষেত্রে ভুল করে কিবলার দিকে না ফিরে অন্য দিকে নামায আদায় করে তা হলে তার নামায জায়েয হবে। পুনরায় নামায পড়তে হবে না।

এরপর শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, ইমাম বুখারী রহ. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল দ্বারা দলীল উপস্থাপন করেছেন। নামায শেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলা হতে স্বীয় চেহারা মুবারক মুক্তাদীর দিকে ফিরিয়েছেন। কিবলামুখী ছিলেন না। কিন্তু তিনি নামায পুনরায় পড়েননি। বরং তার উপর বেনা করেই বাকী নামায আদায় করেছেন।

ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী রহ. এ বাবে তিনটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। প্রথম রেওয়ায়াত তথা ৩৯২নং হাদিসের ব্যাখ্যা নসরুল বারীর কিতাবুত্‌তাফসীরের ১০নং হাদিস দেখা যেতে পারে। আর দ্বিতীয় হাদিস তথা ৩৯৩ নং হাদিসের ব্যাখ্যার জন্য নসরুল বারীর কিতাবুত্‌তাফসীরের ১৫ নং হাদিস হতে ২০ নং পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

তৃতীয় হাদিসের ব্যাখ্যা : হযরত আব্দুল্লাহ বিন মসউদ রাযি.র রেওয়ায়াত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায চার রাকাতের স্থলে ভুলবশত : পাঁচ রাকাত পড়ে ফেলেছেন। সালাম ফিরিয়ে মুক্তাদীদের দিকে ফিরেছেন। সাহাবায়ে কিরাম স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি কিবলার দিকে ফিরে অবশিষ্ট কাজ আদায় করলেন। এর দ্বারা বুঝা গেল কিবলা পিছন দিকে থাকা অবস্থায়ও আইনত তিনি নামাযের মধ্যেই ছিলেন। তাই বুঝা গেল ভুলবশত : গায়রে কিবলার দিকে ফিরলে নামায সহীহ হয়। পুনরায় পড়তে হয় না। ইহা তখনকার হুকুম যখন তাহার্‌রী করে নামায পড়া হয়। আর যদি তাহার্‌রী ব্যতীত নামায পড়ে তা হলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

بَاب حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

অধ্যায় ২৭৩ : মসজিদ হতে হাত দিয়ে থু থু ঘষে ফেলার বর্ণনা

٣٩٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا *

৩৯৫. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে রেওয়ায়াত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলার প্রাচীরে কফ লেগে থাকতে দেখলেন। ইহা তার নিকট বড়ই কষ্টদায়ক মনে হল। তার চেহারা মুবারকে এর আসর প্রকাশ পেল। তিনি উঠে গিয়ে নিজ হাতে তা মুচে ফেললেন। তারপর বললেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথে গোপনে কথা বলে। অথবা এ কথা বলেছেন, তার এবং কিবলার মাঝে তার প্রভু থাকে। কাজেই তোমাদের কেহই যেন কিবলার দিকে থু থু না ফেলে। তবে তার বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থু থু ফেলতে পারে। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চাদরের একটি কিনারা নিয়ে তার মধ্যে থু থু ফেললেন। তারপর তার এক অংশকে অন্য অংশ দ্বারা ঘষে ফেললেন এবং বললেন. অথবা এরূপ করবে।

শিরোনামের সাথে মিল : فحكه بيده - হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

٣٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى *

৩৯৬.হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলার প্রাচীরে থু থু দেখতে পেলেন। তিনি তা মুছে ফেললেন। তারপর লোকদের ফিরে বললেন, তোমাদের কেউ যেন নামাযের সময় সামনের দিকে থু থু না ফেলে। কারণ নামাযের সময় আল্লাহ তা'আলা তার সম্মুখে থাকেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের মিলের অংশ হল رأى بصاقا فى جدار القبلة فحكه।

٣٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

৩৯৭.উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিবলার প্রাচীরে শ্লেষ্মা অথবা কফ অথবা থু থু দেখতে পেলেন। তিনি তা মুছে ফেললেন।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল স্পষ্ট

رأى فى جدار القبلة مخاطا او بصاقا او نخامة فحكه.

শিরোনামের উদ্দেশ্য : আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

لما فرغ من بيان احكام القبلة شرع فى بيان احكام المساجد و المناسبة ظاهرة

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. কিবলার আহকাম বর্ণনা শেষ করে মসজিদের আহকাম বর্ণনা করা শুরু করেছেন এ দু'টির মাঝে মিল স্পষ্ট। কারণ যদি কারো কিবলার সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয় তবে মসজিদের মাধ্যমে কিবলা সহজে ঠিক করে নিতে পারে। কারণ মসজিদে কিবলার বিশেষ গুরুত্ব থাকে। এমনকি কিবলার দিকে রুখ করেই মসজিদ নির্মাণ হয়। ইমাম বুখরী রহ.র উদ্দেশ্য মসজিদের তা'যীম ও ইহতিরাম বর্ণনা করা। কারণ মসজিদের বিষয়ে অনেক কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে।

ব্যাখ্যা : এখান হতে ইমাম বুখারী রহ. باب سترة الامام পর্যন্ত মোট ৫৬টি বাবে মসজিদের আহকাম বর্ণনা করেছেন। শিরোনামের মধ্যে ইমাম বুখারী রহ. باليد এর قيد লাগিয়েছেন। এ বাবের অধীনে ইমাম বুখারী রহ. তিনটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু يد এর উল্লেখ শুধুমাত্র প্রথম হাদিসে রয়েছে।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন, سواء كان بالة او لا অর্থাৎ باليد এর قيد-টি قيد احترازى নয়। বরং শিরোনামের মধ্যে ব্যাপকতা রাখা হয়েছে। চাই হাত দ্বারা হোক বা অন্য কোন উপকরণ দ্বারা হোক। উদ্দেশ্য. মসজিদ হতে ময়লা দূরীকরণ।

কারো কারো মতে باليد-এর قيد দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নিজেই এ কাজটি করা চাই। কারো অপেক্ষা করবে না।

بزاق- ইহা দু'ভাবে পড়া প্রসিদ্ধ। ز দিয়ে بزاق এবং ص দিয়ে بصاق। س দিয়ে بساق পড়া যায়। তবে এর ব্যবহার কম। بزاق এবং بصاق এর অর্থ থুথু। نخامة নুনের মধ্যে পেশ। অর্থ কফ-কাশি যা বক্ষ বা হলক হতে বের হয়। فى القبلة অর্থাৎ فى حائط القبلة (অর্থ কিবলার প্রাচীরে)। يناجى ربه - مناجات এর অর্থ কানে কানে কথা বলা। এ শব্দের নিসবত আল্লাহ তা'আলার দিকে এ অর্থে হয়েছে যে, মুনাজাতের সময় আল্লাহ তা'আলার তাওয়াজ্জুহ এবং রহমত নাযিল হয়। او ان ربه بينه و بين القبلة এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল বিশেষ তাজাল্লী। অর্থাৎ বান্দা যখন নামাযে মশগুল হয় তখন আল্লাহ তা'আলার তাওয়াজ্জুহ তার এবং কিবলার মাঝে থাকে।

এ হাদিসটি মু'তাযেলাদের বুঝে আসেনি। কারণ সসীম বিবেক দ্বারা অসীমকে বুঝতে যাওয়া বোকামী এবং অজ্ঞতার পরিচায়ক।

তৃতীয় তথা বাবের শেষ রেওয়ায়াতে একটি শব্দ রয়েছে مخاط যার অর্থ হল নাকের শ্লেষ্মা।

ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়াত তিনটি উল্লেখ করে ইহা জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ জিনিস তিনটি ঘৃণ্য বস্তু। মসজিদের ক্ষেত্রে এ তিনটি বস্তু একই পর্যায়ের। যেই মসজিদের প্রাচীরে দেখতে পাবে কোন খাদেম বা অন্য কারো অপেক্ষা না করে অবিলম্বে পরিষ্কার করে নিবে চাই নিজ হাতে হোক, লাঠি দ্বারা হোক বা কঙ্কর দ্বারা হোক।

অধ্যায় ২৭৪

بَاب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ وَطِئْتَ عَلَى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا *

পাথরকণা দ্বারা শ্লেষ্মা ঘষে নেয়ার (পরিষ্কার করার) বর্ণনা। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেছেন, তুমি যদি পা দিয়ে তরল বা ভিজা নাজাসত মাড়িয়ে আস তা হলে তা ধুয়ে নিবে। আর যদি শুকনো হয় তা হলে ধোয়ার দরকার নেই।

٣٩٨ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى *

৩৯৮.হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এবং হযরত আবু সা'য়ীদ রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের প্রাচীরে কফ দেখতে পেয়ে কঙ্কর দিয়ে ঘষে ফেললেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ যদি কফ থুথু করে তবে সে যেন তার সামনে বা ডানে তা ফেলে। বরং বাম দিকে বা বাম পায়ের নিচে ফেলবে।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের বাক্যাংশ فتناول حصاة فحتها দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল সৃষ্টি হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. লিখেন, ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য ইহা যে - যা কিছু সংখ্যক উলামার মত - শ্লেষ্মা ইত্যাদি ঘৃণ্য বস্তু হওয়ার সাথে সাথে না-পাকও। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সাফ করার জন্য পাথর ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাখ্যানুসারে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পবিত্রতার জন্য, পরিচ্ছন্নতার জন্য নয়।

আবার এমনও হতে পারে যে, যারা এগুলোকে না-পাক বলেছেন ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য তাদের মত খন্ডন করা। এরপর শাহ সাহেব রহ. বলেন, আমার মতে ইমাম বুখারী রহ.র মত হল সনদের আধিক্যতা প্রদর্শন।

ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামে শ্লেষ্মার সাথে কঙ্কর শর্তযুক্ত করে দিয়েছেন। কিন্তু থুথুর ক্ষেত্রে করেননি। এর কারণ হল শ্লেষ্মা আঠালো হয়ে থাকে। থুথু তার ব্যতিক্রম।

قال ابن عباس হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.র আসর উল্লেখ করা দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল এ কথা বলা যে, কিবলার সম্মান প্রদর্শনার্থে শ্লেষ্মা মুছে ফেলার নির্দেশ হয়েছে। নচেৎ শুকনো বা ভিজা দ্বারা এর কোন ফরক পড়ে না। বরং সকল ময়লাই ঘৃণ্য। তা মসজিদ থেকে মুছে ফেলাই বাঞ্ছনীয়।

بَاب لَا يَبْصُقْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ

অধ্যায় ২৭৫ : নামাযে ডান দিকে থু থু ফেলবে না

٣٩٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى *

৩৯৯.হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এবং হযরত আবু সা'য়ীদ রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের প্রাচীরে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। তিনি একটি পাথরকণা নিলেন এবং তা মুছে ফেললেন। অত:পর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি কফের থুথু ফেলে তবে সে যেন তার চেহারার দিকে বা ডান দিকে নিক্ষেপ না করে। বরং বাম দিকে বা বাম পায়ের নিচে ফেলে।

শিরোনামের সাথে মিল : فلا يتنخم قبل وجهه و لا عن يمينه দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল হয়েছে। শিরোনামের মধ্যে যদিও থু থু শব্দ রয়েছে কিন্তু উভয়টির হুকুম এক। যেমন ইতিপূর্বে হযরত আনাস রাযি. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্লেষ্মা দেখে ইরশাদ করেছিলেন, لا يبزقن فى قبلته।

٤٠٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ *

৪০০.হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ তার সম্মুখে বা ডান দিকে থু থু ফেলবে না। বরং সে তা বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নিচে থু থু ফেলবে।

শিরোনামের সাথে মিল : لا يتفلن احدكم الخ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। কারণ لا يتفلن-র অর্থ হল لا يبزقن।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য স্পষ্ট। নামাযের মধ্যে যদি কারো থু থু ফেলার প্রয়োজন হয় তবে তার সম্মুখ বা ডান দিকে থু থু ফেলার অনুমতি নেই। সামনে ফেলার নিষেধাজ্ঞার কারণ আগে উল্লেখ হয়েছে। ডান দিকে ফেলার নিষেধাজ্ঞার কারণ হল, ডান দিকে থু থু ফেললে নেকী লেখার ফেরেশতার অপমান করা হয় - যিনি আবার আমীরও। তবে বাম দিকে এবং পায়ের নিচে ফেলার অনুমতি আছে।

শিরোনামের মধ্যে فى الصلوة শর্তযুক্ত করে ইমাম বুখারী রহ. এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, নামাযের বাইরে ডান দিকে থু থু ফেলার মধ্যে কোন প্রকার দোষ নেই।

بَاب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

অধ্যায় ২৭৬ : বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থু থু ফেলবে

٤٠١ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ *

৪০১.হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বর্ণনা করেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, মু'মিন বান্দা যখন নামাযে থাকে তখন সে আল্লাহর সাথে গোপনে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনের দিকে বা ডান দিকে থু থু না ফেলে। বরং বাম দিকে বা পায়ের নিচে ফেলবে।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের মিলের অংশ ولكن عن يساره।

٤٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ *

৪০২. হযরত আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কিবলার দিকে কফ দেখতে পেলেন। তিনি তা একটি ছোট পাথর দিয়ে মুছে ফেললেন। তারপর তিনি সামনের দিকে বা ডান দিকে থু থু ফেলতে নিষেধ করলেন। তবে বাম দিকে বা বাম পায়ের নিচে ফেলতে পারবে। আরেকটি রেওয়ায়াতে ইমাম যুহরী রহ. হুমাইদ রহ.কে আবু সা'য়ীদ খুদরী রাযি. হতে এ রূপ রেওয়ায়াত করতে শুনেছেন।

এ সনদ বয়ান করার উদ্দেশ্য ইমাম যুহরী রহ.র হুমাইদ রহ. হতে শ্রবন প্রমাণ করা।

শিরোনামের সাথে মিল : ولكن عن يساره হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট। নামাযী ব্যক্তির তার সামনের দিকের সম্মান বজায় রাখা চাই। কারণ নামাযের সময় সে আল্লাহ তা'আলার সাথে মুনাজাত এবং গোপনে কথা বলছে। ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম মুতলাক তথা শর্তমুক্ত রেখে এ দিকে ইশারা করেছেন যে, নামাযের ভিতরে এবং নামাযের বাইরে বাম দিকে এবং বাম পায়ের নিচে থু থু ফেলা জায়েয আছে। তবে এ কথা মনে রাখা চাই, সর্বোত্তম হল নামাযের মধ্যে থু থু গল :ধরণ করে ফেলা। যদি সম্ভব না হয় তা হলে কাপড়ে থু থু ফেলবে। বিশেষ করে আজকাল মসজিদে ফরশ বিছানো থাকার কারণে থু থু ফেলা নিষেধ।

بَاب كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায় ২৭৭ : মসজিদে থু থু ফেলার কাফ্ফারা

٤٠٣ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا *

৪০৩. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মসজিদে থু থু ফেলা গুনাহের কাজ। তার কাফ্ফারা হল তা দাফন করে ফেলা।

শিরোনামের সাথে মিল : البزاق فی المسجد خطیئة و کفارتها دفنها দ্বারা শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য স্পষ্ট।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. এ বাব দ্বারা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মসজিদের থু থু ফেলা গুনাহের কাজ। আর তার কাফ্ফারা হল তা দাফন করে ফেলা। এর বিভিন্ন পদ্ধতি হতে পারে। মসজিদের মেঝে যদি পাকা হয় তা হলে কাপড় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিস্কার করে নিবে। আর যদি নরম মাটি হয় তা হলে তাতেই পুঁতে ফেলবে। পুঁতার পদ্ধতি এরূপ হওয়া চাই যে, মাটি এ পরিমাণ গর্ত করে তা পুঁতবে যেন সেখানে বসা বা চলার কারণে তার আসর প্রকাশ পায় না।

কারো কারো মতে অপারগতার ক্ষেত্রে মসজিদে থু থু ফেলা জায়েয । তবে দাফন না করা গুনাহ। ইমাম বুখারী রহ. এ হাদিস উল্লেখ করে তাদের মত খন্ডন করেছেন।

بَاب دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

অধ্যায় ২৭৮ : মসজিদে কফ দাফন করার বর্ণনা

٤٠٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا *

৪০৪. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তবে সে যেন তার সামনের দিকে থু থু না ফেলে। কারণ সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে লিপ্ত - যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার নামাযের জায়গায় থাকে। আর ডান দিকেও থু থু ফেলবে না। কারণ তার ডান দিকে ফেরেশতা আছে। সে বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে থু থু ফেলবে তারপর তা দাফন করে ফেলবে।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের মিলের অংশ হল فیدفنها।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : উদ্দেশ্য স্পষ্ট। মসজিদকে এসব ময়লা থেকে মুক্ত রাখা চাই। যদি অপারগতার ক্ষেত্রে থু থু ফেলা হয় বা শ্লেষ্মা পড়ে যায় তা হলে গুনাহ করা হল। এর কাফ্ফারা হল দাফন করা। দাফনের পদ্ধতি পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

প্রশ্ন : ফেরেশতা যেমনি ডান দিকে আছে তদ্রূপ বাম দিকেও আছে। তা হলে পার্থক্যের কারণ কি?

উত্তর : ডান দিকের ফেরেশতা নেকী লিখেন। তিনি আমীরের মর্যাদা রাখেন। তার সম্মানার্থে ডান দিকে থু থু না ফেলা চাই। আর যেহেতু নামায সর্বোত্তম ইবাদত, তাই সে মুহূর্তে গুনাহ লিখকের প্রয়োজন নেই।

আল্লামা আইনী রহ. তাবরানী হতে একটি রেওয়ায়াত নকল করেছেন।

فانه یقوم بین یدی الله و ملکه عن یمینه و قرینه عن یساره (عمدة القاری)

'কারণ নামাযী ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হয়। তার ফেরেশতা তার ডান দিকে থাকে। আর তার (শয়তান) সঙ্গী তার বাম দিকে থাকে।'

আল্লামা আইনী রহ. লিখেন,

فلعل المصلی اذا تفل عن یساره یقع علی قرینه و هو الشیطان و لا یصیب الملك منه شئی

'এমন হতে পারে যে, নামাযী ব্যক্তি যখন বাম দিকে থু থু ফেলে তার সঙ্গীর (করীনের) উপর গিয়ে পড়ে। সে হল শয়তান। ফেরেশতার গায়ে কিছুই পড়ে না।'

بَاب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

অধ্যায় ২৭৯ : থু থু (অনিয়ন্ত্রিতভাবে) এসে পড়লে কাপড়ের কিনারা দিয়ে মুছে নিবে

٤٠٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ أَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ قَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا *

৪০৫. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (মসজিদে) কিবলার দিকে কফ দেখতে পেলেন। তা তিনি নিজ হাতে মুছে ফেললেন এবং তার চেহারায় অসন্তোষভাব দেখা গেল অথবা (রাবী বলেছেন) এর ফলে তার চেহারায় অসন্তোষভাব এবং খুবই অসন্তোষভাব দেখা গেল। তিনি বললেন, তোমাদের কেহ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে লিপ্ত থাকে অথবা (তিনি বলেছেন) তার প্রভু তার মাঝে এবং কিবলার মাঝে থাকে। কাজেই সে যেন কিবলার দিকে থু থু না ফেলে। তবে সে বাম দিকে বা পায়ের নিচে থু থু ফেলবে। তারপর তিনি তার চাদরের এক প্রান্ত নিয়ে তাতে থু থু ফেলে এক অংশকে অপর অংশ দিয়ে মলে নিলেন এবং বললেন, অথবা এরূপ করবে।

শিরোনামের সাথে মিল : ثم اخذ طرف ردائه فبزق فيه দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্য রয়েছে। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, শিরোনামে দু'টি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। ১.থু থু এসে পড়া ২.নামাযীর ব্যক্তির কাপড়ের কিনারা দ্বারা তা মুছে নেয়া। হাদিসটি দ্বিতীয়টির সাথে সামঞ্জস্যমূলক।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, নামাযের অবস্থায় অনেক সময় থু থু ফেলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার দু'টি পদ্ধতি আগে কয়েকটি রেওয়ায়াতে উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু বাম দিকে বা পায়ের নিচে ফেলা মুশকিল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে বর্তমানে। তাই ইমাম বুখারী রহ. তৃতীয় আরেকটি সূরত বর্ণনা করছেন যে, কাপড়ের মধ্যে থু থু ফেলবে এবং অপর অংশের সাথে মলে নিবে। আজকাল মক্কা মুকাররমায় এ অধম দেখেছে যে, কেউ কেউ সেন্ডেলের তলে থু থু ফেলে অপরটি দ্বারা ঘষে নেয় - যেন মসজিদ মলিন না হয়।

এ পদ্ধতিটি সহজও এবং উত্তমও।

بَاب عِظَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

অধ্যায় ২৮০ : নামাযের আরকান পুরো করার বিষয়ে ইমাম লোকদেরকে নসীহত করা এবং কিবলার বর্ণনা

٤٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي *

৪০৬. হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কি মনে কর আমার কিবলা এখানে? (অর্থাৎ আমার রুখ কিবলার দিকে। আমি তোমাদেরকে দেখতে

পাই না?) খোদার কসম! আমার নিকট তোমাদের খুশু'-খুযু', তোমাদের রুকু গোপন থাকে না। আমি আমার পিঠের পিছনে তোমাদেরকে দেখতে পাই।

শিরোনামের সাথে মিল :

مطابقة الحديث للترجمة من حيث ان فى هذا الحديث وعظا لهم و تذكيرا و تنبيها بانه لا يخفى عليه ركوعهم و سجودهم يظنون انه لايراهم لكونه مستدبرا لهم و ليس الامر كذالك لانه يرى من خلفه مثل ما يرى من بين يديه (عمده)

'শিরোনামের সাথে এ হিসেবে মিল হয়েছে যে, এ হাদিসে তাদেরকে নসীহত করা হয়েছে এবং তাদেরকে সর্তক করা হয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তাদের রুক-সিজদা গোপন থাকে না। অথচ তাদের ধারণা তারা তার পিছনে থাকার কারণে তিনি তাদেরকে দেখতে পান না। বিষয়টি এমন নয়। কারণ তিনি সম্মুখের ন্যায় পশ্চাতেও দেখতে পান।' (উমাদাহ)

٤٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي الرُّكُوعِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَرَاكُمْ *

৪০৭. হযরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নামায পড়ালেন। তারপর মিম্বরে আরোহন করে রুকু-সিজদা সম্পর্কে বললেন, আমি তোমাদেরকে পিছনেও তদ্রূপ দেখি যেমনিভাবে (সামনে থেকে) তোমাদেরকে দেখি।

শিরোনামের সাথে মিল : পূর্বের হাদিসের মতই এ হাদিসের মধ্যেও শিরোনামের সাথে মিল রয়েছে।

অর্থাৎ এ বাবের উভয় হাদিসে নসীহত রয়েছে। বিশেষ করে নামাযের রুকন আদায় সর্ম্পকে সর্তক করা হয়েছে যে, কিবলার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ থাকা সত্ত্বেও মুক্তাদীদের রুকু-সিজদাও দেখি। তাই সেগুলো উত্তমরূপে আদায় কর।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, ইমামের উচিত যে সে মুক্তাদীর দিকে নযর রাখবে। যদি নামাযের রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি দেখতে পায় তা হলে তাদেরকে সর্তক করে দেবে, নসীহত করবে এবং বলে দিবে। এতে বুঝা গেল এ বাবের মুল উদ্দেশ্য ইমাম সাহেব মুক্তাদীরের নসীহত করা। কিন্তু হাদিসে هل ترون قبلتى ههنا উল্লেখ থাকায় প্রসঙ্গত কিবলার আলোচনা এসে গেছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বলেছেন, তোমরা মনে কর যে, আমি শুধুমাত্র সামনে দেখতে পাই। পিছনের কোন খবর নেই। তোমাদের এ ধারনা ঠিক নয়। বরং আমি পিছনের অবস্থাও দেখতে থাকি।

ما يخفى على خشوعكم و لا ركوعكم - কেহ কেহ হাদিসে খুশু'র উল্লেখ দেখে রুকু দ্বারা খুযু' উল্লেখ নিয়েছেন। কিন্তু উত্তম এবং সমীচীন হল, খুশু' ব্যাপক। নামাযের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা কাম্য। কিন্তু লোকেরা সাধারণত : রুকুর মধ্যে ভুল করে থাকে। রুকুর জন্য সামান্য কোমর ঝুকিয়ে কিংবা রুকু হতে সামান্য মাথা তুলেই সিজদায় চলে যায়। মোট কথা, সাধারণত : রুকুতে অবহেলা করা হয়। এমন দ্রুত নামাযের রুকন আদায় করে যে, নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। তবে সেজদা মাটিতে মাথা রাখা দ্বারাই আদায় হয়ে যায়। এ জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ করে রুকুর উল্লেখ করেছেন।

انى اراكم من وراء ظهرى - আল্লামা আইনী রহ. বলেন, এখানে দু'টি স্থানে ইখতিলাফ হয়েছে। ১.দেখা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? কেহ কেহ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল জানা। চাই তা অহীর মাধ্যমে হোক বা ইলহামের মাধ্যমে হোক। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, ইহা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে ক্ষেত্রে পিছনে দেখতে পাওয়ার কথা অর্থহীন হয়ে পড়ে। ২.দ্বিতীয় মত হল, দেখা দ্বারা উদ্দেশ্য হল চর্ম চোক্ষে দেখা। যেমন আল্লামা নবুবী রহ. বলেন, 'কাযী বলেছেন, আহমদ বিন হাম্বল রহ.সহ সমস্ত উলামার মত হল বাস্তবেই চর্মচোক্ষে দেখা। ৩.তিনি চোখের কিনারা দিয়ে ডানে-বায়ে দেখে নিতেন। এ ব্যাখ্যায় প্রশ্ন জাগে যে, চোখের কিনারা দ্বারা যে কেউ দেখতে

পারে। তা হলে তার বিশেষত্ব কী রইল? কারণ এর কারণে নামায ফাসেদ হয় না। ৪.কিবলার প্রাচীরে মুক্তাদীদের আকৃতি আয়নার ন্যায় অঙ্কিত হয়ে যায়। শায়খুল হাদিস রহ. বলেন, অধিকাংশ মাশায়েখই গ্রহণ ইহা করেছেন। ৫.জমহুরের মত - যা সঠিক এবং সহীহ - হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনের মতই পিছনেরটা দেখতে পাওয়া তার একটি মু'জেযা। ইহা তার বৈশিষ্ট। ইহাই তার প্রকৃত জ্ঞান অর্জিত হওয়ার কারণ - যা তার জন্য মু'জিযা স্বরূপ অর্জিত ছিল।

بَاب هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فُلَانٍ

অধ্যায় ২৮১ : এরূপ কি বলা যাবে যে, ইহা অমুক গোত্রের মসজিদ?

٤٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِاللَّه بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَاللَّه بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا *

৪০৮. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযি. হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জিহাদের জন্য প্রস্তুতকৃত) ঘোড়ার মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়েছিলেন হাফইয়া হতে সানিয়াতুল ওদা' পর্যন্ত। যে ঘোড়াগুলোকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়নি যে গুলোকে সানিয়াতু ওদা' থেকে বণী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত। প্রতিযোগিদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন উমরও ছিলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের অংশ الى مسجد بنى زريق দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ. উদ্দেশ্য হল নির্মাণকারী বা ব্যবস্থাপনাকারীদের দিকে মসজিদের নিসবত তথা সম্বন্ধ করা যেতে পারে। দলীল স্বরূপ এ রেওয়ায়াত পেশ করেছেন যাতে রয়েছে الى مسجد بنى زريق। এ রেওয়ায়াতে মসজিদের নিসবত বনী যুরাইকের দিকে করা হয়েছে। ইহাই সকল ইমামের মত। ইমাম বুখারী রহ. এ হাদিস দ্বারা জমহুরের সমর্থন এবং আনুকুল্য প্রকাশ করেছেন। শুধুমাত্র ইবরাহীম নখ'য়ী রহ.র মতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো দিকে নিসবত করা মাকরূহ। কারণ কোরআনে ইরশাদ হয়েছে وان المساجد لله। অর্থাৎ মসজিদ একমাত্র আল্লাহর।

এর জবাবে জমহুর বলেন, মুতাওল্লী বা নির্মাণকারী বা অন্য কারো দিকে নিসবত করা হয় মাজাযীভাবে। মালিকানা হিসেবে নয়। আল্লাহ তা'আলার দিকে নিসবত করা হয় মালিকানা হিসাবে।

প্রশ্নোত্তর : এখানে প্রশ্ন হয় যে, রেওয়ায়াতের মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে الى مسجد بنى زريق। বণী যুরাইকের দিকে মসজিদের নিসবত করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ইমাম বুখারী রহ. هل يقال الخ বলে দ্বন্দ সৃষ্টি করলেন কেন?

উত্তর : ইমাম বুখারী রহ. খুবই দূরদর্শী ছিলেন। তাই هل বৃদ্ধি করে এ দিকে ইশারা করেছেন যে, বণী যুরাইকের মসজিদ বলে তাদের দিকে যে নিসবত করা হয়েছে তা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যমানায়ও হতে পারে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে পরিচয়ের জন্য 'মসজিদে বণী যুরাইক' বলা হয়েছে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় অবস্থায় দলীল পরিপূর্ণ হবে না। এ সম্ভাবনার কারণেই ইমাম বুখারী রহ. শিরোনাম সন্দেহযুক্ত রেখেছেন।

سابق বাবে মুফা'আলা হতে নির্গত। অর্থ আগে যাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করা। اضمرت হামযার মধ্যে পেশ। الاضمار মাসদার নির্গত মজহুলের সীগা। ضمر - تضمير হতে নির্গত। অর্থ দূর্বল হওয়া, পাতলা হওয়া। اضمر الفرس - ঘোড়াকে সওয়ারের উপযোগী করা, জিহাদের জন্য প্রস্তুত করা। এর পদ্ধতি হল,

ঘোড়াকে প্রথমে খুব ভালভাবে খাইয়ে মোটা-তাজা করবে। তারপর দানা-পানি কমিয়ে, ঘরের মধ্যে রেখে উপরে কাপড় দেয়া হয়। এতে তার প্রচন্ড ঘাম ঝরে। প্রত্যহ দৌড়ানো হয়। এভাবে চল্লিশ দিন চলতে থাকে। এতে ঘোড়ার দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় এবং শক্তি বৃদ্ধি পায়। حفياء -ح-র মধ্যে যবর এবং ف সাকিন। একটি স্থানের নাম। امد হামযা এবং মীম যবর দিয়ে। অর্থ শেষ প্রান্ত। ثنية الوداع সে স্থান যেখানে মদীনার আনসার সাহাবারা হিজরতের সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শানদারভাবে অভ্যার্থণা জানিয়েছিলেন। এখানেই মদীনার লোকেরা তাদের স্বজনদের বিদায় জানানোর জন্য আসেন। আল্লামা আইনী রহ. বলেন, হাফইয়া এবং মসজিদে বণী যুরাইকের মাঝে দুরত্ব হল পাঁচ হতে সাত মাইলের মত। بنى زريق যা-র মধ্যে পেশ এবং রা-র মধ্যে যবর। বণী যুরাইক হল মদীনার প্রসিদ্ধ গোত্র খাজরাযের একটি শাখা। সানিয়াতু ওদা' এবং মসজিদে বণী যুরাইকের মাঝে দুরত্ব হল এক মাইল।

অধ্যায় ২৮২

بَاب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ أَبو عَبْد اللَّه الْقِنْوُ الْعِذْقُ وَالِاثْنَانِ قِنْوَانِ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ وقَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللَّهم عَنْهم قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه أَعْطِنِي فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه اؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ قَالَ لَا قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ *

মসজিদে (মাল) বন্টন করা এবং খেজুরের (কাচা) গুচ্ছ ঝুলানোর বর্ণনা। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী রহ.) বলেন, قنو-র অর্থ হল عذق তথা খেজুরের গুচ্ছ। এর দ্বি-বচন হল قنوان। এর বহুবচনও তাই। যেমনিভাবে صنو ও (এর দ্বি-বচন এবং বহুবচন) صنوان। ইবরাহীম বিন তহমান আব্দুল আযীয বিন সুহাইব হতে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. হতে রেওয়ায়াত করেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে, তার নিকট বাহরাইনের মাল আনা হয়েছিল। তিনি বললেন, ইহা মসজিদে ছড়িয়ে দাও। এ পর্যন্ত আগত মালের মধ্যে ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট মাল। তারপর তিনি নামাযের দিকে গেলেন। মালের দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি। নামায শেষ করে তিনি মালের নিকট বসলেন। যাকেই তিনি দেখতে পেতেন তাকেই দান করতে লাগলেন। এ সময়ে হযরত আব্বাস রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকেও দিন। কারণ (বদরের যুদ্ধের সময়) আমার নিজেরও ফিদইয়া দিয়েছি এবং আকীল বিন আবি তালেবের ফিদইয়াও দিয়েছি। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, নিজেই নিয়ে নাও। হযরত আব্বাস রাযি. নিজ কাপড়ের মধ্যে মাল ভরে নিলেন এবং নিজে উঠাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু (ওযন

বেশী হওয়ার কারণে) উঠাতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাউকে বলুন আমার বোঝাটা উঠিয়ে দিতে। তিনি বললেন, না। (এমনটি হবে না।) হযরত আব্বাস রাযি. বললেন, তা হলে আপনিই উঠিয়ে দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। তারপর আব্বাস রাযি. সেখান হতে কমিয়ে পুনরায় উঠাতে চেষ্টা করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাউকে আমার বোঝাটা উঠিয়ে দিতে বলুন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। তিনি বললেন, আপনিই উঠিয়ে দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। তারপর তিনি আরো কিছু কমিয়ে তা উঠালেন এবং নিজের কাঁধে করে রওয়ানা হলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মালের প্রতি লোভ-লালসা দেখে আর্শ্চন্বিত হলেন। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত তিনি তার প্রতি দেখে রইলেন। ঐ মাল সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে হতে উঠেননি।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, নামায, কোরআন তিলাওয়াত এবং যিকির-আযকার ছাড়াও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদে অন্যান্য কাজ করাও জায়েয আছে। তবে শর্ত হল, মসজিদের সম্মান বজায় রাখতে হবে। যেমন অভাবগ্রস্থদের মাল দেয়া, তাদের জন্য খেজুর ইত্যাদির গুচ্ছ টাঙ্গিয়ে দেয়া। যেমন কোনো বাগানের মালিক খেজুরের গুচ্ছ এ নিয়তে ঝুলিয়ে দিল যে, যাদের নিকট খেজুর নেই তারা তা থেকে খাবে। তদ্রূপ প্রয়োজনের সময় মসজিদে মাল-পত্র রাখা হয় এতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই। এমনকি নামাযী ব্যক্তি তার জুতোও ভিতরে রাখতে পারে।

কোনো রেওয়ায়াতে দৃষ্টিতে এসমস্ত কাজ নিষেধ হওয়ার সন্দেহ দেখা দেয়। যেমন আবু দাউদ শরীফের এক রেওয়ায়াতে রয়েছে, فان المساجد لم تبن لهذا (মসজিদকে এ কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়নি।) তদ্রূপ মুসলিম শরীফের এক হাদিসে রয়েছে, কেহ যদি মসজিদে কোনো হারানো বস্তুর এ'লান করতে শুনতে পায় তবে এ'লানকারীকে সে এ কথা বলা চাই لا ردها الله عليك فانما المساجد لم تبن لهذا (আল্লাহ তোমার মালটি ফিরিয়ে না দিক। কারণ মসজিদ এ কাজের জন্য নির্মাণ করা হয়নি।)

ইমাম বুখারী রহ. এ বাব হতে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলোর বর্ণনা শুরু করেছেন যেগুলো পূর্বোল্লেখিত হুকুমের ব্যতিক্রম। পর পর কয়েকটি বাব কায়েম করে ইমাম বুখারী রহ. ইহা জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এ কাজগুলো করা জায়েয । তবে বিনা প্রয়োজনে বা অভ্যাস বানিয়ে এরূপ করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন : শিরোনামের মধ্যে দু'টি অংশ রয়েছে। ১.মসজিদে মাল বন্টন করা। ২.খেজুরের গুচ্ছ ঝুলিয়ে রাখা। ইমাম বুখারী রহ. হযরত আনাস রাযি. বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেছেন তাতে প্রথম অংশ তথা মাল বন্টনের উল্লেখ রয়েছে। খেজুরের গুচ্ছ ঝুলানোর উল্লেখ নেই। এর উত্তরের ইবনে বাত্তাল রহ. বলেছেন, ইহা ইমাম বুখারী রহ.র অসতর্কতা। আর ইবনে তীন রহ. বলেছেন, তিনি এর সমর্থনে হাদিস উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। হাফেয আসকালানী রহ. বলেন, এ দু'টির কোনটিই নয়। বরং ইমাম বুখারী রহ. শিরোনামের দ্বিতীয় অংশ বৃদ্ধি করে আরেকটি হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। হাদিসটি নাসাঈ শরীফে হযরত 'আওফ বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন,

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم و بيده عصا و قد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن فى ذالك القنو و يقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب من هذا

'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে আগমন করলেন। তার হাতে একটি লাঠি ছিল। আর এক ব্যক্তি এক গুচ্ছ খেজুর মসজিদে ঝুলিয়ে রেখেছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ গুচ্ছে আঘাত করতে লাগলেন এবং বললেন, গুচ্ছের মালেক চাইলে এর চেয়েও উত্তম দান করতে পারত।'

কিন্তু তার শর্তানুসারে হাদিস না হওয়ার কারণে তিনি তা উল্লেখ করেননি।

এ ব্যাখ্যাটিও নি :সন্দেহে সঠিক। আবু দাউদ শরীফের প্রথম খন্ডে এ হাদিসটি শব্দের সামান্য পরিবর্তনসহ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও উত্তম ব্যাখ্যা হল যা আল্লামা আইনী লিখেছেন। তিনি বলেন, এ হাদিসটির সাথে আবু মুহাম্মদ বিন কুতাইবা 'গরীবুল হাদিস'-এ শব্দগুলোও বৃদ্ধি করেছেন।

انه لما خرج رأى اقناء معلقة فى المسجد و كان امر بين كل حائط بقنو يعلق فى المسجد ليأكل منه من لا شئى له الخ

'তিনি যখন মসজিদে গেলেন সেখানে খেজুরের গুচ্ছ ঝুলানো দেখতে পেলেন। তিনি ইতিপূর্বে মসজিদের দেয়ালের মাঝে খেজুরের গুচ্ছ ঝুলানোর নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, যেন যাদের যাদের কোন কিছুই নেই তারা যেন খেতে পারে।'

ইমাম বুখারী রহ.র নিয়ম হল, তিনি শিরোনাম দ্বারা (অন্যত্র) উদ্ধৃত হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করেন।

সংক্ষিপ্ত আরেকটি উত্তর এও হতে পারে যে, মসজিদের মধ্যে যে মাল রাখা হয়েছিল তা ছিল বন্টনের জন্য। তদ্রূপ খেজুরের গুচ্ছ ঝুলানোও লোকদের মধ্যে বন্টনের জন্যই ছিল। তাই বন্টনের ক্ষেত্রে শরীক থাকার কারণে উভয় অংশই প্রমাণিত হয়ে গেল।

বাহরাইন হতে আগত মালের পরিমাণ কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী এক লক্ষ দিরহাম ছিল।

বাহরাইনের মাল সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য নসরুল বারীর কিতাবুল মাগাযীর ৬১ নং পৃষ্ঠার ৬২ নং হাদিসদেখা যেতে পারে।

بَاب مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ

অধ্যায় ২৮৩ : যাকে মসজিদে খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করা হয় এবং সে মসজিদেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে

٤٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِي آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ *

৪০৯. হযরত আনাস রাযি. বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মসজিদে পেলাম। তিনি লোকদের মাঝে বসা ছিলেন। আমি দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে আবু তালহা পাঠিয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, খাওয়ার জন্য? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তার পাশে বসা লোকদেরকে বললেন, উঠ! তারপর তিনি চলতে লাগলেন। আমি তাদের আগে আগে চলতে লাগলাম।

শিরোনামের সাথে মিল : قال لطعام قلت نعم হাদিসের এ অংশ দ্বারা শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ শিরোনামের একটি অংশ দাওয়াত দেয়া যা قلت لطعمام قلت نعم দ্বারা প্রমাণিত। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত ব্যক্তিদের বলেছেন, উঠ! ইহা দাওয়াত কবুল করা।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : যেহেতু মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা হতে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আর মসজিদ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ, انما بنيت المساجد لذكر الله و الصلوة প্রভৃতি রয়েছে। তাই ইমাম বুখারী রহ. এ শিরোনাম দ্বারা এ কথা বলতে চান যে, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মসজিদেও মুবাহ (বৈধ) কথা বলা যেতে পারে। যেমন শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, غرضه من عقد هذا الباب جواز الكلام المباح فى المسجد। যেমন উল্লেখিত হাদিসে মসজিদে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত করা এবং তিনি তা গ্রহণ করার কথা উল্লেখ রয়েছে। 'মানাকিব'-এ এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে - ইনশাআল্লাহ।

بَاب الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

অধ্যায় ২৮৪ : মসজিদে পুরুষ এবং মহিলার মাঝে বিচার করা এবং 'লি'আন' করার বর্ণনা

٤١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ *

৪১০. হযরত সাহল বিন সা'দ রাযি. হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ব্যাপারে আপনার কী মত যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে কোন পুরুষকে (খারাপ কাজে) পায় তবে কি সে তাকে হত্যা করবে? তারপর তাদের উভয়কে (স্বামী-স্ত্রীকে) মসজিদে লি'আন করানো হল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

শিরোনামের সাথে মিল : হাদিসের মিলের অংশ হল فتلاعنا في المسجد। কারণ মসজিদে লি'আন করানো মসজিদে বিচার করার অর্ন্তভূক্ত। আল লি'আন যেহেতু পুরুষ এবং মহিলার মধ্যেই হয় তাই পুরুষ-মহিলার মাঝে বিচারও প্রমাণিত হয়ে গেল।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : 'কাযা ফিল মসজিদ'এর বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আ'যম ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম মালেক রহ., ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.সহ জমহুর উলামার মত হল, কাযী সাহেব মসজিদে বরং জামে মসজিদে বসে মানুষের পারস্পারিক লেন-দেন এবং বিচার-আচারের ফয়সালা করা জায়েয আছে। বরং তা মুস্‌তাহসানও। ইমাম শা'ফে'য়ী রহ. মতে এ সব কাজ মসজিদে করার নিয়ম বানিয়ে নেয়া মাকরূহ। তবে কখনও সখনও যদি এরূপ করার সম্মুখীন হতে হয় তবে তা নির্দ্বিধায় জায়েয।

এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য জমহুরের সমর্থন করা এবং ইমাম শাফে'য়ী রহ.র মত খন্ডন করা।

ব্যাখ্যা : শিরোনামের মধ্যে লি'আনের আতফ হয়েছে কাযার উপর। তথা খাছের (বিশেষের) আতফ হয়েছে আম (ব্যাপক)এর উপর। অর্থাৎ ব্যাপকভাবে বলার পর বিশেষভাবে বলা হয়েছে। কারণ কাযা হল আম বা ব্যাপক। চাই তা লি'আন হোক বা অন্য কিছু হোক। কোন কোন নুসখায় بين الرجال و النساء নেই। আল্লামা আইনী রহ., আল্লামা আসকালানী রহ.সহ অধিকাংশ ব্যাখ্যাতার মতে ইহা অর্থহীন বৃদ্ধি। তাই মুসতামলীর নুসখা ব্যতীত অন্য কোন নুসখায় এ বৃদ্ধি নেই।

কিন্তু শায়খুল হাদিস মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, আমার ব্যক্তিগত মত হল, এ বৃদ্ধির কারণে ব্যাখ্যাতাদের যে প্রশ্ন জেগেছে তার কারণ হল, তারা بين الرجال و النساء-কে اللعان-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আমার মতে ইহা اللعان-এর সাথে নয়, القضاء-র সাথে সম্পৃক্ত। তখন শিরোনাম দাঁড়াবে এরূপ باب القضاء في المسجد بين الرجال و النساء। আর এখানে ইহাই মুল উদ্দেশ্য। আর রেওয়ায়াতের মধ্যে উল্লেখ থাকার কারণে اللعان শব্দটি বৃদ্ধি করা হয়েছে। নচেৎ মুল বিষয় হল কাযার বর্ণনা করা। (তাকরীরে বুখারী ২/১৫৩) তবে বর্তমানে মসজিদে বিচার-মীমাংসা না করাই উত্তম।

লি'আনের সংজ্ঞা এবং পদ্ধতির তফসীলের জন্য নসরুল বারীর কিতাবুত্‌তাফসীরের ৪৪০ পৃষ্ঠা হতে ৪৪৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত মুতালা'আ করা যেতে পারে। আর কিছু তফসীল যথাস্থানে আসবে ইনশা-আল্লাহ।

অধ্যায় ২৮৫

بَاب إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلَا يَتَجَسَّسُ

কারো ঘরে গেলে যেখানে ইচ্ছা হয় কিংবা যেখানে ঘরের মালিক নামায পড়তে বলে সেখানে নামায পড়বে। কোন প্রকার অনুসন্ধান করবে না। (অধিক প্রশ্ন করবে না যে, জায়গা পাক কি না-পাক। নামাযের প্রতিটি স্থানই পাক যতক্ষণ না না-পাক হওয়ার নিশ্চয়তা হয়।)

٤١١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ *

৪১১. হযরত 'ইতবান বিন মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঘরে আগমন করলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ঘরের কোন স্থানে নামায পড়তে তুমি পসন্দ কর? তিনি বলেন, আমি একটি স্থানের দিকে ইঙ্গিত করলাম। তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর বলে নামায শুরু করলেন। আমরা তার পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে গেলাম। তিনি দুই রাকাত নামায পড়ালেন।

শিরোনামের সাথে মিল : اين تحب ان اصلى لك দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শিরোনামের দু'টি অংশ রয়েছে। ১.يصلى حيث شاء অর্থাৎ আগন্তুক অনুমতি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করার পর তার ইচ্ছা যেখানে সমীচীন মনে করবে নামায পড়বে। ২.حيث امر অর্থাৎ যে জায়গায় নামায পড়তে বলা হয়। ইমাম বুখারী রহ. এ দু'টির মাঝে او শব্দ এনেছেন যা দ্বারা উভয়টির মাঝে সন্দেহ বুঝায়। ইমাম বুখারী রহ. রেওয়ায়াত এনে বলে দিয়েছেন যে, যেখানে অনুমতি দেয়া হবে সেখানে নামায পড়বে এবং কোন প্রকার অনুসন্ধান করবে না। কারণ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেছেন, বল! কোথায় নামায পড়ব? এর দ্বারা ইহাও বুঝা গেল যে, يتجسس لا-র সম্পর্ক দ্বিতীয় অংশের সাথে। যেখানেই বলা হয় সেখানে নামায পড়বে। খোঁজ-খবর নিবে না। এ দিক সে দিক তাকাবে না।

শায়খুল মাশায়েখ শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ.র মত হল, يتجسس لا-র সম্পর্ক উভয়টির সাথে হতে পারে। অর্থাৎ উভয় সুরতের অনুমতি আছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ নিষেধ। তবে ঘরের মালেক নিজের পক্ষ হতে কোন স্থান দেখিয়ে দিলে অন্যত্র নামায পড়তে পারবে না।

بَاب الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِهِ فِي دَارِهِ جَمَاعَةً

অধ্যায় ২৮৬ : ঘরের মধ্যে মসজিদ বানানোর বর্ণনা। হযরত বরা বিন 'আযেব রাযি. নিজের ঘরে মসজিদ বানিয়ে জামাতের সহিত নামায আদায় করেছিলেন

٤١٢ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ تَأْتِينِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَآبَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ أَوِ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ

سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ فَصَدَّقَهُ بِذَلِكَ *

৪১২. হযরত মাহমুদ বিন রবী' আনসারী রহ. বলেন, হযরত 'ইতবান বিন মালেক রাযি. - তিনি ঐ সকল সাহাবার অর্ন্তভূক্ত যারা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন - তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়েছে। আমি আমার সম্প্রদায়ের নামায পড়াই। কিন্তু বৃষ্টি বেশী হলে তাদের এবং আমার মাঝের নালা প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে আমি তাদেরকে নামায পড়াতে মসজিদ পর্যন্ত যেতে পারি না। কাজেই ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার আকাঙ্খা আপনি এসে আমার ঘরে নামায পড়বেন। আমি সে স্থানকে নামাযের স্থান বানিয়ে নিব। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইনশা-আল্লাহ আমি তাই করব। হযরত 'ইতবান বলেন, পরদিন সূর্য উচুঁতে উঠলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আবু বকর আমার বাড়ীতে আগমন করলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিতরে আসার অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি দিলাম। তিনি ভিতরে এসে বসার আগেই বললেন, আমার কোথায় নামায পড়া তোমার পসন্দ? তিনি বলেন, আমি কক্ষের একটি কিনারায় ইশারা করলাম। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করলেন।) আমরাও (তার পিছনে) সারিবদ্ধ হয়ে দাড়িয়ে গেলাম। তিনি দুই রাকাত নামায পড়ে সালাম ফিরালেন। তিনি বলেন, আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাযিরা (হালীম) খাওয়ার জন্য আটকে রাখলাম যা তার জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছিল। তিনি (ইতবান রাযি.) বলেন, তারপর মহল্লার কিছু সংখ্যক লোক ঘরে সমবেত হল। তাদের একজন বলল, মালেক বিন দুখাইশন অথবা (বলল) ইবনে দুখশন কোথায়? তাদেরই একজন বলল, সে তো মুনাফিক। আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলকে ভালবাসে না। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ কথা বলো না। তোমরা কি দেখ না যে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য لا اله الا الله বলেছে। এ কথার উপর সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুল ভাল জানেন। আমরা তো বাহ্যিকভাবে দেখি যে তার মনোযোগ এবং মঙ্গলকামীতা মুনাফিকদের দিকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য لا اله الا الله বলে।

ইবনে শিহাব রহ. বলেন, পরবর্তীতে আমি হুসাইন বিন মুহাম্মদ আনসারীকে - তিনি বনী সালেম গোত্রের ছিলেন এবং তাদের সর্দারদের মধ্য হতে ছিলেন - মাহমুদ বিন রবী'র হাদিস সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তার সত্যায়ন করলেন।

শিরোনামের সাথে মিল : فصلى ركعتين দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে। কারণ এ দু'রাকাত নামায হযরত 'ইতবান রাযি.র ঘরে পড়া হয়েছিল। এখানে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য সিজদার স্থান অর্থাৎ আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। তদ্রূপ فاتخذه مصلى দ্বারাও সামঞ্জস্য হতে পারে। কারণ এর দ্বারা ঘরের মধ্যে মসজিদ বানানো প্রমাণিত হয়।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য কী? এক মতানুসারে ইমাম বুখারী রহ. ইহা প্রমাণ করতে চান যে, ঘরের মধ্যে মসজিদ তথা নামায এবং অন্যান্য ইবাদতের জন্য কোন একটি স্থান নির্ধারণ করে নেয়া মুস্তাহাব এবং মুস্তাহসান। এতে ইবাদতের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় মত হল, ইমাম বুখারী রহ. হযরত আয়েশা রাযি.র হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناءالمساجد فى الدور و ان تنظف و تطيب

'হযরত আয়েশা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরের মধ্যে মসজিদ বানানোর এবং সেগুলো পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।'

এর দ্বারা ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল, ঘরের মধ্যে নামায পড়ার স্থান নির্ধারণ করে নিবে। প্রয়োজনের সময় ঘরের মসজিদে নামায পড়লে নিঃসন্দেহে জামাতের সওয়াব পাওয়া যাবে। তবে মসজিদের জামাতের সওয়াব পাবে না।

এর সমর্থনে ইমাম বুখারী রহ. হযরত বরা বিন 'আযেব রাযি.র আমর পেশ করেছেন। তিনি তার ঘরের মসজিদে (নামাযের জন্য নির্ধারিত স্থানে) জামাতের সহিত নামায আদায় করেছিলেন। অথচ তিনি একজন উঁচুমানের সাহাবী ছিলেন। তারপর হযরত 'ইতবান বিন মালেক রাযি.র সবিস্তারে বর্ণিত হাদিস উল্লেখ করেছেন। সেখানে হযরত 'ইতবান রাযি. বলেছেন, فاتخذه مصلى। এর দ্বারা ঘরের মধ্যে মসজিদ বানানো প্রমাণ হয়ে যায়। তবে মসজিদে শর'ঈ হবে না। কারণ শর'ঈ মসজিদে কারো মালিকানা থাকে না। সেখানে উত্তরাধিকারী স্বত্বও চলে না। জানাবত অবস্থায় প্রবেশ করাও নিষেধ। কিন্তু ঘরের মসজিদে মালিকানাও থাকে। উত্তরাধিকারী স্বত্বও চলে। জানাবত অবস্থায়ও প্রবেশ করা যায়। ইত্যাদি।

ব্যাখ্যা : انه اتى এ রেওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত 'ইতবান বিন মালেক রাযি. নিজেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম শরীফের প্রথম খন্ডের কিতাবুল ঈমানের ৪৬ নং পৃষ্ঠার রেওয়ায়াতে রয়েছে, فبعث الى رسول الله صلى الله و سلم الخ এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি নিজে আসেননি। অন্য কাউকে পাঠিয়েছেন। উত্তর হল, প্রথমে তিনি কাসেদ পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই এসেছেন।

انكرت بصرى অধিকাংশ রেওয়ায়াত দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হয়ে পড়েছিল। যেমন ১১৬ পৃষ্ঠা এবং ১৫৮ পৃষ্ঠা প্রভৃতির রেওয়ায়াত দ্বারা তাই বুঝা যায়। কিন্তু বুখারী শরীফের ৯২ পৃষ্ঠায় আছে كان يؤم قومه وهو اعمى। এ দু' ধরণের রেওয়ায়াতের মধ্যে বাহ্যিকভাবে দ্বন্দ রয়েছে।

উত্তর হল, انكار بصارت কখনো দৃষ্টি শক্তির দূর্বলতার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার দৃষ্টিহীনতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় উত্তর হল, وهو اعمى-র উদ্দেশ্য হল, দৃষ্টিশক্তি অধিকাংশই চলে গিয়েছিল যার ফলে তিনি অন্ধ হওয়ার কাছাকাছি চলে গিয়েছেন। তাই তাকে অন্ধ বলা হয়েছে।

ثم قال اين تحب ان اصلى অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌঁছেই জিজ্ঞেস করলেন নামাযের জন্য কোন জায়গাটি পসন্দ কর। আর উম্মে সুলাইম রাযি.র ঘটনায় তিনি প্রথমে খানা খেয়েছিলেন। তারপর নামায পড়েছেন।

এর কারণ হল, হযরত 'ইতবান রাযি.র এখানে মূল উদ্দেশ্য ছিল নামায পড়ানো। তাই তা আগে করেছেন। আর উম্মে সুলাইমর ঘটনায় মূলত: খাওয়ার দাওয়াত ছিল। বরকতের জন্য আনুসাঙ্গিকভাবে নামায পড়িয়েছেন।

اين مالك بن الدخيشن الخ এখানে সন্দেহ সহকারে উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম শরীফের ৪৬ পৃষ্ঠায় দুখশম এবং ৪৭ পৃষ্ঠায় দুখাইশম উল্লেখ রয়েছে। শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. বলেন, সঠিক হল মালেক বিন দুখশম। মীম দিয়ে। নি :সন্দেহে তিনি একজন বদরী সাহাবী। মসজিদে জেরার ভাঙ্গায় এবং জ্বালানোয় তিনি অংশ নিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় তিনি একজন মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। তাই প্রশ্ন জাগে, সাহাবা তাকে মুনাফিক কেন বললেন।

উত্তর হল, যারা তাকে মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক রাখতে দেখেছেন তারা তাকে বাহ্যিক অবস্থার উপর মুনাফিক বলেছেন। আবার প্রশ্ন জাগে, তিনি কেন মুনাফিকদের সাথে সম্পর্ক রাখতে গেলেন? উত্তরে বলা যাবে যে, অনেক সময় বিশেষ অপরাগতা থাকে যা অন্যের জানা থাকে না। যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে এবং সম্পর্ক রাখা দ্বারা তার অবস্থা সংশোধনের আশা থাকে। যেমন হযরত হাতেব বিন আবু বালতা' রাযি.র ঘটনা। আর অহীর মাধ্যমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ঈমান সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। তাই বলেছেন, এরূপ বলো না। কারণ সে ঈমানের কালিমা স্বীকারকারী এবং বিশ্বাসী।

قال ابن شهاب الخ এখানে প্রশ্ন হয় যে, মাহমুদ বিন রবী' সাহাবী ইবনে শিহাবের নিকট হাদিস বর্ণনা করেছেন। সে ক্ষেত্রে আরেকজনকে জিজ্ঞেস করার কী প্রয়োজন হল?

রেওয়ায়াত দ্বারা যেহেতু বাহ্যত : আমল অর্থহীন বুঝা যায়। শুধুমাত্র ঈমানই যথেষ্ট। আমল ছাড়াই জাহান্নাম হারাম। অথচ তা কোরআন-হাদিসের পরিপন্থী। তাই ইবনে শিহাব রহ. অন্যকে দিয়ে তা সত্যায়ন করানোর জন্য জিজ্ঞেস করেছেন যেন মনে প্রশান্তি এসে যায়। কিন্তু এর প্রয়োজন এ জন্য ছিল না যে, এর উদ্দেশ্য ছিল চিরকালের জন্য হারাম।

ইবনে শিহাব জিজ্ঞেস করার কারণ এও হতে পারে যে, মাহমুদ বিন রবী' রাযি. অল্প বয়স্ক সাহাবী ছিলেন। সন্দেহ ছিল তিনি ঠিকভাবে স্মরণ রেখেছেন কি না।

بَاب التَّيَمُّنِ فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى

অধ্যায় ২৮৭ : মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ডান দিক দ্বারা শুরু করার বর্ণনা। হযরত ইবনে উমর রাযি. মসজিদে প্রবেশ করতেডান পা দিয়ে করতেন এবং বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হতেন

٤١٣ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ *

৪১৩. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক কাজে যথা সাধ্য ডান দিক হতে শুরু করতে চেষ্টা করতেন। পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে, চিরুণী ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং জুতা পরিধানের ক্ষেত্রে।

শিরোনামের সাথে মিল : শিরোনামের সাথে হাদিসের يحب التيمن ما استطاع فى شانه كله এ বাক্য দ্বারা মিল রয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী রহ.র উদ্দেশ্য হল মসজিদে প্রবেশ করার জন্য প্রথমে ডান পা প্রবেশ করানো মুস্তাহাব এবং সওয়াবের কারণ।

وغيره এর যমীর মসজিদের দিকে ফিরেছে। অর্থ হল, মসজিদ ছাড়াও যে সব বিষয়ে সম্মান এবং মর্যাদা পাওয়া যায় সেগুলোও ডান দিক দিয়ে শুরু করা সুন্নাত। যেমন জামা পরিধান করা, পায়জামা পরিধান করা, জুতা পরা এ সব ডান দিক হতে শুরু করবে। আর জামা জুতা ইত্যাদি খোলা বাম দিক হতে শুরু করবে।

অধ্যায় ২৮৮

بَاب هَلْ تُنْبَشُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ وَرَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهم عَنْهم أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِعَادَةِ *

জাহিলিয়্যাতের যমানার কবর খনন করে সেখানে কি মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে? (অর্থাৎ বানানো ঠিক আছে) কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের লা'নত করুন! তারা তাদের নবীর কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। আর কবরে নামায পড়া মাকরূহ হওয়ার বর্ণনা। হযরত উমর বিন খাত্তাব রাযি. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি.কে কবরের নিকট নামায পড়তে দেখে বলেছেন কবর! কবর!! তাকে পুনরায় নামায পড়তে বলেননি।

٤١٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُولَئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

৪১৪. হযরত আয়েশা রাযি. হতে বর্ণিত, হযরত উম্মে হাবীবা এবং হযরত উম্মে সালমা রাযি. একটি গীর্জার আলোচনা করলেন যা তারা হাবশায় দেখেছেন। তার মধ্যে ছবি ছিল। তারা উভয়ই ইহা যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আলোচনা করলেন তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এরা হল ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের কোন নেককার লোক মারা গেলে তাদের কবরকে এরা মসজিদ বানাতো। তার মধ্যে তারা এ ছবিগুলো এঁকে নিত। কিয়ামতের দিন এরা আল্লাহর দরবারে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক হবে।

শিরোনামের সাথে মিল : فمات بنوا على قبره مسجدا দ্বারা শিরোনামের সাথে হাদিসের মিল রয়েছে। নবীদের এবং সালেহীনদের কবরকে মসজিদ বানানোর মধ্যে তাদের তা'যীম এবং সম্মানের দিক প্রকাশ পায় - যা মুর্তিপূজার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং অভিশাফের কারণ হয়। কিন্তু মুশরিকদের কবর উপড়ে ফেলে সেখানে মসজিদ বানানোর মধ্যে কোন প্রকাশ বাধা নেই। কারণ তাদের সম্মান বা মর্যাদার কল্পনাও মনে আসবে না। তা ছাড়া মুশরিকদের কবরের অপমান করা জায়েয আছে।

আল্লামা আইনী রহ. বলেন,

وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة فى قوله لعن الله اليهود من حيث انه يوافقه وذالك انه صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لكونهم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد و فى هذا الحديث ذم النصارى بشئ اعظم من اللعن فى كونهم كانوا اذا مات الرجل الصالح فيهم بنوا على قبره مسجدا وصور فيه تصاوير

'হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী لعن الله اليهود দ্বারা শিরানামের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের অভিসম্পাত করেছেন এ কারণে যে, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে। এ হাদিসে নাসারাদের তার চেয়েও বেশী কিছু দিয়ে নিন্দা করা হয়েছে। কারণ তারা তাদের কোন নেককার মারা গেলে তার কবরে মসজিদ বানিয়ে নিত এবং তার মধ্যে প্রতিকৃতি অঙ্কন করত।'

٤١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا قَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَفِيهِ خَرِبٌ وَفِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةْ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ *

৪১৫. হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় গমন করলেন। সেখানে তিনি উঁচু এলাকায় বণী 'আমর বিন 'আউফ নামক একটি গোত্রে অবরতন করলেন। সেখানে তিনি চব্বিশ দিন অবস্থান করলেন। তারপর তিনি বণী নাজ্জারদের (ডাকার জন্য) নিকট পয়গাম

পাঠালেন। তারা তলওয়ার ঝুলিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হল। (তিনি তাদের সাথে রওয়ানা হলেন।) (হযরত আনাস রাযি. বলেন) আমি যেন দেখছি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সওয়ারীর উপর বসে আছেন। হযরত আবু বকর তার পশ্চাতে আরোহী। আর বণী নাজ্জারের লোকেরা তার চারদিকে। এভাবে তিনি আবু আইয়ুবের আঙ্গিনায় তার মালপত্র নামালেন। যেখানে নামাযের সময় হবে সেখানেই নামায পড়ে নেয়াটা তার নিকট প্রিয় ছিল। তিনি বকরীর আস্তানায় নামায পড়েছেন। তিনি মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিলেন। তাই তিনি বণী নাজ্জারের লোকদের নিকট লোক পাঠালেন। তাদেরকে বললেন, হে বণী নাজ্জারের লোকেরা! তোমরা তোমাদের এ বাগানের মূল্য আমার থেকে নিয়ে নাও। তারা বলল, জ্বী না। খোদার কসম! আমরা এর মুল্য শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকটই চাইব। হযরত আনাস রাযি. বলেন, ঐ বাগানে ঐ সকল বস্তু ছিল যা আমি তোমাদেরকে বলছি। সেখানে মুশরিকদের কবর ছিল। কিছু বিরানভূমি ছিল। আর কিছু খেজুর গাছ ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে মুশরিকদের কবর উপড়ে ফেলা হল। (এবং তাদের হাড়-গোড় ফেলে দেয়া হল।) বিরানভূমির ব্যাপারে নির্দেশ দিলে তা সমতল করা হল। আর তার নির্দেশ মুতাবিক খেজুর গাছ কাটা হল। তারা খেজুরগাছগুলোকে কিবলার দিকে সারিবদ্ধ করলেন। আর খেজুরের উভয়দিকে (শক্ত হওয়ার জন্য) পাথর লাগিয়ে দিলেন। তারা রজয (রণ-সংগীত) গাইতে গাইতে পাথর বহন করতে লাগলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাদের সাথে ছিলেন। তিনি বলতে ছিলেন- اللهم لا خير الا خير الاخره * فاغفر للانصار و المهاخره 'হে আল্লাহ! পরকালীন মঙ্গল ব্যতীত আর কোন মঙ্গল গ্রাহ্য নয়। কাজেই তুমি আনসার এবং মুহাজিরদের ক্ষমা করে দাও।'

শিরোনামের সাথে মিল : بقبور المشركين فنبشت দ্বারা শিরোনামের সাথে মিল হয়েছে।

শিরোনামের উদ্দেশ্য : শায়খুল মাশায়েখ হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. বলেন, اى هو جائز অর্থাৎ মুশরিকদের কবরের উপর মসজিদ বানানো জায়েয আছে। তার পদ্ধতি হল, কবর খনন করে হাড় ফেলে দেয়া হবে। তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা হবে। কারণ এখন তা সমতল ভূমির ন্যায় হয়ে গেছে।

আর শাহ সাহেব বলেন, কবরস্থানে নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু (পড়ে ফেললে) পুনরায় পড়া ওয়াজিব নয়।

ব্যাখ্যা : هل ينبش الخ প্রশ্ন হয়, হাদিস দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের কবর পরিস্কার করিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। সে ক্ষেত্রে هل প্রশ্ন দ্বারা শিরোনাম কেন রাখা হল?

উত্তর : هل শব্দটি এখানে নিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য قد-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন কোরআন করীমে আছে هل اتى على الانسان حين من الدهر

لقول النبى صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود الخ অর্থ আগেই করা হয়েছে।

এখানে লাম কালিমাটি তা'লীলিয়া। তরজমার ক্ষেত্রে তা দলীল স্বরূপ। এখন প্রশ্ন জাগে দাবী এবং দলীলে কী মুনাসাবাত রয়েছে?

উত্তর : শিরোনামের উদ্দেশ্য ছিল যে, নবীদের কবর মসজিদ বানানো জায়েয নেই। কারণ কবরস্থানে মসজিদ বানানোর দু'টি সুরত হতে পরে। একটি হল, কবর না উপড়ে তার উপরই মসজিদ নির্মাণ করা। এতে মুর্তি পূজার সাদৃশ্যতা পাওয়া যাওয়ার কারণে তা নিষেধ। আর দ্বিতীয় সুরত হল, কবর উপড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা। এতে নবীদের কবরের অপমান করা হয় বিধায় এ সুরতও না-জায়েয । কিন্তু কাফির-মুশরিকদের কবর পরিস্কার করা এ কারণে জায়েয যে, তাদের কবরের অসম্মান নিষেধ নয়। ইমাম বুখারী রহ. হাদিস দ্বারা প্রমাণ করে দিলেন যে, মুশরিকদের কবর সাফ করে সেখানে মসজিদ বানানো জায়েয । আর এ বক্তব্যে ইহাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইহা শিরোনামের অংশ নয়। বরং তা দলীল স্বরূপ। وما يكره من الصلوة فى القبور শায়খুল হাদিস রহ. বলেন, ইহা শিরোনামের অংশ নয়। বরং লামের অধীনে থেকে قول-এর 'আতফ হয়েছে। আর ইহাও একটি কারণ। এ ব্যাখ্যানুসারে এ প্রশ্ন আর বাকী থাকবে না যে, শিরোনামের দু'টি অংশ। কিন্তু ইমাম বুখারী রহ. দ্বিতীয় অংশ وما يكره الخ-র জন্য কোন রেওয়ায়াত উল্লেখ করেননি। আর ব্যাখ্যাতারা এ উত্তর দিয়েছেন যে,

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি.র আছরের উপর নির্ভর করা হয়েছে। শায়খুল হাদিস রহ. বলেন, আমার কথানুসারে যখন তা শিরোনামের অর্ন্তভুক্তই নয় তা হলে রেওয়ায়াতের প্রয়োজনই নেই।

তা ছাড়া যদি একে শিরোনামের অংশ ধরা হয় তা হলে শিরোনামের দ্বিরুক্তির প্রশ্ন জাগবে। কারণ ইমাম বুখারী রহ. সামনে ৬২ পৃষ্ঠায় باب كراهية الصلوة فى المقابر নামে পৃথক একটি বাব কায়েম করবেন। ব্যাখ্যাতারা উত্তর দিয়েছেন যে, ৬১ পৃষ্ঠায় ইহা আনুসাঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর তাই গুরুত্ব বুঝানোর জন্য ৬২ পৃষ্ঠায় আলাদাভাবে শিরোনাম আনা হয়েছে। কিন্তু শায়খুল হাদিস রহ.র ব্যাখ্যানুসারে এ প্রশ্নও আসবে না। আর উত্তরেরও দরকার পড়বে না।

৪১৫নং হাদিসে রয়েছে قدم النبى صلى الله عليه وسلم - ইহা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের ঘটনা। তিনি রবীউল আউয়াল মাসের সোমবার দিন সর্বপ্রথম কোবায় অবতরণ করেন। فنزل اعلى المدينة অর্থাৎ তিনি মদীনায় প্রবেশ করার জন্য উঁচু এলাকার রাস্তা অবলম্বন করেছেন। উলামারা এর দ্বারা দ্বীনের উন্নতির লক্ষণ নিয়েছেন। আর ফলত : তাই হয়েছে।

فاقام النبى فيهم اربعا و عشرين الخ অর্থাৎ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় বণী 'আমর বিন 'আউফ গোত্রে ২৪ দিন অবস্থান করেছেন। কিন্তু কোন কোন রেওয়ায়াতে ১৪ দিনের উল্লেখ রয়েছে। যেমন টিকাতেই রয়েছে যে, তিনি সেখানে ১৪ দিন অবস্থান করেছেন। তদ্রূপ বুখারী শরীফের ৫৬০ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনেও রয়েছে। আবু দাউদ শরীফের প্রথম খন্ডের ৬৫ পৃষ্ঠায় মুসাদ্দাদ হতেই বর্ণিত রয়েছে, فاقام فيهم اربع عشرة ليلة। তাই উভয় ধরণের রেওয়ায়াতে বাহ্যত : দ্বন্দ্ব রয়েছে।

অধিকাংশ রেওয়ায়াতের দৃষ্টিতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার দিন কোবায় প্রবেশ করেন এবং শুক্রবার দিন মদিনায় প্রবেশ করেন। যদি পরবর্তী শুক্রবার উদ্দেশ্য হয় তা হলে মোট হয় পাঁচ দিন। যদি পরবর্তী শুক্রবার উদ্দেশ্য হয় তা হলে হয় বার দিন। আর যদি আরো দু' সপ্তাহ পরের শুক্রবার উদ্দেশ্য হয় তা হলে হয় ছাব্বিশ দিন। যদি প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার দিন বাদ দেয়া হয় তা হলে চব্বিশ দিন হয়। শায়খুল হাদিস রহ. বলেন, আমার মত হল চব্বিশ দিনের রেওয়ায়াতটি সহীহ। আর সুরত হল যে, প্রবেশ এবং বের হওয়ার দিন গণনা করা হয়নি। সোমবার কোবায় প্রবেশের দিন এবং শুক্রবার কোবা হতে বের হওয়ার দিন বাদ দিয়ে মোট ২৪ দিন হয়।

এ পুরা বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যে, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় তিন জুমা' পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। কিন্তু গ্রামাঞ্চল হওয়ার কারণে তিনি সেখানে জুমা' পড়েননি। এ কারণে অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখ এবং উলামায়ে দেওবন্দ বলেন যে, গ্রামাঞ্চলে জুমা' পড়া জায়েয নয়।